সম্বন্ধনির্ণয়।

উপক্রমণিকা।

অধুনা অনেকের মুখেই শুনা যায় যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতির ইতিহাস নাই। যাঁহারা কহেন ইতিহাস নাই, তাঁহা-দিগকে বুঝান ভার। কারণ, একটা সামান্য কথা আছে, "যে বলে আমি বুঝাইলেও বুঝিব না", তাহাকে পৃথিবীর সর্ব্বস্ব দিলেও সে বুঝিবে না।

যাঁহারা ইতিহাস ছিল বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে কহিতে পারি, আমাদিগের অনাস্থাতেই ইতিহাস লোপ হই-য়াছে। নতুবা লোপ হইবার কথা নয়। পাঠক, তুমি বেদের মধ্যে ইতিহাসের লক্ষণ দেখিতে পাইবে। পুরাণ দেখ, তন্ত্র পাঠ কর, অনেক ইতিবৃত্তঘটিত বিষয় বুঝিতে পারিবে। তবে অনেক স্থানে অনেক রূপক বা অত্যুক্তি আছে, ইহা স্বীকার করি। সেগুলির মধ্য হইতে সারভাগ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সারগ্রাহী হইলেই ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়।

অদ্য যে প্রসঙ্গক্রমে এই কথা উত্থিত হইতেছে, তাহার নাম সম্বন্ধনির্ণয়। এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। উহা ক্রমে দেখান যাইতেছে।

পাঠক, তুমি সে দিন কহিয়াছিলে, বৃদ্ধেরা রাত্রিকালে

শিশুদিগকে সাত পুরুষের নাম শিক্ষা দিতেন, এক্ষণে উহা উঠিয়া গিয়াছে। উঠিয়া যাওয়াতে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই।

সৎকুলসম্ভব সহৃদয় ব্যক্তি আভিজাত্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন। শ্রোতৃবর্গকে বলি, যাবৎ আমাদিগের অন্তঃকরণে আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে স্মরণ হইবে, তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপের সারবত্তা, তাঁহাদিগের মহত্ত্ব, ঔদার্য্য, গাম্ভীর্য্য, সাহস, দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় সদ্গুণসমূহের সমালোচনা করিতে থাকিব, তাবৎকালই আমাদিগের অন্তঃকরণে আমাদিগের বড় হইবার আশা থাকিবে। নিজের বংশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে আত্মাভিমান ও আত্মগৌরব নষ্ট হয়। আত্মাভিমান আছে বলিয়াই আমরা এখনও ভস্মীভূত হই নাই। ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ টুকু নির্ব্বাণ হইলেই আমরা অসার ও অপদার্থ মধ্যে গণ্য হইব।

পাঠক, তুমি বুঝিতে পার নাই যে, বৃদ্ধেরা ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে সন্ধুক্ষিত করিবার জন্য প্রতিদিন রাত্রিকালে নিজ বাটীর সমস্ত সন্তানগণকে একত্র করিয়া কাহার সঙ্গে কি পরিচয়, তাহা প্রত্যেককে শিক্ষা দিতেন। বান্ধবগণের পরিচয় জানায় কি উপকার, তাহা পরে বলিব। তুমি অগ্রে দেখ, পরিচয় জিজ্ঞাসা না করায় কি দোষ। পাঠক, তুমি সভ্য, আধুনিক সভ্যতা অনুসারে অন্যের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য, সুতরাং তোমার সঙ্গে যে ব্যক্তি অনেক দিন বাস করিয়াছে, হয়ত তুমি তাহার কেবল নামটী মাত্র জান, আর কিছুই জান না। মনে কর, এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক

ব্যক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু সে তাহার নামধামাদি কিছুই জানে না, দেখিলে মিত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারে। দৈবাৎ প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়ের বাসভবনের নিকটেই একটা বিপদে পতিত হইলেন। সে বিপদটী দ্বিতীয় পরিচিতের নামাদির পরিচয় প্রদান করিতে পারিলেই কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সভ্যতার অনুরোধে প্রথম-পরিচয়-সময়ে দ্বিতীয়ের নামাদি জিজ্ঞাসা করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে সে দিন অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল। পরদিন অথবা অসহ্য ক্লেশ সহনের পরক্ষণেই সেই পূর্ব্বপরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল, ও তৎ-ক্ষণাৎ সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তিনি পূর্ব্বানু-ভূত ক্লেশের বিষয় স্মরণ করিয়া কিপর্য্যন্ত দুঃখিত, অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন, তাহা অন্যের বুঝা ভার, তবে যিনি এরূপ বিপদে কখনও পড়িয়াছেন, তিনিই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। অহ-রহঃ যে এরূপ ব্যাপার কত ঘটিতেছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। আমাদিগকে ঐরূপ অনুতাপ করিতে না হয়, এই-জন্যই বৃদ্ধেরা আপন বাটীর সন্তানদিগকে কুলশীলের পরিচয় শিক্ষা দিতেন।

বৃদ্ধদিগের অন্তর্বাহ্যে দ্বৈধভাব ছিল না। তাঁহারা যাহাকে মিত্র বলিতেন, তদীয় বংশাবলীর সহিত তাঁহাদের নিজের বংশপরম্পরার সহিত চিরন্তন কুলমিত্র সম্বন্ধ থাকিত। এবং যাহাকে অন্তরে শত্রু বলিয়া প্রতীতি জন্মিত, তাহাকে তাঁহারা কদাচ মিত্ররূপে মৌখিক সম্ভাষণ করিয়া স্বকীয় ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের ভান করিতেন না। তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ গরল-ময় হইলে রসনাকে সুধাপূর্ণ করিয়া সুরস বাক্য দ্বারা আপাততঃ

বন্ধুতা দেখাইতে জানিতেন না। ঐরূপ ব্যবহারকে পাপ-জনক বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এবং ঐপ্রকার সভ্যতা কপটতা বলিয়াই তাঁহাদিগের নিকট গণ্য ছিল।

বৃদ্ধেরা অজ্ঞাতকুলশীলকে বন্ধু কহিতেন না; আমরা অজ্ঞাতকুলশীলকে বন্ধু কহি। তাঁহাদিগের সঙ্গে যাহার পরিচয় থাকিত, তাহার আদ্যন্ত জানিতেন; আমরা কেবল নামমাত্র জানি, অনেক স্থলে নামও জানি না। সুতরাং আমাদিগকে অনেক সময় বৃথা ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কেবল এইমাত্র দোষ এরূপ নহে, অনেক সময় আপনার নিতান্ত আত্মীয়, কুটুম্ব ও স্বজনকেও একান্ত নিঃসম্পর্কীয় বলিয়া বোধ হয়। এবং কখন কখন নিজের বংশাবলীর পরিচয় না জানা থাকায় পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধুর সঙ্গেও সংস্রব থাকে না, তজ্জন্য সময়ে সময়ে অনেকপ্রকার উপকার-প্রত্যাশায়ও বঞ্চিত হইতে হয়। কিন্তু যদি ত্রিকুলের পরিচয় জানা থাকে, তবে অবশ্য অনিবার্য্য বিপদ্ ব্যতীত অন্য স্থলে অনেক বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হইয়া উঠে। এই সমস্ত হিতকর বিষয় সম্বন্ধপরিচয়ের মধ্যে গ্রথিত থাকাতেই আর্য্যজাতির বৃদ্ধেরা পরিচয় শিক্ষা দিতেন। পরিচয়শিক্ষা না দেওয়াতে বিস্তর দোষ। তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

অধুনা প্রায় অনেকেই আপন আপন সন্তানদিগের সহিত কাহার কি সম্বন্ধ, তাহা শিক্ষা দেন না। তাহাতে একটী বিষম অনিষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। যদি কোন শিশুকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যায়, সে কেবল আপন নাম ও পিতার নাম মাত্র ব্যতীত অন্য কিছু বলিতে সমর্থ হয় না। ইতিপূর্ব্বে কোন

শিশুকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে স্বীয় বংশাবলী, জাতি ও মর্য্যাদা প্রভৃতি সমস্ত বলিতে পারগ হইত।

যদি বল, ঐগুলির সঙ্গে সমাজের কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং শিক্ষা করা অথবা লোকের নিকট পরিচয় দিবার আবশ্যকতা কি? বস্তুতঃ ঐগুলির সহিত আমাদিগের সমাজ ও ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির ইতিহাসের সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। নাম, গোত্র ও জাতিমর্য্যাদার পরিচয় প্রদান দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি-কলাপ স্মরণ করিতে পারিলেও আমাদিগের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল থাকে, সুতরাং তদ্দ্বারা নিজের উন্নতি করিবার উপায় হইতে পারে। যদি আমরা পূর্ব্ব পুরুষগণকে বিস্মৃত হই, তবে নিশ্চ-য়ই আমাদিগের উন্নতির দ্বারে কণ্টক পড়িবে, আমরা ক্রমে নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, সাহসহীন এবং আধুনিক অসভ্য ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইব। যতক্ষণ আমরা আমাদিগের বংশা-বলীর পরিচয় দিতে পারিব, ততক্ষণ আমাদিগকে কেহ অসভ্য ও আধুনিক কহিতে সাহসী হইবে না। বিশেষতঃ আত্মা-ভিমান না থাকিলে লোকের অসৎকার্য্যে মনোনিবেশ হয়। কিন্তু আত্মগৌরব, বংশমর্য্যাদা ও সমাজের মধ্যে সম্মানাদি থাকিলে নীচপ্রবৃত্তি জন্মে না, প্রত্যুত উদারপ্রকৃতির কার্য্যে সদা অভিলাষ হইয়া থাকে। আভিজাত্য অনুসারে যখন অধিকাংশ সদ্‌গুণ জন্মে, তখন তাহার মূলস্বরূপ বংশাবলীর শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। পূর্ব্বে যে যে উপায় ছিল, এক্ষণে সে সকল উপায় অনুসরণ করিবার পথ নাই, তৎকালে বৃদ্ধেরা সন্ধ্যার পরে শিশুদিগকে বংশমর্য্যাদা প্রভৃতির শিক্ষা দিতেন; এক শিশুর সঙ্গে অন্যের কি সম্বন্ধ, তাহাও বুঝাইয়া দিতেন।

সময়ে সময়ে পিতৃমাতৃগণের সখা বা সখীগণ আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন। পাঠশালাতেও পরস্পর বংশাবলীর পরিচয় জিজ্ঞাসা হইত। শিক্ষকও কখন কখন প্রশ্ন বা উত্তরে অনেক শিক্ষা দিতেন। এক্ষণে সে উপায় অবলম্বন করিবারও সুবিধা নাই। শিক্ষক স্বয়ং অসিদ্ধ, তিনি কি শিক্ষা দিবেন? সুতরাং সে পদ্ধতি একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে গ্রামমধ্যে কোন সমারোহের কার্য্য অথবা নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে বালকগণ একত্র হইত, তখন বৃদ্ধেরা ইহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন। যে বালক পরিচয় না দিতে পারিত, তাহাকে ও তদীয় আত্মীয়স্বজনকে নিন্দা করা হইত। এক্ষণে সে পাঠ উঠিয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই অধিকাংশ লোকে ও বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত।

পাঠক! তোমরা কহিতে পার, বংশাবলীর পরিচয়-জিজ্ঞাসার প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু উপরে যে সকল কথা বলা গেল, তাহার মীমাংসা করিলে তোমাদিগকে মৌনী হইয়া থাকিতে হইবে। বিশেষতঃ আর্য্যজাতির বৈবাহিক প্রথা অনুসারে সকলেরই বংশাবলী ও নাম গোত্রাদি জানা নিতান্ত আবশ্যক। ইহাঁরা পিতৃসগোত্র, পিতৃবন্ধু, মাতুলবংশ ও মাতৃবন্ধু প্রভৃতির কন্যা গ্রহণ করেন না। সগোত্র, সপ্রবর ও রক্তসম্বন্ধে যে বংশের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, সেই বংশের কন্যাই পাণিগ্রহণকার্য্যে বিধিসিদ্ধ। আর সময়ে সময়ে এমনও ঘটে যে, একজন দায়াদ অন্য একজন প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করিল। বস্তুতঃ যদি ঐ ব্যক্তি স্বীয় বংশাবলীর পরিচয় জানিত, তাহা হইলে কদাচ তাহাকে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নিকট

প্রবঞ্চিত হইতে হইত না। অতএব এরূপ ভাবিয়াও আত্ম-বংশাবলীর পরিচয় শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, এবং লিখিয়া রাখা অবশ্য উচিত বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

পাঠক! তুমি কহিতে পার, বংশাবলীর পরিচয়-জিজ্ঞাসা-কালে আর্য্যেরা কি কি শিক্ষা দিতেন? তাঁহারা যাহার পরিচয় লইতেন, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে প্রথমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি কোন্ জাতি? তোমার নাম কি? কাহার পুত্র? তোমার পিতামহ কে? তুমি কাহার দৌহিত্র? (অপরিচিত হইলে) তোমার মাতুলালয় কোথায়? তাঁহারা কোন্ গোত্র? অপেক্ষাকৃত বয়োঽধিক শিশুকে এতদপেক্ষা অধিক বিষয় জিজ্ঞাসা হইত। তাহাকে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় জিজ্ঞাসার পর নিম্নলিখিত প্রশ্ন হইত, তোমরা কাহার সন্তান? কোন্ গাঁই? কোন্ গোত্র? কয় প্রবর? কোন্ শ্রেণী? কোন্ বেদী ও কোন্ শাখী? কুলীন হইলে মেল বা পটী জিজ্ঞাসা করা রীতি। তৎপরে কহিতেন, কৈ তুমি তোমার মাতামহাদি তিন পুরুষের নাম কহিলে না, ইত্যাদি বিষয়ের প্রকৃত উত্তর পাইলে জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি যদি ব্রাহ্মণ, তবে অবশ্য কহিতে পারিবে, তোমরা কতকালের ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি?

কেহ কেহ কহিবেন, এগুলির লোপ হওয়ায় কোন ক্ষতি হয় নাই। তাঁহাদিগের ভ্রমপ্রমাদ নিরাস জন্য অগ্রে বাধ্য হইতে হইল।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং কোন কোন স্থলে বৈদ্যজাতি ও যোগীরাও (যুগী) যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, সুতরাং যজ্ঞ-

সূত্রধারী মাত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রম না জন্মে, এজন্য ব্রাহ্মণের লক্ষণাদি জিজ্ঞাসা করা হইত। যে ব্যক্তি ষটকর্ম্মশালী ছিলেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ কহা হইত, কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতধারীকে ব্রাহ্মণ কহা যাইত না। সুতরাং ব্রাহ্মণের লক্ষণ জিজ্ঞাসা অত্যাবশ্যক ছিল। এক্ষণে ব্রাহ্মণসন্তানের স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ, কাজে কাজেই ও বিষয়ের জিজ্ঞাসা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে।

কত কালের ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিবারও তাৎপর্য্য আছে। যোগবলে, তপস্যাদিপ্রভাবে, বা কদাচিৎ কোন নৈমিত্তিক কারণবশতঃ অনেক ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য জাতিও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে, সে ব্যক্তি আদিম-ব্রাহ্মণ-সন্তান, অথবা পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুমত অথবা কৃত্রিম ব্রাহ্মণ সন্তান, তাহার নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ জিজ্ঞাসা হইত।

গোত্র—গোত্র জানিতে পারিলে সে ব্যক্তি কোন্ ঋষির বংশে জন্মিয়াছে, অথবা ঐ ঋষির শিষ্য বা ধারাবাহিক সন্তান-পরম্পরার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অনায়াসে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

প্রবর—প্রবর বলিবারও তাৎপর্য্য ঠিক ঐপ্রকার; অর্থাৎ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির ঊর্দ্ধতন অথবা অধস্তন পুরুষের মধ্যে অন্য গোত্রের সঙ্গে কোন সংস্রব আছে কি না, তাহা পরিস্ফুটরূপে প্রতীতি হয়। তদ্দ্বারা ইহাও জানা যায় যে, উত্তরকালে ঐ সকল প্রবর হইতে আবার ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত হইলে আপাততঃ প্রতীয়-

মান ভিন্ন গোত্রের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রবরের সন্তানকে স্বীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির আদিম বা অন্তিম পুরুষের সন্তান বা শিষ্য বলিয়া পরিগৃহীত করিতে আর অরুচি জন্মে না। এই বিষয়টী জানিতে পারিলে মনে মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে ব্যক্তি এরূপ অপরিচিতকে স্বীয় আত্মীয় বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাহার মর্ম্ম অবগত আছেন।

বেদ—বেদ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় কি? পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যদি কেহ বেদাধ্যয়ন না করিতেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণমধ্যেই গণ্য করা যাইত না। এক্ষণে যদিও সেপ্রকার বেদাধ্যয়ন নাই, তথাপি আর্য্যজাতির কর্ম্মকাণ্ড ও যজ্ঞ উপলক্ষে যে সকল মন্ত্র পাঠ হয়, উহা যজমানের পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত বেদ, অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ বেদ অধ্যয়ন করিতেন এবং তাঁহাদিগকে কোন্ বেদী কহা যাইত, তাঁহারা ঐ বেদের কোন্ মণ্ডলের কোন্ শাখা অনুসারে গৃহ্যকর্ম্ম করিতেন, তাহা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক তদীয় কুলাচার অনুসারে সেই বেদোক্ত ও শাখান্তর্গত মন্ত্র পাঠ হয়। কুলক্রমাগত অবলম্বিত বেদ বা শাখা পরিত্যাগপুরঃসর অন্য বেদের শাখার মন্ত্রাদি পাঠ হয় না, এবং পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ অনুসারে অন্য বেদাদির নিয়মানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না।

পাঠক, তুমি এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার, কৈ, এক্ষণে ত প্রকৃত রীতিতে কোন স্থানে বেদপাঠ হয় না। আমি তাহার উত্তরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, বঙ্গবাসীদিগের সমাজ হইতে গর্ব্ভাধান, জাতকর্ম্ম, নামকরণ,

অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, সাবিত্রীগ্রহণ, সমাবর্ত্তন, বিবাহ, কুশণ্ডিকা, উত্তর কুশণ্ডিকা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, তর্পণ, অতিথি-সেবা, পার্ব্বণ ও দেব দেবীর পূজা প্রভৃতি বৈদিক কার্য্যের এক কালেই কি লোপ হইয়াছে, অথবা আছে? আমি নিশ্চয় কহিতে পারি, এখনও সম্পূর্ণরূপে লোপ হয় নাই।

কুলীন—সৎকুলসম্ভূত সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিকে কুলীন কহে।*

মেল—মেল জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য্য, কুল জিজ্ঞাসা করিবার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি কি দোষে কোন্ দলভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অল্পদোষসংস্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে অথবা অপেক্ষাকৃত ভূয়িষ্ঠ-দোষ-সংসর্গাক্রান্ত জনগণের সহিত মিলিত, তাহাই সুস্পষ্ট অনুমিত হয়।

শ্রোত্রিয়—শ্রোত্রিয় শব্দে বেদপারগ ব্রাহ্মণ বুঝায়।† শ্রোত্রিয়গণ কেবল শান্তিগুণে বর্জ্জিত হইয়াছিলেন, নতুবা তাঁহাদিগেরও কুলীনদিগের ন্যায় আর আটটী গুণ বিদ্যমান ছিল। বল্লালের কৌলীন্য-সংস্থাপনের পরে তৎপথপ্রবর্ত্তক

---

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিঃ (শান্তিঃ) তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।
এতল্লক্ষণসংযুক্তঃ কুলীন ইতি কথ্যতে॥ ইতি মিশ্রী গ্রন্থঃ।

† একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥
জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরুচ্যতে॥
ইতি পদ্মে উত্তরখণ্ডে ১১৬ অধ্যায়ে। মানবে মার্কণ্ডেয়পুরাণে চাপ্যেবং।

ঘটকেরা শান্তিশব্দের স্থানে "আবৃত্তি" এই শব্দটী সন্নিবেশিত করেন। আবৃত্তির অর্থ "পরিবর্ত্ত"। পরিবর্ত্ত চারিপ্রকার, আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা।*

আদান—সমান বা উৎকৃষ্ট বংশ হইতে কন্যা গ্রহণকে আদান কহা যায়।

প্রদান—সমান বা উৎকৃষ্ট বরে কন্যাসম্প্রদানের নাম প্রদান।

কুশত্যাগ—কন্যার অভাব ঘটিলে কুশময়ী কন্যাদানকে কুশত্যাগরূপ পরিবর্ত্ত কহা যায়।

ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা—উভয় পক্ষে কন্যার অভাব হইলে ঘটকের সম্মুখে বাক্যমাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাপ্রদান ও গ্রহণকে ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা বলা যায়।

বল্লালী ঘটকদিগের ব্যবস্থা অনুসারে শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে এইরূপ আবৃত্তিচতুষ্টয়ের বাঁধাবাঁধি ছিল না এবং আস্থাও ছিল না বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকে শ্রোত্রিয়শব্দে নির্দ্দেশ করেন। কুলীনদিগের কুলভ্রংশ ঘটিবে বলিয়া তাঁহারা এই চারিপ্রকার আবৃত্তি বিষয়েই সাবধান ছিলেন।

শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে আবার সিদ্ধ, সাধ্য ও অরি (কষ্ট) শ্রোত্রিয় আছেন। যাঁহারা আদান-প্রদান-বিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন তাঁহারা সিদ্ধ, আর যাঁহারা কেবল প্রদানবিষয়ে সাবধান তাঁহারা সাধ্য, এবং যাঁহারা এই উভয় বিষয়ের

---

* আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্তশ্চতুর্বিধঃ॥ মিশ্রী গ্রন্থ।

কোনটীতেই সাবধান ছিলেন না, তাঁহারা কষ্ট শ্রোত্রিয় আখ্যা পাইলেন।

বংশজ—যাঁহাদিগের কোনরূপে কুলক্ষয় হইয়াছিল, তাঁহারা বংশজ শব্দ পাইলেন। কালক্রমে ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ লক্ষণ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, তাঁহাদিগের কতকগুলি কুলাচার্য্যের ব্যবসায় গ্রহণ করিলেন। প্রকৃত নিকষ কুলীন মধ্যে অনেকে বিশেষ খ্যাতির সহিত কুলজ্ঞতা করিতেন। প্রসিদ্ধ ধ্রুবানন্দ মিশ্র ফুলিয়া মেলের বন্দ্য-ঘটীয় সাগরদিয়া থাকের কুলীন।

যাঁহারা বংশাবলীর সীমা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বিভাগ করেন, এক বংশের কন্যা-পুত্রকে অন্য বংশে বিবাহসূত্রে সংযোজিত করেন, আপনারা ঐ উপলক্ষে দেশ-বিদেশ-পর্য্যটন-কার্য্যে সমর্থ, কুল-সম্বন্ধের দোষ-নিষ্কাশনে তৎপর, এবং নিকষ কুলীন ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াদির স্তুতি-পাঠে রত, তাঁহাদিগকেই ঘটক কহা যায়। অথবা যাঁহারা কুলীনদিগের পুরুষানুক্রমিক বিধি ও কুলমর্য্যাদার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ তারতম্য-করণে পটু, তাঁহাদিগকেই ঘটক কহা যায়। কেবল যোজকাদি-করণে তৎপরকে ঘটক কহা যায় না।

বস্তুতঃ যাঁহারা কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের স্তুতি-পাঠে রত, দোষ ও গুণানুসারে মর্য্যাদা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই ঘটক সংজ্ঞা পাইলেন।*

* ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা।
দূষকঃ স্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ॥

সন্তান—কাহার সন্তান এই কথার উত্তরে ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে, অমুক ব্যক্তি দ্বারা অমুক বংশের মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার নাম পাইলে তদীয় গোত্র, প্রবর, গাঁই, বেদ, শাখা, কুল, শীল প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পরিচয় এককালে জানা যায়। ইহার সঙ্গে অন্যান্য পরিচয়গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ; সুতরাং সন্তান জিজ্ঞাসা করা নিতান্ত আবশ্যক, না জিজ্ঞাসা করিলে মর্য্যাদার তারতম্য জানা যায় না। কাহার সন্তান জানিতে পারিলেই বংশাবলীর তাবৎ বিষয় স্মৃতিপথে দেদীপ্যমান হয়। পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণাবলী স্মরণের ফল অগ্রেই দেখান গিয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরুক্তি করা গেল না।

ইতি উপক্রমণিকা।

কে নো বিদন্তি পুরুষাঃ পুরুষানুপূর্ব্বী-
মুর্ব্বীতলে কুলভৃতাং কুলবর্দ্ধনং বা।
অত্যন্তসূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং
জানন্তি তে হি ঘটকা নতু যোজকাদ্যাঃ॥
অংশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামগ্রহণাৎ পরম্॥ কুলদীপিকা।

সম্বন্ধনির্ণয়।

সামান্যকাণ্ড।

পাঠক! এখন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে এই সকল বিষয়ের সঙ্গে ইতিবৃত্তের কি সংস্রব আছে। তাহা পশ্চাল্লিখিত বিষয় পাঠ করিলে জানিতে পারিবে। পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রস্তাবে যে সকল মহাপুরুষ ও নরপতিগণের আচার ব্যবহার ও তৎকালীন সমাজবন্ধনের রীতিনীতি প্রদর্শিত হইতেছে, উহা দেখিলে অনায়াসে বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত-ঘটিত বিষয় সকল তোমার নয়ন-পথে উদিত হইবে।

এদেশে যে সমস্ত জাতি পূর্ব্বাবধি বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

বঙ্গদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন, তাঁহারা সামান্যতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সাতশতী, মধ্যশ্রেণী ও পশ্চিমা (ঔপনিবেশিক) ব্রাহ্মণ।

মহারাজাধিরাজ অশোক রাজার সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই এদেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান লোপ পায়। এমন কি, এদেশ হইতে এককালে ব্রাহ্মণ্য রহিত

হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আদিশূরের প্রভাবে যখন পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান হয়, তখনও সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে সাতশত ঘরের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ ছিল না। এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদিগের প্রভাবে এমন নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিলেন যে, মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগের প্রশ্ন করিলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ও অক্ষম বলিয়া রাজার নিকট পরিচয় দিলেন। ইহাঁ-দিগের মূর্খতানিবন্ধন রাজাকে ক্ষুব্ধ হইতে হইল। ক্ষুব্ধ হইলেন বটে, কিন্তু উক্ত-যাগ-সিদ্ধি বিষয়ে এককালে হতাশ্বাস হইলেন না; তৎক্ষণাৎ (৯৯৯ সংবতে*) কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকট পঞ্চ গোত্রের পঞ্চজন সচ্চরিত্র, সাগ্নিক, বেদজ্ঞ, যজ্ঞনিপুণ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন।

কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহ গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনি-দিগের মধ্যে যে পঞ্চ গোত্র অগ্রগণ্য দেখিলেন, সেই পঞ্চ গোত্র হইতে বিশিষ্টবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, সুকবি, সৎক্রিয়াশালী, মুনিবিশেষ ও বাক্‌সিদ্ধ পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ও পরমভক্ত পাঁচজন কায়স্থ ভৃত্যভাবে আসিয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরের রাজধানীতে যে বেশে আসিয়াছিলেন, দ্বারবান্‌মুখে সেই বেশ ও চরণে চর্ম্ম-পাদুকা ধারণপূর্ব্বক তাম্বূল চর্ব্বণ করিবার কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজাধিরাজ আদিশূর অত্যন্ত বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন; এবং অনুতাপসহকারে মনে মনে কহিতে লাগিলেন "আমি

---

* আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস। কৃষ্ণচন্দ্রচরিত। বিদ্যাসাগরধৃত বহুবিবাহ। পৃ ১৫।

এ দেশের ব্রাহ্মণগণকে আচারভ্রষ্ট ও বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অপারগ বলিয়া দূরদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইলাম; কিন্তু অনুমান হয়, ইহাঁরা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিতান্ত সদাচারী নন; সুতরাং আমাকে স্বদেশীয়দিগের নিকট লজ্জিত, অপ্রতিভ এবং পুত্রেষ্টিযাগসিদ্ধির ফল বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইতে হইবে।” এইরূপ অনুতাপ করিয়া ক্ষণকালমধ্যে মনের ক্ষোভ মনেই মিটাইলেন। পশ্চাৎ দৌবারিক-নিকটে প্রকাশ করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়দিগকে কহ, যে মহারাজ এক্ষণে কার্য্যান্তরে নিতান্ত ব্যাপৃত আছেন, আপাততঃ সাক্ষাৎ করিবার অবকাশ নাই; আপনারা ক্ষণেক কাল বিশ্রাম করুন, তিনি অবসর পাইবামাত্র এখানে আসিয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ইহাঁরা বিবেচনা করিলেন, রাজা যখন তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও, অভ্যুদ্গমন অথবা তৎক্ষণাৎ সংবর্দ্ধনা করিলেন না, বরঞ্চ অবসর পাইলে আসিবেন বলিয়া উপেক্ষার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আর এরূপে প্রতীক্ষা করা উচিত নহে, প্রভাব দেখান কর্ত্তব্য, এই মনে করিয়াই রাজার শুভানুষ্ঠান জন্য গৃহীত অর্ঘ্যবারি সম্মুখস্থ মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা এমনি বাক্‌সিদ্ধ ও প্রভাবশালী ছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সরস হইয়া ফল পুষ্পে পরিশোভিত হইল।

এই অসামান্য অদ্ভুত ব্যাপার যখন অন্তঃপুরে ভূপতির কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি ভক্তিভাবে গদ্গদ হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে ও কৃতাঞ্জলিপুটে বহির্ভবনে উপস্থিত হইয়া, সাষ্টাঙ্গ

প্রণিপাতপুরঃসর তাঁহাদিগের চরণ ধারণপূর্ব্বক নিজকৃত অপ-রাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উদারপ্রকৃতি বিপ্রগণ ভূপতির স্তবে অনায়াসে পরিতুষ্ট হইয়া "মহারাজের স্বস্তি হউক" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও নিরুদ্বেগ করিলেন।

যাঁহারা সস্ত্রীক সভৃত্য অশ্বারোহণে ও সর্ব্বাঙ্গ সূচীস্যূত বস্ত্রে আবৃত করিয়া চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণপূর্ব্বক তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই জন্য রাজা এক্ষণে যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত ও ভক্তিমান্ হইলেন।

পরে রাজা নির্দ্ধারিত শুভ দিবসে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্রেষ্টিযাগ সম্পন্ন করাইলেন। তাঁহাদিগের যাগপ্রভাবে কিছুদিন পরে রাজমহিষী গর্ভবতী ও কালক্রমে পুত্রবতী হই-লেন, ইহা দেখিয়া মহারাজ এক্ষণে পরমশ্রদ্ধাসহকারে উক্ত দ্বিজপঞ্চককে বঙ্গদেশে বাস করাইবার জন্য অধ্যবসায়ারূঢ় হইলেন। তাঁহারাও রাজার ভক্তি ও নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে এ দেশে বাস করিতে হইল। যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পরিচয় ও তদীয় সঙ্গী ভৃত্য-পঞ্চকের নাম গোত্র এবং বাসগ্রামের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহা দেখিলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ।*

নাম	গোত্র	বঙ্গে রাজদত্ত বাসগ্রাম
ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	পঞ্চকোটি। †
দক্ষ	কাশ্যপ	কামকোটি।
ছান্দড়	বাৎস্য	হরিকোটি।
শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	কঙ্কগ্রাম।
বেদগর্ভ	সাবর্ণ	বটগ্রাম।

কেহ কেহ অনুমান করেন এই পঞ্চ গ্রাম মানভূম, বীরভূম, বর্দ্ধমান, সিংহভূম, মল্লভূম (বাঁকুড়া) যথাক্রমে এই পাঁচ প্রদেশের অন্তর্গত। বস্তুতঃ ঐগুলি উন্নত ভূভাগ বটে। এই মতটী ঠিক হউক বা না হউক, তাঁহারা যে অনুগঙ্গ প্রদেশের স্থলবিশেষে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই।

কায়স্থ কুলতিলকপঞ্চের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন সে পরিচয় লিখিত হইল।

---

* ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রজশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ॥
পঞ্চকোটিঃ কামকোটির্হরিকোটিস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥

† পঞ্চকোট নামে খ্যাত মানভূম জিলার অন্তর্গত পরগনাবিশেষ। অন্য চারিখানি লুপ্ত অথবা নামান্তরে পরিণত হইয়াছে।

প্রভু	ভৃত্য	গোত্র	কুল
দক্ষ	দশরথ	গৌতম	বসু
ভট্টনারায়ণ	মকরন্দ	সৌকালীন	ঘোষ
শ্রীহর্ষ	বিরাট বা দাশরথি	কাশ্যপ	গুহ
বেদগর্ভ	কালিদাস	বিশ্বামিত্র	মিত্র
ছান্দড়	পুরুষোত্তম	মৌদগল্য	দত্ত *

* ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্নামগোত্রকে।
কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালীনশ্চ দাসোঽয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ॥
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ম্।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ॥
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শুদ্রবংশসমুদ্ভবঃ।
বাৎস্যগোত্রেষু বিখ্যাতো মুনিশ্ছান্দড়সংজ্ঞিতঃ॥
মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে॥ কায়স্থকুলদীপিকা।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র।

সেই মহাপুরুষ দ্বিজপঞ্চক রাজদত্ত গ্রাম পাইয়া পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিল। সেই সন্তানগণের অধস্তন সন্ততিমধ্যে যখন অন্তর্বিচ্ছেদ ঘটিল, তদবধি কতকগুলি রাঢ়-দেশে ও কতকগুলি বরেন্দ্র-ভূমে বাস করিতে লাগিলেন। যাঁহারা অনুগঙ্গ প্রদেশ ও রাঢ় দেশে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের সেই বাস নিবন্ধন, তাঁহাদিগকে রাঢ়ী ও যাঁহারা বরেন্দ্র-ভূমে অর্থাৎ পদ্মানদীর নিকটবর্ত্তী দেশে বসতি গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে বারেন্দ্র শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

সেই পঞ্চ মহামুনির মধ্যে ভট্টনারায়ণের ঔরসে ষোড়শ, দক্ষের ঔরসে ষোড়শ, শ্রীহর্ষের চতুষ্টয়, বেদগর্ভের দ্বাদশ এবং ছান্দড় মহোদয় হইতে আট সন্তান সর্ব্বসমেত ছাপ্পান্ন সন্তান জন্মে।*

ইহা দ্বারা এক্ষণে নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, সেই পঞ্চ গোত্রের পঞ্চজন হইতে যে ছাপ্পান্নজন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ জন্মিলেন, তাঁহারাও কালক্রমে মহারাজের নিকট হইতে নিজ নিজ বাস জন্য স্ব স্ব পিতার ন্যায় প্রত্যেকে এক এক খানি গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। প্রত্যেকেই পৃথগ্‌ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বাসজন্য মহারাজ যে

---

* ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশো বেদগর্ভতঃ।
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দড়ান্মুনেঃ॥
ধ্রুবানন্দকৃত মিশ্রী গ্রন্থ।

সকল গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, ঐগুলিই উত্তরকালে এক এক বংশের পরিচায়ক হয়। এক্ষণে তদনুসারেই বংশগণনা করা গিয়া থাকে। তদবধি ইহাঁদিগের অধস্তন সন্তানেরা সেই সেই গ্রামীণ বা গাঁই শব্দে অভিহিত হইলেন। এই মূল ধরিয়াই রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কহেন "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই।" ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে, বঙ্গবাসীদিগের নিকট যাঁহারা উক্ত পঞ্চবিধ গোত্র ও ঐ সকল মূল পুরুষের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য এই ছাপ্পান্ন গাঁই মধ্যে পড়িতেই হইবে। এই খানে একটী কথা আছে—যদি "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই" বলা যায়, তাহা হইলে বারেন্দ্রদিগের বেলায় কি মীমাংসা করিবে? তাহার মীমাংসা-স্থলে ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, কালক্রমে যখন ভ্রাতৃগণমধ্যে অপ্রণয় ও বিদ্বেষ জন্মিল, তখনই রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ পরস্পর পৃথক্ হন। তৎকালে যাঁহারা পৃথক্ হইলেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার রাজার নিকট নিজ নিজ বাসের জন্য আরও কতকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। সেগুলি বরেন্দ্র ভূমের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইল, সুতরাং উহা রাঢ়-দেশের ছাপ্পান্ন গ্রাম নামমালার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই কথায় যদি কেহ আপত্তি করেন, তাঁহাকে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, রাঢ়ীশ্রেণীদিগের মধ্যে চোৎখণ্ডী, দীঘল ও পূর্ব্বগ্রামী এই তিন গাঁই ৫৬ গাঁই মধ্যে পরিসংখ্যাত না হইলেও কিপ্রকারে এই তিন গাঁই রাঢ়ীশ্রেণীমধ্যে সংযুক্ত হইল? যদি পূর্ব্বোক্ত গাথা বলবতী কর, তবে এই তিন গাঁই কোথা হইতে বাহির হইল?

যদি ইঁহারা ছাপ্পান্ন গাঁই ব্রাহ্মণের সন্তানগণের শাখা প্রশাখার অন্তর্নিবিষ্ট হন এবং উত্তরকালে রাজদত্ত গ্রাম পাইয়া রাঢ়ীশ্রেণীদিগের জ্ঞাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে বারেন্দ্রগণ যে উত্তরকালে রাজদত্ত পৃথক্ গ্রাম পাইয়া নূতন গ্রামের নামে আপনাদিগকে পরিচয় দিবেন, তদ্বিষয়ে বিচিত্র কি? এক্ষণেও ইহা নিতান্ত বিরল নহে যে, স্থল-বিশেষে এবং পিতা পুত্রে ও সহোদর ভ্রাতাদিগের মধ্যে মুখ দেখাদেখি ও আহার ব্যবহার রহিত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের কুৎসাও করেন। পূর্ব্বকালেও রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ-মধ্যে ঠিক ঐপ্রকার ঘটিয়াছিল। সুতরাং বারেন্দ্রগণের গাঁইগুলি ছাপ্পান্নের অতিরিক্ত হইলেও ইঁহারা কান্যকুব্জাগত সেই পঞ্চ মহাপুরুষের সন্তান। "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই" এইটী বিদ্বেষ ও ক্রোধের কথা।

প্রথমতঃ কে কোন্ গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন, তদনুসারে গাঁই নির্দ্দেশ করা বিধেয় বিবেচনায় কুলদীপিকার নিয়মানুসারে যথাক্রমে ঐ পঞ্চ মহাপুরুষের বংশাবলী নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

শাণ্ডিল্য-গোত্রে ভট্টনারায়ণ-বংশ।

ভট্টনারায়ণের ঔরসে ষোল সন্তান জন্মে। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ গাঁই অনুসারে তাঁহারা ষোলটী বিভিন্ন বংশের মূলপুরুষ হইলেন। যদিও এই ষোলটী বংশের অধস্তন সন্তানগণের মনে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, তাঁহারা যখন পরস্পর বিভিন্ন গ্রামীণের সন্তান, অর্থাৎ পৃথক্

পৃথক্ গাঁই, তখন অবশ্যই তাঁহারা এককুলসম্ভূত নহেন, এবং তাঁহাদিগের আদি পুরুষ ও গোত্রাদি এক না হইতেও পারে। বস্তুতঃ তাহা নহে, সমুদায়ই এক। সকলেরই মূল-পুরুষ ভট্টনারায়ণ। সকলেরই শাণ্ডিল্য গোত্র, সকলেই সমান-বেদী, সমানশাখাধ্যায়ী।

ভট্টনারায়ণ-বংশে যে ষোল সন্তান জন্মপরিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের নিবাসগ্রাম অনুসারে উপাধি যথা*—বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাষচটক, বসুয়ারি ও করাল, এই ষোল গাঁই। ইত্যাদি ক্রমে বংশের উপাধি হইয়াছে।

---

* বন্দ্যঃ কুসুম-দীর্ঘাঙ্গী ঘোষলী বটব্যালকঃ।
পারী কুলী কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেয়কো গড়ঃ॥
আকাশঃ কেশরী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
ভট্টবংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্যে ষোড়শ স্মৃতাঃ॥ কুলদীপিকা।

আদৌ বন্দ্যো বরাহঃ স্যাৎ রামো গড়গড়িস্তথা।
নীপঃ স্যাৎ কেশরশ্চৈব নানো কুসুমকুলিকঃ॥
বটুঃ স্যাৎ পারিহালোহসৌ কুলভিশুস্নিনামকঃ।
গণো ঘোষলিতাং প্রাপ্তঃ সেয়ুঃ শান্তেশ্বরস্তথা॥
বুড়ো মাশ্চটকশ্চৈব বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ।
বসুয়ারিস্তথা নীলঃ করালো মধুসূদনঃ॥
কুশারিঃ কোয়নামা চ কুলিশশ্চৈব বাসুকঃ।
আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামী চৈব মহামতিঃ।
এতে ষোড়শ শাণ্ডিল্যাঃ কথিতা রাজপূজিতাঃ॥
আনন্দভট্টকৃত বল্লালচরিত।

কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশ।

দক্ষের সন্তান-সংখ্যাও ষোল। ইহাঁরাও ভট্টনারায়ণ-বংশের সন্তানগণের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বসতিগ্রামের নামানুসারে তাঁহারাও সেই সেই গ্রামীণ বা গাঁই বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইলেন। এই ষোল গাঁইকে এক্ষণে কাহারও আর ভিন্ন-গোত্র-সম্ভূত বলিয়া ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা দেখি না। ইহাঁদের সকলেরই এক বেদ ও এক শাখা ও তদনুসারেই ক্রিয়াকাণ্ড হয়। সকলেরই কাশ্যপ গোত্র ও তিন প্রবর। এই ১৬ গাঁই পরস্পর জ্ঞাতি; সকলেরই এক মূলপুরুষ দক্ষ হইতে উৎপত্তি। দক্ষ-সন্তানগণ যে সকল গ্রাম পাইয়াছিলেন, তাহার নাম যথা*—চট্ট, অম্বুলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়, গুড়, ভূরিষ্টাল, পালধি, পাকড়াশী, পুষলী, মূলগ্রামী, কয়ারী, পলশায়ী, পীতমুণ্ডী, সিমলায়ী ও ভট্ট, এই ষোল গাঁই, বা ষোড়শ উপাধিবিশিষ্ট ষোল সন্তান।

চট্টোঽম্বুলী তৈলবাটী পোড়ারির্হড়গুড়কৌ।
ভূরিশ্চ পালধিশ্চৈব পর্কটিঃ পুষলী তথা॥
মূলগ্রামী কয়ারী চ পলশায়ী চ পীতকঃ।
সিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ॥
ধীরোঽভবদ্গুড়গ্রামী নীরঃ স্যাদামরূলিকঃ।
ভূরিগ্রামী শুভশ্চৈব শম্ভুঃ স্যাৎ তৈলবাটিকঃ॥
কৌতুকঃ পীতমুণ্ডী স্যাৎ চট্টগ্রামী সুলোচনঃ।
পলশায়ী পালুনামা হরঃ কাকো মতস্তথা॥

সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভবংশ।

এই মহাত্মার দ্বাদশ সন্তান। ইহাঁদিগেরও প্রত্যেকের বাসজন্য মহারাজ আদিশূর এক এক খানি গ্রাম দিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহাঁদিগের অধস্তন সন্তান-পরম্পরা পৃথক্ পৃথক্ গাঁই ও বংশ হইলেও সকলকেই সেই মূলপুরুষ বেদগর্ভ মহোদয়ের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। সকলেরই সাবর্ণ গোত্র ও পঞ্চ প্রবর।

তাঁহাদিগের গ্রামানুযায়ী উপাধি যথা—গাঙ্গুলি, পুংসিক, নন্দী, ঘণ্টা, কুন্দ, সিয়ারিক, সাট, দায়ী, নায়ী, পারী, বালী ও সিদ্ধল, এই দ্বাদশ সন্তান বা গাঁই। *

পোড়ারিঃ কৃষ্ণসংজ্ঞোঽসৌ পালধী রামনামকঃ।
কোয়ারির্জ্জননামা চ পর্কটির্বনমালিকঃ॥
শিমলায়ী শ্রীহরিঃ স্যাজ্জটো পুষলিকস্তথা।
ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামী চ কেশবঃ।
এতে ষোড়শ ভূদেবা জ্ঞেয়াঃ কাশ্যপগোত্রকাঃ॥

মতান্তরে কোন কোন নামের কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ দৃষ্ট হয়।

বল্লালচরিত।

গাঙ্গুলিঃ পুংসিকো নন্দী ঘণ্টা কুন্দঃ সিয়ারিকঃ।
সাটো দায়ী তথা নায়ী পারী বালী চ সিদ্ধলঃ।
বেদগর্ভোদ্ভবা এতে সাবর্ণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥
গাঙ্গুলী হলনামা চ কুন্দো রাজ্যধরস্তথা।
বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলো জ্ঞেয়ো দায়ী চ মদনোঽভবৎ॥
বিশ্বরূপস্তথা নন্দী কুমারো বালিগ্রামকঃ।
যোগী সিয়ারিকো জ্ঞেয়ঃ পুংসিকো রামনামকঃ॥

বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়বংশ।

ছান্দড় বাৎস্যবংশে জাত। ইহাঁর গোত্রের প্রবরের সহিত সাবর্ণগোত্রের প্রবর-সাদৃশ্য আছে।* সুতরাং বাৎস্য ও সাবর্ণকে সমানপ্রবর কহা যায়। সমানপ্রবরানুসারে বেদগর্ভ ও ছান্দড় এই দুই জনের আদিপুরুষ এক ধরা গিয়া থাকে। বাৎস্য ও সাবর্ণের মূল যখন এক হইল, তখন ছান্দড় ও বেদগর্ভ মহোদয়ের সন্তানের সমষ্টি একত্র ধরিলে বিংশতি-জন হয়। এই বিংশতিজনের বংশে যত গাঁই বা সন্তান জন্মিয়াছেন, তাঁহারা পরস্পর কোথাও সমানপ্রবর, কোথাও বা গোত্র ও প্রবর উভয়েই সমান। ইহাঁদিগের পরস্পরের সহিত বিবাহ নিষেধ। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল বংশের ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা পরস্পর জ্ঞাতিভাবাপন্ন।

ছান্দড় বংশে আট সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করেন। গ্রাম অনুযায়ী উপাধি যথা*—কাঞ্জিবিল্লী, মহিন্তা, পূতিতুণ্ড, পিপ্পলাই (পিপ্পলী), ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী ও শিমলাল, এই আট গাঁই বা আট সন্তান।

দক্ষঃ শাকটসংজ্ঞোঽসৌ পারী চ মধুসূদনঃ।
ঘন্টাগ্রামী মাধবশ্চ নায়ারী চ গুণাকরঃ।
এতে পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাবর্ণাদ্দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥

কোন কোন স্থলে মতান্তরে নামের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখা যায়।

কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তা চ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারী চ তথৈব চ।
শিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যকসংজ্ঞকাঃ॥ কুলদীপিকা।

ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষবংশ।

মহামহোপাধ্যায় মহাকবি শ্রীমান্ শ্রীহর্ষের ঔরসে চারি সন্তান জন্মে। তাঁহারাও পৃথক্‌অন্ন, পৃথক্‌ক্রিয় ও রাজদত্ত পৃথক্ গ্রামে আবাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগেরও স্বীয় স্বীয় নিবসতি গ্রামের নামানুসারে তদীয় সন্তানগণ সেই সেই গ্রামীণ বলিয়া পরিচিত হইলেন। মহামতি শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ-গোষ্ঠী-সম্ভূত। যাঁহারা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাদের ভরদ্বাজ গোত্র, তৎসমস্তই শ্রীহর্ষ-সন্তান। সেইরূপ বাৎস্য-গোত্র মাত্র ছান্দড়-সন্তান, সাবর্ণ-গোত্র মাত্রের আদিপুরুষ বেদগর্ভ, কাশ্যপ-গোত্র মাত্রের মূল-পুরুষ দক্ষ ও শাণ্ডিল্য-গোত্র মাত্রের বীজপুরুষ ভট্টনারায়ণ।

গুবির্মহিন্তা গুরভিশ্চ ঘোষঃ
কনিঃ পৃথিব্যাং খলু শিম্বলালঃ।
মহাযশা বাপুলিঃ পিপ্পলী চ
ধীরশ্চ পূতির্নন্নু শঙ্করাখ্যঃ॥
বিশ্বম্ভরোঽভূৎ খলু পূর্ব্বগাঁইঃ
বাৎস্যাশ্চ তাদর্থ্যনিবাসদেশাঃ।
শ্রীশ্রীধরোঽভূৎ খলু কাঞ্জিবিল্লী
নারায়ণো নাম চ কাঞ্জিয়ারিঃ॥
চোৎথণ্ডিকো নাম গুণাকরঃ স্যা-
ন্মনো দিঘালো ভুবি রুদ্রতুল্যঃ।

বল্লালচরিত।

সম্বন্ধনির্ণয়—সামান্যকাণ্ড।

শ্রীহর্ষের চারি সন্তান। গ্রাম অনুসারে নাম যথা*— মুখটী, ডিণ্ডী, সাহরী ও রাইগাঁই।

রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের শাণ্ডিল্য গোত্রে—(১) বন্দ্য—বরাহ, (২) গড়গাড়ি—গ্রাম, (৩) কেশর—নীপ, (৪) কুসুমকলি—নান, (৫) পারিহাল—বটু, (৬) কুলভি—গুঁই, (৭) ঘোষলি—গণ, (৮) সেয়ুক—শান্তেশ্বর, (৯) মাশ্চটক—বুড়ো, (১০) বটব্যাল—বিকর্ত্তন, (১১) বসুয়ারি—নীল, (১২) করাল—মধুসূদন, (১৩) কুশারি—কোয়, (১৪) কুলিশ—বাসুক, (১৫) আকাশ—মাধব, (১৬) দীর্ঘগ্রামী—মহামতি।

কাশ্যপ গোত্রে—(১)গুড়—ধীর,(২) অম্বলী (আমরূলিক)—নীর, (৩) ভূরি—শুভ, (৪) তৈলবাটী—শম্ভু (৫) পীতমুণ্ডী—কৌতুক, (৬) চট্ট—সুলোচন, (৭) পলশায়ী—পালু, (৮) হর (হড়)—কাক, (৯) পোড়ারি—কৃষ্ণ, (১০) পালধি—রাম, (১১) কোয়ারি—জন, (১২) পর্কটি—বনমালী, (১৩) শিমলায়ী—শ্রীহরি, (১৪) পুষলিক—জটাধর (জট), (১৫) ভট্টশালী (ভিট্টগামী)—শশিধর, (১৬) মূলগ্রামী—কেশব।

সাবর্ণ গোত্রে—(১) গাঙ্গুলি—হল, (২) কুন্দ—রাজ্যধর, (৩) সিদ্ধল—বশিষ্ঠ, (৪) দায়ী—মদন, (৫) নন্দী—বিশ্বরূপ, (৬)

---

* আদৌ মুখটী ডিণ্ডী চ সাহরী রাইকস্তথা।
ভারদ্বাজা ইমে জাতাঃ শ্রীহর্ষস্য তনূদ্ভবাঃ॥ কুলদীপিকা।
ধঁ ধুনামা মুখৈটিঃ স্যাজ্জনঃ স্যাদ্দীনসায়িকঃ।
নানঃ সাহরিকো জ্ঞেয়ো রায়ী চ রামনামকঃ।
শ্রীহর্ষস্য সুতা এতে বর্ণরত্ন চতুষ্টয়ম্॥ বল্লালচরিত।

বালি—কুমার, (৭) সিয়ারিক—যোগী, (৮) পুংসিক—রাম, (৯) শাকট (সাট)—দক্ষ, (১০) পারী—মধুসূদন, (১১) ঘণ্টা—মাধব, (১২) নায়ারী—গুণাকর।

বাৎস্যগোত্রে (ছান্দড়বংশে) (১) মহিন্তা—রবি, (২) ঘোষাল —সুরভিং, (৩) শিমলাল—কবি, (৪) বাপুলি—মহাযশা, (৫) পিপ্‌লাই (পিপ্পলী)—ধীর, (৬) পূতিতুণ্ড—শঙ্কর, (৭) পূর্ব্বগ্রামী—বিশ্বম্ভর, (৮) কাঞ্জিলাল (কাঞ্জিবিল্লী)—শ্রীধর, (৯) কাঞ্জিয়ারি—নারায়ণ, (১০) চোৎখণ্ডী—গুণাকর, (১১) দিঘাল—মন।

ভরদ্বাজ-গোত্রে (শ্রীহর্ষবংশে) (১) মুখটী—ধাঁধু, (২) ডিংসাই—জন, (৩) সাহরিক—নান, (৪) রায়ীগাঁই—রাম।

মতান্তরে শাণ্ডিল্য-বটুকের পারিহা, সাহের সেয়ক, মহামতির বটব্যাল (বড়াল), নিহ্নের কুশারি ও বিভুর আকাশ। কাশ্যপীয় গণের মাশ্চটক, বিকের বসুয়ারি, শুভের কুলকুলী, ও গুহের দীর্ঘাঙ্গী। সাবর্ণ-গোত্রীয়—রাজ্যধরের পুংসিক, বশিষ্ঠের নন্দী, মদনের কুন্দ, কুমারের সিয়ারিক, যোগীর সাট, মধুসূদনের দায়ী, রামের পারী, দক্ষের বালি, মাধবের সিন্দল ও বিশ্বরূপের ঘণ্টা;—এবং বাৎস্যধীরের পূতিতুণ্ড।

রাঢ়ী-শ্রেণী ব্রাহ্মণ মধ্যে সামবেদের চর্চ্চা অধিক। ইহাঁদিগের অধিকাংশই প্রায় সামবেদী ও কুথুমশাখী। সুতরাং ইহাঁদিগের যাবতীয় বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও গৃহ্যকর্ম্ম সামবেদের কুথুম-শাখানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা ঋগ্বেদী, তাঁহাদিগের যাবতীয় বৈদিক ও গৃহ্য কর্ম্ম আশ্বলায়ন-শাখার নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়। যজুর্ব্বেদীদিগের যাবতীয় বৈদিক ও গৃহ্য-কর্ম্ম কাণ্ব-শাখার মন্ত্রে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই সামবেদীর সংখ্যা কিপ্রকারে এত বৃদ্ধি হইল, তাহার মীমাংসা ঋষিদিগের বংশাবলী প্রকরণে ও উপসংহারে লিখিত হইল।

বারেন্দ্র-শ্রেণী।

ইহাঁরাও সেই আদি পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ মহাপুরুষের সন্তান। বরেন্দ্র-ভূমে বাস নিবন্ধন ইহাঁদিগের নাম বারেন্দ্র হইয়াছে। ইহাঁরাও বল্লালদত্ত মর্য্যাদা অনুসারে কুলীন, শ্রোত্রিয় ও কাপ (বা বংশজ), এই তিন ভাগে বিভক্ত। কুলীন ও শ্রোত্রিয়-দিগের বিশেষ বিবরণ স্থলে কে কোন্ গোত্র ও কাহার সন্তান কে, তাহা লিখিত হইবে। ইহাঁদিগের মধ্যে গাঁই যথা—মৈত্র, ভীম, রুদ্র, সঙ্গামিনী, লাহিড়ী, ভাহুড়ী, ভাদড়া, করঞ্জ, নন্দনাবাসী, ভট্টশালী, লাউড়েল, চম্পটি, ঝম্পটি, আদিত্য ও কামদেবতা প্রভৃতি এক শত গাঁই আছে।

সেই সমস্ত গাঁই মধ্যে মৈত্র আদি ভাহুড়ী পর্য্যন্ত ছয় গাঁই কুলীন। ভাদড়া অবধি অবশিষ্ট সমস্ত গাঁই শ্রোত্রিয়। ইহাঁরা শ্রোত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে মৌলিক শব্দ কহিয়া থাকেন, এবং ভঙ্গ কুলীনকে কাপ্ অর্থাৎ বংশজ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। ইহাঁদিগের ঘটকের সাধারণ নাম কুলজ্ঞ।

রাঢ়ী-শ্রেণীর কুলীনেরা একবার বংশজ-রূপে পরিণত হইলে আর তাঁহাদিগের উঠিবার শক্তি থাকে না। কিন্তু

বারেন্দ্রদিগের সেপ্রকার নহে। ইহাঁদিগের আদি কাপেরা উত্তম কার্য্য করিতে পারিলে সর্ব্বদা তাজা থাকেন।

ইহাঁদিগের মধ্যে অন্যপূর্ব্বা বিবাহ প্রচলিত আছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির সহিত কোন একটী কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় হইলে দৈবাৎ যদি বিবাহের পূর্ব্বেই বরের মৃত্যু ঘটে, তবে এরূপ অবস্থায় ঐ অনূঢ়া কন্যাকে অন্যপূর্ব্বা কহা যায়। সেই কন্যাকে যে ব্যক্তি বিবাহ করেন, তাঁহাকে সমাজ-মধ্যে ঘৃণিত হইতে হয়। তদবধি ঐ ব্যক্তির কুলে অন্যপূর্ব্বা-দোষ স্পর্শ করে।

বারেন্দ্রশ্রেণীতে সগোত্রের দত্তক পুত্র গ্রহণ দ্বারাও কুল নষ্ট হয় না। এবং কুলীন পাত্রে কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া অর্থাৎ আদান প্রদান বাক্যের দ্বারা স্বীকার মাত্র করিয়াই কুল রক্ষা হইয়া থাকে; তৎপরে ঐ কন্যা শ্রোত্রিয় অথবা কাপের পাত্রে দত্তা হয়। তদ্রূপ পাত্রীকেও করুণে মেয়ে অর্থাৎ অন্যপূর্ব্বা বলে। কোন কোন স্থলে প্রকৃতপক্ষে করণ হইয়া থাকে। ইহা উভয় পক্ষের প্রতিজ্ঞা মাত্র। এরূপ বর ও কন্যা নিন্দার পাত্র। অন্যপূর্ব্বার সন্তানগণ সমাজমধ্যে অনাদৃত থাকেন।

বঙ্গে তান্ত্রিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও বৈদিক-শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের আবাস-গ্রহণ।

দাক্ষিণাত্য।

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই।" তবে কি বৈদিকেরা ভাল ব্রাহ্মণ নহেন? ইহাঁরা ব্রাহ্মণ কি না, তাহা পরে দেখান যাইতেছে। অগ্রে ইহাঁদিগের শ্রেণীগত বিভাগ দেখান যাউক।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিল উৎকলাঃ।
পঞ্চ-গৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥"

সকলেই জানেন যে, বঙ্গদেশে কান্যকুব্জাগত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের সন্তানপরম্পরা যেপ্রকার রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত, বৈদিকেরাও সেইরূপ দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য ভেদে দুইপ্রকার। যাঁহারা দক্ষিণদেশ হইতে আগত, তাঁহাদিগকেই দাক্ষিণাত্য বৈদিক কহা যায়; আর যাঁহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী কালে পশ্চিম হইতে বঙ্গে আগমন করেন, তাঁহাদিগকেই পাশ্চাত্য বৈদিক কহা যায়।

বৈদিকেরা কোন গাঁই বা গ্রামীণ বলিয়া খ্যাত নন, নির্গাঁই বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যদি ইহাঁরা বঙ্গাধিপ-কর্ত্তৃক আনীত হইতেন, তবে অবশ্য ইহাঁদিগেরও রাজদত্ত সম্মান-সূচক গ্রাম থাকিত। যখন উহা নাই, অথচ সম্মানেরও

লাঘব দেখা যায় না, তখন অবশ্য ইহাঁদিগের বিষয়ে কোন নিগূঢ় কথা আছে।

দেখ রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের সহিত বৈদিকদিগকে তুলনা করিতে গেলে ইহাঁদিগের সংখ্যা অল্প, বংশাবলীর সংখ্যা অল্প, আগমনকালের সীমাও অল্প বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ইহাঁরা অল্পকাল মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বংশের সন্তান-পরম্পরার আচার্য্য বা তান্ত্রিক গুরুর পদে কি-প্রকারে ব্রতী হইলেন? এইরূপ একটী প্রশ্নের উদয় হয়, কিন্তু এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করা সহজ নহে। তবে সামান্য অনুমানে ও বৈদিকদিগের প্রদত্ত প্রমাণ অনুসারে যতদূর বোধগম্য হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইল।

বৈদিকেরা কহেন, কান্যকুব্জদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে-প্রকার এদেশীয় ব্রাহ্মণগণমধ্যে অর্থাৎ সাতশতীগণমধ্যে বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের লোপ হইয়াছিল, কালক্রমে কান্যকুব্জ সন্তানগণ-মধ্যেও সেইপ্রকার বেদাদির চর্চ্চার হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তখন ইহাঁদিগের অন্য উপদেষ্টার আবশ্যক হয়। তৎকালে দ্রাবিড়াদি দেশে বেদের বহুল আলোচনা ছিল। কান্যকুব্জেরা দ্রাবিড় দেশ হইতে আগত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদের যথার্থ উপদেশ পাইয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় আবাসের নিকটেই বাস করাইলেন। তদবধি ইহাঁরা বৈদিক নামে খ্যাত হইলেন। ইহাঁরা কোন্ সময়ে এ দেশে আগমন করেন, তাহা নির্ণয় করা প্রকৃত পক্ষে বড় কঠিন। তবে ইহাঁরা কহেন, মুসল-মানদিগের দৌরাত্ম্যে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্ববর্ত্তী প্রায় সমস্ত জনপদে বিদ্যাব্রাহ্মণ্য ও বেদাদির চর্চ্চা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া

পড়িয়াছিল। তৎকালে দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল; সেই সময়ই দাক্ষিণাত্যদিগের এদেশে আগমনকাল। লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ কৃত দানসাগরের বচনে ইহাই একপ্রকার সপ্রমাণ হয়। * ইহাঁরা এ দেশের খাদ্য-সুখ, বাস-সুখ ও অনুগঙ্গ প্রদেশকে পুণ্যভূমি মনে করিয়া দক্ষিণ হইতে এদেশে আগমন করেন। প্রথমে উড়িষ্যায় ও তৎপরে বঙ্গে আসিয়া বাস করেন। বৈদিক কার্য্যে ইহাঁদের বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল এবং এখানে আসিয়া বেদের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তৎকালে অনেক ভদ্রসন্তান ইহাঁদিগের নিকট বেদশিক্ষার্থী হন। এই সূত্রে ইহাঁরা অনেক স্থলে পৌরোহিত্য ও আচার্য্য কার্য্যে ব্রতী হইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাঁরা যে সময়ে এখানে আসিলেন, সে সময়ে এদেশে তান্ত্রিকমত সকল এত প্রবল হইয়াছিল যে, নবাগত দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগকেও অনেক সময়ে বৈদিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিকমতে চলিতে হইয়াছিল। তথাপি ইহাঁদের সময়ে বৈদিক কার্য্যের যথেষ্ট আদর ছিল।

তান্ত্রিক কার্য্যে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, শবসাধন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্যের বিস্তর প্রসঙ্গ, অনুষ্ঠান ও প্রশংসা এবং

* তত্র কলৌ আয়ুঃ প্রজ্ঞা উৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ উৎকলপাশ্চাত্যাদি ভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নাদ্বিনা কিয়দেকদেশার্থ-কর্ম্ম-মীমাংসা-দ্বারেণ যজ্ঞে ইতিকর্ত্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে।

হলায়ুধকৃত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।

রসায়ন-বিদ্যার অনেক অদ্ভুত ব্যাপারের উপযোগিতা নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তৎকালে বঙ্গসমাজে তান্ত্রিক কার্য্যগুলি প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইত। অনেকে তন্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এরূপ নানা অলৌকিক জনশ্রুতিও অপ্রসিদ্ধ নহে।

দাক্ষিণাত্যদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু বিশেষরূপে জানা যায়, তাহা এই। উৎকল পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত। বঙ্গরাজ্যের সহিত সংলগ্ন উৎকলের সীমা স্থবর্ণরেখা নদীর পশ্চিম তট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ খোর্দ্দা-নিবাসী সূর্য্যবংশীয় কতিপয় নৃপতি ত্রিবেণী পর্য্যন্ত স্বীয় স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন তাঁহারা বঙ্গরাজ্যের প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে অমনোযোগী ছিলেন না, বরং তাহাদিগের ধন, মান ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যত্নবান্ ছিলেন। প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার জন্য এবং শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ৺জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যের লুপ্তোদ্ধার, পুনঃপ্রকাশ ও বিস্তার জন্য পাণ্ডাগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতেন। এখনও পাণ্ডাগণ আপনারাই যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বত্র প্রধাবিত হইয়া থাকেন। এই সূত্রে পরমপবিত্রা বৈতরণী নদীর তীরস্থ যাজিপুরাদি ব্রাহ্মণ-শাসন-সমূহের বিশিষ্ট বেদপারগ সাগ্নিক বৈদিকগণ বঙ্গদেশে সর্ব্বদা আগমন করিতেন। ক্রমে তাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বঙ্গে আবাস গ্রহণ করেন। মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ স্থলে দাক্ষিণাত্য বৈদিক দেখা যায়। ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার যদিও সর্ব্বত্র তাদৃশ পরিশুদ্ধ নাই, তথাপি অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্যবর্জ্জিত নহেন। দাক্ষিণাত্যদিগের মধ্যে অনেকের দশাশ্বমেধী, বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী ও ত্রিপাঠী

প্রভৃতি উপাধি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই দাক্ষিণাত্যের পরিবর্ত্তে উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে যবনের প্রবেশাবধি পঞ্চগৌড় ভূমির বিদ্যাব্রাহ্মণ্য কিয়ৎপরিমাণে ন্যূন ও হীনপ্রভ হইয়াছিল। তৎকালে দক্ষিণাঞ্চলে যবনেরা বিশেষরূপে লব্ধপ্রবেশ না হওয়ায় পঞ্চদ্রাবিড়ে বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের বিশেষ প্রভাব ছিল। তজ্জন্যই সুপ্রসিদ্ধ দ্রাবিড়ীয় (মহারাষ্ট্রীয়) মাধবাচার্য্য ও সায়নাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের টীকা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহা অমূলক বলিয়া বোধ হয় না যে, দাক্ষিণাত্যগণ তন্ত্রের প্রভাবে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপে নিষ্প্রভ হইলে, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বঙ্গে আনীত হন।

কেহ কেহ অনুমান করেন, জগন্নাথদেব বুদ্ধাবতার। ইহাঁর প্রভাবে উৎকলের বৈদিক-ক্রিয়া লোপ পায়। তদনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার উৎকলে বৈদিক-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান-প্রচার জন্য আপনাদিগকে তথায় সংস্থাপন করেন।

ইহাঁরা কহেন, মথুরাবাসী চৌবে বা মাথুর ব্রাহ্মণ, মাগধ বা গয়ালী ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমস্ত ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বে সামান্যতঃ কান্যকুব্জ শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইত। ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট-বেদপারগ, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ তীর্থে নিযুক্ত থাকিয়া বৈদিক সংজ্ঞা পাইলেন; এবং যাঁহারা চরিত্রের আদর্শস্বরূপ ও সদাচার-শিক্ষা-দান-বিষয়ে বিশেষ অগ্রগণ্য, তাঁহারা অব্রাহ্মণ্য তীর্থ সকলে চারিত্র-শিক্ষা ও বেদপ্রচারাদি দ্বারা লোকের নিকট ব্রহ্মর্ষি বা পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হই-

লেন। পঞ্চ দ্রাবিড়ে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহাদের সাধারণ নাম পঞ্চদ্রাবিড়ী বা বৈদিক হইল।

ইহাঁদিগের মতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবাসী সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল, এই পঞ্চদেশসমুদ্ভব পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণগণকেই কান্যকুব্জ শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। *

ইহাঁরা কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, গুজরাটী, অন্ধ্রবাসী ও দ্রাবিড়ী, এই পঞ্চদ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণকেই বৈদিক সংজ্ঞা প্রদান করেন।

ইহাঁরা মগধবাসী ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কল্পিত ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানেন। মাথুরদিগের উৎপত্তি-বিষয়ে এই প্রমাণ দেন, যে, তাঁহারা বরাহকল্পে ভগবান্ বরাহাবতারের ঘর্ম্মবিন্দু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। + এই কারণে এই দুই শ্রেণী

* সরস্বতী-দৃষদ্বত্যো-র্দেবনদ্যো-র্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ১৭॥ মনু। ২ অ।
অস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥ ১৮॥ ঐ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরম্॥ ১৯॥ ঐ।
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥ ২০॥ ঐ।
অব্রাহ্মণেষু তীর্থেষু কান্যকুব্জান্ নিয়োজয়েৎ।
তীর্থেষু চ বিশেষেষু বৈদিকা বেদপারগাঃ॥ ভৃগুভারতসংহিতা।
সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।
মাগধো ব্রহ্মণা পূর্ব্বং কল্পিতো দ্বিজ এব চ।
বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে তথা॥ ভৃগুভারতসংহিতা।

ব্রাহ্মণ-মধ্যে বিশেষ অগ্রগণ্য নন। তবে তীর্থস্থানে থাকেন বলিয়াই তাঁহাদিগের এত মহিমা। তীর্থস্থান পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্য বিশেষ আদরণীয় হয় না।

ইহাঁরা আরও কহেন যে, যৎকালে এদেশে দাক্ষিণাত্যেরা বদ্ধমূল হইলেন, তদবধি জন্মভূমির ব্রাহ্মণগণ সঙ্গে তাঁহাদের আদান প্রদান রহিত হয়। তখন রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের ন্যায় ইহাঁদিগের সন্তানপরম্পরা-মধ্যে বেদচর্চ্চা লোপ হইয়া আসিল। এমন কি, ইহাঁরা বঙ্গদেশে নামে মাত্র বৈদিক থাকিলেন, কিন্তু কাজে ঘোর তান্ত্রিক হইয়া পড়িলেন।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—কুলীন, বংশজ ও মৌলিক। কুলীনদিগের মধ্যে সম্বন্ধপ্রথা প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে অনেক স্থলে বালক বালিকা ভূমিষ্ঠ হইলেই অশৌচান্তে কন্যাপক্ষীয়েরা উভয়ের বাগ্দান নির্ব্বাহ করিতেন; অর্থাৎ বরপক্ষের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেন যে, এই কন্যার বিবাহযোগ্য কালে তোমার পুত্রকে সম্প্রদান করিব। এই বাগ্দান-প্রথাকেই সম্বন্ধপ্রথা বলে। (এক্ষণে এ প্রথার অনেক হ্রাস হইয়াছে, অর্থাৎ এখন আর অনেকেই কন্যা-পুত্রের এরূপ সম্বন্ধ করেন না। কিন্তু তজ্জন্য কুলীনের কৌলীন্যহানিও হয় না)। এইপ্রকার সম্বন্ধ হইবার পর, পাত্র মরিয়া গেলে কুলীনের কন্যা অন্যপূর্ব্বা হইয়া থাকে। তখন সেই অন্যপূর্ব্বা কন্যাকে মৌলিক পাত্রেই সমর্পণ করিতে হয়। কোন কারণে বাগ্দানীয় বর জীবিতসত্ত্বেও তাহাকে কন্যা সম্প্রদান না করিলে, সেই কন্যাকে অন্যথা এবং অন্যপূর্ব্বাও কহা যায়। সেরূপ অন্যপূর্ব্বা কন্যাও মৌলিক

পাত্রেই সমর্পণ করিতে হয়। আর বাগ্‌দত্তা কন্যা মরিয়া গেলে কুলীন পুত্র 'দ্বিতীয় পাত্র' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তখন তাঁহাকে প্রায়ই বংশজ বা মৌলিকের কন্যা বিবাহ করিতে হয়। কোন কোন স্থলে কুলীনের অবাগ্দত্তা কন্যাও বিবাহ করিতে পারেন। কুলীনের ভার্য্যাবিয়োগ ঘটিলেও তাঁহার দ্বিতীয়-পাত্রত্ব ঘটে।

বংশজদিগের মধ্যে ঐরূপ সম্বন্ধপ্রথা প্রচলিত নাই। তাঁহারা বিবাহযোগ্য কালে পুত্রদিগকে মৌলিকের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া থাকেন, এবং কন্যাদিগকে কুলীনের দ্বিতীয় পাত্রে সম্প্রদান করেন। বংশজের ভার্য্যাবিয়োগ ঘটিলেও তাঁহাকে দ্বিতীয়াদি বার বিবাহের সময় মৌলিকের কন্যাই বিবাহ করিতে হয়।

মৌলিকদিগেরও সম্বন্ধপ্রথা নাই। তাঁহারা স্বশ্রেণীর কন্যা অথবা কুলীনের অন্যপূর্ব্বা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং কুলীন বা বংশজকে কন্যা সম্প্রদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কুলীনের অন্যপূর্ব্বা কন্যা গ্রহণ করেন না, তাঁহাদিগকে "সন্মৌলিক" কহা যায়। আর যাঁহারা কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "পচা মৌলিক" বলিয়া থাকে। পচা মৌলিকেরা সমাজে অতিশয় হেয়।

অধুনা কুলীনদিগের সম্বন্ধপ্রথার শিথিলতা হওয়াতে কুলীন, মৌলিক ও বংশজদিগের বিবাহপ্রথারও অনেক শিথিলতা ঘটিয়াছে। অর্থাৎ এক্ষণে কুলীন, মৌলিক ও বংশজ, যে যাহার ইচ্ছা কন্যা গ্রহণ করিতেছেন, এবং যে যাহাকে

ইচ্ছা কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের কুলক্ষয় ঘটে না। কিন্তু কুলীনপুত্র অন্যপূর্ব্বা বিবাহ করিলে সমাজে হেয় হন।

কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের এরূপ শ্রেণীবিভাগ ছিল না। তখন সকলেই কুলীন ছিলেন। সম্বন্ধ-প্রথাও ছিল না। সম্বন্ধপ্রথা প্রচলিত হইবার পর কোন কুলীনপুত্র কুলীনের অন্যপূর্ব্বা কন্যা গ্রহণ করাতে মৌলিক হইয়া যান, এবং অন্য কোন কুলীনপুত্র তাঁহার কন্যা গ্রহণ করাতে বংশজ হইয়া পড়েন। তদবধি কোন কুলীনপুত্র মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করিলেই বংশজ হইতেন, এবং কোন বংশজ কুলীনের অন্যপূর্ব্বা কন্যা গ্রহণ করিলেই মৌলিক হইয়া যাইতেন। এইরূপে অনেক বংশজ ও মৌলিকের সৃষ্টি হয়। অধুনা সম্বন্ধপ্রথার শিথিলতা ঘটায়, এরূপ বিবাহ করিলেও কেহ নিজশ্রেণীচ্যুত হন না। সুতরাং এক্ষণে নূতন বংশজ ও মৌলিকের আর সৃষ্টি হয় না; কুলীনের পুত্রই কুলীন, বংশজের পুত্রই বংশজ, ও মৌলিকের পুত্রই মৌলিক হইয়া থাকেন।

বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি সামাজিক কার্য্যে কুলীন, বংশজ ও মৌলিক, স্ব স্ব শ্রেণীর অনুরূপ ক্রমনিম্ন মর্য্যাদা বা বিদায় পাইয়া থাকেন।

বৈদিক-শ্রেণী—পাশ্চাত্য।

বঙ্গদেশে বেদ-পারগ ব্রাহ্মণের সংখ্যা হ্রাস হইয়া গিয়াছে, এবং রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক, এই দ্বিজশ্রেণীত্রয়েরই

বৈদিক কার্য্যে আস্থা আছে জানিয়া কতকগুলি বৈদিক পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দেশে আগমন করেন বলিয়াই হউক, অথবা দাক্ষিণাত্যদিগের পশ্চাতে আসিয়াছিলেন বলিয়াই হউক, ইহাঁদিগকে সকলে পাশ্চাত্য কহিত, তদনুসারে ইহাঁরা পাশ্চাত্য বৈদিক সংজ্ঞা পাইলেন। পশ্চিমদেশীয় এবং পশ্চাৎস্থিত, এই দুই অর্থেই পাশ্চাত্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

তন্ত্রের মতানুসারে মন্ত্রদাতা গুরু হইতে হইলে, শিষ্যের সমস্ত পাপ গুরুকে গ্রহণ করিতে হয়।* অতএব রাঢ়ী বারেন্দ্রগণ দেখিলেন, অন্যের পাপ গ্রহণ করিয়া নিজে পাপী হওয়া উচিত নহে, এই বলিয়া অধিকাংশস্থলে পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ-সন্তানগণ তান্ত্রিক মন্ত্রদান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। মন্ত্রশিষ্য করিতে পারিলে যে এককালে অনায়াসে সমাজ মধ্যে সম্মান লাভ করা যাইতে পারে, সে সুযোগটী পাশ্চাত্য বৈদিকগণই বিশেষ বুঝিয়াছিলেন।

ইহাঁদিগের বেদে বিশেষ আস্থা ছিল, এজন্য তন্ত্রের মত তত প্রবল বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না, এবং এ দেশে প্রাধান্য সংস্থাপন জন্য নিতান্ত ব্যগ্র ছিলেন। তৎকালে আবার মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ কার্য্যে লোকের বিশেষ বিশ্বাস ছিল। সেগুলি তন্ত্র-সাধ্য কার্য্য, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। সচরাচর গৃহস্থ তান্ত্রিকেরা উহা করিতেন না, ওগুলি

* রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥ তন্ত্রসারধৃত বচন।

প্রায় উদাসীনেরাই করিতেন। ইহাঁরা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন যে, তন্ত্ররূপ অস্ত্র ব্যতীত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের নিকট কেবল বৈদিক কার্য্যকলাপ দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উপায় নাই। ইহাঁরা বৈদিক কার্য্যগুলির সঙ্গে তান্ত্রিক কার্য্যের যে অংশে সামঞ্জস্য আছে, অগ্রে সেইগুলিরই প্রচার আরম্ভ করিলেন। বঙ্গসমাজের প্রিয় তান্ত্রিক কার্য্যগুলি বেদের সহিত অবিরুদ্ধ জ্ঞান হওয়ায়, পাশ্চাত্য বৈদিকগণ লোকসমাজে সাতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহা-দিগকেও লোক-রঞ্জনের অনুরোধে ক্রমে ক্রমে বৈদিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে হইল। তখন তন্ত্রের আলোচনায় মনো-নিবেশ করিলেন। সে সময়ে আগম, নিগম, জামল, ডামর প্রভৃতি ভূরি ভূরি তন্ত্র মন্ত্র কবচাদি চতুর্দ্দিক্ হইতে সমানীত হইতে লাগিল। ইহাঁরা এক একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া লোক-সমাজে খ্যাত হইতে লাগিলেন। যাঁহারা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা প্রায় উদাসীনের মত থাকিতেন। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি প্রায় উদাসীনেরাই করিতেন, ঐ কার্য্যগুলি করণে গৃহস্থগণের পক্ষে নিষেধ থাকায় গৃহস্থগণ প্রায় অগ্রসর হইতেন না। ইহাঁরা তৎকালে উদাসীনের মধ্যে গণ্য, সুতরাং এ সকল কার্য্য করণে লোকসমাজে অনাদৃত হইতেন না; প্রত্যুত যজমানের নিকট সম্মানিত হইতেন। এইরূপে ইহাঁদিগের এ দেশে বসতির সূত্রপাত হয়। আর গৃহস্থ অপে-ক্ষায় উদাসীনকে গুরু করায় বিশেষ সুবিধা আছে। গুরুর পুত্র ও পৌত্রকে মন্ত্রদাতা গুরুর সদৃশ জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে হয়। উদাসীন গুরু হইলে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা

যাইতে পারে। কিন্তু নূতন শিষ্যেরা যাহাই ভাবুন, নূতন গুরুরা প্রকৃত-পক্ষে উদাসীন নহেন।*

কালক্রমে ইহাঁরা সপরিবারে এদেশে বদ্ধমূল হন। উত্তর-কালে ইহাঁদিগের বংশপরম্পরা কতিপয় বংশের গুরুকুল হইলেন। ঐ সকল লোকে বিবেচনা করিল, গুরুকুলে বিবাহ নিষিদ্ধ†। ইহাঁরা যখন এ দেশের অধিবাসী হইলেন, তখন ইহাঁদিগের নিকটেই মন্ত্রগ্রহণ যুক্তিসিদ্ধ, কারণ ইহাঁরা বিভিন্ন-সম্প্রদায়ী, ইহাঁদিগের সঙ্গে যখন আহার ব্যবহার নাই, তখন বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, এবং যখন একবার গুরু বলিয়া স্বীকার করা গিয়াছে, তখন ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করা শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে উচিত হয় না। তদবধি ইহাঁদের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইহাঁরা আপনাদিগকে মনে মনে তেজীয়ান্ বলিয়া বড় একটা দোষ গ্রাহ্য করিতেন না। অন্যেরা ভীত ছিলেন। এক্ষণেও অনেককে দেখা যায়, দণ্ডীর নিকট তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি গৃহস্থের মন্ত্রশিষ্য হয়েন না।

সে যাহা হউক, পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের সম্মান এইরূপে এদেশে সংস্থাপিত হইলে, অনেক উদাসীন ব্যক্তিও আসিয়া বৈদিক বলিয়া পরিচয় প্রদান পুরঃসর নানা স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়া বদ্ধমূল হইয়াছেন।

* গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতাদিষু।

† মৎস্য সূক্তের প্রমাণ যথা—

সমানপ্রবরা বাপি শিষ্যসন্ততিরেব চ।

ব্রহ্মদাতুর্গুরোশ্চৈব সন্ততিঃ প্রতিষিধ্যতে॥ উদ্বাহতত্ত্বধৃতবচন।

বৈদিক-শ্রেণীর মধ্যে অনেক গোত্র আছে, তন্মধ্যে চতুর্বিংশতি গোত্র আদরণীয়। যথা—শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, সৌকালীন, কল্বিষ, অগ্নিবেশ্ম, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্গল্য, আলম্যান, পরাশর, সৌপায়ন, অত্রি, বাসুকি, রোহিত, বৈয়াঘ্রপদ্য ও জামদগ্ন্য, এই চতুর্ব্বিংশতি গোত্র। *

কুলদীপিকায় ৪২টী গোত্রের নির্দ্দেশ আছে। ঔপনিবেশিকদিগের নির্ণয়স্থলে সমুদয় গোত্রের নাম ও প্রবর এবং কোন্ কোন্ গোত্রের সঙ্গে কি কি প্রবরের সাদৃশ্য এবং প্রবরের বৈসাদৃশ্য থাকিলেও কি কি গোত্রের সাদৃশ্য আছে, তৎসমস্ত দেখান যাইবে।

পাশ্চাত্য বৈদিকেরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, জোঁয়াড়ী ও কোঁয়াড়ী। জোঁয়াড়ীদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, শৌনক ও মৌদ্গল্য গোত্রের বংশগুলি বিশেষ মান্য অর্থাৎ কুলীন-স্থানীয়। ইহাঁদিগের মধ্যে যদিও বেদত্রয়েরই নাম

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ॥
কল্বিষশ্চাগ্নিবেশ্মশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ।
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়বশিষ্ঠকৌ॥
ঘৃতকৌশিকমৌদ্গল্যৌ আলম্যানঃ পরাশরঃ।
সৌপায়নস্তথাত্রিশ্চ বাসুকী রোহিতস্তথা॥
বৈয়াঘ্রপদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্যস্তথাপরঃ।
চতুর্বিংশতির্বৈ গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ॥

শুনা যায়, অর্থাৎ কেহ সামবেদী, কেহ ঋক্‌বেদী, কেহ বা যজু-র্ব্বেদী, তথাপি ইহাঁরাও ঐ সকল বেদের এক একটী শাখার একদেশ ব্যতীত সমগ্র শাখা অনুসারে গৃহ্য কর্ম্ম করেন না। সামবেদীরা কুথুম শাখার একদেশ, যজুর্ব্বেদীরা কাণ্ব শাখার একদেশ, ঋগ্বেদীরা আশ্বলায়ন শাখার একদেশ পাঠ করেন। ক্তোঁয়াড়ীরা কহেন, নিমাই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তিনি নিঃ-সন্তান হেতু সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্র লোপ হইয়াছে। তবে যদি কোন স্থানে কেহ থাকেন, তিনি বড় প্রসিদ্ধ নহেন।

কোঁয়াড়ীদিগের মধ্যে গোত্রানুসারে বংশাবলীর তারতম্য হয় না। ইহাঁদিগের মতে যিনি সদাচার-সম্পন্ন ও গুণশালী, তিনিই মর্য্যাদাপন্ন ও গৌরবান্বিত। যিনি কদাচার ও কুক্রিয়া-শালী, তিনিই অপূজ্য ও অশ্রদ্ধেয়।

পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের প্রদত্ত প্রমাণ অনুসারে সমাজে যাহার যতদূর গৌরব, তাহা এই। পাশ্চাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এই প্রমাণ দেন যে, তাঁহারা ১০০১ শাকে বঙ্গাবিধ শ্যামল-বর্ম্মা কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত হয়েন। রাজাধিরাজ আদিশূরের পরে ও বিজয়সেনের পূর্ব্বে শ্যামলবর্ম্মা বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে, কিন্তু ইহা ইতি-হাসমূলক নহে। এইরূপ জনশ্রুতিও আছে যে, তাঁহার প্রাসাদে শকুনি পক্ষীর নিয়ত অবস্থান হেতু নিতান্ত অমঙ্গল ঘটে; তন্নিবন্ধন তিনি নিজ শ্বশুর কাশীরাজ জয়ন্তচন্দ্রের নিকট হইতে একজন সাগ্নিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহার নাম যশোধর। তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে, রাজার সর্ব্বতো-ভাবে শুভ হয়। তাহাতে রাজা অত্যন্ত অনুগৃহীত হইয়া

তাঁহাকে এদেশে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, জ্ঞাতি ও কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া কিপ্রকারে এদেশে বাস করিতে পারি? তদনুসারে রাজা কহিলেন, আপনি জ্ঞাতি-কুটুম্বসহ আর চারিজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করুন, আমি তাঁহাদিগের সহিত আপনকার স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিব। রাজার এই প্রার্থনা অনুসারে যশোধর পুনর্ব্বার স্বদেশে যাইয়া আর চারিজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সদারাপত্য আনয়ন করেন। তাঁহারা এখানে নানাবিধ যজ্ঞ করেন, তাহার ফলও ফলে। রাজা পঞ্চ-গোত্রীয় সেই পঞ্চ বৈদিক যাজ্ঞিকের বাস জন্য চৌদ্দখানি গ্রাম দান করেন। তাঁহারা পুত্রকলত্রাদির সহিত সেই চতুর্দ্দশ গ্রামে আবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। পঞ্চ যাজ্ঞিক মহোদয়ের পুত্রগুলির নাম নির্দ্দিষ্ট নাই। তাঁহারা যে সদারাপত্য এ দেশে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যাজ্ঞিক পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম-গোত্রাদি এই—

সামবেদী	বেদগর্ভ	শাণ্ডিল্যগোত্র
ঐ	গোবিন্দদেব	বশিষ্ঠগোত্র
ঐ	পদ্মনাভ	সাবর্ণগোত্র
ঐ	জিতামিত্র মিশ্র	ভরদ্বাজগোত্র
ঋগ্বেদী	যশোধর	শৌনকগোত্র

বেদগর্ভ সপুত্রক তিনখানি গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতেই বোধ হয় তাঁহার তিন পুত্র। তিনি যে তিনখানি গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন তাহার নাম এই—(১) আখড়া, (২) মাধভা, (৩) পানকুণ্ডা। গোবিন্দদেবও সপুত্রক গ্রামচতুষ্টয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,

তদনুসারে তাঁহাকে চারি পুত্রের পিতা ধরা যায়। এই চারি-জনের প্রত্যেকের গ্রাম—(১) জোঁয়াড়ী (২) কোঁয়াড়ী (বা গোরালী), (৩) আহ্লাদক, (৪) দধিমন্থ। পদ্মনাভও ঐই নিয়মানুসারে স্বীয়তনয়সহ তিনখানি গ্রামের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই তিনখানি গ্রামের প্রথমখানির নাম শান্তিকর, দ্বিতীয় ব্রহ্মপুরী, তৃতীয় মরীচিকুণ্ড।

জিতামিত্র মিশ্র স্বীয় সূনুসহ তিনখানি গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। সেই গ্রামত্রয় বঙ্গদেশের গ্রাম-সমূহ-মধ্যে বিশেষ খ্যাত—(১) কোটালীপাড়া, (২) নবদ্বীপ, ও (৩) চন্দ্রদ্বীপ।* কোটালীপাড়া ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত। চন্দ্রদ্বীপ বরিশাল জিলার অধীন বাকলা সমাজের প্রধান স্থান। নবদ্বীপ স্বনামপ্রসিদ্ধ স্থান। যদিও ইহার পূর্ব্ব গৌরব কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তথাপি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পক্ষে ও বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্রাধ্যায়ীদিগের নিকট পরমোৎকৃষ্ট স্থান। অদ্যাপি বঙ্গদেশীয় আচার ব্যবহার সমুদায়ই নবদ্বীপ সমাজের অবিরুদ্ধ না হইলে সমাজে প্রচলিত হয় না।

* স্যাজ্জোঁয়াড়ী কোঁয়াড়ী চ আহ্লাদঃ পানকুণ্ডকঃ।
শান্তিকরো ব্রহ্মপুরী আখড়া মাধবৈব চ॥
মরীচিঃ কুট্যলপল্লী দ্বীপৌ চ নবচন্দ্রয়োঃ।
সামন্তসারেণ সহ ব্রাহ্মগ্রামাশ্চতুর্দ্দশ॥
পাশ্চাত্যে সমিতৌ তদ্বৎ পুরকো দধিমন্থকঃ।
এতে সমাজাঃ পাশ্চাত্যাঃ সাবস্তিকনিবাসিনাম্॥
শ্রীহট্টনিবাসী বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য-কৃত-শ্যামল-বর্ম্ম-চরিত-কথা।

যশোধর শাকুনিক-যাগ-সিদ্ধির দক্ষিণাস্বরূপ সামন্তসার গ্রাম নিজস্বরূপে প্রাপ্ত হয়েন। পাশ্চাত্য বৈদিকগণ যে চতুর্দ্দশ গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহার অধিকাংশই লুপ্ত অথবা নামান্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কেহ অনুমান করেন যে, রাজসাহী জিলার জোঁয়াড়ীগ্রামই গোবিন্দদেবের বসতিস্থান। এই সকল গ্রামের কোনটীতেই ঐ সকল মহাত্মাদিগের অধস্তন পুরুষের কোন ব্যক্তিরই নিষ্কররূপে স্বত্ব নাই। সামন্তসারগ্রাম ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত এবং কোটালীপাড়া সমাজের প্রধান স্থান।*

দাতা ক্ষমী সর্ব্বগুণপ্রহীতা
পিতেব শাস্তা নিখিলপ্রজানাম্।
ক্ষিতৌ মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রতাপো
গৌড়েশ্বরঃ শ্যামলবর্ম্মসংজ্ঞঃ॥
তস্মৈ নৃপেন্দ্রায় নৃপোত্তমায়
কাশীশ্বরঃ শ্রীজয়চন্দ্রসংজ্ঞঃ।
শ্রীনামধেয়াং প্রিয়মেব কেবলাং
দদৌ বিবাহেন সুতাং সুশীলাম্॥
তদা সুশীলাং প্রতিগৃহ্য রাজ্ঞি
নিবেদ্য রাষ্ট্রাভিমুখং প্রতস্থে।
স্বামাত্যবর্গৈঃ সহ ধর্ম্মতৎপরঃ
প্রিয়ং চিকীর্ষুঃ প্রিয়য়া প্রিয়ংবদঃ॥
ততঃ কদাচিন্নিজসৌধভাগে
প্রপাতিগৃধ্রাদতিবিস্ময়মানসঃ।
স কারয়ামাস বিধিপ্রকারৈঃ
শান্তিং সুবিপ্রৈরনুগৌড়সংস্থৈঃ॥

এক্ষণে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যদিগের আবাসস্থান দেখা যাই-তেছে। দাক্ষিণাত্যেরা কামরূপ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ভরদ্বাজগোত্রীয় জিতামিত্র-মিশ্র-বংশীয় জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, এবং রথীতর-গোত্র-সম্ভূত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র। ইহাঁর জননীর নাম শচী-দেবী। বৈষ্ণবেরা জগন্নাথ মিশ্রকে শ্রীহট্টবাসী কহেন। অন্যেরা তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা কহেন, তিনি কোটালীপাড়া-বাসী ছিলেন। এ কথা বিশ্বাস করা না করার পক্ষে পাঠকের ইচ্ছাই বলবতী;

তদ্বৈধশাস্ত্যা ন হি শান্তিরাসী-
দুপপ্লবা ঘোরতরা বভূবুঃ।
দৃষ্ট্বা তদাতঙ্কিতহৃৎ প্রিয়ায়া-
মাচক্ষিবান্ সর্ব্বমসহ্যকষ্টঃ॥
সোবাচ রাজ্ঞে পিতৃসন্নিধানাৎ
ক্ষিপ্রং দ্বিজং সাগ্নিকমানয় ত্বম্।
যতো নু শান্তির্হ্যভবন্নিরগ্নি-
বিপ্রৈঃ কুতঃ সৈব ভবেৎ প্রশস্তা
ততঃ স রাজা হিতবীক্ষমাণো
গত্বা তয়া তৎ শ্বশুরে নিবেদ্য।
সংবৎসরং তৎপিতৃতুষ্টিহেতোঃ
নিবাসয়ামাস দ্বিজং হি লিপ্সুঃ॥
তস্মা ব্রতস্বস্ত্যয়নোৎসবায়
বিধিং বিধিজ্ঞং পরিযাজনায়।
আদেশয়ামাস সতামভিজ্ঞং
সুবিপ্রপুত্ত্রং শ্রুতিপাঠশীলম্॥

কারণ এ বিষয়ে কোন বিশেষ প্রমাণ বা যুক্তি নাই, বরং শ্রীহট্টই তাঁহার নিবাসস্থান, ইহা কাটোয়া-নিবাসী কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-কৃত প্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদে দেখ।*

বাগীশকল্পং বদতাং বরেণ্য-
মধীতবেদান্তমশেষকীর্ত্তিম্।
রত্নাদিদানৈঃ পরিতোষবন্তং
যশোধরং শৌনকগোত্রসম্ভবম্॥
বারাণসীপশ্চিমসন্নিধানে
অবন্তিকা-নাম-সমাজসংস্থম্।
ঋগ্বেদিনং সাঙ্গত্রিবেদবিদ্য-
মধীতনিঃশেষিতপাণিনীয়ম্॥
শাকেন্দুখে শূন্যবিধৌ শকাব্দে
বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাম্।
প্রহর্ষিতস্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং
যশোধরঃ শৌনকগোত্রসম্ভবঃ॥

ইতি সামন্ত-চূড়ামণি-মুখ-নির্গত-তাম্র-শাসনস্থ-শ্লোকঃ।

শ্রীহট্টনিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণপ্রধান॥
সপ্ত মিশ্র যার পুত্র সপ্ত ঋষিবর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জনার্দ্দন জগন্নাথ ত্রৈলোক্যনাথ।
নদিয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥

বঙ্গের ইতিবৃত্তঘটিত কথা।

সাতশতী ব্রাহ্মণ।

বল দেখি, ৯৯৯ সংবতে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিলেন, তাঁহাদিগের সন্তানপরম্পরায় বঙ্গদেশের সমস্ত প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া গেল; কিন্তু কি চমৎকার কথা, যাঁহারা সাতশত ঘর ছিলেন, আজি তাঁহাদিগের বংশাবলীর নাম গোত্রের অধিকাংশ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাঁহাদিগের বংশ এককালে লোপ পাইবার সম্ভব নহে। লোপ হইয়াছে বলিলেই কে বিশ্বাস করে? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। স্থূলদৃষ্টিতে ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে, তাঁহাদিগের নাম গন্ধ এককালে লোপ পায় নাই। তাঁহারা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের আগমনে একেবারে হেয় ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তনবংশ্যেরা সমাজমধ্যে আপনাদিগকে সাতশতীরূপ ঘৃণিত উপাধিতে পরিচয়দানে লজ্জিত হইতে লাগিলেন; এবং কান্যকুব্জসন্তানগণের কৃপায় তাঁহাদিগের সঙ্গে অন্তর্ভূত হইয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহারা মিশ্রিত হইবার মত গুণসম্পন্ন ছিলেন না, তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিলেন, ও কালক্রমে নবাগত বৈদিক ও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে, অধম বর্ণের পৌরোহিত্য স্বীকারপূর্ব্বক বর্ণ-ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন; কোথাও বা অগ্রদানী, কোথাও বা গ্রহাচার্য্য, স্থলবিশেষে বিদ্যা-বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যাদির প্রভাবে স্বভাবেই আছেন। যাহাই হউক, কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক নহে। এক্ষণেও যাঁহারা

সাতশতী আছেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে স্পষ্টতঃ সাতশতী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে চাহেন না; তাহাতে লজ্জিত হন। কি দুঃখ ও কি পরিতাপের বিষয়, কালের কি কুটিলগতি, সমাজগৌরবের কি অত্যাশ্চর্য্য মহিমা, দেখ, সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ পাঁচজনের সন্তান মধ্যে গৌরবান্বিত হইব বলিয়া, তদীয় দলে ক্রমে লীন হইতেছেন, তথাপি আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন না। ভাবিয়া দেখ দেখি, যাঁহারা এখানকার অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা এককালে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছেন; রাঢ়ী, বারেন্দ্র বা বৈদিক, ইহাঁদেরই একতম বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের গাঁই গোত্র সংখ্যা করা আছে, সুতরাং সহজে মিশিবার সুযোগ নাই। সাতশতীদিগের গাঁই গোত্র উভয়ই আছে, বিশেষতঃ বৈদিকদিগের গোত্রের সঙ্গে সাতশতীদিগের গোত্রের সাদৃশ্য থাকায় অনেক স্থলে বৈদিককুলে মিলন সহজ হইয়াছিল। এবং তৎকালে সুযোগ বুঝিয়া সাতশতীরা কেবল গাঁইটী ছাড়িয়া দিয়া অনায়াসে সাতশতীরূপ ঘৃণিত দল হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক বৈদিক উপাধি গ্রহণ করিলেন।

সাতশতীদিগের মধ্যে যাঁহারা অদ্যাপি অন্যের সহিত মিশিতে পারেন নাই, অথবা মিশিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহাদিগের পরিমাণ অতি অল্প। ইহাঁদিগের মধ্যে পিথুড়ী, বালথুবি, নানকসাই (নালসী), জগাই, ভাগাই, সাগাই, যবগ্রামী, কাটানী-গাঁই, আরথ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

সাতশতীগণ পঞ্চগোত্র ও ছাপান্ন-গ্রামীণ হইতে পৃথক্, সুতরাং ইহাঁদিগকে চিনিতে পারা যায়। যেহেতু এই সকল

গাঁই পঞ্চগোত্র-মধ্যে দেখা যায় না, সুতরাং ইহাঁরা সাতশতী ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ নহেন। মুলুকজুরী প্রভৃতি কয়েকটী গাঁই যে মিশিয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে মুলুকজুরী নামে একটী দোষ আছে। যাঁহারা ঐ দোষে লিপ্ত হন, তাঁহাদিগের কুল প্রথমে যায় যায় হইয়াছিল, পরে দেবীবর ঘটকের প্রসাদাৎ তাঁহারা পুনর্ব্বার কুল প্রাপ্ত হন।

নদিয়া জিলার চক্রদ্বীপ পরগণার ভট্টাচার্য্য কামানপুর অঞ্চলে ফরকর-ছত্রিকা-গ্রামী সাতশতী আছেন। শান্তিপুর, ফুলে, ও বেলগড়ে গ্রামে কৌণ্ডিন্য-গোত্র-সম্ভূত ভট্টাচার্য্য কৌণ্ডিন্য-গোষ্ঠী সাতশতী বলিয়া বিশেষ খ্যাত। বর্দ্ধমান জিলার সিঙেরকোণ, বৈভিঞ্চিটে, পালশীট, নবগ্রাম, মাচ্ছর, ময়নাগড় প্রভৃতি স্থানের যবগ্রামী গৌতম-গোত্র গোস্বামিবর্গ; ঐ জিলার লাড়ুগ্রাম (নাড়গাঁ) অঞ্চলের রায়গোষ্ঠী ও যশোহর জিলার হলদহ পরগণার বশিষ্ঠ, গৌতম ও আলম্যান গোত্র-সম্ভূত ভট্টাচার্য্যগণ; খুলনা জিলার বুড়োন পরগণার সাতক্ষীরা গ্রামের চক্রবর্ত্তী (এক্ষণে চৌধুরী) এবং সেনহাটীর চক্রবর্ত্তিগণ কাটানী-গাঁই কাশ্যপ-গোত্র; হুগ্লী জিলার শিমলাগড়ীর রায় নালসী-গাঁই পরাশর-গোত্র; চুঁচড়া, ফরাসডাঙ্গা ও শ্রীরামপুরের রায় কাশ্যপ কাঞ্জারী কাশ্যপ-গোত্র; কলিকাতার পিথুড়ী, ২৪ পরগণার জয়নগর, পলাবাড়ী, ও ফুটিগোদা অঞ্চলের পিথুড়ী, এবং হুগ্লীর শিয়াখালা অঞ্চলের পাতুলগ্রামের পিথুড়ীগণও সাতশতী। পিথুড়ীরা পরাশর-গোত্র-সম্ভূত। এক-গ্রামীণেরা পরস্পর জ্ঞাতিভাবাপন্ন।

যেপ্রকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, যে অল্প-সংখ্যক সাতশতী আছেন, তাঁহারাও কিছু দিন পরে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, মধ্যশ্রেণী ও পশ্চিমাদিগের মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া যাইবেন।

মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ।

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোক আছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহারা মধ্যশ্রেণী,—অর্থাৎ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল ও সাতশতী প্রভৃতি বিপ্রগণ সঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও পশ্চিমাদিগের এক সময়ে পরস্পর আদান প্রদান হয়। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ, এইপ্রকার শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন, তাঁহাদিগকে তৎপ্রদেশস্থ শুদ্ধবংশের লোকেরা মধ্যশ্রেণী উপাধি দিলেন। তদবধি তাঁহারা সমাজমধ্যে মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাঁদিগের মধ্যে সামবেদ অধিক প্রচলিত। ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অল্প। যজুর্ব্বেদী নিতান্ত বিরলপ্রচার।

ইহাঁদিগের গোত্র আছে, কিন্তু সকলের গাঁই নাই। পুরুষের প্রকৃতি ধরিয়া ইহাঁদিগের গাঁই ধরা যায়। ইহাঁদিগের প্রথমসংমিশ্রণকালে পুরুষের যে গাঁই ছিল, তাঁহার সন্ততিগণ সেই

গাঁই বলিয়া পরিচয় দেন। যে স্থলে পুরুষের গাঁই ছিল না, অর্থাৎ বৈদিক পুরুষে অথবা পশ্চিমা ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাঢ়ীয় অথবা বারেন্দ্র কন্যার বিবাহ হইয়াছে, তথায় তাঁহাদিগের সন্ততিবর্গ গাঁই পান নাই।

ইহাঁরা আপনাদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক কৌলীন্যপ্রথা রাখেন না। সদাচার ও সৎক্রিয়াসম্পন্ন ব্যক্তিকে মর্য্যাদাপন্ন বিবেচনা করিয়া, তাঁহার প্রতিই কৌলীন্যগৌরব প্রদান করিয়া থাকেন। তথাপি, প্রথম পঞ্চ গোত্রের সন্তানের প্রতি ইহাঁদিগেরও আস্থা ও পূজা অধিক দেখা যায়। সুতরাং শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ, এই পঞ্চগোত্রীয়দিগেরই সম্মান অধিক।

ইহাঁরা কহেন, মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমানদিগের মধ্যে যৎকালে সংগ্রাম হয়, তৎকালে ঐ প্রদেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রাণের আশঙ্কায় স্বদেশে যাইতে সমর্থ হন নাই, এবং বিদেশীয়েরাও ঐ প্রদেশে আসিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগের এক প্রকার ইচ্ছা ছিল যে, শ্রেণীবন্ধন-শৃঙ্খল পরিভ্রষ্ট হয়, এবং সর্ব্বত্র বৈদিক অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকে, এবং সকলেই বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। তৎকালে যাঁহারা শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত বিদ্বান্, তেজস্বী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পরম-মান্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে এ দেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল-প্রতাপ-তপন অস্তমিত হইল। সর্ব্বদ্বারী বিবাহরূপ তদীয় কীর্ত্তিকোকনদ ম্লান হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ এ দেশে বিকীর্ণ থাকিলে, মধ্যশ্রেণীরই শোভা অধিক হইত,

তখন সকলেই কহিত, আমরা বৈদিক। ইহাঁরাই কি এখনকার মত মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচয় দিতে যাইতেন? কদাচ সম্ভব বোধ হয় না।

ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ।

এদেশে যাঁহারা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হইতে পারেন নাই, অথচ স্বদেশের সমান ঘরে, সমান [illegible]রে, আদান প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছেন না, এবং এদেশীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরস্পরের ভোজ্যান্নতা পর্য্যন্ত নাই, তাঁহাদিগকে ঔপনিবেশিক বা পশ্চিমা ব্রাহ্মণ কহা যায়। ইহাঁরা প্রায় দোভাষী, এবং বাঙ্গালী পরিচ্ছদ ও হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদের মধ্যবর্ত্তী একপ্রকার দোরোকা পরিচ্ছদে আপনাদিগকে শোভিত করেন। ইহাঁরা আপনাদিগের জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্ত্রী, পরিজনদিগের সঙ্গে অনেক সময়ে হিন্দী কথা কহেন। ইহাঁরা যথায় বাঙ্গালী পুরোহিত ও গুরু গ্রহণ করিয়াছেন, তথায় এদেশীয়দিগের আচার ব্যবহার অনুসারে চলেন। তথায় ইহাদিগের আচার ব্যবহারের সহিত রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিকাদির আচার ব্যবহারের বিশেষ অনৈক্য দেখা যায় না। যে স্থলে ইহাঁদিগের পুরোহিত পশ্চিমা, আচার্য্য গুরু পশ্চিমা, সেই সেই স্থলে ইহাঁদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ-ব্রাহ্মণ-সন্ততির ও বৈদিকদিগের আচার ব্যবহারের বিস্তর অনৈক্য দেখা যায়।

ইহাঁরা বৈদিক কার্য্যে নিতান্ত অনুরক্ত, তান্ত্রিক কার্য্যে

তাদৃশ যত্নবান্ বলিয়া প্রতীত হন না। স্থলবিশেষে, তান্ত্রিক গুরুর কথা দূরে থাকুক, বৈদিকমন্ত্র উপাসনার পর তান্ত্রিকমন্ত্রের আবশ্যকতাই স্বীকার করেন না। ইহাঁদিগের মতে গায়ত্রী-উপদেষ্টা আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ। উহাই ব্রহ্মমন্ত্র। যাঁহাদিগের সাবিত্রী গ্রহণে অধিকার নাই, অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও শূদ্র জাতির জন্যই তন্ত্রের সৃষ্টি, এই কথা কহেন। তদনুসারে অনেক পুরুষের একমাত্র আচার্য্যই গুরু বলিয়া গণ্য। তবে স্থলবিশেষে, কোন আচার্য্য তান্ত্রিক কার্য্যে পটু না হওয়ায়, স্ত্রীলোকদিগের মন্ত্রগ্রহণজন্য কোন কোন পরিবারকে এদেশীয় তান্ত্রিক ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। কালক্রমে গুরু ও শিষ্যের সন্তানে সৌহার্দ্দ্যসূত্রে পুরুষগণ-মধ্যে তান্ত্রিকমন্ত্রের প্রচার হইয়াছে। কিন্তু তথায়ও আচার্য্যের মান খর্ব্ব হয় নাই। ঔপনিবেশিক মধ্যে সারস্বত, কান্যকুব্জ, পঞ্জাবী, শৌরসেনী, মৈথিলী, শকলদিপী প্রভৃতি অধিক। কোন কোন স্থলে দ্রাবিড়ী, মাগধী, মাথুরী, কামরূপী ও উড়িয়াও দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ইহাঁদের মধ্যে দোবে, চৌবে, তেওয়ারী, পাঁড়ে, মিশ্রী, ত্রিপাঠী, ত্রিবেদী, সৎপথী, পীথী, শুক্ল, বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী এবং দশাশ্বমেধী প্রভৃতি কতিপয় উপাধি আছে।

এদেশে ইহাঁরা কখন্ আসিয়া উপনিবেশ গ্রহণ করিলেন, কোথায় বাস করিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। তথাচ এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহাঁরা শাস্ত্রীয় চর্চ্চা বা বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান বা প্রচার জন্য এ দেশে আইসেন নাই। ইহাঁরা বিষয়-কার্য্য-ব্যপদেশে এদেশে আসিয়া-

ছিলেন। এখানে আসিয়া তদুপলক্ষে অন্ন-সংস্থান হইল, শ্রীমন্ত হইলেন, লোকের সঙ্গে সদ্ভাব হইল, অর্থের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মায়া বাড়িল, বঙ্গীয় সুস্বাদু অন্ন পানীয়ের আস্বাদ বুঝিতে পারিলেন, তখন মায়াজালে বদ্ধ হইলেন। ক্রমে জন্মভূমির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। কালক্রমে সন্তানাদির বসতি হইয়া গেল। ইহাঁরা সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালী-ভাবাপন্ন হইলেন। তখন ইহাঁদিগকে আর কে তদ্দেশীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে? ইহাঁরা বাঙ্গালীমধ্যে পরিগণিত হইলেন। শাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে তাদৃশ সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই, ইহাঁরা সমাজমধ্যে প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। নতুবা ইহাঁরা দশজনের মধ্যে একজন হইতেন।

এই সকল ব্রাহ্মণগণ মধ্যে দ্বিচত্বারিংশৎ গোত্র আছে। এই বিয়াল্লিশটী গোত্র ব্যতীত অন্য গোত্র প্রচলিত নাই। যে গোত্রের সহিত যাহাঁর সাদৃশ্য আছে, তাহার সম্বন্ধ নিম্নলিখিত গোত্র ও প্রবরের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়।

শাস্ত্রের নিয়ম দেখিলে ইহা একপ্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, উত্তরকালে এই বিয়াল্লিশটী গোত্রের সন্তান-পরম্পরা দ্বারা অন্যান্য অনেক গোত্র কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু সেগুলি পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। পঞ্চদ্রাবিড়ীদিগের মধ্যে বিয়াল্লিশের অতিরিক্ত গোত্র শ্রবণ করা যায়। তাহাও আবার প্রবর-সংখ্যা-কালে ঐ দ্বিচত্বারিংশৎ আদিম গোত্রের শাখা প্রশাখার মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া যায়। সুতরাং আমরা ঐ সকল আদিম গোত্রের নাম ও প্রবরাদি নির্দ্ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

গোত্রাণি তু চতুর্বিংশতিঃ। তত্র মনুঃ।

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ॥
কল্বিষশ্চাগ্নিবেশ্যশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়বশিষ্ঠকৌ।
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ॥
ঘৃতকৌশিকমৌদ্গাল্যৌ আলম্যানঃ পরাশরঃ।
সৌপায়নস্তথাত্রিশ্চ বাসুকী রোহিতস্তথা॥
বৈয়াঘ্রপদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্যস্তথাপরঃ।
চতুর্বিংশতিবৈর্ব গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ॥

প্রথমতঃ চতুর্বিংশতি গোত্রমাত্র পরিগণিত হয়। পরবর্তী কালে ৪২টী গোত্র প্রচলিত হইয়া আইসে। মহর্ষি মনুই প্রথম অবস্থায় ২৪টী গণনা করেন। সেই মনুরই বৃদ্ধাবস্থায় অন্য আঠার জন ঋষি ঐ চতুর্বিংশতি গোত্র হইতে বহির্গত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বংশাবলীর মূলপুরুষরূপে গণনীয় হন। ঐ সকল ঋষিগণের শিষ্য ও সন্ততিবর্গ ঐ সকল ঋষিগণকে মূল ধরিয়াই তাঁহাদিগের নামে গোত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহারা গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি নামে খ্যাত হন। বৃহন্মনুর সময়ে বিয়াল্লিশটী গোত্র সংখ্যা করা হয়। যথা—

গোত্রসমূহের নামাদি।

১—শাণ্ডিল্য। ২—কাশ্যপ। ৩—বাৎস্য। ৪—সাবর্ণ। ৫—ভরদ্বাজ। ৬—গৌতম। ৭—সৌকালীন। ৮—কল্বিষ। ৯—অগ্নিবেশ্য। ১০—কৃষ্ণাত্রেয়। ১১—বশিষ্ঠ। ১২—বিশ্বামিত্র। ১৩—কুশিক। ১৪—কৌশিক। ১৫—ঘৃতকৌশিক। ১৬—মৌদ্গাল্য। ১৭—আলম্যান। ১৮—পরাশর।

১৯—সৌপায়ন। ২০—অত্রি। ২১—বাসুকি। ২২—রোহিত। ২৩—বৈয়াঘ্রপদ্য। ২৪—জমদগ্নি। ২৫—বৃহস্পতি। ২৬—কাঞ্চন। ২৭—বিষ্ণু। ২৮—কাত্যায়ন। ২৯—আত্রেয়। ৩০—কাণ্ব। ৩১—সাঙ্কৃতি। ৩২—কৌণ্ডিন্য। ৩৩—গর্গ। ৩৪—আঙ্গিরস। ৩৫—অনাবৃকাখ্য। ৩৬—অব্য। ৩৭—জৈমিনি। ৩৮—বৃদ্ধ। ৩৯—শক্তি। ৪০—কাণ্বায়ন। ৪১—শুনক। ৪২—জামদগ্ন্য *

আর্য্যজাতির শাস্ত্রালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, পূর্ব্বকালের ঋষিগণ দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও

* জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥
এতদুপলক্ষণমন্যেষামপি দর্শনাৎ। তথাচ—
সৌকালীনকমৌদ্গল্যৌ পরাশরবৃহস্পতী।
কাঞ্চনো বিষ্ণুকৌশিক্যৌ কাত্যায়নাত্রেয়কাণ্বকাঃ॥
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডিন্যো গর্গসংজ্ঞকঃ।
আঙ্গিরস ইতি খ্যাত অনাবৃকাখ্যসংজ্ঞিতঃ॥
অব্যজৈমিনিবৃদ্ধাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যো বাৎস্য এব চ।
সাবর্ণালম্যানৌ বৈয়াঘ্রপদ্যশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ॥
শক্তিঃ কাণ্বায়নশ্চৈব বাসুকির্গৌতমস্তথা।
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥
ইতি কুলদীপিকাধৃত-ধনঞ্জয়কৃত-ধর্ম্মপ্রদীপে সর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশদ্গোত্রাঃ

অতিথিসৎকার নিমিত্ত কতকগুলি ধেনু রাখিতেন। সেগুলির নাম হোমধেনু। ঐ হোমধেনুর রক্ষণাবেক্ষণাদির ভার শিষ্য ও সন্তানগণের প্রতি অর্পিত হইত। ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু হইতে নিজ নিজ গোধনসমূহের ত্রাণ করিবার অভিপ্রায়ে ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় আশ্রমের অনতিদূরে এক একটী ক্ষেত্র (গোচারণ-স্থান) নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেন। ঐ গোচারণ-স্থানগুলির পার্শ্বে যে সকল কৃষকগণের ক্ষেত্র থাকিত, ঋষিগণের পালিত পশুদ্বারা কোনপ্রকারে সেই সকল ক্ষেত্রের শস্যের হানি না হয়, এইজন্য গোচারণ-স্থানের চতুঃপার্শ্বে বৃতি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে গোধন পালন করিতেন; তদনুসারে ঐ সকল গোচারণ-স্থলগুলির নাম গোত্র হয়, অর্থাৎ যাহাদ্বারা গোরু ত্রাণ (রক্ষা) পায়। কালক্রমে এক স্থলে অনেকগুলি ঋষির গোচারণ-স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রত্যেক ঋষির নামানুসারে প্রত্যেক গোচারণ-স্থানের নামকরণ হয়। উত্তরকালে ঐ সকল ঋষি হইতে যত সন্তান বা শিষ্য জন্মিল, তৎসমস্তকে ঐ গোত্র ধরা হইল। তদানীন্তন সময়ে যাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম ও গোত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক তপস্যাদি করিতে লাগিলেন, তাঁহারাও গোত্রকারক বলিয়া পরিচিত হইলেন; তাঁহাদিগের সন্তান বা শিষ্যগণ তদবধি পৃথক্ পৃথক্ গোত্রসম্ভূত বলিয়া পরিচিত হইলেন। তখন প্রবর-সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দ্বারা কোন ব্যক্তি এক বংশের সন্তান কিংবা বিভিন্ন বংশের সন্তান, তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইত। এইরূপে গোত্র ও প্রবর সংস্থাপিত হয়। এক্ষণে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যদি তাহাই হয়, তবে প্রবরগুলি কি? তাহার

উত্তর এই, ঋষিগণের মধ্যে অনেকের নাম-সাদৃশ্য আছে, সুতরাং এক জনের প্রতি অন্য ব্যক্তির ভ্রম জন্মিতে পারে, সেই ভ্রান্তি-নিরাস-মানসেই সেই সকল গোত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ প্রবররূপ বিশেষণ দ্বারা বিভিন্ন করা হইয়াছে। প্রবর শব্দের অর্থদ্বারা এই জানা যায় যে, ঐ সকল গোত্র-মধ্যে যে সকল ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহাদিগেরই নামোল্লেখ হয়, অন্যগুলিকে ধরা যায় না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ঋষিগণই গোত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যদি গোত্র শব্দের অর্থ ঐ-প্রকার গোচারণ-স্থানই হয়, তবে প্রবর-সাদৃশ্য দেখিয়া ভিন্ন গোত্রে বিবাহ নিষেধ হয় কেন? তাহার মীমাংসায় এই জানা যায় যে, এক বংশের কতকগুলি সন্তান পরস্পর পৃথক্ হইয়া তপস্যা করেন; কালক্রমে তাঁহারাও কতকগুলি গোত্র করেন, কিন্তু ঐ সকল গোত্রের বিশেষ পরিচয় দিবার জন্য ঐ সকল গোত্রে যে সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মুনি বা মূলপুরুষের সংস্রব ছিল, তাঁহাদিগের প্রবররূপ বিশেষণ দ্বারা পরস্পরকে এক-বংশ-সম্ভূত বা পৃথক্-বংশ-সম্ভূত, তাহাই বিভিন্নরূপে নির্ণয় করা যায়। প্রবরশব্দে তত্তদ্বংশের পরিচায়কমাত্র জ্ঞান করিতে হইবে।

স্বীয় স্বীয় বংশসম্ভূত যে সকল প্রসিদ্ধ পুরুষ দ্বারা গোত্র-প্রবর্ত্তক মুনিগণকে অন্য জন হইতে বিভিন্ন জ্ঞান হয়, তাহারাই গোত্রের প্রবর। গোত্র শব্দে বংশ ও তদ্বংশ-সংসৃষ্ট ব্যক্তিমাত্রকে বুঝায়। যেমন পত্নী স্বামীর কুলে আসিয়া পতির গোত্র প্রাপ্ত হয়। দত্তক পুত্র জনকের গোত্র হইতে গ্রহীতৃ-পিতৃকুলের গোত্র ভজনা করে। ক্ষত্রিয়গণ পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র প্রাপ্ত

হয়েন*। তদ্দৃষ্টে বৈশ্যগণ পুরোহিতের গোত্র গ্রহণ করেন। তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের গোত্রকে অতিদৃষ্ট গোত্র বলে। শূদ্রগণের গোত্রও উহাদিগের দৃষ্টান্তানুসারে মন্ত্রদাতা পুরোহিত ও সেব্য বিপ্রের গোত্রানুসারে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইনিমিত্ত শূদ্রগণের গোত্র অতিদৃষ্টাতিদৃষ্ট গোত্র শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই হেতুই শূদ্রগণের ভিন্নবংশীয় সগোত্রে বিবাহ নিষেধ নাই।

পঞ্চব্রাহ্মণসন্তানগণকে অধুনা যেমন গাঁই বলিলেই কে কোন্ বংশের অধস্তন পুরুষ ও কাহার সঙ্গে কাহার কি সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা জানিতে পারা যায়, তৎকালে কে কোন্ গোত্র বলিলে যে ঋষি যে স্থলে বাস করেন, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইত। এবং প্রবর জিজ্ঞাসা দ্বারা ঐ গোত্রে কতগুলি বংশের সংস্রব ছিল, উহা অনায়াসে উপলব্ধ হইত। গোত্রগুলিকে এক্ষণকার গাঁই স্থলে পরিগণিত করা যাইতে পারে। যখন দেখা যাইতেছে, বৈদিকগণের গাঁই নাই (নির্গাঁই), অথচ গোত্রদ্বারা আপনাদিগকে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যাদিরূপে বিভিন্ন-দেশীয় বলিয়া অন্যের প্রতীতি জন্মাইতে পারেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পূর্ব্বকালে ঋষিগণের গোত্র (গোচারণস্থান) দ্বারাই গ্রাম নির্দ্ধারণ হইত; অবশেষে ঐ স্থানগুলি

---

* এই কারণে ক্ষত্রিয়গণের গোত্র পুরোহিতের গোত্রের নামে আদিষ্ট হয়। বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া গোত্র সংস্থাপন করেন। তদনুসারে কতিপয় ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন ঋষিকে গোত্রকারী রূপে দেখা যায়। গবন্তে শব্দায়তে পূর্ব্বপুরুষান্ যং। ইতি কোষঃ। "ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাম্ গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকং। তথাস্তবর্ণসঙ্করাণাং যেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ॥" অগ্নিপুরাণ।

গ্রাম-মধ্যে পরিগণিত হয়। তৎকালে গোত্রগুলি গ্রামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। যেমন এক গাঁই বা গ্রামীণের সন্তানগণ পরস্পর এক মূল পুরুষ হইতে উৎপন্ন, সেইপ্রকার একরূপ প্রবরবিশিষ্ট বিভিন্ন গোত্রের বংশীয়েরা পরস্পর এক মূল পুরুষের সন্তান। সুতরাং আর্য্যজাতির নিয়মানুসারে প্রবর বা গোত্র সাদৃশ্যে বিবাহ নিষেধ।*

এক্ষণে ইহা একপ্রকার নিশ্চয় কহা যায় যে, প্রবরগুলির ধারাবাহিক ঊর্দ্ধতন পুরুষ বা ধারাবাহিক অধস্তন পুরুষের নাম-গণনায় গোত্র কল্পিত হয় নাই। যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে গোত্রগুলি জানা যাইতে পারিবে, তাঁহাদিগেরই নামোল্লেখ হইয়াছে। কোন স্থলে ঊর্দ্ধতন পুরুষের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, কোন স্থলে কেবল অধস্তন পুরুষবর্গের পরিচয়দ্বারাই গোত্রটী পরিচিত হইয়াছে, কোথাও বা ঊর্দ্ধাধঃ উভয় দিকেরই নামোল্লেখ দেখা যায়। ইহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। গোত্র ও প্রবরগুলি দেখিলেই অনায়াসে সমুদায় উপলব্ধ হইতে পারে। তথাপি পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থে ঐ তিনপ্রকার উদাহরণের এক একটী দেখান গেল। বিবেচকগণ অন্যপ্রকার প্রভেদগুলি নিজে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

---

* ইতি আচারমাধবীয়-মদনপারিজাতয়োরাপস্তম্বঃ। সমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ। তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

সমানপ্রবরত্বং সংজ্ঞাসংখ্যয়োরন্যূনাতিরিক্তত্বেন, ভিন্নগোত্রত্বেঽপি সমানপ্রবরত্বম্। যথা বাৎস্য-সাবর্ণিগোত্রয়োরৌর্ব্ব-চ্যবন-ভার্গব-জামদগ্ন্যাপ্নুবৎ-প্রবরাঃ। একগোত্রেঽপি প্রবরান্তত্বং, তথাচ ঘৃতকৌশিক-গোত্রস্য কুশিক-

১ম। যাঁহারা পরাশর গোত্র ভজনা করেন, তাঁহারা প্রবর-স্থলে তিন পুরুষের নাম কীর্ত্তন করেন। যথা পরাশর, শক্তি্র ও বশিষ্ঠ, এই তিন প্রবর।

২য়। যাঁহারা শক্তি্র গোত্র বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা শক্তি্রর পুত্র পরাশরের নাম এবং শক্তি্রর পিতা বশিষ্ঠের নাম উল্লেখপূর্ব্বক আপনাদিগের প্রবর অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধঃ তিন পুরুষের নাম দ্বারা গোত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যথা শক্তি্র-গোত্রের প্রবর—শক্তি্র, পরাশর ও বশিষ্ঠ, এই তিন।

৩য়। কোথাও কেবল অধস্তন পুরুষপরম্পরা দ্বারা প্রবর নির্ণয়পুরঃসর গোত্র কল্পিত হইয়াছে। যথা—গর্গ গোত্র, প্রবর গর্গ, গার্গ্য, কৌস্তুভ ও মাণ্ডব্য, এই চারি।

কৌশিক-ঘৃতকৌশিক-প্রবরাঃ কৌশিক-কুশিক-বন্ধুলাশ্চেতি প্রবরাঃ। অতো গোত্র-প্রবরয়োঃ পৃথঙ্‌ নির্দ্দেশঃ।

গোত্রাণি তু তত্তন্নামকগোত্রভাগীনি, বংশ-পরম্পরা-প্রসিদ্ধ-মাদিপুরুষ-ব্রাহ্মণরূপং গোত্রং, তেন কাশ্যপঃ গোত্রং যস্য স কাশ্যপগোত্রঃ। প্রবরশ্চ গোত্রপ্রবর্ত্তকস্য মুনের্ব্যাবর্ত্তকো মুনিগণ ইতি মাধবাচার্য্যঃ। উদ্বাহতত্ত্ব

কোন কোন স্থলে গোত্র এক, কিন্তু প্রবরের বিভিন্নতা দেখা যায়, যথা—

ঘৃতকৌশিক গোত্র।
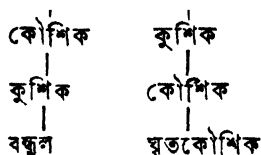
গোত্রেরই সাদৃশ্য থাকুক, আর প্রবরেরই সাদৃশ্য থাকুক, বৈসাদৃশ্য না থাকিলেই তাহাদিগকে এক বংশের বিভিন্ন শাখা বা প্রশাখা মনে করা যায়।

২য়। বিসদৃশ গোত্রে সদৃশ প্রবর যথা—
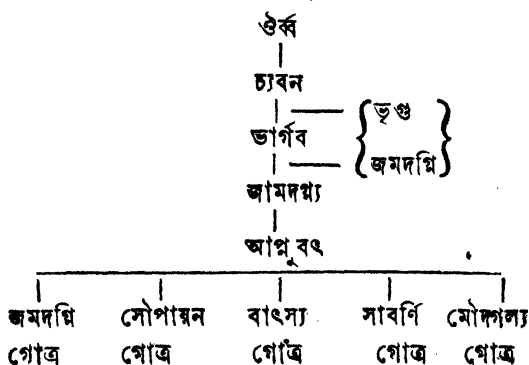
৩য়। প্রবর-সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সংখ্যার সমানত্ব নাই, যথা—
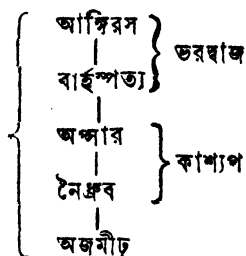
কাণ্বায়ন সৌকালীন ভরদ্বাজ গৌতম গোতম আঙ্গিরস
এই ছয় গোত্রে প্রবরের কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্য আছে।

৪র্থ। প্রবর-সংখ্যার সমানত্ব আছে, কিন্তু সর্ব্বাবয়বে তুল্যতা নাই, যথা—
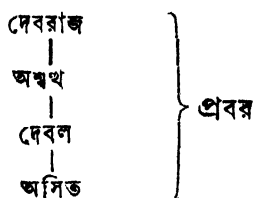
এইরূপে গোত্রগত ও প্রবরগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক ভিন্ন গোত্রে ও ভিন্ন প্রবরে কন্যাপুত্রের পরিণয়-কার্য্য সমাধা হয়।

এক্ষণে গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের উৎপত্তিস্থল, তদীয় বংশাবলী ও নিবাস-ভূমির নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, পাঠকগণ অনায়াসে গোত্রাদির মর্ম্ম ও কোন্ ঋষির সহিত কাহার কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে চারি বেদের সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা চৌবে বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, তাঁহারা চৌবে বা চতুর্ব্বেদী। তদনুসারে ইহাঁদিগের গৃহ্যকর্ম্ম যে কোন বেদের যে কোন শাখা অনুসারে সম্পন্ন হইতে পারে। অথর্ব্ব ও কৃষ্ণযজুঃ ইহাঁদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ত্রিবেদী বা তেয়ারীদিগের মধ্যে ঋক্, সাম, যজুঃ, এই তিনের যে কোন এক বেদ অনুসারে কার্য্য হইতে পারে। দোবে বা দ্বিবেদী—ইহাঁদিগের গৃহ্যকর্ম্মগুলি ঋক্ ও সাম এই দুই বেদ অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অন্যান্য দেশে অন্যান্য শাখা প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশে যাঁহারা আবাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আশ্বলায়ন, কাণ্ব, কুথুম ও আঙ্গিরস ব্যতীত অন্য শাখা বিশেষ প্রচলিত আছে ইহা শ্রবণ করা যায় না। সুতরাং চৌবেরা চতুঃশাখী, ত্রিবেদীরা ত্রিশাখী, এবং দোবেরা দ্বিশাখী দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

ঋষিগণের উৎপত্তি।

মূল——ব্রহ্মা
|
পুত্র——বিরাট্
|
পৌত্র—স্বায়ম্ভুব মনু

স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা বিরাট্ এবং পিতামহ ব্রহ্মা; তদনুসারে ব্রহ্মা লোকপিতামহ বলিয়া খ্যাত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মরীচি	অত্রি	অঙ্গিরা	পুলস্ত্য	পুলহ	ক্রতু	প্রচেতা	বশিষ্ঠ	ভৃগু	নারদ।

ইহাঁদিগের নাম প্রজাপতি বা আদিম ঋষি।

প্রজাপতি বা আদিম ঋষিগণ হইতে চতুর্দ্দশ মনুর উৎপত্তি হয়। প্রজাপতিগণ ও মনুবর্গ প্রজা-সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার মানস অনুসারে স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট পুত্রত্ব স্বীকার করেন। স্বায়ম্ভুব মনুর সন্তান হউক বলিয়া ব্রহ্মা মানস করিলে, প্রজাপতিগণ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রত্ব স্বীকার করেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মার মানস-পুত্রও কহিয়া থাকে। ঋষিগণ হইতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ঋষিগণ জগতের পিতৃ-পর্য্যায় বা পিতৃলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা তাঁহাদিগের পিতা, সুতরাং লোকের সঙ্গে ব্রহ্মার পিতামহ সম্বন্ধ; তদনুসারে ব্রহ্মাকে লোকপিতামহ কহা গিয়া থাকে। এক্ষণে যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, ঋষিগণ স্বায়ম্ভুব মনু হইতে জন্মিলেন, অতএব ঋষিগণ ব্রহ্মার প্রপৌত্র, পুত্র বলা বিধেয় নহে। তাহার মীমাংসাস্থলে ঋষিগণ বলিয়াছেন, পুত্রশব্দের অর্থ ধরিলে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, শিষ্য, শিষ্যসন্ততি, এবং যে ব্যক্তি কাহারও মানস অনুসারে অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে তাহাদিগকেও বুঝায়। এবং লোক-ব্যবহারেও দেখা যায় যে,

পৌত্রের সঙ্গে পিতামহের ভ্রাতৃসম্বন্ধ অর্থাৎ সমকক্ষতা আছে। সেই হেতু লোক-ব্যবহারে প্রপৌত্রকে পুত্রস্থলে গ্রহণ করা রীতি। সুতরাং ঋষিগণ প্রপৌত্র হইলেও পুত্রস্থলে অভিহিত হইয়াছেন।

এক্ষণে কোন্ ঋষি কাহার পিতৃলোক, অর্থাৎ জগতের কোন্ বস্তু বা প্রাণী কাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই বিষয় লিখিত হইতেছে। এইটী দেখিলে পাঠকগণ বুঝিবেন, আর্য্যজাতি ইতিহাসকে বড় ভাল বাসেন; এমন প্রিয় বস্তু তাঁহাদিগের নিকট আর কিছুই নাই। অহরহঃ যে সন্ধ্যা বন্দন করেন, তাহাও কেবল ইতিহাস-মূলক। তর্পণাদি বৈদিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি যে সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য করেন, তাহাও ঐতিহাসিক বিষয়ের স্মরণ করামাত্র, অন্য কিছুই নহে। আর্য্যেরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ইতিহাস পাঠ করেন। ইঁহারা সঙ্কল্প করিয়া ইতিহাস পাঠ করেন। ইতিহাসের প্রতি ইহাঁদিগের এমনি বিশ্বাস আছে যে, সমাহিত-চিত্তে সাঙ্গোপাঙ্গ ইতিহাস পাঠ করিলে জগতের সমস্ত কামনাই সিদ্ধ হইতে পারে। এমন বিশ্বাস কি অন্য কোন জাতির আছে? তদনুসারে কতপ্রকার ইতিহাসই স্থির করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক বিষয়ের ইতিহাস-বিষয়ক কার্য্য পরে দেখান যাইবে। সম্প্রতি আদিম বংশের বিশেষ বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে কোন্ প্রবর দ্বারা কোন্ গোত্রটীকে পৃথক্ বা একীকৃত করা হইয়াছে তাহা দেখাইতে পারিলে, আদিম বংশের বিবরণটী বিচারকের নিকট পরিস্ফুট হইতে পারিবে জ্ঞান করিয়া, অগ্রেই ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও ভিন্ন ভিন্ন প্রবরমালা দেখান গেল।

যথা—
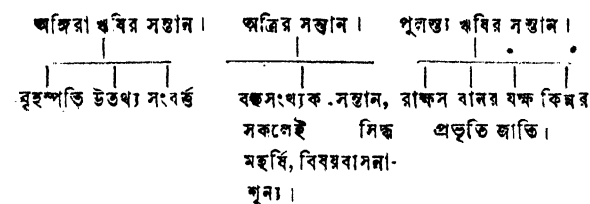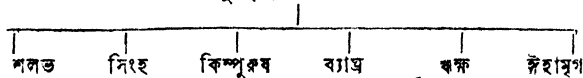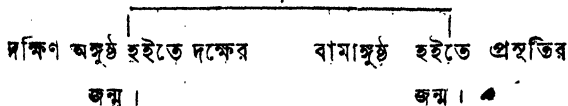
দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে একপঞ্চাশৎ কন্যা উৎপন্ন হন। এই একপঞ্চাশৎ কন্যা দক্ষ প্রজাপতি প্রসূতির প্রার্থনা অনুসারে পশ্চাল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন মহোদয়কে সম্প্রদান করেন। প্রথম ১০টী ধর্ম্মের ভার্য্যা। তৎপরবর্ত্তী ২৭টী চন্দ্রের পত্নী।

তদনুজা ১৩টী কশ্যপ মহর্ষির সহধর্ম্মিণী, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠাটী দেবদেব মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গ হন।

ধর্ম্মপত্নীদশকের নাম যথা—

১ কীর্ত্তি। ২ ধৃতি। ৩ মেধা। ৪ পুষ্টি। ৫ শ্রদ্ধা। ৬ ক্রিয়া। ৭ বুদ্ধি। ৮ লজ্জা। ৯ মতি। ১০ লক্ষ্মী।

চন্দ্রপত্নীসপ্তবিংশতির নাম যথা—

(ইহাঁদিগকে নক্ষত্র শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। ২৭ নক্ষত্র যথা—)

১ অশ্বিনী। ২ ভরণী। ৩ কৃত্তিকা। ৪ রোহিণী। ৫ মৃগশিরা। ৬ আর্দ্রা। ৭ পুনর্ব্বসু। ৮ পুষ্যা। ৯ অশ্লেষা। ১০ মঘা। ১১ পূর্ব্বফল্গুনী। ১২ উত্তরফল্গুনী। ১৩ হস্তা। ১৪ চিত্রা। ১৫ স্বাতি। ১৬ বিশাখা। ১৭ অনুরাধা। ১৮ জ্যেষ্ঠা। ১৯ মূলা। ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া। ২১ উত্তরাষাঢ়া। ২২ শ্রবণা। ২৩ ধনিষ্ঠা। ২৪ শতভিষা। ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ। ২৬ উত্তরভাদ্রপদ। ২৭ রেবতী।

শিবপত্নী—সতী (আদ্যা শক্তি)।

(মহাভারত দেখ।)

ভাগবত পুরাণ অনুসারে মনুবংশাবলী।

মনুর পত্নী শতরূপা। শতরূপা হইতে আকূতি, প্রসূতি, ও দেবহূতি এই তিন কন্যা জন্মে। রুচি মুনির সহিত আকূতির বিবাহ হয়। আকূতির গর্ভে দুইটী সন্তান জন্মে, তাঁহা-

দিগের একের নাম বিষ্ণু, অপরের নাম দক্ষিণা। বিষ্ণু পুত্র, দক্ষিণা কন্যা। বিষ্ণু মনুর পুত্রিকা-পুত্র। আকূতি মনুর পুত্রিকা (কন্যা) ছিলেন।

বিষ্ণুর সহিত দক্ষিণার বিবাহ হয়। বিষ্ণুর ঔরসে দক্ষিণার গর্ভে তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইদ্ধ, কবি, বিভু, সাহ্ন, সুদেব ও রোচন জন্মগ্রহণ করেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর পরে স্বারোচিষ মনুর অধিকার-সময়ে ইহাঁ-রাই দেবতা মধ্যে গণ্য। তৎকালে ইহাঁরা তুষিতগণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। স্বারোচিষের অধিকার-কালে মরীচি প্রভৃতি ঋষি। তৎকালের ইন্দ্রের নাম যজ্ঞ।

মনুকন্যা দেবহূতির সহিত কর্দ্দম মুনির বিবাহ হয়। দেব-হূতি হইতে কর্দ্দম মুনির নয়টী কন্যা জন্মে। ঐ নয়টী কন্যা নব ব্রহ্মর্ষির করগ্রহণ করেন।
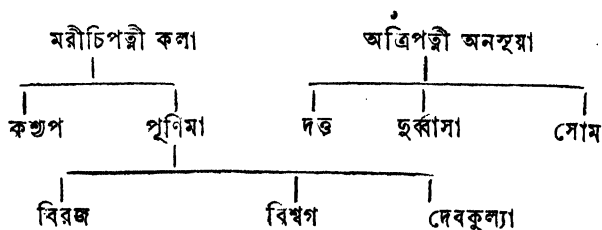
এই দেবকুল্যা মন্দাকিনীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।*

---

* মনোস্তু শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি বিশ্রুতাঃ ॥ ২ ॥

আকূতিং রুচয়ে প্রাদাদপি ভ্রাতৃমতীং নৃপঃ।
পুত্রিকাধর্ম্মমাশ্রিত্য শতরূপানুমোদিতঃ॥ ৩॥
প্রজাপতিঃ স ভগবান্ রুচিস্তস্যামজীজনৎ।
মিথুনং ব্রহ্মবর্চ্চস্বী পরমেণ সমাধিনা॥ ৪॥
যস্তয়োঃ পুরুষঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর্যজ্ঞস্বরূপধৃক্।
যা স্ত্রী সা দক্ষিণা ভূতেরংশভূতাঽনপায়িনী॥ ৫॥
আনিন্যে স্বগৃহং পুত্র্যাঃ পুত্রং বিততরোচিষম্।
স্বায়ম্ভুবো মুদা যুক্তো রুচির্জগ্রাহ দক্ষিণাম্॥ ৬॥
তাস্ত কাময়মানাং স ভগবান্ যজুষাং পতিঃ।
তুষ্টায়াং তোষমাপন্নোঽজনয়ৎ দ্বাদশাত্মজান্॥ ৭॥
তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষো ভদ্রঃ শান্তিরিড়স্পতিঃ।
ইধ্মঃ কবির্বিভুঃ সাহ্নঃ সুদেবো রোচনো দ্বিষট্॥ ৮॥
তুষিতা নাম তে দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো যজ্ঞঃ সুরগণেশ্বরঃ॥ ৯॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ।
তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৄণামনুবৃত্তং তদন্তরম্॥ ১০॥
দেবহূতিমদাত্তাস্ত কর্দ্দমায়াত্মজাং মনুঃ।
তৎসম্বন্ধি শ্রুতপ্রায়ং ভবতা গদতো মম॥ ১১॥
দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান্ মনুঃ।
প্রাযচ্ছৎ যৎকৃতঃ সর্গস্ত্রিলোক্যাং বিততো মহান্॥ ১২॥
যাঃ কর্দ্দমসুতাঃ প্রোক্তা নব ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ।
তাসাং প্রসূতিপ্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে॥ ১৩॥
পত্নী মরীচেস্ত কলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা।
কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়োরাপূরিতং জগৎ॥ ১৪॥
পূর্ণিমাঽসূত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরন্তপ।
দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাৎ যাঽভূৎ সরিদ্দিবঃ॥ ১৫॥

দক্ষ প্রজাপতির পুত্রগণকে অষ্টবসুশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। অষ্টবসুর নাম যথা—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধর	ধ্রুব	সোম	অহ	অনিল	অনল	প্রত্যূষ	প্রভাস

দক্ষ প্রজাপতির পত্নী প্রসূতি ব্যতীত অন্য-পত্নী-সন্তান-গণের নাম যথা—

ধূম্রা	শ্বসা	রতা	শাণ্ডিলী	মনস্বিনী	প্রভাতা
ধর, ব্রহ্মবিদ্য, ধ্রুব	অনিল	অহ	অগ্নি	চন্দ্র	প্রত্যূষ, প্রভাস

দক্ষপত্নী-প্রসূতি-দুহিতা কশ্যপপত্নী-ত্রয়োদশকের নাম ও বংশাবলী যথা—

১	২	৩	৪	৫	৬
অদিতি	দিতি	দনু	কালা	দনায়ু	সিংহিকা

৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ক্রোধা	প্রধা	বিশ্বা	বিনতা	কপিলা	মুনি	কদ্রু

অদিতিবংশ (বা আদিত্যগণ)।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ধাতা	মিত্র	অর্য্যমা	শক্র	বরুণ	অংশ	ভগ	বিবস্বান্	পূষা

১০	১১	১২
সবিতা	ত্বষ্টা	বিষ্ণু।

চন্দ্র ও সূর্য্য দেবগণের মধ্যে গণ্য।

অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্।
দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্॥ ১৬॥
ভাগবত পুরাণ। ৪র্থস্ক, ১ অ।

দিতির বংশ (বা দৈত্যগণ)।
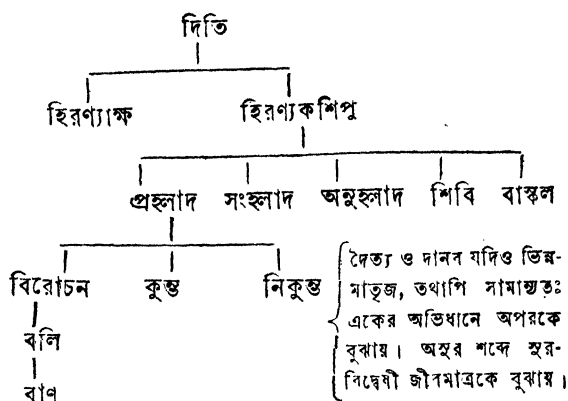
দনুর সন্তান (বা দানবগণ)।

দানবগণের পুত্র পৌত্রাদি অনন্তসংখ্যক, সুতরাং এখানে নামনির্দ্দেশ দ্বারা পুস্তকবাহুল্য করা যায় না। তাঁহাদিগের মধ্যে যেগুলি প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগেরই নামোল্লেখ করা গেল। যথা—নমুচি, পুলোমা, স্বর্ভানু, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্ব, শরভ ও শলভ। দনুর পুত্রগণ মধ্যেও একজনের নাম চন্দ্র ও অপরের নাম সূর্য্য আছে। দনুর পৌত্রগণের মধ্যে বাতাপি অতি প্রসিদ্ধ।

কশ্যপ-জায়া সিংহিকার গর্ভে কশ্যপের চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠের নাম রাহু, মধ্যমের নাম সুচন্দ্র, তৃতীয়ের নাম চন্দ্রহন্তা ও সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম চন্দ্রপ্রমর্দ্দন। এই চারিজনের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য।

কশ্যপ মহোদয়ের পঞ্চম পত্নী (দনায়ুর) চারি সন্তান।

বিক্ষয় বল বীর বৃত্র
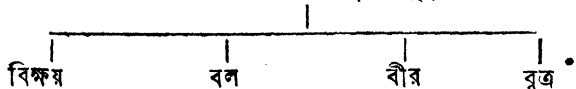
ইহাঁদিগের নাম অসুর। অসুরকুলের মধ্যে বৃত্রাসুর এক-জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

কশ্যপের চতুর্থ পত্নী কালা বা কাষ্ঠার বহুতর পুত্র জন্মে, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই বিশেষ প্রসিদ্ধ নহেন। ইহাঁরাও অসুর-কুলের মধ্যে গণ্য। ইহাঁদিগের মধ্যে বিনশন, ক্রোধ, ক্রোধ-হন্তা ও ক্রোধশত্রু নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহেন।

বিনতাসন্তান।
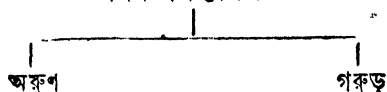
কদ্রুসন্তান (বা অষ্টনাগ)।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
শেষ	অনন্ত	বাসুকি	তক্ষক	ভুজঙ্গ	কূর্ম্ম	কুলীরক	নাগ

কশ্যপপত্নী মুনির সন্তানগণও সর্পজাতির মধ্যে গণ্য। তন্মধ্যে কালীয় নাগ অতি প্রসিদ্ধ। (মহাভারত।) শঙ্খ, পদ্ম, কম্বল, মহাপদ্ম, কর্কটক, ধনঞ্জয়, কালীয়, ধৃতরাষ্ট্র, পিঙ্গল, মণিভদ্রক ও ঐরাবত প্রভৃতির কোন কোন নাগকে কেহ কেহ অষ্টনাগ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন, এবং পূর্ব্বোক্ত নাগের ভুজঙ্গাদিকে পরিত্যাগ করেন। (কৃত্যতত্ত্ব দেখ।)

কশ্যপপত্নী প্রধার সন্তানগণ মধ্যে কতকগুলি সুরকুল, কতকগুলি অসুরকুল, এবং কতকগুলি গন্ধর্ব্বকুলের সঙ্গ গ্রহণ

করিয়া সঙ্গদোষে বা গুণে ও তৎশ্রেণীর মধ্যে পৃথক্‌রূপে পরিগণিত হন। দৈত্য দানব ও আদিত্য পৃথক্ গণ হইলেও পরস্পর বৈমাত্রেয় ও মাসতুত ভ্রাতা।

প্রধার সন্তানসমূহ মধ্যে বিশ্বাবসু ও ভানু দেবগণের মধ্যে সমধিক খ্যাত্যাপন্ন।

কশ্যপের প্রিয়তমা পত্নী কপিলা হইতে

১	২	৩	৪	৫
অমৃত	বিপ্রজাতি	গোসমূহ	গন্ধর্ব্ব	অপ্সরাকুল

এই পাঁচ মহানিধি বা সন্তান জন্মে। এই সকল সন্তান হইতেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

অপ্সরাকুলের প্রসিদ্ধ স্ত্রীগণ।

অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, রম্ভা, মনোরমা, ও কেশিনী।

গন্ধর্ব্বকুলের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ।

সুবাহু, হাহা, হুহু, ও তুম্বুরু। এই চারিটীই বিশেষ অগ্রগণ্য।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় কশ্যপের পৌত্র। অশ্বরূপী সবিতা ত্বাষ্ট্রী-নামে এক অশ্বিনীতে উপগত হন। ঐ ত্বাষ্ট্রী একবারে পুত্রযুগল প্রসব করে। ইহাঁরা সবিতৃসন্তান, এজন্য সুরগণের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বৃহস্পতি দেবতাদিগের পুরোহিত। ইহাঁকে সুরগুরু বা সুরাচার্য্য ও বলিয়া থাকে। ইনি শ্রদ্ধার গর্ভে অঙ্গিরার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। (৮০ পৃষ্ঠ দেখ)।

ভৃগু বরুণের যজ্ঞে ব্রহ্মার হৃৎপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করেন।

কশ্যপের ভার্য্যা দনায়ুর গর্ভে পুলোমা নামে যে এক কন্যা জন্মে, মহর্ষি ভৃগু ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

ভৃগুকুল।

ভৃগু ও ভৃগুপত্নী পুলোমার বংশ।
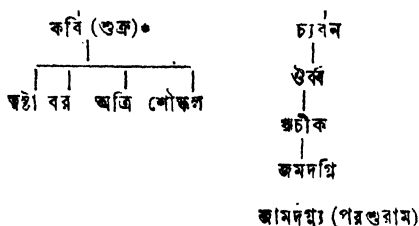
চ্যবন মনুকন্যা আরুষীকে বিবাহ করেন। ঔর্ব্ব সুকন্যাকে দাররূপে গ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে প্রমতি নামে ঔর্ব্বের এক পুত্র জন্মে। প্রমতি ঘৃতাচীকে ভার্য্যারূপে স্বীকার করেন। তাহা হইতে প্রমতির এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম রুরু।

রুরু প্রমদ্বরাকে বিবাহ করেন, ইহাঁর গর্ভে রুরুপুত্র শুনক ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। শুনকের পুত্র শৌনক।

বশিষ্ঠ ঋষি অরুন্ধতী ও অক্ষমালাকে বিবাহ করেন। জগতে এই দুই ললনা সাধ্বী স্ত্রীদিগের মধ্যে পুরোভাগে আসন প্রাপ্ত হন। বৈবাহিক কার্য্যে ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তিত হয়।

---

* চত্বারস্তস্য তনয়া জাতা অসুরযাজকাঃ।
ত্বষ্টা বরস্তথাত্রিশ্চ শৌক্কলশ্চেতি বাগ্মিনঃ॥

কালিকাপুরাণ।

অরুন্ধতীর গর্ভে বশিষ্ঠের ঔরসে শক্তি ঋষির জন্ম হয়। অরুন্ধতী কর্দ্দম ঋষির দুহিতা।

অঙ্গিরার বংশ।

অঙ্গিরা—কর্দ্দম ঋষির কন্যা শ্রদ্ধার পাণিপীড়ন করেন। শ্রদ্ধার গর্ভে ইহাঁর দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। পুত্রদ্বয়ের একের নাম উতথ্য এবং অপরের নাম বৃহস্পতি। কন্যা-চতুষ্টয়ের নাম কুহূ, রাকা, সিনীবালী ও অনুমতি।

কপিল ঋষি—কর্দ্দম মুনির পত্নী দেবহূতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। কপিলের পুত্র কুশনাভ, তৎপুত্র গাধি ও তৎসুত বিশ্বামিত্র।

ভরদ্বাজ ঋষি—উতথ্য মুনির পত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা, বৃহস্পতি ও উতথ্য প্রভৃতির বর অনুসারে ভরদ্বাজ অত্যন্ত মান্য ও বিদ্বান্ হন; বাক্‌সিদ্ধও ছিলেন। ভরদ্বাজ হইতে ভরদ্বাজ গোত্রের সৃষ্টি। তাঁহার জন্মবিবরণ যথা—মহর্ষি উতথ্য পুত্রবিরহে সোমদেব ও মরুৎ দেবের উদ্দেশে যজ্ঞ করেন। তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া পুত্রেষ্টি-যাগের ফলস্বরূপ 'তুমি পূর্ণমনোরথ হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ

করিলেন। তাঁহাদিগের সেই আশীর্ব্বাদপ্রভাবে উতথ্যপত্নী মমতা গর্ভবতী হইলেন। মমতা যখন পূর্ণগর্ভা, তৎকালে বৃহস্পতি কামাতুর হইয়া মমতাতে উপগত হন। কিন্তু গর্ভস্থ পুত্র বৃহস্পতি-বীর্য্য পাদদ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। কিন্তু বৃহস্পতির অমোঘ বীর্য্য হইতে এক সন্তান জন্মিল, তাঁহাকেই ভরদ্বাজ কহা যায়। তখন গর্ভস্থ শিশুকে বৃহস্পতি এই শাপ দিলেন, যে তুমি অন্ধ হও। সেই পুত্রের নাম দীর্ঘতমা। মমতা ভরদ্বাজকে নিঃক্ষেপ করিয়া স্বামীর নিকট ক্রন্দন করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন, স্বামী পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বৃহস্পতিও কহেন, রে মূঢ়ে! তুই ইহাকে ভরণ কর্; এই শিশু আমাদিগের দুই ভ্রাতার ঔরসজাত, এজন্য ইহাকে দ্বাজ, এবং তুই ভরণ করিবি বলিয়া ইহার নাম ভরদ্বাজ হইল।

ভরদ্বাজের জন্ম-বিবরণ মহাভারতের আদিপর্ব্বে সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে সত্যবতীসমীপে ভীষ্মকর্তৃক কথিত পরশুরাম, উতথ্য ও দীর্ঘতমার উপাখ্যানে দেখ।

অষ্টাবক্র—কহোড় মুনির সন্তান।

উগ্রশ্রবা—লোমহর্ষণ-পুত্র।

কচ——বৃহস্পতির পুত্র।

কণ্ব (ক্ষত্রিয়)—অপ্রীতরথ নামা ক্ষত্রিয়ের পুত্র।

কুশিক—ইহাঁর অপর নাম বিশ্বামিত্র।

আস্তীক—জরৎকারু-সন্তান।

জরৎকারু—জটাচার্ব্ব-বংশসম্ভূত।

ত্রিশিরা—ত্বষ্টা মুনির সন্তান।

বালখিল্য—ইহাঁরা ক্রতুর সন্তান। সংখ্যা ৬০,০০০; পুলস্ত্যকন্যা সন্নতি ইহাঁদিগের গর্ভধারিণী। ইহাঁরা অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ, যতি ও ঊর্দ্ধরেতাঃ।

ধাতা }
বিধাতা } —ভৃগুসন্তান।

সনৎকুমার }
সনন্দ } —ব্রহ্মার মানসপুত্র।

ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া দেখিলে এইমাত্র জানা যায় যে, হিরণ্যগর্ভ পিতামহ ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টির পূর্ব্বে বিরাটের জন্ম, বিরাট্‌পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি বা ঋষিগণ ব্রহ্মার মানস অনুসারে পুত্রত্ব স্বীকার করেন। ইহাঁদিগকে সেইজন্য ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া থাকে। ইহাঁরাই প্রজা সৃষ্টি করেন, এজন্য ইহাঁদিগকে প্রজাপতিও কহা যায়। এই সকল ঋষিগণ যাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারাই সমস্ত জগতের পিতৃলোক বলিয়া খ্যাত।

ঋষিগণ হইতে পিতৃলোকের জন্ম
পিতৃগণ ,, দেব ও দানবের জন্ম
দেবগণ ,, জগতের সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের উৎপত্তি।

মনু. ৩ অ. ১৯৩ হইতে ২০১ শ্লোক দেখ।

কোন গণের	কে পিতৃলোক	ঐ পিতৃলোক কাহার সন্তান *
সাধ্যগণের	সোমসদ্‌গণ	বিরাট্‌পুত্র
দেবগণের	অগ্নিষ্বাত্তগণ	মরীচিপুত্র
দৈত্যগণের	বর্হিষদ্‌গণ	অত্রিপুত্র
দানবগণের	ঐ	ঐ
যক্ষগণের	ঐ	ঐ
রক্ষোগণের	ঐ	ঐ
গন্ধর্ব্বগণের	ঐ	ঐ
উরগবর্গের	ঐ	ঐ
সুপর্ণগণের	ঐ	ঐ
কিন্নরগণের	ঐ	ঐ
বিপ্রগণের	সোমপগণ, অগ্নিষাত্তগণ, সৌম্যগণ	করি-(ভৃগু)-পুত্র
ক্ষত্রিয়দিগের	হবির্ভুক্‌বর্গ	অঙ্গিরার সন্তান
বৈশ্যদিগের	আজ্যপবর্গ	পুলস্ত্য-সন্তান
শূদ্রদিগের	সুকালিনৃবর্গ	বশিষ্ঠ-সন্তান

* যস্মাদুৎপত্তিরেতেষাং সর্ব্বেষামপ্যশেষতঃ।
যে চ বৈরূপচর্য্যাঃ স্যুর্নিয়মৈস্তান্নিবোধত॥

স্কন্দপুরাণের বচনানুসারে ইহাই নির্ণয় করিতে হয়, যে, রবি (সূর্য্য) যে সময়ে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি মনুষ্যরূপে কলিঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্র যে সময়ে অবনীতে অবতীর্ণ হন, তৎকালে তাঁহাকে মনুষ্যরূপে যমুনাতে সূতিকাগৃহ গ্রহণ করিতে হয়। মানবগণের উপকার সাধনার্থে অঙ্গারক (মঙ্গল) নভোমণ্ডল হইতে অবন্তী দেশে অবতীর্ণ হন। তদনুসারে অবন্তী দেশকে তাঁহার জন্ম-স্থান ধরা যায়। পণ্ডিতেরা মগধ-দেশই বুধের জন্ম-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুধের পিতা চন্দ্র।

মনোর্হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষামৃষীণাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ॥
বিরাট্‌সুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং মরীচ্যা লোকবিশ্রুতাঃ॥
দৈত্যদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
সুপর্ণকিন্নরাণাঞ্চ স্মৃতা বর্হিষদোঽত্রিজাঃ॥
সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপা নাম শূদ্রাণাস্তু সুকালিনঃ॥
সোমপাস্তু কবেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃসুতাঃ।
পুলস্ত্যস্যাজ্যপাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য সুকালিনঃ॥
অগ্নিদগ্ধানগ্নিদগ্ধান্ কাব্যান্ বর্হিষদস্তথা।
অগ্নিষ্বাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব নির্দ্দিশেৎ॥
য এতে তু গণা মুখ্যাঃ পিতৄণাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষামপীহ বিজ্ঞেয়ং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্॥
ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ॥

মগধ দেশের নৃপতিগণ বুধের সন্তান। তদনুসারে মগধদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। বর্ত্তমান পাটনা (পাটলীপুত্র) নগরে চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের রাজ-সিংহাসন ছিল। বৃহস্পতি সিন্ধুদেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সুরলোকে গমন করেন। তথায় তিনি তাঁহাদিগের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া চিরসুখে বাস করিতেছেন। শুক্র মহোদয় ভোজকটে (ভোজদেশে) প্রসূত হন। তাঁহাকে বৃহস্পতি অপেক্ষা পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া অসুরগণ (শুক্রকেই) আপনাদিগের গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সৌরাষ্ট্র দেশটী শনৈশ্চর গ্রহের জন্মভূমি বলিয়া পরিগণিত ও তদ্ধেতুই পবিত্র। অসুরশ্রেষ্ঠ রাহুগ্রহ প্রথমে নাটিকাপুরে উদিত হন। কেতু গ্রহের প্রথম উদয় স্থান অন্তর্ব্বেদী প্রদেশ।

স্কন্দপুরাণের বচন যথা—

জন্মভূর্গোত্রমেতেষাং বর্ণস্থানমুখানি চ।
যোহজ্ঞাত্বা কুরুতে শান্তিং গ্রহাস্তেনাবমানিতাঃ॥
উৎপন্নোহর্কঃ কলিঙ্গেষু যমুনায়াঞ্চ চন্দ্রমাঃ।
অঙ্গারকস্ত্ববন্ত্যান্ত মাগধেষু হিমাংশুজঃ॥
সৈন্ধবেষু গুরুর্জাতঃ শুক্রো ভোজকটে তথা।
শনৈশ্চরশ্চ সৌরাষ্ট্রে রাহুর্বৈ নাটিকাপুরে।
অন্তর্ব্বেদ্যাং তথা কেতুরিত্যেতা গ্রহভূময়ঃ॥
আদিত্যঃ কাশ্যপো গোত্র আত্রেয়শ্চন্দ্রমা ভবেৎ।
ভরদ্বাজো ভবেদ্ভৌমস্ত্বাত্রেয়শ্চাপি সোমজঃ॥
গুরুঃ পুজ্যোহঙ্গিরোগোত্রঃ শুক্রো বৈ ভার্গবস্তথা।
শনিঃ কাশ্যপ এবায়ং রাহুঃ পৈঠীনসিস্তথা।

কেতবো জৈমিনেয়াশ্চ গ্রহা লোকহিতে রতাঃ॥
তদ্গোত্রজাতীরজ্ঞাত্বা হোমং যঃ কুরুতে নরঃ।
ন তস্য ফলমাপ্নোতি ন চ তুষ্যন্তি দেবতাঃ।
ন হুতং ন চ সংস্কারো ন চ যজ্ঞফলং লভেৎ॥

জ্যোতিস্তত্ত্বে গোভিলকাত্যায়নৌ—

ব্রাহ্মণৌ ভার্গবাচার্য্যৌ ক্ষত্রিয়াবর্কলোহিতৌ।
বৈশ্যৌ সোমবুধৌ চৈব শেষান্ শূদ্রান্ বিনির্দ্দিশেৎ॥

রবি (সূর্য্য) অদিতির পুত্র—আদিত্য; আদিত্যগণ কশ্যপ-সন্তান, সুতরাং তিনি (রবি) কাশ্যপ-গোত্র। সোম (চন্দ্রমা) অত্রিমুনির নয়ন হইতে উত্থিত হন, সুতরাং তাঁহার গোত্র আত্রেয়। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতদিগের মতে মঙ্গল গ্রহ ভরদ্বাজ-গোত্রভাগী। বুধ চন্দ্রসন্তান, সুতরাং তিনিও আত্রেয় গোত্র। বৃহস্পতি অঙ্গিরা বংশে প্রসূত হন, এই কারণে তিনি অঙ্গিরার গোত্রভাগী। শুক্রগ্রহ ভার্গব গোত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। শনি কাশ্যপ-গোত্র। রাহু পৈঠীনসি-গোত্র। কেতু জৈমিনি-গোত্র।

ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই নবগ্রহকে আবার চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন। গুরু ও শুক্র ব্রাহ্মণ জাতি। রবি ও মঙ্গল ক্ষত্রিয় জাতি। সোম ও বুধ বৈশ্য জাতি। এবং শনি, রাহু ও কেতু ইহারা শূদ্রবর্ণ। গ্রহগণের জন্মস্থান, জাতি ও গোত্র দর্শন করিলে অবশ্য এই উপদেশটী পাওয়া যায়—ব্রাহ্মণত্বে সত্ত্বগুণের লক্ষণ প্রকাশ পায়, ক্ষত্রিয়তা রজোগুণের প্রকাশক। বৈশ্যভাবে তামসাচ্ছন্ন রজোগুণ লক্ষিত হয়। শূদ্রত্বে নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানতা, শোক, তাপ ও দুঃখ অনুভূত

হইয়া থাকে। সুতরাং ত্রিগুণের মধ্যে যেগুণটী অন্য দুই গুণকে অভিভূত করিয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করে, সেই গুণানুসারে সেই ব্যক্তিকে সেইগুণাবলম্বী কহা যায়। সত্ত্বগুণ-প্রাধান্য হেতু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, নিরহঙ্কার ও ক্ষমাশীল। রজো-গুণের প্রবলতা হেতু ক্ষত্রিয় জাতি সাহঙ্কার, ক্রোধপরবশ, অভিমানী এবং জিগীষু। বৈশ্যবর্গ ক্ষত্রিয়লক্ষণোপেত হইয়াও ধনলালসার নিতান্ত দাসত্বনিবন্ধন তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। তমোগুণের একান্ত আধিক্য নিমিত্ত প্রমাদ ও মোহ প্রভাবে শূদ্রগণ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। সেই কারণে শূদ্রগণকে তমোগুণাবলম্বী কহা যায়। বস্তুতঃ কোন মনুষ্যই ত্রিগুণবিরহিত নহেন। একের আধিক্য হইলে অন্যগুণদ্বয় অভিভূত হইয়া থাকে। বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়দমন, ধর্ম্ম্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও আত্মচিন্তা সত্ত্বগুণের কার্য্য। সকাম ধর্ম্ম্যকার্য্যানুষ্ঠান, অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, অধীরতা এবং নিরন্তর বিষয়বাসনা রজোগুণের লক্ষণ। অসৎপ্রবৃত্তি ও অসদনুষ্ঠান তমোগুণের পরিচায়ক।*

* সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ভগবদ্গীতা।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃসত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃসত্ত্বং রজস্তথা ॥ ভগবদ্গীতা।

যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্ ॥ মনু।

গ্রহের নাম	জন্মভূমি	গোত্র	জাতি
রবি	কলিঙ্গ দেশ	কাশ্যপ	ক্ষত্রিয়
সোম	যমুনা প্রদেশ	আত্রেয়	বৈশ্য
মঙ্গল	অবন্তী দেশ	ভরদ্বাজ	ক্ষত্রিয়
বুধ	মগধ দেশ	আত্রেয়	বৈশ্য
বৃহস্পতি	সিন্ধু দেশ	অঙ্গিরা	ব্রাহ্মণ
শুক্র	ভোজকট	ভার্গব	ঐ
শনি	সৌরাষ্ট্র	কাশ্যপ	শূদ্র
রাহু	নাটিকাপুর	পৈঠীনসি	ঐ
কেতু	অন্তর্ব্বেদী	জৈমিনি	ঐ

পূর্ব্বকালে লোকে সূর্য্যচন্দ্রাদি গ্রহগণকে পরমেশ্বর-জ্ঞানে পূজা করিত। যখন লোক সকল অপেক্ষাকৃত জ্ঞানাপন্ন হইলেন, তখন ঐ সমস্তের প্রতি ঐশিক শক্তি প্রদান করিবার বিষয়ে লোকের রুচির পরিবর্ত্ত ও বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইতে লাগিল। তৎকালে ইহাঁরা পরমেশ্বরের স্বরূপ হইতে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে যে

বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্॥ মনু।
আরম্ভরুচিতাধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্॥
যৎ কর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্‌জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্॥ মনু।

ঋষি যে ভাবে যেমন অবস্থায় আবিষ্কৃত করিলেন, তিনি তদ্গোত্র ও তদ্দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই প্রস্তাব দ্বারা গ্রহদিগের বাসস্থলের স্থিরতা করা যাউক বা না যাউক, কিন্তু এই সকল প্রমাণ দ্বারা উপরিকথিত ঋষিদিগের তাৎকালিক বাসস্থলের নির্ণয় হইতে পারে।

এইরূপে গ্রহগণ সেই সেই ঋষির বংশীয়, তদ্দেশ-নিবাসী এবং তিনি যে গ্রহকে তাহার স্বভাব ও শক্তি অনু-সারে মানবমণ্ডলীর যে বর্ণের যে স্বভাব বলিয়া সুস্থির করিয়াছেন, তিনি সেই জাতি বলিয়া উল্লিখিত হন। এইরূপ মীমাংসা না করিলে গ্রহগণের জাতি, বাসস্থান ও গোত্রাদির গতি লাগে না; এবং ঋষিদিগের বাসস্থলের সীমা-নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

ঋষিদিগের বংশাবলী একপ্রকার বলা হইল, এক্ষণে গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের কৃত গোত্রগুলির প্রবর বলা আবশ্যক। তদনুসারে এইখানে প্রত্যেক গোত্রের প্রবরগুলি লিখিত হইল। প্রবরের সাদৃশ্যই থাকুক, আর গোত্রেরই সাদৃশ্য থাকুক, ঐক্য থাকিলেই বিবাহ নিষেধ। *

* যথা—অঙ্গিরাঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়শ্চ বৃহস্পতিঃ।
তৃতীয়শ্চ ভরদ্বাজঃ প্রবরাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অঙ্গারঃ কাশ্যপশ্চৈব নৈধ্রুবশ্চ মহাতপাঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

মৎস্যপুরাণ ১৯৮ অধ্যায়

গোত্র	প্রবর	সংখ্যা
আঙ্গিরস—	আঙ্গিরস বশিষ্ঠ বার্হস্পত্য — —	৩
অনাবৃকাখ্য—	গর্গ গৌতম বশিষ্ঠ — —	৩
ঘৃতকৌশিক—	কুশিক কৌশিক ঘৃতকৌশিক — —	৩
ঘৃতকৌশিক—	ঐ ঐ ঐ বন্ধুল	৪
ঘৃতকৌশিক—	ঘৃতকৌশিক বিশ্বামিত্র দেবরাট্ — —	৩
বাৎস্য—	ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ —	৫
সাবর্ণ—	ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ —	৫
মৌদ্গল্য—	ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ —	৫
সৌপায়ন—	ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ —	৫
জামদগ্ন্য—	জামদগ্ন্য ঔর্ব্ব বশিষ্ঠ — —	৩
কৌশিক—	কৌশিক অত্রি জামদগ্ন্য — —	৩
বৃদ্ধি—	কুরু আঙ্গিরস বার্হস্পত্য — —	৩
বিষ্ণু—	বিষ্ণু বৃদ্ধি কৌরব — —	৩
কাশ্যপ—	কাশ্যপ অপ্সার নৈধ্রুব — —	৩
কুশিক—	কুশিক কৌশিক বিশ্বামিত্র — —	৩
কৌণ্ডিন্য—	কৌণ্ডিন্য স্তিমিক কৌৎস্ত — —	৩
গর্গ—	গার্গ্য কৌস্তুভ মাণ্ডব্য — —	৩
অব্য—	অব্য বলি সারস্বত — —	৩
জৈমিনি—	জৈমিনি উতথ্য সাঙ্কৃতি — —	৩
আলম্যান—	আলম্যান শাঙ্কায়ন শাকটায়ন — —	৩
বাসুকি—	অক্ষোভ্য অনন্ত বাসুকি — —	৩
রোহিত—	ভার্গব নীললোহিত রোহিত — —	৩
শাণ্ডিল্য—	শাণ্ডিল্য আসিত দেবল — —	৩

গোত্র	প্রবর				সংখ্যা
কাণ্ব—	কাণ্ব অশ্বথ দেবল		—	—	৩
কাঞ্চন—	অশ্বথ দেবল দেবরাজ		—	—	৩
আত্রেয়—	আত্রেয় শাতাতপ সাংখ্য		—	—	৩
অত্রি—	অত্রি আত্রেয় শাতাতপ		—	—	৩
কৃষ্ণাত্রেয়—	কৃষ্ণাত্রেয় আত্রেয় আবাস		—	—	৩
কাত্যায়ন—	অত্রি ভৃগু বশিষ্ঠ		—	—	৩
পরাশর—	পরাশর শক্তি বশিষ্ঠ		—	—	৩
বশিষ্ঠ—	বশিষ্ঠ অত্রি সাঙ্কৃতি		—	—	৩
সাঙ্কৃতি—	অব্যাহ আরাত্রি সাঙ্কৃতি		—	—	৩
বৈয়াঘ্র—	সাঙ্কৃতি — —		—	—	১
বৈয়াঘ্রপদ্য—	সাঙ্কৃতি — —		—	—	১
শক্তি—	শক্তি পরাশর বশিষ্ঠ —			—	৩
শুনক—	শুনক শৌনক গৃৎস্যমদ		—	—	৩
বিশ্বামিত্র—	বিশ্বামিত্র মরীচি কৌশিক		—	—	৩
অগস্ত্য—	অগস্ত্য দধীচি জৈমিনি		—	—	৩
কাণ্বায়ন—	কাণ্বায়ন আঙ্গিরস বার্হস্পত্য অজমীঢ়			—	৪
সৌকালিন—	সৌকালিন আঙ্গিরস বার্হস্পত্য অপ্সর নৈধ্রুব				৫
ভরদ্বাজ—	ভরদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য		—	—	৩
গৌতম—	গৌতম আঙ্গিরস বার্হস্পত্য নৈধ্রুব			—	৪
গোতম—	গোতম বশিষ্ঠ বার্হস্পত্য		—	—	৩

যে সকল ক্ষত্রিয় তপস্যাপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন তাঁহাদিগের মধ্যে বিশ্বামিত্র, গৃৎস্নমদ, কাণ্বায়ন, রথীতর, কণ্ব, মেধাতিথি, অগ্নিবেশ্ম, শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ বিশেষ

বিখ্যাত। কিন্তু ঐ সকল গোত্রগুলি ক্ষত্রোপেত গোত্র বলিয়া পরিগণিত। * ধনঞ্জয়কৃত-ধর্ম্মপ্রদীপে গোত্রপ্রবরবিবেক।

পূর্ব্বে গোত্র শব্দের রূঢ় ও যোগরূঢ় অর্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার সমর্থন করিলে প্রথমতঃ নিশ্চয় বোধ হইবে যে, শূদ্রগণ এক-গোত্র হইলেও পরস্পর একবংশীয় নহেন। তাঁহারা পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র ভজনা করেন। শাস্ত্রকারেরা তাঁহাদিগের সগোত্রে বিবাহ নিষেধ করেন নাই। যদি গোত্র শব্দে গোচারণ-স্থান না হইয়া কেবল বংশের আদিম পুরুষকে বুঝাইত, তাহা হইলে ঋষিগণ শূদ্রগণের পক্ষে কদাচ সগোত্রে বিবাহের ব্যবস্থা দিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রবরের বৈসাদৃশ্য বিনির্ণয়পূর্ব্বক একবিধনামধারী অপর ঋষিকে পৃথগ্‌বংশসম্ভূত বলিয়া নির্ণয় করিতে পারা যায়।

তৃতীয়তঃ, ঋষিদিগের বংশাবলীর পরিচয় দ্বারা আর একটী উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে, প্রজাপতিদিগের দুহিতৃ-সন্তান

---

* গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণপ্রবর্ত্তয়িতা বভুব।

বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ৮ম অধ্যায়।

অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ।

যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ।

বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ১৯শ অধ্যায়।

ভাগবতপুরাণের নবম অধ্যায়ে রথীতর ও অগ্নিবেশ্ম বংশ বর্ণন আছে, তথায় দেখ।

—দৌহিত্রগুলিই ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইলেন, পৌত্রগুলি ক্ষত্রিয় বা রাজন্য আখ্যা ধারণ করিলেন।

এক্ষণে একটী আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, পুত্র সন্তান অপেক্ষা দৌহিত্র সন্তান কেন ব্রাহ্মণরূপ মাননীয় সম্মান পাইলেন, পুত্রগুলিই বা কেন তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীতে আসীন হইলেন? এই দুইটী প্রশ্ন, শুনিতে যাদৃশ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, মীমাংসা করিতে গেলে তাদৃশ বোধ হইবে না।

মনুবর্গ পুত্রগণকে রাজ্য-ভোগাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং পিতৃ-আজ্ঞা হেতু পুত্রগণ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তাহাতেই একান্ত ব্যাসক্ত হন বলিয়া তাঁহারা রাজন্য (ক্ষত্রিয়) আখ্যা পাইলেন। আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে পিতৃমর্য্যাদা অনুসারেই প্রায় সন্তানের জাতিনির্ণয় হয়। তদনুসারে মনুর দুহিতৃসন্তানগণ ব্রাহ্মণ। ভিন্নবংশীয় বলিয়া দৌহিত্রগণ রাজ্যভোগে নিতান্ত অনধিকারী হইলেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে স্বীয় স্বীয় মাতুল অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন আসনে প্রতিষ্ঠা করাইবার অভিপ্রায়ে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বজাতীয় ব্যবসায়ে (ষট্‌কর্ম্মে) মনোঽভিনিবেশপূর্ব্বক ব্রহ্মনির্ণয়ে আত্মসমর্পণ করিলেন, তদনুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ উপাধি ধারণ করেন।

প্রজাপতিদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে অদ্যাপিও লৌকিক ব্যবহারে দেখা যাইতেছে যে, সকল ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত মান্য ব্যক্তিদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন, এবং পুত্রদিগকে দারপরিগ্রহ করাইবার সময় অপেক্ষাকৃত ন্যূনকুলশীলবিশিষ্টের কন্যাগ্রহণে অনিচ্ছুক বা আপনাকে অসম্ভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

এইরূপে দৌহিত্রগণ পুত্রপৌত্রাদি অপেক্ষা মাননীয় হইয়াছে; দৌহিত্রগণ এতদূর সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছেন যে, পিতৃশ্রাদ্ধে দৌহিত্রকে অবশ্য ভোজন করাইতে হইবে। ভোজন করাইলে পিতৃলোকের তৃপ্তি অনন্তস্থায়ী হয়, এই মূল ধরিয়াই আর্য্যজাতির সমাজমধ্যে কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ মনুবৃত্তান্ত।

স্বায়ম্ভুব মনু—ইনি ব্রহ্মার পৌত্র, প্রজাপতিদিগের পিতা ও মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবক্তা। প্রতিকল্পে এক এক মনুর অধিকার হয়। তদনুসারে চতুর্দ্দশ মনুর অধিকারে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হয়। ব্রহ্মার এক দিবসের চতুর্দ্দশ ভাগের এক ভাগ এক এক মনুর অধিকার; প্রত্যেক মনুর অধিকারে স্বতন্ত্র দেবতা, স্বতন্ত্র ঋষি, স্বতন্ত্র ইন্দ্রাদির কল্পনা হয়। তত্তৎকালের নির্ণীত সেই সেই দেবতা, সেই সেই ঋষি, ও সেই সেই দিক্‌পালাদি ত্রিভুবন শাসন করেন। ছয় জন মনুর অধিকার গত হইয়াছে, এক্ষণে বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। ইহাঁর অধিকার গত হইলে ব্রহ্মার এক দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধ গত হইবে, পরার্দ্ধ থাকিবে। প্রথমার্দ্ধ দিন, পরার্দ্ধ রাত্রি। এক দিন ও এক রাত্রি গত হইলে পুনর্ব্বার ত্রিজগতের লয় ও সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। রাত্রির শেষ ভাগে সমুদয় সৃষ্টবস্তুর ধ্বংস হয়। প্রভাতে ব্রহ্মা স্বপ্নোত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করেন। এইরূপে চতুর্দ্দশ মনু গত হইলে

এক এক কল্প হয়। এইপ্রকার ব্রহ্মার এক শত বৎসর পরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মহাপ্রলয়ের জলে লীন হইবে।

লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আপন শরীর দ্বিখণ্ডিত করিলেন, দক্ষিণার্দ্ধ হইতে এক পুরুষ, বামার্দ্ধ হইতে এক স্ত্রী জন্মিল, ঐ দুই জনে দম্পতিভাব হইল। তাঁহাদিগের সংযোগে যে পুরুষ উৎপন্ন হইলেন তাঁহার নাম বিরাট্ বা মহাবিরাট্। ইনি বহুকাল তপস্যা করিয়া যে মহাত্মাকে সৃষ্টি করিলেন, তিনিই স্বায়ম্ভুব মনু। অর্থাৎ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ পুরুষের নিকট পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। যথা

"মনুমেকে বদন্ত্যগ্নিমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।"

ইনিই প্রজাপতিদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা। স্বায়ম্ভুব মনু পিতামহের নিকট হইতে বেদ শ্রবণ করেন এবং শ্রুতিগুলি স্মরণ করিয়া রাখেন। এবং ব্রহ্মাকে নিজের স্মৃতিবাক্যগুলি শ্রবণ করান্। পিতামহ ঐগুলি শ্রুতির অনুরূপ হইয়াছে দেখিয়া ঐগুলির নাম স্মৃতি বা মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র রাখিলেন; তদবধি বেদের নাম শ্রুতি, এবং মনুর বাক্যগুলির নাম স্মৃতি হইল। মনু নিজ সংহিতার আদ্যোপান্ত যথারীতি মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিদিগকে শিক্ষা দিলেন। তন্মধ্যে মহর্ষি ভৃগুমহোদয় এরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন যে, অন্যান্য মহর্ষিরা মনুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও মনু মহাশয় তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মহর্ষি ভৃগুর বাক্যই মনুর অনুরূপ বাক্য বলিয়া স্বীকার করেন। তদনুসারে মহর্ষি ভৃগু ঐ মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে সংহিতারূপে নিবদ্ধ করেন, এবং পর্য্যায়ক্রমে আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত করেন। এক্ষণে আমরা যে

শাস্ত্রখানিকে মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতি বলি, উহা মহর্ষি ভৃগু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নীর নাম শতরূপা। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশাবলী ঋষিদিগের নির্ণয়ে দেখ। স্বায়ম্ভুব মনু পরম ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। ইনি নিজের অধিকারকাল গত করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা হৃষ্টচিত্তে অগ্নি হইতে আর এক মনুর সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁর নাম স্বারোচিষ বা দ্বিতীয় মনু।

তৃতীয় মনু—ঔত্তমি। ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত রাজার অপত্য উত্তমের সন্তান; তদনুসারে ইহাঁর নাম ঔত্তমি।

চতুর্থ মনু—তামস। ইনিও প্রিয়ব্রত নৃপতি মহোদয়ের পৌত্র। তমঃ ইহাঁর পিতা। উত্তম ইহাঁর খুল্লতাত।

পঞ্চম মনু—রেবতীসন্তান। তাঁহার নাম রৈবত। তদনুসারে ইনি দক্ষের দৌহিত্র ও চন্দ্রের পুত্র।

ষষ্ঠ মনু—চাক্ষুষ। ইনি মহাত্মা ধ্রুবের পৌত্র রিপুঞ্জয়ের পুত্র। ব্রহ্মার দৌহিত্রী বারিণের দৌহিত্র; চাক্ষুষের জননীর নাম বৈরিণী ছিল।

সপ্তম মনু—বৈবস্বত। ইনি বিবস্বৎ-নামক সূর্য্যের ঔরসে তৎপত্নী ছায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বৈবস্বত মনুর দশ পুত্র। ইল, ইক্ষ্বাকু, কুশনাভ, অরিষ্ট, রিষ্ট, নবিষ্যন্ত, করুষ, শর্য্যাতি, পৃষধ্র ও নাভাগ। বৈবস্বত মনু হইতেই ক্ষত্রিয়বংশের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। ইহাঁরা সকলেই ক্ষত্রিয়। কেবল নাভাগবংশীয় রথীতর এবং নবিষ্যন্ত-বংশ-সম্ভূত অগ্নিবেশ্ম যোগবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

অষ্টম মনু—সাবর্ণিক। ইনি সূর্য্যপুত্র, সমুদ্রকন্যা সবর্ণা ইহাঁর জননী।

নবম মনু—দক্ষসাবর্ণিক। ইনি দক্ষের পুত্র। মতান্তরে রুচিমুনির পুত্র।

দশম মনু—ব্রহ্মসাবর্ণিক। ইনিও ব্রহ্মার পুত্র। মতান্তরে ভূতি-নামক প্রজাপতির পুত্র।

একাদশ মনু—ধর্ম্মসাবর্ণিক। ইনি ধর্ম্মপুত্র সূর্য্যের পৌত্র।

দ্বাদশ মনু—রুদ্রসাবর্ণিক। ইনি রুদ্রের পুত্র।

ত্রয়োদশ মনু—দেবসাবর্ণিক। ইনি ঋতুধাম নামক দেবের পুত্র।

চতুর্দ্দশ মনু—ইন্দ্রসাবর্ণিক। ইনি বিষক্‌সেন নামক ইন্দ্রের পুত্র।

মন্বন্তর কালের পরিমাণ স্থানান্তরে দেওয়া গেল।

প্রত্যেক মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের জন্ম হয়। মন্বন্তর-ভেদে তাঁহাদিগের নাম পরিবর্ত্তিত হয় অথবা পৃথক্ ব্যক্তিরা ঐ সকল পদাভিষিক্ত হন। তৎকালে তাঁহাদিগকে ঐ সকল মর্য্যাদা অনুসারে আখ্যা দেওয়া যায়।

যে মন্বন্তরে যাঁহারা মহর্ষি বলিয়া খ্যাত।

কোন্ মনুর অধিকারসময়ে কোন্ কোন্ ঋষি সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত।

১ স্বায়ম্ভুব	মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ।
২ স্বারোচিষ	ঊর্জ্জস্তাদি ঋষিগণ।

৩ ঔত্তমি	বশিষ্ঠপুত্র প্রমদাদি ঋষিবর্গ।
৪ তামস	জ্যোতির্ধামাদি ঋষিবর্গ।
৫ রৈবত	হিরণ্যরোম, বেদশিরা ও ঊর্দ্ধবাহু প্রভৃতি ঋষিসমূহ।
৬ চাক্ষুষ	হর্য্যশ্বপ্রবীরকাদি মুনিগণ।
৭ বৈবস্বত	কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ।
৮ সাবর্ণিক	গালব, দীপ্তিমান্, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ ও ব্যাস।
৯ দক্ষসাবর্ণিক	দ্যুতিমন্নামক ঋষিগণ।
১০ ব্রহ্মসাবর্ণিক	হবিষ্মান্, সুকৃত, সত্য, জয় ও মূর্ত্ত্যাদি ঋষিসমূহ।
১১ ধর্ম্মসাবর্ণিক	অরুণাদি দেবকল্প ঋষিগণ।
১২ রুদ্রসাবর্ণিক	তপোমূর্ত্ত্যাদি ঋষিবর্গ।
১৩ দেবসাবর্ণিক	নির্ম্মোকতত্ত্বদর্শী প্রভৃতি ঋষি।
১৪ ইন্দ্রসাবর্ণিক	অগ্নিবাহু, শুচি, শুদ্ধ ও মাগধাদি ঋষিগণ।

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ দেখ।

সমস্ত ঋষিগণকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, পরমর্ষি, কাণ্ডর্ষি, শ্রুতর্ষি ও রাজর্ষি।*

---

* সপ্ত ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-মহর্ষি-পরমর্ষয়ঃ।
কাণ্ডর্ষিশ্চ শ্রুতর্ষিশ্চ রাজর্ষিশ্চ ক্রমাবরাঃ॥ শব্দকল্পদ্রুমঃ॥

ব্রহ্মর্ষি—বশিষ্ঠাদি।	কাণ্ডর্ষি—জৈমিনি প্রভৃতি।
দেবর্ষি—নারদ ও কণ্বাদি।	শ্রুতর্ষি—সুশ্রুতাদি।
মহর্ষি—ব্যাসাদি।	রাজর্ষি—ঋতুপর্ণ ও জনকাদি।
পরমর্ষি—ভেল প্রভৃতি।	রত্নকোষ ও ত্রিকাণ্ডশেষ দেখ।

ভগবদ্গীতার বচনানুসারে অনুমান হয় যে, ঋষি হওয়া অপেক্ষা মুনি হওয়া অতি কঠিন কার্য্য। যাঁহার মন দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেও স্পৃহা করে না, যাঁহার বিষয়ে অনুরাগ নাই, যাঁহার অন্তঃকরণে ভয় ও ক্রোধ স্থান পায় না, এবং যাঁহার বুদ্ধি অতি সুস্থির, তিনি মুনি।*

কোন্ ঋষি কিজন্য বিখ্যাত তাহা বিশেষ বিশেষ প্রকরণে লেখা আবশ্যক বলিয়া ঋষিগণের বংশাবলীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনানুসারে তত্তৎস্থলে লিখিত হইল।

সামান্যকাণ্ডে সামান্যাকারে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের বিষয় একপ্রকার কথিত হইল। এক্ষণে সামান্যাকারে বঙ্গদেশস্থিত ক্ষত্রিয়াদির বিষয় ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ শব্দের বাচ্যার্থ ধরিলে এই বুঝায় যে, যিনি ব্রহ্ম পদার্থ বুঝিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। রূঢ় অর্থ ধরিলে, যিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্মিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। গুণ ও কর্ম্ম দ্বারাও কতিপয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু

* দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে ॥
গীতা ২অ। ৫৬ শ্লোক।

তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় যাবৎ অলৌকিক ক্ষমাগুণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই তাবৎকালমধ্যে ব্রাহ্মণ্যলাভে বঞ্চিত ছিলেন। ব্রাহ্মণের লক্ষণে যে সকল গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে সেগুলি এই—ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণাবলম্বী,* শান্ত, দান্ত, তপস্বী, সন্তুষ্টচিত্ত, অন্তর্বাহ্যশৌচসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সরলান্তঃকরণ, ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তিমান্ এবং পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহার এই সকল গুণ স্বাভাবিক হওয়া আবশ্যক। কৃত্রিম গুণে ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না। অপিচ ব্রাহ্মণের ষট্কর্ম্মশালী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অধীত বিদ্যার অধ্যাপনা, অনধিগত বিদ্যার অধ্যয়ন, যজ্ঞ সম্পাদন জন্য নিজে যজমান হওয়া এবং অন্যের যজ্ঞ সিদ্ধিবিষয়ে যাজকতাকার্য্য স্বীকার, সৎপাত্রে দান ও সৎপ্রতিগ্রহ এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম বা বৃত্তি। আপৎকালে ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন বটে, কিন্তু আপদুদ্ধার হইলে তাঁহাকে স্বকীয় বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে; নচেৎ পতিত হইবেন। ক্ষত্রিয়বৃত্তির অভাবে বৈশ্যবৃত্তিও করিবার বিধি আছে বটে, কিন্তু তাহারও সীমা নির্দ্ধারণ আছে। আপৎকালেও ব্রাহ্মণের শূদ্রবৃত্তি অবলম্বনীয় নহে।*

ইতি সামান্যকাণ্ডে ব্রাহ্মণ-বিভাগ-সামান্য-নির্ণয়।

---

* শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্। গীতা অ ১৮। ২।
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ ঐ
তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥ মনু।

ক্ষত্রিয় জাতি।

ব্রাহ্মণগণ যেমন পৃথক্ পৃথক্ গোত্রসম্ভূত ও তদনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বংশাবলী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেন, ইহাঁরাও তদনুরূপে নিজ নিজ পরিচয় দেন। ইহাঁরা ব্রহ্মার বাহু হইতে জন্মপরিগ্রহ করেন বলিয়া শৌর্য্য ও বীর্য্য সম্পন্ন রজোগুণপ্রকৃতিক, তদ্ধেতু ব্রাহ্মণের নিম্নে ও অন্য বর্ণের উপরি-ভাগে আসন প্রাপ্ত হন।

ইহাঁদিগেরও বংশমর্য্যাদা অনুসারে সমাজমধ্যে সম্মানের তারতম্য সংস্থাপিত হয়। তন্মধ্যে সূর্য্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়, যদুবংশীয়, নাগবংশায়, অগ্নিকুলসম্ভব, কুশিকবংশীয়,কুরুবংশীয়, গর্গবংশীয়, রাণাবংশীয়, মগধবংশীয় ও রাঠোরবংশীয় ক্ষত্রিয়-গণই অধিক মান্য অর্থাৎ কুলীনস্থানীয়।

পরাক্রান্ত বীর পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃ-ক্ষত্রিয় করেন। তৎপরে বংশরক্ষার্থে অনেক ক্ষত্রিয়পত্নী ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লয়েন। তদনুসারে এক্ষণকার অধিকাংশ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয় জাতির ক্ষেত্রে উৎপন্ন; সুতরাং ইহাঁদিগের আদিপুরুষেরা ব্রাহ্মণ-সন্তান; তদনুসারে অনেকে পূর্ব্বগোত্রবর্জ্জিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয়করণকালে গর্ভবতী ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভ নষ্ট করেন নাই। তদনুসারে ক্ষত্রিয়কুল এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ তিনি যে সমূলে ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিতে পারেন নাই, তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ—দশরথাদির বিদ্যমানতা এবং রামচন্দ্র হইতে তাঁহার নিজ পরাভব।

ক্ষত্রিয়গণও আপন অপেক্ষা সম্মানাস্পদীভূত ঘরে কন্যা বা ভগিনী সম্প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহাকেই কুলক্রিয়া বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়।

কোন্ ক্ষত্রিয়বংশ কোন্ দেশে বাস করিয়া তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সূর্য্যবংশীয়	অযোধ্যাবাসী
রাণাকুল	উদয়পুরবাসী
চন্দ্রবংশীয়	মগধদেশবাসী
যদুবংশীয়	মথুরা ও দ্বারকাবাসী
নাগবংশীয়	সিন্ধুদেশবাসী
অগ্নিকুলসম্ভব	রাজস্থানবাসী
রাঠোরবংশীয়	উজ্জয়িনীবাসী
কুরুবংশীয়	হস্তিনাবাসী
গর্গবংশীয়	ঝালোয়ারবাসী

স্বায়ম্ভুব মনুর বাসস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত। বৈবস্বতের বাসস্থান সরযূতীরস্থিত অযোধ্যা নগর। বৈবস্বতের কন্যা ইলা বা সুদ্যুম্ন প্রয়াগসমীপবর্ত্তী প্রতিষ্ঠান নগর সংস্থাপন করেন। ইলা বা সুদ্যুম্নের সন্তানগণ চন্দ্রবংশীয় নৃপতি।

ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন এই পঞ্চ প্রদেশ পবিত্র এবং ব্রাহ্মণগণের আবাসস্থান, সুতরাং এই সমুদায়ই ক্ষত্রিয়গণের প্রকৃত পবিত্র আবাসস্থান। এতদ্দেশপ্রসূত রাজন্যগণই ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কুলীনস্থানীয়।

যাঁহারা উপরি উল্লিখিত স্থান সকলে বাস করেন না, তাঁহারা যদি প্রকৃতপক্ষে উক্ত সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের কোন এক

বংশের অধস্তন সন্ততিও হন, তথাপি উক্তস্থানস্থ তজ্জাতীয় ক্ষত্রিয় অপেক্ষা মাননীয় হন না।

অনুরাগাত্মক রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির, অর্থাৎ কার্য্যকুশল, আত্মাভিমানী ও সৎক্রিয়াশালী মনুষ্যের উপাধি ক্ষত্রিয়। এই লক্ষণানুসারে সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় যে সকল ব্যক্তিকে যশ-আকাঙ্ক্ষী, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, শোকহর্ষাদির বশীভূত, শৌর্য্যগুণ-সম্পন্ন, কার্য্যকারণনিমিত্ত ধৈর্য্যগুণাবলম্বী, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ, কর্ম্মের ফলপ্রত্যাশী, লুব্ধপ্রকৃতিক, হিংসক, নিত্যশুচিতার অভাববিশিষ্ট, প্রজারক্ষণে তৎপর, দান যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন ও ভোগাভিলাষী দেখা গিয়াছিল, তাহাদিগের উপাধি ক্ষত্রিয় বা রাজন্য হয়। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয় বা নির্ব্বাসনাদি কারণবশতঃ অব্রাহ্মণ্য দেশে আবাস গ্রহণ করেন, এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনবশতঃ কালক্রমে বেদ-বিহিতসংক্রিয়াহীন ও সদাচারপরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা রজোগুণসম্পন্ন হইয়াও ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্বহেতু ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়েন। তন্মধ্যে যবন, চীন, হূন, শক, পারদ, পহ্লব, কিরাত, দরদ, খশ, পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রবিড় ও কাম্বোজ প্রধান। ইহাঁরা আর এখন ক্ষত্রিয়পদবাচ্য নহেন।*

* শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

ভগবদ্গীতা ৪৩ শ্লো। ১৮ অ।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ভগবদ্গীতা

রাজপুত।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাঁহার নাম রাজপুত। রাজপুতেরা ব্রাহ্মণাদির ন্যায় গোত্রানুসারে আপনাদিগের মধ্যে বংশমর্য্যাদার ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া লন। ইহাঁরাও সাধ্যপক্ষে আপন অপেক্ষা উচ্চবংশের সদ্গুণশালী ও সুশীল পাত্র না পাইলে কন্যা সম্প্রদান করেন না।

ইহাঁদিগের কতিপয় বংশের মধ্যে এমন একটী প্রথা প্রচলিত আছে যে, কন্যা জন্মিবামাত্র তাহার প্রাণনাশ করা হয়। কন্যাসন্তান কিজন্য বিনষ্ট হয়, তাহার কারণনির্দ্দেশে এই জানা যায় যে, কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কুলের রাজপুতগণ অন্যের শ্যালক হওয়া ঘৃণার বিষয় জ্ঞান করেন। তদনুসারে কন্যাসন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার ধ্বংস করা হয়। সুতরাং অন্যকে ভগিনীপতি (বোনাই) বলিতে হয় না, এবং অন্য কোন রাজপুত ইহাঁদিগকে শ্যালক বা শ্বশুররূপ অবমাননাকর উপাধিতে সম্বোধন করিতে পারেন না। এই অহঙ্কারটী চিরস্থায়ী রাখিবার জন্যই ঐ সকল বৃথাভিমানী রাজপুতগণের ভাগিনেয় বা দৌহিত্র সন্তান সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর।

অনেক স্থলে কন্যাদিগের প্রাণসংহার না করিয়া তাহাদিগকে অরণ্য বা নদীস্রোতে প্রক্ষেপ করা হয়।

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষু প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ মনু।

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ মনু।

এক্ষণে অনেক স্থলে এ কুপ্রথা রহিত হইয়া আসিয়াছে, এবং ঐ সকল রাজপুতগণের ভ্রান্তি ও অহঙ্কার অনেক অংশে তিরোহিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে রাজপুত বা রজপুত বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় (ছত্রী) বলিয়া অভিহিত করেন। এই সকল রজপুতের গর্ভাধানাদি দশ সংস্কার বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের অননুরূপ নহে। সুতরাং এই সকল ছত্রী জাতি বঙ্গে ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য, তদনুসারে রাজন্য-সম্মানাস্পদীভূত।

ইতি ক্ষত্রিয় ও রাজপুত প্রকরণে সামান্য নির্ণয়।

বৈশ্য জাতি।

ইহাঁরাও দ্বিজাতিমধ্যে গণ্য। এই জাতি ব্রহ্মার উরু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার প্রায় ক্ষত্রিয়সদৃশ, তবে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতাও আছে। সেগুলি আচার ব্যবহার বর্ণন স্থলে নির্দ্দিষ্ট হইবে। বৈশ্যগণও রজোগুণসম্পন্ন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিশ ধাতুর অর্থ ধরিলে, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারে সেই বৈশ্য।

বৈশ্যদিগের জাতীয় ব্যবসায়—কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদ ব্যবহার। ইহাঁদিগের সাধারণ নাম শ্রেষ্ঠী বা বণিক্। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যগণ শূদ্রমধ্যে পতিত হইয়াছেন, সুতরাং এস্থলে তাঁহাদিগের পৃথক্ নির্দ্দেশের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

শূদ্রপ্রকরণে তাঁহাদিগের নাম-নির্দ্দেশ ও বৈশ্যত্বের অভাব লিখিত হইবে*।

• বৈশ্যলক্ষণে যে সকল কার্য্যের উল্লেখ আছে, বঙ্গদেশীয় কোন জাতি মধ্যেই সে কার্য্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান বা তদ্রূপ সদাচার দেখা যায় না। বৈশ্যগণ কৃষিবাণিজ্য ও পশুরক্ষণ হেতু নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ উপলক্ষে সর্ব্বস্থানীয় দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন; কোন্ ক্ষেত্রে কিপ্রকার বীজ বপন ও বৃক্ষ রোপণ করিলে কিরূপ ফল জন্মে তাহা নির্ণয় করেন। দেশবিদেশীয় দ্রব্যের আসার প্রসার নিরূপণপূর্ব্বক তত্তদ্দেশের পশুজাতির পরিবর্দ্ধন, ভৃত্যের ভৃতিনির্ণয়, নানা ভাষাপরিজ্ঞান, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় দ্রব্যের বিনিময় এবং অন্যস্থানের আসার প্রসারে স্বদেশের শুভাশুভবিবেচনা, ব্রাহ্মণ, অতিথি, অনাথ, শরণাগত ও ক্ষুধার্থ প্রাণীমাত্রে অন্নদান, সৎপাত্রে দান, যজ্ঞ, বিদ্বজ্জনের সম্মান এবং বার্ত্তাশাস্ত্রের পারদর্শিতা বৈশ্যজাতির পক্ষে স্বাভাবিক বৃত্তি। মনু ৯অ, ৩২৭—৩৩৩ শ্লো।

ইতি বৈশ্যপ্রকরণ।

---

* ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ মনু।
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুশীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।
সত্বং রজস্তমইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহী দেহিনমব্যয়ম্॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥ পদ্মপুরাণ।

বিশতি প্রবিশতি সর্ব্বত্র ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বৈশ্যঃ। বিশ্‌ধাতোঃ ক্বিপ্ স্বার্থে ষ্যঃ।

শূদ্র জাতি।

শূদ্রগণ ব্রহ্মার পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হয়েন। দ্বিজাতি-সেবা ইহাঁদিগের জাতীয় বৃত্তি। কেহ কেহ বলেন, এক্ষণে প্রকৃত শূদ্র নাই। যখন বেণ রাজার অধিকার হয়, তদবধি রাজ্য-শাসনের সুশৃঙ্খলা না থাকায় নহুষ রাজার সময় পর্য্যন্ত নিতান্ত অরাজক হয়। সেই কালেই অনুলোম প্রতি-লোম বর্ণের কতকগুলি কামুক স্ত্রীপুরুষের সংস্রব ঘটে, সেই সকল স্ত্রীপুরুষের সন্তানগণ বর্ণসঙ্কর বলিয়া খ্যাত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ সৎশূদ্র ও প্রকৃত শূদ্র বলিয়া আপনা-দিগকে পরিচয় দেন। যাঁহারা আপনাদিগকে প্রকৃত শূদ্র বলিয়া জানেন, তাঁহারা আপনাদিগের নামনির্দ্দেশকালে জাতীয় উপাধির পূর্ব্বে 'দাস' শব্দ সংযোগ করিয়া থাকেন।

যে সকল শূদ্রগণ শূদ্রমণির সন্তান নহেন, তাঁহারা সঙ্কর জাতি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির সম্মিশ্রণে তাঁহাদিগের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত শূদ্র নহেন; সেইজন্য শূদ্রের পরিচায়ক দাস শব্দকে ঘৃণার বিষয় জ্ঞান করেন। বর্ণসঙ্করের অনেক জাতি ব্রাহ্মণ-বৎ দশরাত্রি অশৌচ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। তথাপি কি তাঁহারা সৎশূদ্র অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রাপ্ত হন? অথবা সৎশূদ্রের নিম্নে আসন গ্রহণ করেন? পাঠক কহিবেন, অবশ্য নিম্নে আসন গ্রহণ করা রীতি।

এক্ষণে শাস্ত্রানুসারে দেখা যাইতেছে যে, অন্যান্য শূদ্রগণ বর্ণসঙ্কর বলিয়া খ্যাত। সে যাহাই হউক, কায়স্থ-

সমেত বঙ্গীয় শূদ্রগণকে সামান্যতঃ চারি প্রধান শাখায় বিভক্ত করা যায়। ১ সৎশূদ্র, ২ জল আচরণীয়, ৩ যাহাদিগের জল অব্যবহার্য্য ও ৪ যাহারা অস্পৃশ্য।

১ সৎশূদ্র।—কায়স্থ ও নবশাখ জাতি দ্বারা সৎশূদ্র সমাজ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ইহাঁদিগের পুরোহিত এক। বসু, মিত্র ও গুহ উপাধি ব্যতীত অন্যান্য উপাধিগুলি প্রায় সাধারণ। গোত্রও অনেক স্থলে সমান। আচার ব্যবহার পরস্পর অনুরূপ। ইহাঁরা পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। আধুনিক পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র পরিবর্ত্ত বা নূতন প্রাপ্তির উপায় নাই।

২ জল আচরণীয় শূদ্র।—যে সকল শূদ্র জাতির জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিরা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অশুচি জ্ঞান করেন না, তাহাদিগকেই জল আচরণীয় বলা যায়।

৩ জল অব্যবহার্য্য।—যে সকল শূদ্রকে স্পর্শ করিলে বর্ণচতুষ্টয়ের উচ্চ জাতিরা আপনাদিগকে অশুচি জ্ঞান করেন, এবং তৎস্পৃষ্ট জলও অপবিত্র জ্ঞান করেন, তাহাদিগকেই জল অব্যবহার্য্য শূদ্র কহা যায়।

৪ অস্পৃশ্য শূদ্র।—যে সকল ব্যক্তির সংস্পর্শাক্রান্ত গঙ্গাজল পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং যাহাদিগের সংস্পর্শ মাত্রে অপবিত্রতা জন্মে, তাহারাই অস্পৃশ্য শূদ্র মধ্যে পরিগণিত।

শূদ্র প্রকরণ—কায়স্থ জাতি।

নানা মুনির নানা মত। তদনুসারে কেহ বলেন যে, শূদ্রগণ ব্রহ্মার পাদদেশ (অধম অঙ্গ) হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অন্য তিন বর্ণ হইতে নিকৃষ্ট জাতি। কেহ বলেন, ব্রাহ্মকল্পে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় অর্থাৎ সকলেরই সাম্যভাব ছিল। উচ্চ নীচ জাতি ছিল না। সকলেই ব্রাহ্মণ। অবলম্বিত কর্ম্মের গৌরব ও লাঘব এবং স্বীয় প্রাকৃতিক গুণের একের আধিক্য হেতু অপরগুণদ্বয়ের অপ্রকাশ নিবন্ধন উচ্চ ও নীচ বৃত্তি জন্মে। তদনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতি-চতুষ্টয়ের বিভাগ হয়। ব্রহ্মার অধমাঙ্গ হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন জাতিগত নিকৃষ্টতা ঘটে নাই, গুণত্রয়ের একের প্রভাব ও অপরের অভিভবজন্য উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বর্ণ বিভাগ হইয়াছে। কোন কোন ঋষি বলেন, ব্রাহ্মণ জাতমাত্র ব্রাহ্মণ। অপর ঋষির মতে, ব্রহ্মবংশে জন্মপরিগ্রহ মাত্র ব্রাহ্মণ হয় না, যাবৎ উপনয়নাদি সংস্কার না হয় তাবৎকাল ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ শূদ্র-তুল্য; ব্রাহ্মকল্পে সেরূপ ছিল বটে, কিন্তু অধুনাতনকল্পে বর্ণ-বিভাগ পুরুষানুক্রমিক হইয়াগিয়াছে। এক্ষণে জাতিভ্রংশ ঘটিতে পারে, কিন্তু নীচজাতীয় ব্যক্তির আর ব্রাহ্মণ্য জন্মে না। *

---

* লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥ মনু।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষয়ানসূয়য়া॥ মনু।

বঙ্গদেশস্থ যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণ-রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র।

উত্তর-রাঢ়ীগণ আপনাদিগকে কান্যকুব্জাগত সেই পঞ্চ ভৃত্যের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন না। তাঁহারা আপনাদিগকে পঞ্চ করণের সন্তান বলিয়া অভিহিত করেন, এবং বল্লালদত্ত কৌলীন্য স্বীকার করেন না। রাঢ়ের উত্তরাংশে বাস ও বল্লাল-মর্য্যাদা-সংস্থাপনের উত্তরকালে আপনাদিগের মধ্যে

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রো যজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যগোবিপ্ররক্ষণম্॥ ভাগবত।
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ ভাগবত ৭ম স্কন্ধ।
ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃশৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মোযজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥ মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।
জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন বলিয়াই আপনাদিগকে উত্তর-রাঢ়ী সংজ্ঞা দেন। বর্দ্ধমান জিলার পূর্ব্বসীমা ভাগীরথা নদী, তত্তীরস্থিত অগ্রদ্বীপ পাটুলী হইতে ক্রমাগত পশ্চিমদিকে রেখাপাত করিলে বর্দ্ধমান বিভাগ দুইভাগে বিভক্ত হয়—উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। উত্তর রাঢ়ে বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ; দক্ষিণ রাঢ়ে হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জিলার দক্ষিণাংশ। উত্তর রাঢ়ীদিগের মধ্যে দৃষ্টিভোগ প্রচলিত।

ইহাঁরা আপনাদিগের উপাধির পূর্ব্বে দাস শব্দ ব্যবহার করিতে লজ্জিত হন; কারণ, ইহাঁরা আপনাদিগকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ভৃত্যের অধস্তন সন্তান স্বীকার না করিয়া, করণ কায়স্থ হইতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে ইহাঁরা আপনাদিগকে বর্ণসঙ্করস্থলে পাতিত করিতেছেন। যেহেতু শূদ্রের সাধারণ উপাধি দাস। বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থগণ আপনাদিগের জাতির আজন্মপরিশুদ্ধি বিধান নিমিত্ত স্বীয় স্বীয় উপাধির অগ্রে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ দাস শব্দ নিকৃষ্ট উপাধি নহে, প্রত্যুত উহা আদিবংশের পরিশুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিচায়ক। অধিকন্তু এই দাস শব্দ যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের কুলের পরিশুদ্ধি বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না। তাঁহাদিগকে ঐ চিহ্ন দ্বারা যথার্থ বিশুদ্ধ শূদ্র বলিয়া পরিগৃহীত করিতে আর কাহারও দ্বৈধ হয় না।

আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি। এই চারি বর্ণ ব্যতীত অন্য বিশুদ্ধ জাতি (অর্থাৎ পঞ্চম জাতি) নাই। অন্য সকল বর্ণসঙ্কর বলিয়া খ্যাত।

আজন্ম পরিশুদ্ধ চারি জাতির	মধ্যে	ব্রাহ্মণের	উপাধি—	শর্ম্মা
ঐ	ঐ	ক্ষত্রিয়ের	ঐ	বর্ম্মা
ঐ	ঐ	বৈশ্যের	ঐ	বণিক্
ঐ	ঐ	শূদ্রের	ঐ	দাস

শূদ্র* শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ধরিলে এই বোধ হয়, যে ব্যক্তি শোকতাপের নিতান্ত বশীভূত, তিনিই শূদ্র। এই কারণেই শূদ্রের বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই।

অভিমানী শূদ্রেরা যদিও স্থলবিশেষে দাস শব্দ ব্যবহার না করুন, তথাপি তাঁহাদিগের ঐ দাস শব্দ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়ান্তর নাই। যিনি আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মানিবেন ও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন, তাঁহাকে অবশ্য পূজা, পার্ব্বণ ও বিবাহাদিতে গোত্র উল্লেখ কালে দাস শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে; নতুবা গত্যন্তর নাই। এই দাস শব্দ অন্যের নিকট বলিতে হয় না, কেবল দ্বিজাতির নিকটে স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হয়।

বর্ণসঙ্করগণের মধ্যেও অনেকে দাসশব্দপূর্ব্বক স্বীয় উপাধি কীর্ত্তন করিয়া সৎশূদ্রের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থগণ যে আনুমানিক প্রমাণবলে আপনাদিগকে দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের পিতৃপুরুষদিগের অধস্তন সন্ততি বলিতে পরাঙ্মুখ, তাহার মূল এই—

* শুচ্ শোকে রক্‌প্রত্যয়ঃ চস্য দ্ ত্বত উত্তোদীর্ঘঃ—শূদ্রঃ। শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে। সূত্রভাষ্যে।

"বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চজন।
ত্রিপঞ্চেতে উপস্থিত আদিশূরের ভবন॥"

কিন্তু এই গাথাটী বিবেচকদিগের বিচারমুখে বলবতী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু, আদিশূরের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞে কান্যকুব্জাগত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ ভৃত্যের নাম গোত্রাদির এবং আনুষঙ্গিক তদীয় গুণাবলীরও উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সকল পরিচয়ের কোন স্থলে করণপঞ্চকের পরিচয়াদির কথা দূরে থাকুক, নাম গন্ধও নাই। উহা যখন নাই, তখন ইহাঁদিগকে হয় বঙ্গীয় কায়স্থ বলিতে হইবে, নতুবা উত্তরকালে বঙ্গদেশে আগত পাশ্চাত্য কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, দক্ষিণ-রাঢ়ী প্রভৃতির সমকালীন বলিতে পারা যাইবে না। অথবা ভৃত্যপঞ্চকেরই অধস্তন সন্তান কালক্রমে জ্ঞাতিগণের মধ্যে অন্তর্বিচ্ছেদ জন্মিলে, আপনা-দিগের মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যাদি প্রভাবে জ্ঞাতিগণকে ন্যূন রাখিবার জন্য একবংশসম্ভূত বলিয়া আর স্বীকার করিলেন না, এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে দাস উপাধিটুকু পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি বিভিন্ন-সাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আদিশূরের যজ্ঞকালে করণ কায়স্থ বলিয়া অপর পঞ্চজন যে আইসেন নাই, তাহার প্রমাণস্থলে কুলদীপিকাধৃত ভৃত্য-পঞ্চকের পরিচয় লিখিত হইল।

কে যূয়ং নাম কিংবা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ব্রূত ভো বিপ্রভক্তাঃ
শ্রুত্বোচুর্বিপ্রবর্য্যাঃ সকলপরিচয়ং ভূপতেরস্তি চৈষাম্॥ ১॥

সুকৃতালিকৃতাংশবর এষ কৃতী
ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি-
দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ॥ ২ ॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং
প্রতিমেন্দুযশঃসুরলোকবশঃ।
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ
শরদিন্দুপয়োঽম্বুধিকুন্দযশাঃ॥ ৩ ॥
বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো
বসুতুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতা গুণার্ণবৈ-
র্নিয়তং তে জয়িনো ভবন্তু নঃ॥৪ ॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে
দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী
বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে॥ ৫ ॥
যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ।
প্রমত্তসত্বমত্তহঃ শরৎসুধাংশুবদ্‌যশঃ।
প্রতাপতাপনোত্তপদ্বিষালিযোষিদালিকো
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিদাসচন্দ্রকঃ॥ ৬ ॥
দ্বিজালিপালনার্থকোঽপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ॥ ৭ ॥
অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ।
নিশম্য গুহভাষিতং সকলসখ্যহাস্যং বহুং
স বঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গো যতঃ॥ ৮ ॥
অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী

সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্ ॥ ৯ ॥

কায়স্থকুলদীপিকা।

ব্রহ্মপাদপদ্ম হইতে শূদ্রমণির উৎপত্তি হয়। শূদ্রমণির বংশাবলী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণে যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে শূদ্রমণির পৌত্র প্রদীপ হইতে শূদ্রবংশের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়। প্রদীপের এক সন্তানের নাম কায়স্থ। নিম্নে কায়স্থবংশাবলী লেখা গেল। তদনুসারে উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণ-রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্রদিগের উৎপত্তি-বিবরণ বিচার করিলে এই চারি শ্রেণীকে একবংশীয় বিভিন্ন শাখামাত্র জ্ঞান হইবে। যথা—
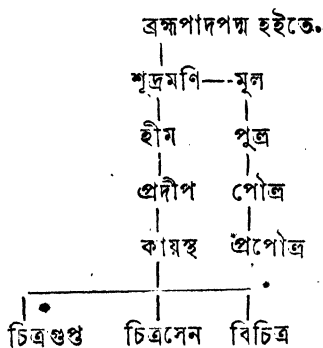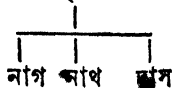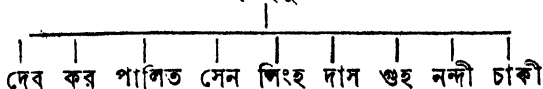
এতন্মধ্যে আটজন হইতে নাগ পাল আদিত্য প্রভৃতি বাহাত্তর ঘর কায়স্থের বংশ বিস্তৃত হয়।

অগ্নিপুরাণোক্ত জাতি-মালায় লিখিত আছে—

আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে।
পাদতশ্চ শূদ্রাঃ সম্ভূতাস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ ॥ ১ ॥
হীমনামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ।
কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভূদ্বভূব লিপিকারকঃ ॥ ২ ॥
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈব চ ॥ ৩ ॥
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ।
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শাস্ত্রং প্রচক্ষতে ॥ ৪ ॥
বসুঘোষৌ গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ।
মৃত্যুঞ্জয়ানুকরণৌ চিত্রসেনসুতা ভুবি ॥ ৫ ॥
করণস্য সুতাজাতা নাগোনাথশ্চ দাসকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়াৎ সমুদ্ভূতা দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ।
সিংহশ্চৈব তথা পশ্চাজ্জাতাশ্চ বহুসংখ্যকাঃ ॥ ৬ ॥

চিত্রগুপ্ত স্বর্গবাসী হইয়া ধর্ম্মরাজের সভার লেখক হইয়া আছেন। বিচিত্র নাগলোকে বাস করিতেছেন। চিত্রসেন পৃথিবীতে বংশবিস্তার করিলেন। শূদ্রমণির প্রপৌত্র কায়স্থ হইতে কায়স্থকুলে লেখাপড়ার চর্চ্চা, তদবধি কায়স্থ জাতিরা লিপিকার্য্যের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তদনুসারে ইহাঁদিগের আরও দুইটী সংজ্ঞা বর্দ্ধিত হইল—লিপিকর বা কূটকৃৎ। তদবধি কায়স্থজাতিরা জ্যোতির্ব্বিদ্যা পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণগণ অন্য ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ রাখিয়া ইহাঁদিগকে শিক্ষা দিতেন; বোধ হইত যেন ইহাঁরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন না, কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই জানিতেছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকে পঞ্জিকাকারক ছিলেন। শব্দকল্পদ্রুম দেখ।

এক্ষণে কোন্ কুল কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহারই বিচার করা যাউক।

ঘোষ	সৌকালিন	গোত্র	১	ঘোষ	শাণ্ডিল্য	গোত্র	১
সিংহ	বাৎস্য	,,	১	দাস	কাশ্যপ	,,	১
মিত্র	বিশ্বামিত্র	,,	১	সিংহ	ভরদ্বাজ	,,	।০
দাস	মৌদ্গল্য	,,	১	কর	মৌদ্গল্য	,,	।০
দত্ত	কাশ্যপ	,,	১				
কান্যকুব্জ			৫ +	দেশী			২॥

উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ সর্ব্বসমেত ৭॥ সাড়ে সাত ঘর। এই সাড়ে সাত ঘরে করণ কারণ হয়।

দেশীয় আড়াই ঘরের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষ সম্পূর্ণরূপে উত্তর-রাঢ়ীদিগের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছেন; এজন্য শাণ্ডিল্য ঘোষ ১ ঘর বলিয়া গণ্য। কাশ্যপ গোত্র দাসও শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষের ন্যায় উত্তর-রাঢ়ী কর্ত্তৃক উহার সমকক্ষ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছেন; এজন্য ইনিও সম্পূর্ণ ১ঘর বলিয়া খ্যাত। ভরদ্বাজ গোত্র সিংহ অদ্যাপি এতাদৃশ প্রভাবশালী হইতে পারেন নাই যে, তিনিও সম্পূর্ণরূপে উত্তর-রাঢ়ীদিগের নিকট পূর্ণমাত্রায় উত্তর-রাঢ়ী-স্বরূপে মিলিতে পারেন; তদনুসারে তাঁহাকে পাদমাত্রায় উত্তর-রাঢ়ী বলা হইয়াছে। মৌদ্গল্য গোত্রের করও এক পোয়া বলিয়া খ্যাত।

এই সাড়ে সাত ঘর মধ্যে সৌকালিন গোত্র ঘোষ ও বাৎস্য গোত্র সিংহ কুলীন।

দাস, মিত্র, দত্ত, ও দেশী আড়াই ঘর মৌলিক বলিয়া খ্যাত। তন্মধ্যে কান্যকুব্জ সন্তানগণ সন্মৌলিক বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ তিন পুরুষ মধ্যে সদ্বংশে পুত্রের কুলক্রিয়া না করিলে কুলের খর্ব্বতা হয়।

ত্রৈপুরুষিক কৌলীন্যমর্য্যাদা রাখিতে পারিলেই আবার কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন; ইহার নাম নষ্টোদ্ধার। যথা,—

ত্রৈপুরুষে নিবারিল ত্রৈপুরুষে ভঙ্গ।
শিবজটা মধ্যে যেন গঙ্গার তরঙ্গ॥

উত্তর-রাঢ়ীয় কুলপদ্ধতি দেখ।

কেহ কেহ বলেন যে, উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণ ও বারেন্দ্র বল্লালদত্ত মর্য্যাদা স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা আপনারাই আপনাদিগের মধ্যে সমাজবন্ধন ও কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন

করেন। বস্তুতঃ ইহা প্রকৃত নহে। কায়স্থশ্রেণীচতুষ্টয়ের মর্য্যাদাও বল্লালকর্ত্তৃক নির্ণীত হয়। যথা—*

উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থদিগের কুলমর্য্যাদানুগত সমাজ ও যে মহাপুরুষদিগের দ্বারা সমাজ সংস্থাপিত হয় তাঁহাদিগের নামাদি। যথা,—

বংশ	গোত্র	সমাজের নাম	স্থাপনকর্ত্তা বা আদি-পুরুষ।
ঘোষ	সৌকালিন	যজান রাঢ়দেশ মুর্শিদাবাদ	সোমেশ্বর ঘোষ
সিংহ	বাৎস্য	জেমো (কাঁদী) মুর্শিদাবাদ	অনাদি
দাস	মৌদ্গল্য	রাঢ়দেশ	হরিহর

শাণ্ডিল্যগোত্র ঘোষ বা এতদ্দেশীয়		মৌলিক অর্থাৎ বাঙ্গালার আদি কায়স্থ।
কাশ্যপগোত্র দাস	ঐ	
ভরদ্বাজগোত্র সিংহ	ঐ	
মৌদ্গল্যগোত্র কর	ঐ	

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলসম্ভবঃ।
চকারাতিপ্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণম্॥
আদিশূরানীতান্ বিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথাপরান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বা আনয়ৎ স নিজালয়ে॥
যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রাস্তত্র দেশে নিরূপিতাঃ।
শ্রেণীদ্বয়ন্তু নির্ণীতং রাঢ়ীবারেন্দ্রসংজ্ঞকম্॥

এই সকল ঘরে যে সকল কান্যকুব্জাগত উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থের পুত্রগণের বিবাহ হয়, সেই সকল পুত্রগণের কুলে কলঙ্ক ঘটে।

ইহাঁদিগেরও পুত্রগত কুল, তদনুসারে কুলীনেরা শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষের কন্যাগ্রহণ করিলে তদীয় পুত্রে দোষ স্পর্শ করে।

কাশ্যপ দাসের কন্যাগ্রহণ করিলে ধনক্ষয় অর্থাৎ সৎকুলীনঃ সমাজে মাননীয়রূপে কার্য্য করিতে হইলে ধনাদি দ্বারা অপরকে অগ্রে সম্মান করিতে হয়। (বাটা দিতে হয়)।

ভরদ্বাজ গোত্র সিংহের কন্যাগ্রহণ করিলে কুলের ধ্বংস অর্থাৎ কুলভঙ্গ হয়। তদবধি তিনপুরুষের মধ্যে সৎক্রিয়া না করিতে পারিলে, কৌলীন্যমর্য্যাদা থাকে না।

মৌদ্গল্য করের কন্যাগ্রহণে মর্য্যাদার হানি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই কয়েকটী বাক্যের সমর্থন জন্য উক্ত কায়স্থদিগের কুলপঞ্জিকার বচন উদ্ধৃত হইল। যথা,—

শাণ্ডিল্যে সুত নাশায়, ধন নাশায় কাশ্যপেতে।
ভরদ্বাজে সর্ব্ব নাশায়, করে শীল নিপাতিতে॥

এই বচনটী দ্বারা একপ্রকার স্থির হইতে পারে যে, আদিশূরের রাজত্বসময়ে এদেশে কায়স্থগণের বাস ছিল। সাতশতী

তথৈব দ্বিবিধং প্রোক্তং কুলঞ্চ স দ্বিজোত্তমে।
শূদ্রস্যাথ চতস্রশ্চ নৃপেণ শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ॥
উদগ্দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসনাৎ॥

শব্দকল্পদ্রুমধৃত রাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

ব্রাহ্মণগণের যেরূপ বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য লোপ হওয়ায় তাহারা অপদার্থমধ্যে গণ্য হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাচীন বঙ্গীয় কায়স্থগণ পাশ্চাত্য কায়স্থগণের নিকট আচার ব্যবহারে ও বিদ্যায় নিতান্ত হীনকল্প থাকায়, বঙ্গীয় কায়স্থগণের উপরে পাশ্চাত্য কায়স্থগণেরই আধিপত্য প্রকাশ পায়।

উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থগণের মর্য্যাদাবর্দ্ধক সমাজাদির বিবরণ বলা যাইতেছে।

কুলীনবিষয়ক মর্য্যাদা যথা।*

সমাজের নাম	বংশের নাম	গোত্র	মূলপুরুষ	মর্য্যাদা	বিবৃতি
পাঁচথুবী (১)	ঘোষ	সৌকালিন	মুনিবর	১মশ্রেণী	সর্ব্বাগ্রগণ্য
ঐ পুরাণবাড়ী (১)	ঐ	ঐ	হাজরা	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	মল্লিক	ঐ	ঐ
যজ্ঞান (১)	ঐ	ঐ	কপীন্দ্র ঘোষ উচিত খাঁ	ঐ	পাঁচথুবীর সমান।
রসড়া (১)	ঐ	ঐ	সদানন্দ খাঁ	ঐ	পাঁচথুবীর সমান।
কুলাই(৩)	বর্দ্ধমান ঐ	ঐ		২য়শ্রেণী	মধ্যম।

* যজ্ঞানের সোমেশ্বর ঘোষের বংশ; জেমো কাঁদীর অনাদিবর সিংহের বংশ, বহড়ানের হরিহর দাসের বংশ, মিত্রপুরীর মিত্র বংশ, ও দত্ত বড়ার দত্তবংশ অতি প্রাচীন। এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, এই পাঁচ বংশের আদি পুরুষগণ লইয়াই কান্যকুব্জ পঞ্চ করণের গণনা হইয়া থাকে।

সিংহ—কুলীনবিষয়ক।

ঘোষ পাঁচকো (৩) সিংহ বাৎস্য হীরাসন্তান ১মশ্রেণী মুনিবর

কাঁদী (১)	ঐ	ঐ	জীবধর, প্রভাকর	ঘোষের তুল্য ও তাহার সহিত পাল্টীঘর
জেমো (১)	ঐ	ঐ	মাধব সিংহ	
বিশ্বাসপাড়া (১)	ঐ	ঐ	গোবিন্দ সিংহ	খাঁ ঐ
বেলে (১)	ঐ	ঐ	মথুরানাথ, শ্রীধর	

(১) মুর্শিদাবাদ জিলার অধীন, হরিশাড়া গ্রাম। (২) বীরভূম জিলার অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (৩) জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী গ্রাম।

যাঁহারা কুলমর্য্যাদায় খ্যাত্যাপন্ন নহেন, তাঁহাদিগেরও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। যথা—

ঘোষ অষ্ট ভাষার সন্তান। পাঁচথুবীর নিকট, মণ্ডলা-প্রভৃতি আটখানি গ্রামে ইহাঁদিগের বসতি।

ভাটরার ঘোষ, নব নারায়ণের সন্তান। ভাটরার নিকট-বর্ত্তী নয়খানি গ্রামে ইহাঁদিগের বসতি।

ডিহীকাঁদীর সিংহ, বাৎস্য গোত্র, ইহাঁরা জ্যেষ্ঠ গদাধরের সন্তান। পিতৃপরিত্যক্ত বলিয়া ঘটকেরা ইহাঁদিগকে নিষ্কুল-রূপে ব্যাখ্যা করেন।

দাস, মৌদ্গল্য গোত্র। যদিও ইহাঁরা ঘোষ ও সিংহদিগের মত কুলীন বলিয়া খ্যাত নন, তথাপি যে ইহাঁদিগের কিছু

কৌলীন্য নাই তাহা নহে। ইহাঁরা ১ম শ্রেণীর ঘোষ এবং ১ম শ্রেণীর সিংহ দিগের নিম্নে আসনগ্রহণযোগ্য; তদ্ধেতু ইহাঁদিগকে প্রধানভাব বলিয়া গণনা করে।

ঘটকেরা কহেন, বহড়াননিবাসী রামদাস সরস্বতীর সন্তান ব্যতীত অন্য দাসগণের এরূপ মর্য্যাদা নাই।

মুনিয়াডিহি, পাইকপাড়া, কাহলগাঁ ও বামনডিহি প্রভৃতি কয়েক স্থানের দাসগণ পূর্ব্বোক্ত-মর্য্যাদা-বিহীন।

উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ সমাজে মিত্রের কৌলীন্য নাই। বসু-বংশের নামগন্ধও দেখা যায় না।

উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থদিগের মতে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (বৃন্দাবন ও মথুরা), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, হস্তিনা, দ্বারকা পুরী কেবল এই আট স্থানই কায়স্থগণের জন্মভূমি বলিয়া খ্যাত।* ইহারা সকলেই কান্যকুব্জ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইহা দেখিয়াই কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে সমুৎসুক, আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়েন। অনেক ক্ষত্রিয় উপনয়নাদি-সংস্কার-হীনতা প্রযুক্ত শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন সগরসন্তান ও যযাতিসন্তানের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যুগযুগান্তর কাল যবন-ম্লেচ্ছাদিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। তাঁহারাও এখন আপনাদিগকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা কি দ্বিজ হইতে সমর্থ হইয়াছেন?

---

* "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকাপুরী কায়স্থস্থানমষ্টকম্॥" কায়স্থপ্রদীপ।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাঁহারা আর্য্যকুলসম্ভূত বলিতে সমর্থ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বংশসমুদ্ভূত হইলেও এক্ষণে শূদ্র (একজ) ব্যতীত দ্বিজ শব্দে অভিহিত হইতে পারেন না। কিন্তু আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া অবশ্য পরিচয় দিতে পারেন। এখানে এই কথাটার মীমাংসা করিতে গেলে এইপ্রকার তর্ক উদিত হয় যে, কায়স্থগণ আর্য্য কি অনার্য্য। আর্য্য বলিলে, দ্বিজাতিত্রয়ের একতমের অধস্তন সন্ততি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আর যদি শূদ্র বলাযায়, তাহা হইলে অনার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েন। বস্তুতঃ ইহাঁরা আর্য্যবংশসম্ভূত ব্রাত্যক্ষত্রিয়, সুতরাং আচার ব্যবহার দ্বারা প্রথমতঃ শূদ্র বলিয়াই বোধ হয়। একমাস অশৌচগ্রহণ, উপনয়নাদি-সংস্কার-হীনতা এবং স্ববৃত্তি-কার্য্যে জাতিসাধারণ আনুরক্তি ইত্যাদি শূদ্রোচিত ব্যবহার দৃষ্টে শূদ্র ব্যতীত দ্বিজ বলিয়া প্রতীতি জন্মে না। কিন্তু এই-গুলি স্থূল দৃষ্টির লক্ষ্য। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলে, কায়স্থদিগকে অনার্য্য বলিয়া জ্ঞান হয় না। ইহাঁদিগের অধিকাংশের মানসিক বৃত্তি ও অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মপরায়ণতা দ্বিজাতিত্রয়ের অনুরূপ। তবে কেন ইহাঁরা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন তাহার প্রমাণে ইহাঁরা বলেন যে, পরশুরাম যৎকালে ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন, তৎকালে দাল্‌ভ্যমুনির আশ্রমে চন্দ্রকেতু রাজার পত্নী আশ্রয় লয়েন। যথন জামদগ্ন্য মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করেন এখানে ক্ষত্রিয় আছে কি না, মুনির উত্তরে 'কায়স্থ' ইহা শুনিয়া ভার্গব চন্দ্রকেতুর পত্নীকে কহেন, দেখ তোমার এই গর্ভস্থ ভ্রূণ মুনিকর্ত্তৃক কায়স্থশব্দে অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং এ ক্ষত্রিয়ত্ব

হইতে পরিভ্রষ্ট হইল। এইপ্রকারে যে সকল ক্ষত্রিয়পত্নী ঋষিবর্গের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিজ গর্ভস্থ শিশু রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সকল শিশুগণ গর্ভাবস্থায় কায়স্থ বা শূদ্র-সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছেন, এবং তদবধি শূদ্রাচার ও শূদ্রব্যব-হার গ্রহণপূর্ব্বক পরশুরামকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়েন। তদবধি এপর্য্যন্ত কায়স্থগণ শূদ্রবদাচার-ব্যবহারে চলিয়া আসিতেছেন, ক্ষত্রিয়শোণিতসংস্রব থাকিলেও শূদ্রদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আচারভ্রষ্ট হইয়া বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা অনার্য্যশূদ্রবংশসম্ভূত নহেন, কিন্তু শূদ্রসংস্রবে আর্য্য অনার্য্য শুক্রশোণিতে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন। যুগযুগান্তর-কাল অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত হেতু দ্বিজাতিসমুচিত উপনয়নাদিসংস্কার-বিহীনতা নিবন্ধন শূদ্ররূপে পরিচিত হইয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, মহানন্দীর পিতৃপর্য্যায় পর্য্যন্ত রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তৎপরে ক্ষত্রিয়গণের শূদ্রত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী কালের ব্যক্তিবর্গ আর ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। তাঁহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অর্থাৎ বৃষল, শূদ্রভাবাপন্ন. আর্য্যবংশের পুরুষপরম্পরায় অধস্তন সন্তান মাত্র। সে যাহা হউক, কায়স্থগণ যে পূর্ব্বাবধি সমুদয় শূদ্র অপেক্ষা সদাচারসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, সুশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, সুবুদ্ধি, অতিথিসেবক, বৈষ্ণব, এবং স্বজাতি ও আশ্রিত প্রতি-পালকাদি সদ্‌গুণসমূহে ভূষিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই সকল গুণ দৃষ্টে ইহাঁদিগকে আর্য্যব্যতীত অনার্য্য বলা যায় না। যে সকল ব্যক্তির সত্ত্বগুণ গুণীভূত, রজোগুণ তমোগুণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন, তাহারাই শূদ্র। শূদ্রের এইপ্রকার তমোগুণ

কায়স্থে সংক্রমিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত আর্য্যানুষ্ঠান, সদাচার ও সদ্ব্যবহার এই জাতিতে বিদ্যমান থাকায়, ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার অনার্য্য ও আর্য্য সমুচিত ব্যবহারের মধ্যবর্ত্তী হইয়া গিয়াছে। যথা—

দানেভ্যাপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ।
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেববিপ্রপিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ।

স্কন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্ম্য।

কায়স্থগণ যে আর্য্যবংশসম্ভূত তাহার প্রমাণাদি বিশেষ কাণ্ডে দেখ।

ইতি সামান্যকাণ্ডে উত্তররাঢ়ীয়-প্রকরণ সমাপ্ত।

বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রেণী।

যে সকল কায়স্থ পূর্ব্বাবধি বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য কায়স্থদিগের সহিত সংস্রবাধিকার প্রাপ্ত হন নাই, এবং বরেন্দ্রভূমিই যাঁহাদিগের সূতিকাগৃহ, তাঁহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত।

ইহাঁদিগের সংখ্যাও সর্ব্বসমেত সাড়ে সাতঘর। দাস, নন্দী, চাকী, শরমা,* নাগ, সিংহ, দেব, ও দত্ত।

---

* এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শরমা পূর্ব্বে নরসুন্দর জাতি ছিলেন। কালক্রমে কোন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন দ্বারা দাস, নন্দী প্রভৃতিকে কোন দৈবদুর্ব্বিপাক হইতে মুক্ত করেন। কেহ বলেন, তিনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।

দাস, নন্দী ও চাকী এই তিন ঘর কুলীন। শরমাও কাল-ক্রমে কৌলীন্যমর্য্যাদাপন্ন হয়েন; তদবধি শরমা আধঘর বলিয়া পরিগণিত হন এবং দাস, নন্দী ও চাকীর নিম্নে আসন গ্রহণ করেন। নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত মৌলিক বলিয়া পরিগণিত। নাগ সিদ্ধ মৌলিক, সিংহ সাধ্যকুল, দেব ও দত্ত নিম্নকুল বলিয়া খ্যাত।

নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে বারেন্দ্র কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যথা—

সাধ্য মেধ্য চারি ঘর ভাব তারতম।
নাগ ধর সিদ্ধতুল্য জানিহ নিয়ম॥ ১॥
মধ্যবিধ সিংহ ঘর নিম্নঘর দেব।
দত্ত দেবতুল্য এই চারি সদাসেব॥ ২॥
এই চারি ঘরে সপ্ত ঘরের নিয়ম।
সিদ্ধভাবে উত্তমেতে যাহার করম॥ ৩॥
হস্তিদন্তে স্বর্ণ যৈছে রসানে মার্জ্জন।
সিদ্ধতে সিদ্ধতে মিল প্রধানে চলন॥ ৪॥
জাম্বূনদে হীরা যৈছে উজ্জ্বলবরণ।
সিদ্ধপ্রধান সাধ্যে নাগে যদি করণ॥ ৫॥
নিরাবিল সিংহঘরে যদি কার্য্য হয়।
তথাপি উত্তমভাব জানিহ নিশ্চয়॥ ৬॥
চন্দ্রের মালিন্য যেন রহে নিন্দাস্থান।
সেই অনুভবমাত্র জানিবা বিধান॥ ৭॥
দেব দত্ত ঘরে যদি ক্রমে কার্য্য হয়।
চন্দ্রে যেন মেঘে ঢাকি রাখয়ে নিশ্চয়॥ ৮॥

দৈবে যদি সিদ্ধঘরে এক ত্রুটি হয়।
তাহার সে দোষ কভু গ্রাহ্যযোগ্য নয়॥ ৯॥
সাধ্যঘরে যদি হয় মর্য্যাদার হ্রাস।
সাধ্যের প্রধান ত্রুটি বড় সর্ব্বনাশ॥ ১০॥
এই ত জানিহ ভাব মূলজ্ঞ করণে।
অমূলজ্ঞে সর্ব্বনাশ জান সর্ব্বজনে॥ ১১॥

ঠাকুর-পঞ্জিকা।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুলমর্য্যাদানুগত স্থানাদি যথা—

বংশ	গোত্র		সমাজের নাম
দাস	অত্রি		সাধুখালী
নন্দী	কাশ্যপ		নন্দীগ্রাম
চাকী	গৌতম	১ম শ্রেণী	সরিষা }
			বাজুরস }
,,	,,	২য় শ্রেণী	ময়ূরহট্ট

ইহাঁরা শরমার অনুগ্রহে কোন দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনজন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন তাহার প্রত্যুপকারস্বরূপ আমরা আপনার প্রসন্নতা ও প্রীতি বিধান করিতে ইচ্ছা করি। শরমা কহিলেন, আপনাদিগের সহিত আমার ধর্ম্মসম্বন্ধ থাকিলেই আমার যথেষ্ট প্রীতি হইবে। তাঁহার এতাদৃশ গম্ভীর উত্তরে দাস, নন্দী প্রভৃতি মহাজনগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, অদ্যাবধি আমরা আপনাকে আমাদিগের কায়স্থসমাজমধ্যে পরিগণিত করিতে ইচ্ছা করি। সেই কথা শুনিয়া শরমা কহিলেন, মহোদয়গণ! যদিও আপনারা

আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি তাহাতে আপনাকে বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া জ্ঞান করিতেছি না। কারণ, আমি নাপিত জাতি মধ্যে অগ্রগণ্য আছি, অর্থাৎ প্রামাণিক বলিয়া খ্যাত। আপনাদিগের দলে উঠিলে আমাকে অত্যন্ত নীচ কুল বলিয়া গণ্য হইতে হইবে। ইহাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা আপনাকে আমাদিগের সমাজমর্য্যাদা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। তখন তিনি সম্মত হইলেন। তৎপরে শরমার কয়েকটী কন্যা ও পৌত্রী দাম, নন্দী, চাকীদিগের ঘরে প্রদত্ত হইল। সমাজস্থ সকল কায়স্থগণ যখন ইহাঁর মূল বৃত্তান্ত জানিতে পাইলেন, তখন ইহাঁকে পূর্ণমাত্রায় একঘর কায়স্থ ও পূর্ণমাত্রায় কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হয়েন। পরে দলাদলিসূত্রে শরমা একপ্রকার চলিত হইলেন। ক্রমে দলাদলির বন্ধন শিথিল হইলে তাঁহার বংশপরম্পরা বারেন্দ্র শ্রেণির কায়স্থগণমধ্যে প্রকৃত আধঘর কুলীন বলিয়াই প্রসিদ্ধ থাকিলেন। আধঘরের অর্থ—কন্যাদানকালে কুলীন, গ্রহণে মৌলিক। কেহ ইহার বিপরীতও বলেন।

শরমার বংশের কন্যা গৃহীত হইত, শরমার বংশে পারত পক্ষে সহজে কেহ কন্যাদান করিতেন না। এইরূপে শরমার বংশাবলী একপ্রকার নির্ম্মূল হইয়া আসিয়াছে বলিলেই হয়।

নাগ, সিংহ, দেব ও দত্তদিগের বিষয় দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজদিগের সমীকরণে দেখ।

ইহাঁদিগেরও কুল পুত্রগত। কুলের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সৎক্রিয়া দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি হয়। অসৎকার্য্য দ্বারা কুলের ধ্বংস হয় না, কিন্তু কিঞ্চিন্ন্যূনতা জন্মে।

অধুনা রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, মুরশিদাবাদের পূর্ব্বভাগ ও নদীয়া জিলার উত্তরাংশে ইহাঁদিগের বাসের আধিক্য দেখা যায়।

বারেন্দ্র কায়স্থকুলে বল্লালী মর্য্যাদা স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা কহেন, বল্লাল নীচজাতীয় কন্যাগ্রহণ দ্বারা মহাপাতকী হইয়াছিলেন; মহাপাতকীর প্রদত্ত মর্য্যাদাগ্রহণে পাপ ব্যতীত পুণ্যসঞ্চয় হয় না। যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাহাই পুণ্যের কার্য্য। যাহাতে মন সঙ্কুচিত থাকে, উহা পাপের লক্ষণ। সে যাহা হউক, বল্লালকর্ত্তৃক নিত্যানন্দনামক কোন কুক্রিয়াশালী ভূম্যধিকারীকে এবং কতিপয় অনাচরণীয় শূদ্রকে আচরণীয় কায়স্থ বলিয়া পরিগৃহীত করায়, বারেন্দ্রগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী অন্য শূদ্রগণকে বারেন্দ্রকায়স্থশ্রেণীতে প্রবেশ করান হেতুই ইহাঁদিগের ভয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

যে ব্যক্তি যে স্থানে পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন তাহা এই।—যশোহরজিলার শোলকোপা গ্রাম কর্কট নাগের আশ্রয় স্থান এবং ঐ জিলার শরগ্রাম জটাধর নাগের বসতিস্থল। ভৃগু নন্দী যে গ্রামে আশ্রয় লয়েন তাহার নাম লুপ্ত হইয়া নন্দী গাঁতি বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপে মুরারি চাকী ও নরদাস যে দুই গ্রাম গাঁতি জমাসূত্রে গ্রহণ করেন, সে দুই গ্রামের নাম চাকী গাঁতি ও নন্দী গাঁতি বলিয়া পরিচিত হয়। ইহাঁদিগেরই প্রযত্নে বারেন্দ্র কায়স্থকুলে মর্য্যাদাবন্ধন হয়। ইহাঁরা সেই মর্য্যাদাবন্ধনকে পটী বা মেল শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ভৃগু নন্দী বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন।

তদীয় নিয়মে কন্যাবিক্রয় প্রথা ছিল না। সকলেরই যথা-রীতি সৎপাত্রে কন্যা দান করিবার নিয়ম হয়। তদনুসারে অসৎক্রিয়াশালী ব্যক্তির সন্তানবর্গ সমাজে হেয় হইয়া আছেন। রাজসাহী জিলার করঞ্জতগ্রামনিবাসী কাশীদাস-নামক কোন ব্যক্তি বারেন্দ্র কায়স্থ সম্বন্ধে পয়ারচ্ছন্দে এক-খানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখেন। ঐ পুস্তকের নাম ঠাকুর-পঞ্জিকা। ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বারেন্দ্র কায়স্থদিগের সমাজ-স্থান।—বাকাগ্রাম, বোধপুর ও বগুড়া দাসের সমাজ বলিয়া খ্যাত। নরদাসের তিন পুত্র, সেই তিন জন পৃথগন্ন, পৃথক্‌ক্রিয় হইয়া পৈতৃক বাসস্থান দাসগাঁতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত তিন গ্রামে বাস গ্রহণ করেন। নন্দীরা এক্ষণে পোতাজিয়ার নামে প্রসিদ্ধ। ঐ গ্রাম পাবনা জিলার অন্তর্গত। নন্দীবংশীয় রূপরায় সগোত্রে বিবাহ করেন। তন্নিবন্ধন তিনি সমাজে হেয় হইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া নিশ্চয় করাযায়, বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এই বংশের অন্য এক ব্যক্তি ভোজপুরে লালা কায়েতের কন্যা গ্রহণ করেন। তিনিও তন্নিবন্ধন সমাজে প্রথমতঃ অপাঙ্‌ক্তেয় থাকেন, পরে দলা-দলিসূত্রে এক পক্ষের আশ্রয়ে অজ্ঞাতকুলশীলের কন্যাগ্রহণ-রূপ অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই কন্যার সন্তানগণ কাকর নন্দী বলিয়া খ্যাত। ঠাকুর-পঞ্জিকায় যাহা লিখিত আছে তাহা এই—

শুনো মেরা বাই (ভাই) হাম পুছেঁ এক বাত।
খবরদার হোকে কহ আগু দেও কাত॥ ১২॥

হাম নেহি জানে কোর্মান্ গরমান্।
কাকরপাতমে দেওঙ্গে পরম পরমান্॥ ১৩॥

কাকরনন্দী থাকের মূল এই।

চাকীগণ চাকীগাঁতি পরিত্যাগ করিয়া ময়ূরহট্টে বাস করেন। করজতগ্রাম নাগদিগের আদি বসতিস্থান। তৎপরে শোলকোপা ও শরগ্রামে নিবাস হয়। দাসেরা সাধুখালীতে বহুদিন বাস করেন। চাকীরা সরিষা ও বাজুরসে অধিক কাল আবাস গ্রহণ করায়, ঐ দুই স্থানই তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া গণ্য। দত্তদিগের আদি বসতিস্থান বটগ্রাম। করতেঙ্গাগ্রাম সিংহদিগের আদি নিবাসভূমি। কাণশোণা গ্রাম দেবের সূতিকাগৃহস্বরূপ। দেবগণের মধ্যে শুকদেব তালুকদার, গুণাকর মণ্ডল ও আর্য্যবর রায় সদ্গুণসম্পন্ন বলিয়া বিশেষ খ্যাত। প্রথমের নিবসতিস্থল চড়িয়া গ্রাম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের বসতিস্থল তারাগুণা। বর্দ্ধনকুটীর রাজপরিবার আর্য্যবরের সন্তান। তাড়াশের ভূম্যধিকারীরা শুকদেব রায়ের অধস্তন সন্ততি। কাশীদাস নাগদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। নাগের আদিপুরুষ শিবনাথ রায়। তিনি জমীদার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র; একের নাম জটাধর, অপরের নাম কর্কট। কর্কট, জটাধর ও রূপরায় নাগমধ্যে শ্রেষ্ঠ। এতদ্ব্যতীত অন্য নাগ হীনমর্য্যাদাপন্ন। দেব ও নাগ বিষয়ে ঠাকুর-পঞ্জিকায় যে কারিকা আছে তাহা এই—

এই তিন কহিলাম দেবের বিস্তার।
ইহা বহির্ভূত দেব নাহি ব্যবহার॥ ১৪॥
তবে যদি কোন দেব পটীমধ্যে হয়।

তাহাকে করিবে শুদ্ধ অপদেব প্রায় ॥ ১৫ ॥
নাগমধ্যে রূপরায় আর সব ঢোঁড়া।
খোলকোপা নাগ যেন বিষতিয়া বোড়া ॥ ১৬ ॥
বিষতিয়া বোড়ার বিষ নীচ মুখে যায়।
তাহার তুলনা নাহি বুঝি শরগাঁয় ॥ ১৭ ॥

কায়স্থকুলপ্রদীপে বারেন্দ্র প্রকরণ সমাপ্ত।

বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ সমাজ।

ইহাঁদিগের আদিম বৃত্তান্ত ও উর্দ্ধতন বংশাবলীর পরিচয় উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থগণের লিখনস্থলে দেখ। (১০৯পৃ)

এখানে এই দুই শ্রেণীর সমাজগত কুলীন মৌলিকাদির বিশেষ বিশেষ বিবরণ লিখিত হইল।

মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ নিশাপতি ও প্রভাকর ঘোষ-বংশে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন। দশরথ বসুর অধস্তন ৫ম পুরুষ —শক্তি ও মুক্তি—বসুবংশের কুলতিলকস্বরূপে পরিচিত।

কালিদাস মিত্রের অধস্তন সন্তান ৮ম ধুঁই ও গুঁই (গুহ) মিত্রবংশের বংশধর বলিয়া সর্ব্বত্র মান্য। মহারাজ (লাক্ষ্মণেয়) লক্ষ্মণনারায়ণ সেনের নিকট ইহাঁরাই কুলমর্য্যাদা পাইয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের অনুগত ভৃত্যপঞ্চক ও তদীয় সন্তানগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি রাঢ় ও বঙ্গদেশে নিবাস গ্রহণ করেন তাহার বিবরণ যথা,—

ঘোষ—মকরন্দ ঘোষের পুত্র ভবনাথ ও সুভাবিত। ভবনাথ রাঢ় দেশে, সুভাবিত ও তৎপুত্র চতুর্ভুজ বঙ্গে বাসগ্রহণ করেন।

* বসু—দশরথ বসুর সন্তান কৃষ্ণ ও পরম। রাঢ় দেশে কৃষ্ণের সন্ততিবর্গ বাসস্থান গ্রহণ করেন। পরমের সন্তান লক্ষ্মণ ও পূষণ বঙ্গেই অবস্থান করেন। কালক্রমে কৃষ্ণ বসুর এক প্রপৌত্র অলঙ্কার বসু রাঢ় দেশ হইতে বঙ্গে প্রস্থানপূর্ব্বক তথায় আবাস গ্রহণ করেন; তদবধি তদীয় সন্ততিবর্গ বঙ্গজ বলিয়া খ্যাত। দশরথ বসুর অন্য দুইজন বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাঢ় দেশে বাস করেন; তন্মধ্যে প্রথমের নাম শক্তি, দ্বিতীয়ের নাম মুক্তি। অলঙ্কার বসু ইহাঁদিগের কনিষ্ঠ সহোদর।

মিত্র—কালিদাস মিত্র। ইহাঁর দুই পুত্র, একের নাম অশ্বপতি ও অপরের নাম শ্রীধর। অশ্বপতি জ্যেষ্ঠ। ইনি বঙ্গে অবস্থিতি করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম তারাপতি। শ্রীধর রাঢ়দেশে বাস করেন।

গুহ—দশরথ গুহ, ইনি বঙ্গে বাস গ্রহণ করেন। উত্তর কালে ইহাঁর একজন অধস্তন সন্তান রাঢ় দেশে গমন করেন; তাঁহার নাম বিরাজ।

দত্ত—পুরুষোত্তম দত্ত, ইহাঁর পুত্র নারায়ণ, ইনি রাঢ়দেশেই থাকিলেন। বালী, বট ও নওয়াদার দত্ত প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থগণের সমাজাদির কারিকা দেখিলে জানা যায় যে, পুরন্দর বসু খাঁ কর্ত্তৃক ২২টী সমাজ নির্ণীত

হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী কালে যে সকল সমাজ কল্পিত হই-য়াছে, সেগুলি উপসমাজ বলিয়া খ্যাত। যথা

তের পুরুষ উপর, আছিল সবার।
করণেতে সমতুল, না ছিল বিচার॥
তেরোর্ পর্য্যা হতে, পর্য্যা নির্ণয়।
পর্য্যা মিলাইয়া, বিবাহ যে নিশ্চয়॥
পর্য্যা বাঁধিল ঈশান সুত গোষ্ঠীপতি।
যেখানে যে ছিল তথা, করিলেন স্থিতি॥
আকানায় প্রভাকর, বালী নিশাপতি।১।২। সমাজ।
ঘোষ মকরন্দের, অধস্তন সন্ততি॥
শক্তি মুক্তি বাবাণ্ডায়, মুক্তি মাইনগর।৩।৪। সমাজ।
দশরথ সন্ততির, এই অবসর॥
ধুঁইমিত্র বড়িষা গুঁইমিত্র ট্যাকা (টাকী)।৫।৬ সমাজ।
তিন কুল ছ সমাজ, কায়স্থের লেখা॥
সেইমত সপ্তঘর, মৌলিক বিচার।
আর সব কায়স্থের, কৌস্তভে প্রচার॥
দে দত্ত কর পালিত, সেন সিংহ দাস।
যথা যার স্থিতি তার, নামে কর বাস॥
মিত্রপুর, কর্ণপুর, নীলপুরের দে।৭।৮।৯ সমাজ।
বালী বট নওয়াদা, দত্ত কহে কুল দে॥১০।১১।১২ ঐ
পেলুটীতে কর, কোণা বারাসতে পালিত।১৩।১৪।১৫ ঐ
আন্দুর ময়দে দুই সিংহের বসিত॥১৬।১৭ ঐ
শাকরুণ জিওড়, লক্ষ্মীপুরের দাস।১৮।১৯।২০ ঐ
দিগ্রুঙ্গ শাঁকোতে, সেনের হৈল বাস।২১ ঐ

কুলীন মৌলিক লয়ে বাইশ নিশ্চয়।
বঙ্গেতে রহিল বঙ্গ, গুহ মহাশয় ॥২২ সমাজ।
ইহা বাদে যার যত সমাজ আছয়।
উপসমাজ বলি তা পুরন্দর কয় ॥ কায়স্থকুলপ্রদীপ।

কোণা ও শুষুণীর দত্ত প্রসিদ্ধ। কিন্তু উহা উপসমাজ বলিয়া গণ্য। কোণা হাবড়া জিলার অন্তর্গত ও হাবড়ার নিকটবর্ত্তী। শুষুণী বর্দ্ধমান জিলায়। কোণার দত্ত কাশ্যপ গোত্র, বালীর দত্ত ভরদ্বাজ গোত্র। নওয়াদার দত্ত মৌদ্গল্য গোত্র। কোণার দত্তেরা গোগ্রাস কালিদাসের সন্তান। শুষুণীর দত্তেরাও কোণার দত্তদিগের জ্ঞাতি। ছিনি আকনার ঘোষ মধ্যে ভূত প্রেত উপাধি আছে। তাহারা পিতৃবিদ্বেষ্টা বলিয়া ঘটককর্ত্তৃক নিষ্কুল হয়।

দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থগণের সমাজাদির বিবরণ যথা,—

বংশ	সমাজসংস্থাপক	সমাজ	জিলা
ঘোষ	নিশাপতি	বালী	হুগলী
	তারাপতি*	জঙ্গল বাদাল,	যশোহর
		আক্না*	হুগলী

* হুগলীজিলায় ছিনি আকনা বলিয়া আর একখানি গ্রাম আছে। তথাকার কায়স্থগণ লাঙ্গুলে কায়েত বলিয়া খ্যাত। কায়স্থের সমাজ যে আকনা উহা শ্রীরামপুর ও মাহেশের নিকটবর্ত্তী। যথা—

কায়েতের বড় তারা ভাই, ছিনি আকনায় কায়েত নাই।
যদি আছেন কল্যাণদত্ত, তিনি কিছু লাঙ্গলে ভক্ত ॥
নষ্ট মেড়ের দুষ্ট খেঁই, ছিনি আক্নায় কায়েত নেই।
যদি আছেন কল্যাণ দত্ত, তিনি কিছু লাঙ্গলে ভক্ত ॥ প্রবাদবাক্য।

বসু	শক্তি	বাঘণ্ডা	হুগলী
	মুক্তি	মাইনগর	(থানাকুল) ঐ
মিত্র	শ্রীধরের সন্তানগণ (টাকী নামে খ্যাত)	বড়িষা, ট্যাকা	২৪ পরগণা
গুহ	দশরথ	যশোহর	যশোহর
দত্ত	পুরুষোত্তম	বালী	হুগলী
		বট	২৪ পরগণা
		নওয়াদা	বর্দ্ধমান

দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ বসু ও মিত্র কুল-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। দত্ত অহঙ্কারহেতু পঞ্চ ব্রাহ্মণের নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন।
বিপ্রসঙ্গে থাকি করি তীর্থ পর্য্যটন॥" } ১১৪।১১৫ পৃষ্ঠ দেখ।

সেই অপরাধে ইনি রাজা কর্ত্তৃক কৌলীন্যাধিকার বিষয়ে বঞ্চিত হয়েন। সুশীলতাই কৌলীন্যের নিদানভূত।

রাজা কন নবগুণ কুলীনের মূল।
বিনয় অভাবে দত্ত হইলা নিষ্কুল॥ কায়স্থকৌস্তুভ।

গুহ অবিনয় হেতু রাঢ়দেশে কুলমর্য্যাদা প্রাপ্তি বিষয়ে অকৃতার্থ হয়েন। তদনুসারে দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থগণের মধ্যে দত্ত এবং গুহ মৌলিক মধ্যে গণ্য, এবং সন্মৌলিক অর্থাৎ সিদ্ধ-মৌলিক রূপে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন। ঘোষ, বসু ও মিত্র অতিশিষ্ট বলিয়া আদিশূরের সময়েই গুণের গৌরবে কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়েন। ঘোষ, বসু ও মিত্র ইহাঁরা নিজ পরিচয় নিজে দেন নাই, প্রভুগণ দিয়াছিলেন। সুতরাং শিষ্টতা লক্ষিত হইয়াছিল। দত্ত নিজ পরিচয় নিজে দেন এবং ভৃত্যভাব অস্বীকার

করায় অভদ্রতা প্রকাশনিবন্ধন আদিশূর কর্ত্তৃক হীনমর্য্যাদ হয়েন।*

"যথা—ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ী॥" কায়স্থকৌস্তুভ।

দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের মধ্যে যেমন গুহের কৌলীন্য নাই, সেইপ্রকার বঙ্গজ শ্রেণী মধ্যে কালক্রমে ও কোন হেতুবশতঃ মিত্রবংশের কৌলীন্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তদনুসারে তথায় মিত্রগণ মৌলিক মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

গুহ প্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু দাসত্ব অস্বীকার করেন নাই। এই হেতু তিনি দক্ষিণরাঢ়ী-দিগের নিকট হাস্যাস্পদ হয়েন। কিন্তু প্রভুগণের আদেশক্রমে পরবর্ত্তী কালে বঙ্গে কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন।

ইহাঁদিগের মধ্যে কুলীনগণ আবার মুখ্য, মধ্যল বা দ্বিতী-য়াংশ ও তৃতীয়াংশাদি রূপে গণনীয় হয়েন। উহা আদ্যরসের বিচারস্থলে দেখ। এখানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, মিত্র-বংশে মুখ্য কুলীন নাই, (১ম শ্রেণীর) ঘোষ ও বসু বংশে আছে।

ঘোষ বংশ—জঙ্গল বাদালে। এই স্থান যশোহর জিলার অন্তর্গত।

খানাকুলের সর্ব্বাধিকারীরা বসুবংশসম্ভূত। ইহা জিলা হুগ-লীর অন্তর্গত।

কায়স্থ-কৌস্তভের মতে আট ঘর শুদ্ধ মৌলিক। যথা—দেব, (দে) দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও গুহ। শব্দকল্পদ্রুম

---

* অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী ইত্যাদি ১১৫ পৃষ্ঠ দেখ।

এই আট ঘরকে দক্ষিণরাঢ়ীদিগের মৌলিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবং বঙ্গজদিগের শুদ্ধ মৌলিক গণনাস্থলে গুহ এবং করের পরিবর্ত্তে নাগ ও নাথকে সমাবিষ্ট করিয়াছেন্। যথা,—

"বসু র্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসো দেবস্তথা সেনঃ পালিতঃ সিংহ এব চ॥
এতে দ্বাদশবিধাঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধাঃ।

শব্দকল্পদ্রুমধৃত কায়স্থকুলপঞ্জিকার বচন।

দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে কতকগুলি ন্যূনকল্প মর্য্যাদাপন্ন কায়স্থ আছেন, তাঁহাদিগকে ৭২ বাহাত্তুরে কায়স্থ শব্দে নির্দ্দেশ করে। তাঁহাদিগের নাম যথা,—

১ নাগ, ২ পাল, ৩ আদিত্য, ৪ রাণা।
৫ শর, ৬ ধর, ৭ বর্দ্ধন. ৮ শানা।
৯ রাজ, ১০ হোড়, ১১ হুই, ১২ দানা।
১৩ ব্রহ্ম, ১৪ তেজ, ১৫ ভঞ্জ, ১৬ শানা।
১৭ ক্ষুর, ১৮ শর্ম্ম, ১৯ নন্দী, ২০ রাহুত।
২১ বন্দী, ২২ গুপ্ত, ২৩ রাহা, ২৪ মাহুত।
২৫ আইচ, ২৬ রুদ্র, ২৭ সোম, ২৮ শুঁই।
২৯ ভূত, ৩০ প্রেত, ৩১ দাঁহা, ৩২ গুঁই।
৩৩ চন্দ্র, ৩৪ শীল, ৩৫ তোষ, ৩৬ সাম।
৩৭ কুণ্ড, ৩৮ বিষ্ণু, ৩৯ ভদ্র, ৪০ জাম।
৪১ সুর, ৪২ রক্ষিত, ৪৩ ধরণী, ৪৪ বাণ।
৪৫ বিন্দু, ৪৬ ধর, ৪৭ বল, ৪৮ উপমান।
৪৯ ওম, ৫০ লোধ, ৫১ বর্ম্ম, ৫২ খিল।

৫৩ অঙ্কুর, ৫৪ বন্ধু, ৫৫ শাঁই, ৫৬ পিল।
৫৭ হেশ, ৫৮ মন্নু, ৫৯ ইন্দ্র, ৬০ গণ্ড।
৬১ আঢ্য, ৬২ বীদ, ৬৩ নন্দন, ৬৪ চণ্ড।
৬৫ বইশ, ৬৬ বীজ, ৬৭ অর্ণ, ৬৮ ক্ষেম।
৬৯ আগ, ৭০ শক্তি, ৭১ শনি, ৭২ হেম।
৭৩ বঙ্গ, ৭৪ কীর্ত্তি, ৭৫ যশ, ৭৬ ধন্নু।
৭৭ গণ, ৭৮ ক্ষাম, ৭৯ ক্ষোম, ৮০ হন্নু।
৮১পূত্রি, ৮২ভূত্রি, ৮৩নাদ, ৮৪হোম, ৮৫হাতি, ৮৬ ঢোল, ৮৭দূত।
বঙ্গজেতে ৮৮ গুণ, ৮৯ মন্নু, আরো ৯০ রাজপূত।

ইহাদিগকে লইয়া যখন ৭২ গণনা করে, তখন ভূত, প্রেত ও দানাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন নাগ, পাল, নাথ, সোম ও চন্দ্র শুদ্ধ মৌলিক শ্রেণীতে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন এবং সন্মৌলিক মধ্যে বিশেষ খ্যাত। রক্ষিত ও রাজপূত এই দুই ঘরকেও ৭২ হইতে বাদ দিতে হয়। ক্ষাম, ক্ষোম, হন্নু ও মন্নু এই চারি ঘর ভূত, প্রেত ও দানার অন্তর্গত। সুতরাং ভূত, প্রেত, দানা, নাগ, পাল, নাথ, সোম, চন্দ্র, পূত্রি, ভূত্রি, নাদ, হোম, হাতি, ঢোল, দূত, গুণ, রক্ষিত ও রাজপূত এই ১৮ ঘরকে বাদ দিলে ৭২ মাত্র থাকে।

কায়স্থদিগের উৎপত্তিস্থলে কয়েকটী বংশের আদিপুরুষের নাম দেওয়া গিয়াছে। তদনুসারে নাগ, নাথ ও দাস করণের সন্তান। দেব, সেন, পালিত ও সিংহ মৃত্যুঞ্জয়ের তনুজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কায়স্থদিগের আদিপুরুষ চিত্রসেন। ইনি চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্রের সহোদর। ইহাঁদিগের পিতার নাম কায়স্থ, তদনুসারেই ইহাঁরা কায়স্থ সংজ্ঞা ভজনা করেন। কায়স্থের পিতার

নাম প্রদীপ, ইনি শূদ্রক মুনির পৌত্র ও হীমের পুত্র। শূদ্রকের পুত্র হীম।

দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে আচার ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। তবে যে, কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য দেখা যায়, সে কেবল পৃথক্ পৃথক্ দেশে বাস নিবন্ধন সামান্য ইতরবিশেষ ও প্রকারভেদ মাত্র, বস্তুতঃ এক।

বঙ্গজদিগের মধ্যে ৭২ অপেক্ষা অনেক অধিক মৌলিক কায়স্থ আছে। সুতরাং ৯০ অপেক্ষাও অধিক দেখা যায়। কিন্তু একটী অপরটীর শাখা বা প্রশাখামাত্র। তন্মধ্যে ২২ ঘরের আদিপুরুষগণের অধস্তন সন্ততিবর্গ বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ী এই উভয়ের মধ্যেই বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন। যথা—

বংশ	বংশের আদিপুরুষ	বংশ	বংশের আদিপুরুষ
১ নাগ	দশরথ	১২ কর	দামোদর
২ নাথ	মহানন্দ	১৩ দাস	উষাপতি
৩ দাস	চন্দ্রশেখর	১৪ পালিত	জন
৪ সেন	গঙ্গাধর	১৫ চন্দ্র	নারায়ণ
৫ পাল	আরব	১৬ সোম	বংশধর
৬ রাহা	কৃষ্ণ	১৭ সিংহ	রত্নাকর
৭ ভদ্র	দিগম্বর	১৮ রক্ষিত	নারায়ণ
৮ ধর	ব্যাস	১৯ অঙ্কুর	বেদগর্ভ
৯ নন্দী	প্রভাকর	২০ বিষ্ণু	দৈত্যারি
১০ দেব	কেশব	২১ আঢ্য	ত্রিলোচন
১১ কুণ্ড	অধিপতি	২২ নন্দন	উষাপতি।

কুলীন।

কুলীন ৯ প্রকার যথা—মুখ্য, জন্মমুখ্য, বাড়ীমুখ্য, কনিষ্ঠ ছভায়া, মধ্যাংশ, তেওজ-কনিষ্ঠ, দ্বিতীয় পুত্র-ছভায়া, দ্বিতীয় পুত্র ৭ম মধ্যাংশ ও দ্বিতীয় পুত্র তেওজ।

দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ মধ্যে প্রধানতঃ তেরটী দোষ আছে, সে কয়েকটীর নাম যথা—

দেবী, গৌরী, গঙ্গা, ভৈরবী, ভাস্করী, বলায়ী, চণ্ডীদাসী, শ্রীনাথী, শ্রীকরী, বিষ্ণুদাসী, হৃদয়দাসী, কন্দর্পী ও সতানন্দী।

এই দোষগুলি ১২ পর্য্যায় পর্য্যন্ত বিশেষ ধরাধরি ছিল না। ১৩ পর্য্যায় অবধি বিশেষ ধরাধরি ও আঁটাআঁটি হয়।

এই সময়ে পুরন্দর (খাঁ) বসু এক নিয়ম করেন যে, কোন ব্যক্তিই আর সমান পর্য্যায়ের বর ও কন্যা ব্যতীত বিবাহ দিতে পারিবেন না। তদবধি সমান সমান পর্য্যায়ে বর ও কন্যায় পাণিপীড়ন হইয়া আসিতেছে। পুরন্দর বসু দেবীবর ঘটকের সমসাময়িক লোক ছিলেন।

দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ সামান্যতঃ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত; প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় মৌলিক। ঘোষ, বসু, মিত্র —এই তিন ঘর কুলীন কায়স্থ। মৌলিকের বিষয় পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। মৌলিক আবার দ্বিবিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য। দে, দত্ত, কর, সিংহ, সেন, দাস, গুহ, পালিত এই আটঘর সিদ্ধ মৌলিক। এবং সোম, রুদ্র, পাল, নাগ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহা, কুণ্ড, ধর, চন্দ্র, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ প্রভৃতি যে বাহাত্তর ঘর কায়স্থ আছেন, তাঁহারা মৌলিক। সাধ্য মৌলিকেরা মর্য্যাদাবিষয়ে সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সিদ্ধ

মৌলিকেরা সম্মৌলিক, ও সাধ্য মৌলিকেরা বাহাত্তুরিয়া বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবাহের স্থূল ব্যবস্থা এই;—কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রকে কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে হয়; মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে তাঁহার কুলভ্রংশ ঘটে। কিন্তু প্রথমতঃ কুলীনকন্যা বিবাহ করিয়া মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে কুলের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কুলীনের অপর পুত্রেরা মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন, এবং সচরাচর তাহাই করিয়া থাকেন। মৌলিকমাত্রের কুলীন পাত্রে কন্যাদান ও কুলীনকন্যাবিবাহ করা আবশ্যক, কিন্তু মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান হইলে, তাদৃশ আদান প্রদানকারীদিগকে কায়স্থসমাজে কিছু হেয় হইতে হয়। পর্য্যায়বন্ধনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিল না, এবং নিতান্ত দোষাবহ বলিয়াও পরিগৃহীত হইত না।*

দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ কুলীনের আদ্যরস।

মৌলিকেরা কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র প্রভৃতিকে কন্যাদান করিয়া থাকেন। কিন্তু কতিপয় মৌলিক পরিবারের সঙ্কল্প এই, যে, কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রকে কন্যা দান করিতে হইবেক।

* মিত্রবংশের উপরে যে প্রবাদবাক্য আছে তাহা এই—
মুড়ালে মাতা উঠিবে চুল, মুস্তফীর হবে না কখন কুল।
গোঁড়পাড়ার নন্দকিশোর দেবগ্রামের পাঁচু।
আর যত মিত্র আছেন কচু আর ঘেঁচু॥

কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রথমে মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন না, কুলীনকন্যাবিবাহ দ্বারা যাঁহার কুল রক্ষা হইয়াছে, মৌলিক কায়স্থগণ তাঁহাকে কন্যাদান করেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র এইরূপে মৌলিকগৃহে যে দ্বিতীয় সংসার করেন, তাহার নাম আদ্যরস; আর যে সকল মৌলিকের গৃহে এইরূপ বিবাহ হয়, তাঁহাদিগকে আদ্যরসের ঘর বা কুলপালক শব্দে নির্দ্দেশ করে। কুলপালকেরাই প্রায় সমাজের অধিপতি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত থাকেন। ইহাঁদিগের সন্তানগণ যে সভায় উপস্থিত থাকেন সে সভায় সর্ব্বাগ্রে তাঁহারাই মাল্যচন্দন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ সকল কার্য্যে তথায় তাঁহারা যজ্ঞেশ্বরস্বরূপ।

দৌহিত্রগণের মুখ্য কুলমর্য্যাদাপ্রাপ্তি হেতু আদ্যরসের মৌলিক ঘরের সম্মান অধিক হয়, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সভামধ্যে পূজা প্রাপ্ত হন। এই অভিমানটুকু আছে বলিয়াই ইহাঁদিগের সমাজবন্ধনের গ্রন্থি বিশেষ কঠিন হইয়া আছে। এমন কি, অনেক সময়ে ভগিনীপতিকে শ্যালকের বিবাহের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতে হয়। শ্যালক যদি কুলীনের কন্যা বিবাহ না করিতে পারেন, তবে ভগিনীপতির কুলপর্য্যন্ত দুষিত হয়।

মুখ্য কুলীন—

কায়স্থের মুখ্য ও গৌণ কুল।

মুখ্য কুলীন চারিপ্রকার। জন্মমুখ্য ১, বাড়ীমুখ্য ২, সহজমুখ্য ৩, ও কোমল মুখ্য ৪।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রথম সন্তান, জন্মমুখ্য, দ্বিতীয় পুত্রের প্রথম

সন্তান বাড়ীমুখ্য। সৎক্রিয়া ব্যতীত বাড়ীমুখ্য উপাধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

১। বংশের মধ্যে যাঁহারা জন্মানুসারে ধারাবাহিক প্রথম সন্তান বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারাই জন্মমুখ্য।

২। বাড়ীমুখ্য—জন্মমুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র। ইহাঁরা সৎকার্য্যদ্বারা এই সম্মানটী প্রাপ্ত হন। সৎকার্য্য না করিলে এইরূপ মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য বলিয়া সমাজমধ্যে পরিগণিত হইবার অধিকারী নহেন।

৩। সহজমুখ্য—বাড়ীমুখ্যের প্রথম পুত্র সহজ সংজ্ঞার অধিকারী। এবং সৎক্রিয়াদ্বারা জন্মমুখ্যের সদৃশ হয়েন।

৪। কোমলমুখ্য—জন্মমুখ্যের চতুর্থ সন্তানকে কোমল-মুখ্য কহা যায়। উত্তমরূপে আদান প্রদান না করিতে পারিলে ইহাঁরাও কোমলমুখ্যরূপ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন না।

গৌণকুল বা অপেক্ষাকৃত ন্যূনমর্য্যাদাপন্ন কুলীন।

মধ্যাংশ—জন্মমুখ্যের পঞ্চমাদি সন্তানগণ মধ্যাংশ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

মধ্যাংশ তেওজ—বাড়ীমুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রকে মধ্যাংশ তেওজ কহে।

ছভায়া—কোমলমুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তানের নাম ছভায়া। গৌণকুলীন মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়, এজন্য ঐগুলি পরিত্যাগ করা গেল। যাঁহার এবিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আবশ্যক, তিনি কায়স্থকৌস্তুভ, কায়স্থপ্রদীপ, কায়স্থদীপিকা ও শব্দকল্পদ্রুম দেখিবেন।

এইগুলি লইয়াই দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের আদ্যরসের রসগ্রহ

হয়। দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের জ্যেষ্ঠ পুত্রে কুলমর্য্যাদা অধিক। বঙ্গজদিগের আদ্যরস নাই এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বারা কুলরক্ষা বা কুলক্ষয় হয় না, এবং শ্যালকের কুলরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইতেও হয় না, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। নিজ নিজ দোষ-গুণের ভাগী নিজেই। তন্নিবন্ধন অন্যের কুল ক্ষয় বা বৃদ্ধি পায় না। দক্ষিণ-রাঢ়ীর সহিত বঙ্গজদিগের এইমাত্র প্রভেদ, নতুবা অন্য কোন বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না।

এক্ষণে দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজে পরস্পর আদান প্রদান চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের এক শাখা উড়িষ্যায় বাস করিয়াছেন। বঙ্গদেশের কায়স্থগণ তাঁহাদিগকে কটকী কায়েত শব্দে নির্দ্দেশ করেন। কটকী ও উড়িয়া কায়েত পরস্পর পৃথক্ পদার্থ। উড়িয়া কয়েতদিগের উপাধি মাইতি। কটকী কায়েতদিগের উপাধি ঘোষ, বসু, মিত্র ও দত্তাদি। কটকী-কায়েতদিগকে উড়িয়া কায়েতগণ "কেরা বণ্ডাড়ী" স্থলবিশেষে "বণ্ডাড়ী বাবু" শব্দেও নির্দ্দেশ করে। সেটা ভয় বা সম্মান হেতু বলিয়া থাকে। কটকী-কায়েতদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের আদান প্রদান হইয়া থাকে। রঙ্গপুর জিলার মাহিনগরের জমীদার-গণ কটকী কায়েত, কিন্তু ইহাঁদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের সহিত পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। সুতরাং ইহাঁরাও দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ। থানাকুলের সর্ব্বাধিকারীরা পূর্ব্বে কটকী কায়েত শব্দে অভিহিত হইতেন। সর্ব্বাধিকারী উপাধিটী নবাবদত্ত। এই উপাধি সামান্য নহে, প্রধান মন্ত্রিপদের পরিচায়ক। থানাকুলের বসু বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা-

বাহিক ক্রমে উড়িষ্যার নবাবদিগের প্রধান সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন এবং দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টারী প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান কার্য্যে তাঁহাদিগের সর্ব্বতোমুখী কার্য্যকারিতা থাকিত বলিয়া নবাবের নিকট হইতে সর্ব্বাধিকারী এই শ্রেষ্ঠ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। নবাবদত্ত উপাধি কেবল নিজস্ব নহে। উহা উত্তরাধিকারিত্বে সংক্রমিত হয়। তদনুসারে সকলেই অবাধে পূর্ব্বপুরুষদিগের উপাধি পাইয়া আসিতেছেন।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থগণের মধ্যে যে সকল মহাপুরুষ অতিশয় বিখ্যাত, তাঁহাদিগের নামাদির বিবরণ যথা—

ঘোষবংশে(১) মকরন্দ মূল। পুত্র (২) ভবনাথ ও সুভাষিত। ভবনাথ বঙ্গজ কায়স্থের আদিপুরুষ। (২) সুভাষিত দক্ষিণ রাঢ়ীদিগের আদিম ব্যক্তি। কেহ কেহ তৎপুত্র(৩) চতুর্ভুজকেও আদি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মকরন্দের অধস্তন অষ্টম পুরুষ নিশাপতি ও প্রভাকর অতি প্রসিদ্ধ।

বসুবংশে (১) দশরথ মূল। (২) কৃষ্ণ ও পরম—পুত্র। কৃষ্ণ বসুর পুত্র ভব (৩), তৎপুত্র হংস (৪), হংসসন্তান শক্তি, মুক্তি ও অলঙ্কার বসু (৫)। মুক্তি মাইনগরের বসু। (৫) অলঙ্কার-পুত্র মধু (৬), তৎপুত্র গুণাকর (৭), পৌত্র অনন্ত (৮)।

(১) দশরথপ্রমুখ (২) পরম-বংশ—পুত্র (৩) লক্ষ্মণ ও পূষণ। (৪) পূষণ-পুত্র দিবাকর। পৌত্র (৫) বাহুবট। প্রপৌত্র (৬) মনোপন্থ। বৃদ্ধপ্রপৌত্র (৭) অহঃপতি। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র (৮) সুরেন্দ্রনারায়ণ। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র (৯) শ্রীকণ্ঠ। অধস্তন (১০ম) থাক। অধস্তন (১১শ) চক্রপাণি। (১২শ) মার্কণ্ডেয়। (১৩শ) উমাপতি। (১৪শ) বলভদ্র, ইনি চন্দ্রদ্বীপ-বাসী।

চন্দ্রদ্বীপ-বাসী বঙ্গজ বসুবংশে (১) দশরথ বসু মূল। (২) রায় পরমানন্দ বসু—পুত্র। (৩) রাজা জগদানন্দ—পৌত্র। (৪) রাজা কন্দর্প—প্রপৌত্র। (৫) রাজা রামচন্দ্র—বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। যশোহর নগরের বিখ্যাত প্রতাপাদিত্য ইহাঁর জামাতা। প্রতাপাদিত্য-পুত্র কীর্ত্তি ও বাসুদেব। বাসুদেব-পুত্র প্রেম-নারায়ণ রায়।

বসুবংশের দশরথ-সন্তান (৪র্থ) হংসপ্রমুখ (৫ম) মুক্তি বংশ। দামোদর (৬ষ্ঠ)। অনন্ত (৭ম)। গুণাকর (৮ম)। গুণাকর-সন্তান লক্ষ্মণ ও শ্রীপতি (৯ম)। লক্ষ্মণসুত মহীপতি (১০ম) মহীপতির পুত্রের নাম মহামতি (১১শ)। পৌত্র ঈশান (১২শ)। প্রপৌত্র পুরন্দর খাঁ (১৩শ)। ইনিই কায়স্থকুলের পর্য্যায় বন্ধন করেন।

বসুবংশের গুণাকর-প্রমুখ শ্রীপতি-বংশ (৯ম)। তৎপুত্র যজ্ঞেশ্বর (১০ম)। পৌত্র ভবানী (১১শ)। প্রপৌত্র গুণরাজ খাঁ (১২শ)। ইহাঁর সহিত (১৩শ) পুরন্দর খাঁর ভ্রাতৃপুত্র সম্বন্ধ।

মিত্রবংশ—কালিদাস আদিপুরুষ (১ম)। তৎপুত্র অশ্বপতি ও শ্রীধর (২য়)। অশ্বপতি-পুত্র তারাপতি (৩য়)। শ্রীধরের পুত্র (৩য়), পৌত্র (৪র্থ), প্রপৌত্র (৫ম), বৃদ্ধপ্রপৌত্র (৬ষ্ঠ) ও অতি-বৃদ্ধপ্রপৌত্র (৭ম); এই কয় পুরুষ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন না। তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের নাম কুলপ্রদীপে নির্দ্দিষ্ট নাই। শ্রীধরের বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র (৮ম) ধুঁই ও গুঁই অতিপ্রসিদ্ধ। ঐ কয় পুরুষ অপ্রসিদ্ধহেতু কেহ কেহ বলেন—

দত্তপুলের নন্দরাম, গোঁড়পাড়ার পাঁচু।
আর সব মিত্র যারা, কচু আর ঘেঁচু॥
মুড়ালে মাতা উঠিবে চুল, কিন্তু মুস্তফীর না হবে কুল॥

গুহবংশ—দাশরথি আদিপুরুষ (১ম)। তৎপুত্র বিরাট (২য়)। পৌত্র ভরত (৩য়)। প্রপৌত্র নীলাম্বর (৪র্থ)। বৃদ্ধপ্রপৌত্র পাঁচু (৫ম)। তৎপুত্র তপন ও ভাগ্যবান্ (ভাগু) (৬ষ্ঠ)। তপন-সুত শঙ্কু (৭ম)। পৌত্র অংশু (৮ম)। প্রপৌত্র গজপতি (৯ম)। বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ছকড়ী (১০ম)। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র রামচন্দ্র (১১শ)। রামচন্দ্রের তিন পুত্র—ভব, গুণ ও শিব (১২শ)। ইহাঁরা দাশরথি হইতে ধারাবাহিক অধস্তনপুরুষ। ইহাঁদিগের উপাধি সদানন্দ। ভবানন্দ-সুত বিক্রমাদিত্য (১৩শ)। তৎপুত্র শ্রীহরি (১৪শ)। তৎপুত্র প্রতাপাদিত্য (১৫শ)। উদয়াদিত্য ও মুকুটাদিত্য (১৬শ)।

(১২শ) গুণানন্দ-সুত রাজা বসন্ত রায় (১৪শ)। ইহাঁর পুত্র চাঁদ রায়, রাঘব রায়, ও কচু রায় (১৫শ)।

চন্দ্রদ্বীপের গুহবংশের ভাগ্যবান্ (বা ভাগু) (৬ষ্ঠ)। তৎপুত্র গুণ্ড (৭ম), পৌত্র উদয় (৮ম), প্রপৌত্র গোবিন্দরাম (৯), বৃদ্ধ-প্রপৌত্র নরপতি (১০ম), অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র নরপতি (১১শ), বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র রামেশ্বর ও মুকুট (১২শ), মুকুটপুত্র শ্রীনাথ (১৩শ), পৌত্র জিতামিত্র (১৪শ), প্রপৌত্র সৃষ্টিধর (১৫শ)। ইনি মগ ও ফিরিঙ্গীদিগকে জয় করিয়া দেশমধ্যে ঠাকুর উপাধি লাভ করেন; তদবধি এই বংশের অধস্তন ব্যক্তিবর্গ ঠাকুরতা উপাধিতে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণের উপাধি হইতে বিশেষ করিবার জন্য 'তা' এই অক্ষরটী সংযোজিত হইয়াছে।

দত্তবংশে নারায়ণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন না। ইনি পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র।

দত্ত সমাজের মধ্যে বালীর দত্তই শ্রেষ্ঠ এবং সকল দত্ত সমাজের নেতা ও আদি। বালীর দত্ত উপলক্ষমাত্র, নতুবা সকল দত্তকেই নিষ্কুল করা হয়।

ঘোষ বসু গুহ মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ী ॥

এই কথা দ্বারা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কান্যকুব্জাগত বিপ্রপঞ্চকের সহিত যে পুরুষোত্তম দত্ত আসিয়াছিলেন, তিনি কদাচ ভৃত্যভাব অস্বীকার করেন নাই। সাত আট পুরুষ পরে যখন কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদত্ত হয় এবং যখন দত্তেরা বালীর দত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তখনই নিম্নলিখিত কথা হয়। যথা—

দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন।
বিপ্র সঙ্গে থাকি করি তীর্থ পর্য্যটন ॥

যদি দেশভ্রমণমাত্রই তাঁহার অভীষ্ট ছিল, তাহা হইলে তিনি কেন অবমানিত হইয়া বঙ্গদেশে থাকিবেন। তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেই পারিতেন। কৌলীন্য-মর্য্যাদা-প্রাপ্তি জন্য ব্যগ্রতা দেখাইবেন কেন? বিশেষতঃ কান্যকুব্জাগত ব্যক্তি হুগলী জিলার অন্তর্গত বালীর দত্ত বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে অবশ্য লজ্জিত হইতেন। তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ যখন বল্লালের নিকট কৌলীন্য-প্রাপ্তির জন্য লালায়িত ছিলেন, সেই সময়েই এই কথা রচিত হয়। পুরুষোত্তম দত্ত এ কথা বলিলে রাজা তাঁহাকে কদাচ বাসস্থল দিতেন না। বল্লালের সময় পুরুষোত্তমের অনেক বংশাবলী হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদিগের শাস্তিমানসে দত্তমাত্রকে অকুলীন করিলেন। বালীর দত্ত এই

শব্দটী উপলক্ষমাত্র। যদি তাহা না হইবে, তবে কেন দত্তমাত্রের নিষ্কুলতা ঘটিল?

বঙ্গজ কায়স্থ।

গুহ, ঘোষ, বসু কুলীন। পূর্ব্বকালে মিত্রবংশেও কৌলীন্য ছিল। মিত্রগণ এক্ষণে মৌলিক-মধ্যে পরিগণিত। দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস এই চারি ঘর বঙ্গজদিগের মধ্যে মধ্যম বলিয়া খ্যাত। অর্থাৎ ইহাঁরা কুলীন ও বাহাত্তুরে উভয় শ্রেণীর মধ্যেই আদান প্রদান করিতে পারেন। কুলীনগণ বাহাত্তুরেদিগকে কন্যাদান করিতে পারেন না।

সেন, সিংহ, দে ও রাহা এই চারি ঘরকে মহাপাত্র সংজ্ঞায় অভিহিত করে। ইহাদিগের সহিত কুলীনগণের আদানপ্রদানে মর্য্যাদার হানি হয়, কিন্তু একেবারে কুলধ্বংস ঘটে না। তিন পুরুষ এরূপ অকার্য্য চলিলে কুলচ্যুতি ঘটে।

বঙ্গজ সমাজে কর, ধর, ভদ্র, নন্দী, দাঁ (দাম), পাল, চন্দ্র, পালিত, নন্দন, কুণ্ড, সোম (সোঁ), রক্ষিত, আদ্য (আঢ্য), কুরু ও বিষ্ণু এই কয়েক ঘরকে সামান্য মৌলিক কহে।

এই সাতাইশ ঘর ব্যতীত অন্য যত কায়স্থ আছে, তাহার অধিকাংশই দক্ষিণ-রাঢ়ী বাহাত্তুরে কায়স্থের মধ্যে অন্তর্ভূত হয়, এজন্য তাহাদিগের পৃথক্ নামোল্লেখ করা গেল না। যেগুলি দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের মধ্যে নাই, তাহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করা গেল। যথা—

ভূতক, লাহা, কুন্দ, ক্রন্দ, সুবুদ্ধিদ, হীরা, ঈর্ষা, চম্পক,

গুক, অনন্ত (অদো), হল, হরি, কুশ, মাঝি, মালী, হাতী ও অঙ্গ প্রভৃতি চৌষট্টি ঘর কায়স্থকে চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্তর্গত কহিয়া থাকে। ইহাদিগের অধিকাংশই নিকৃষ্ট কায়স্থের মধ্যে গণ্য।

দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থদিগের মধ্যে যেপ্রকার এক একটী কুল পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট গোত্র ভজনা করেন, বঙ্গজদিগের মধ্যে সেপ্রকার গোত্রবন্ধন দেখা যায় না। তবে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রের গোত্র কয়েকটী কতক পরিমাণে স্থিরতর আছে। অর্থাৎ যাঁহারা কুলীন, তাঁহারা দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের মত ঠিক আছেন। যথা, ঘোষ সৌকালীন, গুহ কাশ্যপ, মিত্র বিশ্বামিত্র, ও বসু গৌতম গোত্র।

মৌলিকদিগের মধ্যে দত্ত মৌদ্গল্য, দাস কাশ্যপ, সেন বাসুকি, সিংহ বাৎস্য, দে আলম্যান, নাগ সৌপায়ান ও নাথ পরাশর গোত্র, এই কয়েকটী বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ীর মধ্যে সমান আছে। অন্যগুলির সমতা নাই। বাহাত্তুরে ও চতুঃষষ্টি যোগিনীর মধ্যে নিম্নলিখিত গোত্রগুলি দেখা যায়।

যথা—(১) কাশ্যপ, (২) শাণ্ডিল্য, (৩) বাৎস্য, (৪) ভরদ্বাজ, (৫) কৃষ্ণাত্রেয়, (৬) আলম্যান, (৭) মৌদ্গল্য, (৮) আত্রেয়, (৯) বাসুকি, (১০) অগ্নিবেশ্ম, (১১) বশিষ্ঠ, (১২) গৌতম, (১৩) জামদগ্ন্য, (১৪) পরাশর, (১৫) ঘৃতকৌশিক, (১৬) বৈয়াঘ্রপদ্য, (১৭) সৌকালীন, (১৮) কল্মাষ, (১৯) সাবর্ণি, (২০) কুশিক।

এই বিংশতি গোত্র ব্যতীত অন্য গোত্রের বঙ্গজ কায়স্থ নাই। নিম্নলিখিত বংশগুলির মধ্যে বিভিন্ন গোত্র দেখা যায়। যথা—

কুল—অঙ্ক-চিহ্নিত-গোত্রভাগী	কুল—অঙ্ক-চিহ্নিত-গোত্রভাগী
ঘোষ—২।৩।১৭	চন্দ্র—১।৪
গুহ—১।১৮	বিষ্ণু—২।৪।১২।১৬
দত্ত—১।২।৪।৫।৬।৭।১১	সিংহ—৩।১২।১৫
দাস—১।৬ ৭।৮।১২	কর—১।৬।১২।১৩
সেন—৬ ৯	দাম—২।৪
দে—১।২।৩।৪।৬।১১।১২।১৪	পাল—৪।১২
কুণ্ড—১।১২	রক্ষিত—৩।৭

পূর্ব্বেই ইহাঁদিগের রাঢ় ও বঙ্গে নিবাস বলা গিয়াছে, তথায় দেখ। কায়স্থগণের বিশেষ বিশেষ বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে আচার-নির্ণয়-তন্ত্র, কমলাকরভট্ট-কৃত শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব, রাজাবলী ও কায়স্থদীপিকা প্রভৃতি পুস্তক দেখা আবশ্যক।

কায়স্থের পুরোহিত ও নবশায়কের পুরোহিত এক। যাঁহারা শূদ্র যাজন, শূদ্র-শিষ্য ও শূদ্রের দানগ্রহণ করেন, তাঁহারা বিশিষ্টবংশসম্ভূত হইলেও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্যক্তির নিকট বিশেষ মর্য্যাদাপন্ন নহেন। সামান্য-কুলজ ব্যক্তির কথা সুদূরপরাহত।

ইতি সম্বন্ধনির্ণয়ে শূদ্রপ্রকরণে কায়স্থবিষয় সমাপ্ত।

নবশাখ (বা নবশায়ক)।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
তিলী মালী তাম্বূলী গোপ নাপিত গোছালী।
৭ ৮ ৯
কামার কুমার পুঁটুলী—এই নবশাখাবলী॥

নবশাখেরা কায়স্থদিগের ন্যায় সদাচারসম্পন্ন। ইহাদিগের পুরোহিত ও কায়স্থদিগের পুরোহিত এক।

নবশাখদিগের মধ্যে মর্য্যাদার তারতম্য আছে। সদাচার-সম্পন্ন ও সদ্‌গুণশালী হইলেই প্রায় সম্মানিত হইয়া থাকেন, স্থলবিশেষে বংশানুক্রমিক কুলমর্য্যাদাও দেখা যায়।

গোপ জাতি (সদ্গোপ)।

ইহাঁরা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে এই অনুভব করিতে হইবে যে, ইহাঁরা শূদ্র হইতে সম্মত নহেন। আশঙ্কা এই যে, শূদ্র হইলে অনার্য্য-বংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচিত হইতে হয়। বস্তুতঃ সৎশূদ্রেরা অনার্য্য নহেন। নিকৃষ্ট ও অন্ত্যজ শূদ্রেরাই অনার্য্যবংশ-সম্ভূত। যদি একমাত্র উপাধির পরিবর্ত্তন দ্বারা উচ্চ জাতি হওয়া যায়, তাহা করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইহাঁরা যে সকল অনু-মান-প্রমাণ-বলে আপনাদিগকে বৈশ্য বলাইবার চেষ্টা করেন, সেগুলি অতি দুর্ব্বল।

মথুরা বৃন্দাবন ও গোকুলবাসী গোপগণ বৈশ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের উপাধি ঘোষ। নন্দ ঘোষাদি গোরক্ষণ এবং দধি-দুগ্ধাদি বিক্রয় করিতেন, অথচ তাঁহারা দশবিধ-সংস্কার-সম্পন্ন

ছিলেন। এক্ষণকার গোপগণের দশসংস্কার মধ্যে একমাত্র বিবাহ ভিন্ন অন্য সংস্কার দেখা যায় না। যদিও কেহ কেহ জাত-কর্ম্মাদি কয়েকটী সংস্কার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেগুলি অমন্ত্রক ও অবৈধ। বিশেষতঃ সদ্গোপ জাতির মধ্যে শস্যবিক্রয় ও চাষ ব্যতীত কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি-সাধারণ বৈশ্যবৃত্তি দেখা যায় না। এবং গুণ-লক্ষণেও বৈশ্য-গুণের অভাব ব্যতীত সদ্ভাব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে গুণ নাই বলিয়াই চাষা শব্দে অভিহিত হয়েন। বাণিজ্য পাশুপাল্যাদি বৃত্তি এবং সর্ব্বত্র গমনাগমনপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ আত্মত্যাগস্বীকার বৈশ্যলক্ষণের প্রধান বীজ এবং গুণ-লক্ষণে অপ্রধানীভূত সত্ত্ব ও তমোগুণাচ্ছন্ন রজোগুণেরই প্রাধান্য থাকা আবশ্যক। যদিও কেহ কেহ বৈশ্যলক্ষণের কিয়দংশে ভূষিত আছেন সত্য বটে, তথাপি তাঁহারা অধুনা প্রকৃত বৈশ্য নহেন, সমাজে শূদ্র বলিয়াই পরিচিত। শূদ্রেরা যেপ্রকার মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাঁদিগেরও তদ্ব্যবহার চিরপ্রচলিত।

আর এক কথা—যে সকল শূদ্র আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ হইতে বর্ত্তমান পুরুষপর্য্যন্ত জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করণ সময়ে আপনাদিগের শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়াই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা লইয়া থাকেন। এবং তদনুসারে দ্বিজাতি অপেক্ষা অনায়াসসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করণ দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়া আসিতেছেন। কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের অধিকারী, সে ব্যক্তির তাহার অকরণে পাপ জন্মে। সুতরাং পূর্ব্বতন ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য বৈশ্য

জাতি শূদ্রত্বপ্রাপ্তিমাত্র শূদ্রবৎ আচার ও ব্যবহারকে ধর্ম্ম্য জ্ঞান করিয়াই তদনুসারে আপনাদিগকে শূদ্র শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। যুগযুগান্তর কাল অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির দ্বিজাতি-সমুচিত কার্য্যে অধিকার নাই, সুতরাং এই নিয়মানুসারে সদ্গোপেরাও শূদ্র।

বিশেষতঃ মহাবীর পরশুরাম পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করণকালে যে নয় জাতির সাহায্যে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করেন, তন্মধ্যে গোপ সর্ব্বাগ্রগণ্য। যদি সদ্গোপজাতি বঙ্গদেশীয় দুগ্ধ-দধি-বিক্রয়-কারক গোয়ালা জাতি হয়, তবে কেন গোপদিগের জল সর্ব্বত্র অনাচরণীয় থাকে? অতএব অবশ্যই কহিতে হইবে যে, সদ্গোপেরাই নবশাখ জাতির প্রথম ও সদাচারসম্পন্ন।

সদ্গোপজাতি দুই ভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বকুল ও পশ্চিমকুল। শূর, নিয়োগী ও হাজরা কুলীন। অন্যেরা মৌলিক। পশ্চিম কুলে কোঙার কুলীন, অন্যেরা মৌলিক। ইহাদিগের আচার ব্যবহার কায়স্থসদৃশ। এই জাতি যদিও নামে চাষা, কিন্তু কার্য্যে সাধু, বুদ্ধিমান্ ও বিশেষ বিশ্বস্ত।

কায়স্থের যাবতীয় উপাধি শূদ্রমাত্রেই দেখা যায়; নবশাখের বারুজী (বারুই) জাতির মধ্যে মিত্র উপাধি আছে। রাঢ়-দেশে নবশাখতুল্য আগুরী (উগ্রক্ষত্রিয়) জাতি আছে। তাহা-দিগের মধ্যে অগ্রদ্বীপে বসু উপাধি আছে। এই জাতিদ্বয়ও সগোত্রে বিবাহ করেন না। শূদ্রের সগোত্রে বিবাহের নিষেধ নাই, অথচ যখন ভিন্ন গোত্রে আবহমান কাল পরিণয়কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, তখন তাঁহারা অবশ্যই বৈশ্য। এই কথাটী শূদ্রদিগের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইবার মূল সূত্র ব্রহ্মাস্ত্র।

সে যাহা হউক, সদ্গোপ জাতির মধ্যে শিক্ষিত-সম্প্রদায় শিষ্ট, বিনীত ও সুবুদ্ধি। শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এল্. এল্. ডি. শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে একজন মান্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

সদ্গোপেরা কহেন যে, যৎকালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয় যজ্ঞ করেন, তখন চারি সমাজের অধিনায়কদিগের নিকট অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক চারি সমাজের অধিপতি হইয়াছিলেন। চারি সমাজ হইতে অর্ঘ্য গ্রহণ না করিতে পারিলে তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞ সমাধা হইত না, এবং তিনি সর্ব্বত্র চারি সমাজের অধিপতি বলাইতে কদাচ সাহসী হইতেন না। ইহাঁরা কহেন চারি সমাজ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বঙ্গদেশে সদ্গোপ ব্যতীত অন্য কোন জাতির বৈশ্যবৃত্তি নাই দেখিয়া রাজা শঙ্কর তরঙ্গের পরম বন্ধু বিজ্ঞানভিক্ষু নামক একজন সদ্গোপকে বৈশ্যত্বে বরণ করেন। তিনি বৈশ্য উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে বৈশ্যোচিত অর্ঘ্য প্রদান সহ যথাযোগ্য উপহার দেন। রাজাও তাঁহাকে বৈশ্য বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন ও সনন্দ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র, পারিষদ্ হরিরাম (খাঁ) বসু, সুবুদ্ধি ঘোষ, রামনারায়ণ মুস্তফী, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, মুন্সী নবকৃষ্ণ দেব ও হরগোবিন্দ দত্ত-প্রমুখ কায়স্থগণ প্রতিবাদী হয়েন। কায়স্থগণ সমবেত হইয়া, অতি বিনীতভাবে কহিলেন, মহারাজ, যদি সদ্গোপদিগকে আপনি বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিতে আপনার বাধা কি? ইহাতেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিরস্ত হইলেন। কায়-

স্থেরা জগৎশেঠকে উপস্থিত করিয়া কহিলেন, মহারাজকে শ্রেষ্ঠী মহাশয় অর্ঘ্য দিতে আসিয়াছেন। মহারাজ জগৎশেঠ-প্রদত্ত অর্ঘ্য পাইয়া পরম পরিতোষ লাভপূর্ব্বক বাজপেয় যজ্ঞ সমাপন করেন। তাহাতেই সদ্গোপেরা বৈশ্যত্বের সনন্দ প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হইলেন।

যে প্রমাণবলে সদ্গোপেরা বৈশ্য হইতে চাহেন তাহা এই।

চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি,
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় দুখে,
যাঁর যশে হয়ে অভিমানী॥ অন্নদামঙ্গল।

চারি সমাজ শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সমাজ নহে। এরূপ অর্থ করিলে গণ্য মান্য ব্রাহ্মণমাত্রেই চারি সমাজের অধিপতি হইতে পারেন। নবদ্বীপাধিপতির সভা হইতে কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় ও প্রাগ্‌জ্যোতিষাদি প্রদেশ (কামরূপ) বাসী ছাত্রগণ প্রশংসাপত্র লইয়া না গেলে তত্তদ্দেশে মহামহোপাধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন না। অদ্যাপিও ন্যায়শাস্ত্রবেত্তৃগণ নবদ্বীপ-সমাজে কিছুকাল থাকিয়া পাঠ সমাপনপূর্ব্বক প্রশংসা না পাইলে স্বদেশে গিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারেন না। নবদ্বীপাধিপতি বিদ্যাদানে ও বিদ্বান্‌বর্গের সম্মানপ্রকাশে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যরূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। তাহাতেই তিনি চারি সমাজের অধিপতি শব্দে খ্যাতিলাভ করেন। এই কারণে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর অসঙ্কুচিতচিত্তে ঐপ্রকার বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গোপ—সদ্গোপ (যাহারা শস্য বিক্রয় ও ক্ষেত্র কর্ষণ করে)।

মালী—মালাকর জাতি। গোছালী—বারুই। পুঁটুলী—যাহারা পোঁটলা বন্ধন করে। পুঁটুলী বলিলে গন্ধবণিক্, শঙ্খবণিক্, তন্তুবায় (কুবিন্দ, তাঁতি), কুরী (মোদক) সচরাচর যাহাদিগকে ময়রা বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে মোদক কুরী নহে, ইহাদিগের উপাধি মধুনাপিত। মধুনাপিতের বৃত্তান্ত চৈতন্যচরিতামৃতে ও চৈতন্যভাগবতে আছে। সুতরাং এই জাতি চারি শত বৎসর মাত্র নাপিত হইতে পৃথক্ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণজন্য মস্তকমুণ্ডন করেন; যে নাপিতের নিকট প্রথম মুণ্ডিত হন, তাহার নাম মধু নাপিত। মধু নাপিত মহাপ্রভুর মস্তক স্পর্শ করিয়াছে; সুতরাং সে আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিল, যে, সে যখন মহাপ্রভুর উত্তমাঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে তখন সে আর অপরের পাদস্পর্শ (অর্থাৎ ক্ষৌর) করিতে ইচ্ছা করে না। প্রভুর পাদপদ্মচিন্তা ব্যতীত অন্য অভিলাষ রাখে না। মহাপ্রভু তদীয় ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুকে কহিলেন, বৎস, অদ্যাবধি তোমাকে আর ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে হইবে না। তুমি মোদক ও লড্ডুকাদি প্রস্তুত কর, তোমার অধস্তন সন্ততিবর্গও যেন আর ক্ষৌরকর্ম্ম না করে। তদবধি ঐ মধু নাপিতের বংশাবলী ও তৎসংসৃষ্ট নাপিতেরা ক্ষৌরকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ময়রার ব্যবসায় আরম্ভ করে; তদবধি ইহাদিগের নাম ময়রা এবং যাহারা পূর্ব্বাবধি মোদকাদি প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগের নাম কুরীই থাকিল।

এক্ষণে নাপিত ও মধুনাপিত (ময়রা) পৃথক্ পৃথক্ জাতি বলিয়া গণ্য।

কায়স্থের গুহ, বসু ও মিত্র এই তিনটী উপাধি ব্যতীত অন্য যত উপাধি আছে তৎসমস্তই নবশাখদিগের উপাধির মধ্যে দেখা যায়। ফরিদপুর অঞ্চলে বারুই জাতির উপাধি-মধ্যে মিত্র উপাধিও আছে।

এক্ষণে এই কয়েক জাতির নাম কেন নবশাখের পরিবর্ত্তে নবশায়ক* হইল, তাহার মীমাংসা করা উচিত।

যৎকালে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন, তৎকালে এই কয়েক জাতির সাহায্য লইয়া তিনি ক্ষত্রিয়বংশের ধ্বংস করিতে সমর্থ হন। ইহাদিগেরই সাহায্যে পরশুরামের প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ বিষয়ে ইহারাই শায়ক [বাণ] স্বরূপ হয়েন)। ইহারা পূর্ব্বে কায়স্থের তুল্য ছিল না, ঐ সময়াবধি কায়স্থের তুল্য হয়। পরশুরাম দ্বারা সমাজমধ্যে এতাদৃশ মর্য্যাদা পাইয়াই ইহারা ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিল। পরাশরসংহিতা দেখ।

ইহারা সকলেই সচ্ছূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

যাঁহারা বলেন নবশাখেরা একেরই সন্তান, পৃথক্ নয়টী শাখামাত্র, তাঁহাদিগের সে সংস্কারটী ভ্রমাত্মক; ইহারা পরস্পর পৃথক্‌বংশসম্ভূত। প্রত্যেকেরই ব্যবসায় বিভিন্নপ্রকার।

---

* গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

সুতরাং ইহাদিগকে নবশাখের পরিবর্ত্তে নবশায়ক বলাই যুক্তিযুক্ত।

নবশায়কদিগের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায় দেখা যায়। যথা—

	জাতি	ব্যবসায়
১	তিলী, তেলী	প্রধানতঃ শস্য ক্রয় বিক্রয়।
২	মালী	পুষ্পচয়ন ও মালাগ্রন্থন।
৩	তামুলী	পান ও শস্য বিক্রয়।
৪	গোপ (সদ্গোপ)	কৃষিকর্ম্ম ও শস্য বিক্রয়।
৫	নাপিত	ক্ষৌর কর্ম্ম।
	মধুনাপিত	মোদকাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়।
৬	গোছালী (বারুই)	পান বিক্রয় ও পান প্রস্তুতকরণ।
৭	কামার	লৌহদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়।
৮	কুমার	ঘটাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়।
৯	পুঁটুলী	পুঁটুলীবন্ধন প্রভৃতি*।

মালী জাতি (মালাকার)।

নবশায়ক জাতির মধ্যে মালী জাতি বা মালাকার চিরকালই স্বীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। এই জাতির সংখ্যা

* তাঁতের কার্য্য, বেণে পশারীর দোকান করা, কড়ী ও শঙ্খাদি পরিষ্কার করণ ও বিক্রয় এবং কাংস্যনির্ম্মিত বস্তু প্রস্তুত করিয়া পোঁটলা বাঁধিতে হয়, এজন্য ইহাদিগের সাধারণ নাম পুঁটুলী, কুরী ময়রাও পুঁটুলীর মধ্যে পরিগণিত।

অতি অল্প, সমুদায় বঙ্গদেশ মধ্যে যতগুলি মালাকার জাতি আছে, তাহার গণনা করিলে ইহাদিগকে মুষ্টিমেয় বলিলেও চলে। ইহাদিগের বংশ বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমে লোপ হইতেছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহারা ক্রমাগত এক স্থানে বসিয়া কার্য্য করে, ইহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন প্রায় হয় না, সেই কারণেই দুর্ব্বল ও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই ইহারা ক্ষীণজীবী ও অল্পায়ুঃ, এবং অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

অন্যেরা কহেন, তাহারা ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠানের সহায়তা করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে পবিত্র ভাব থাকা আবশ্যক। ইহাদিগের অনেকের প্রায় তাহা ঘটে না। দেবকার্য্যের পুষ্পাদি চয়ন কালে অন্তর্বাহ্ শৌচ না থাকাতেই তাহাদিগের পাপ জন্মিয়াছে, সেই কারণেই এই বংশ অপেক্ষাকৃত অল্পকালমধ্যে উপিয়া যাইতেছে (ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে)।

আবার শারীরতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিরা কহেন, ইহাদিগের বৈবাহিক কার্য্য অতি অল্প বয়সে নির্ব্বাহ হয় বলিয়াই এই জাতির বংশবৃদ্ধি নাই। তাহাতেই শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় দেখা যাইতেছে।

বিজ্ঞজনেরা কহেন, নির্দ্ধনতা, মূর্খতা নিতান্ত জড়তা অর্থাৎ নিশ্চলভাব ও আত্মোন্নতি বিষয়ে নিশ্চেষ্টতাই এই জাতির অমুন্নতি, পতন ও ক্ষয়ের মূল।

মালী জাতি অতি নিরীহ, শান্ত, অল্প লাভে সন্তুষ্ট ও সদা প্রসন্নচিত্ত। বস্তুতঃ ইহারাই প্রকৃত পক্ষে দ্বিজাতি-সেবক যথার্থ সৎশূদ্র।

বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগ্লী ও বীরভূম জিলায় উগ্রক্ষত্রিয় আছে, তাহারাও নবশায়কের মত সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

তিলী বা তেলী।

এই জাতি নবশায়কের তৃতীয় সঙ্খ্যায় পরিগণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সংখ্যানুসারে নবশায়কের কেহই ন্যূন-মর্য্যাদ বা বহুমর্য্যাদ নহেন, সকলেই স্বস্বপ্রধান, এবং অন্যের নিকট তুল্য-সম্মানাস্পদীভূত। সে যাহা হউক, তিলী জাতি বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। এই জাতির আত্মোন্নতি-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে। ইহারা স্বজাতি-পোষক, সৎক্রিয়াশালী, ব্রাহ্মণভক্ত ও অধিকাংশ বৈষ্ণবধর্ম্মাক্রান্ত, এবং তদনুসারে সদাচারসম্পন্ন। শিক্ষাবিষয়েও ইহাদিগের বিশেষ অনুরাগ আছে। দেশ বিদেশের পণ্যদ্রব্যের আসার-প্রসারে এই জাতিরই বিশেষ প্রয়াস দেখা যায়।

ইহাদিগের এক উপাধি সাধু, তাহার অপভ্রংশে প্রথমে সাহু হয়। এক্ষণে তাহার অপভ্রংশে ক্রমশঃ সাহা ও সা হইয়াছে। সমাজের প্রধান ব্যক্তি প্রামাণিক।

ইহাদিগের মধ্যে বিশিষ্ট ধনী ও বিদ্বান্ লোক পরিদৃষ্ট হয়। ইহাদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-ভেদ আছে। যথা—একাদশ তেলী, দ্বাদশ তেলী, তুঁষকোটা, চাকফেরা, সপ্তগ্রামী, স্বুবর্ণগ্রামী, বেতনাই, মেচো ও নিরামিষ প্রভৃতি।

এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সহিত বৈবাহিক স্থত্রে আবদ্ধ হয়েন না বা তদুপলক্ষেও অন্নগ্রহণ করেন না। কিন্তু সখ্যনিবন্ধন সমাজে পরস্পরের অন্নগ্রহণে দোষ জন্মে না।

সুতরাং সামাজিক একতা নাই বলিলেও চলে। কিন্তু বৈষয়িক একতা বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি দেখা যায় না। ইহারা নায়কপ্রিয়, অর্থাৎ একজন কর্ত্তার অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপার নির্ব্বাহ করে। বাল্যকাল হইতেই এই জাতি অন্যের বশতাপন্ন এবং সাধুতাসম্পন্ন হয়।

ইহাদিগের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বী দেখা যায়। শাক্ত তিলীর বিধবাগণের কেহ কেহ মৎস্য ভোজন করে বটে, কিন্তু একাদশী-ব্রত-পালনে পরাঙ্মুখ নহে। অনেকেই হরিভক্তিপরায়ণ। সুতরাং ইহারা প্রকৃত সৎশূদ্র-পদবাচ্য।

তন্তুবায় জাতি (তাঁতি)।

এই জাতি তন্ত্রী বা তাঁতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা প্রধান শিল্পী। ইহাদিগের নানা সম্প্রদায় ও অনেক অবান্তর-ভেদ আছে, তন্মধ্যে পরস্পর ঐক্য নাই। ইহারা পূর্ব্বে স্বাবলম্বনপ্রিয় ছিল, এক্ষণে ঐ গুণের বিশেষ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। পরস্পর স্পর্দ্ধা হেতু ইহারা বস্ত্রবয়ন সম্বন্ধে চরম উন্নতি দেখাইয়া আসিয়াছিল। বিলাতী কলের বস্ত্র প্রচলন ও সুলভ হওয়ায় ইহাদিগের আশা ভরসা এককালে লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই কারণেই এই জাতি পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এই জাতির নির্দ্ধনতা ও আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া বঙ্গদেশীয় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই ভীত হইয়াছেন, এবং সাধ্যানুসারে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুখের বিষয় এই, দেশীয় বস্ত্রের গৌরব অদ্যাপি কমে নাই।

তাঁতি জাতি প্রধানতঃ বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণভক্ত ও সৎক্রিয়ান্বিত। পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যাচর্চ্চা ছিল। এক্ষণে জাতি সাধারণে বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করে না। কিন্তু দুই এক জন অনন্যসাধারণ শিক্ষায় মনোনিবেশ করে। বস্তুতঃ কেহই প্রায় নিরক্ষর নাই। ইহারা লোকপ্রিয়, মিষ্টভাষী, সুশীল ও শান্ত। ইহাদিগের সম্বন্ধে 'থৈয়ে বন্ধন' ও 'হাবা তাঁতি' প্রভৃতি বলিয়া যে গালাগালি বা অপবাদ আছে, ব্যক্তিবিশেষে তাহাও পরিদৃষ্ট না হয় এমন নহে। ব্যক্তিবিশেষে অসামান্য গুণও দেখা যায়। আস্তিকতা ইহাদিগের প্রধান লক্ষণ। ইহাদিগের অনেক সম্প্রদায়-ভেদ আছে। প্রকৃতপক্ষে সকলেই এক মূল হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে তন্তুবায়গণ সংস্কৃত শিক্ষাও করিতেন। জুমরনন্দী সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ-টীকাকার বলিয়া বিখ্যাত।

মোদক (ময়রা)।

ইহাদিগেরও সম্প্রদায়-ভেদ আছে। তদনুসারে পরস্পর পৃথক্ শ্রেণী ও পৃথক্ কুল বলিয়া পরিচিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত আহার ব্যবহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ নাই। শূদ্রের জাতিসাধারণ উপাধি ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যমান আছে। এই জাতির উচ্চাশা নাই। সংসার নির্ব্বাহ হওয়া পর্য্যন্তই শেষ সীমা, এই হেতুবশতঃ ইহারা বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করে নাই। স্বজাতীয় ব্যবসায় মোদকাদি প্রস্তুত করণে সন্তানগণকে পটু করিতে পারিলেই পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ কৃতকৃত্য ও সফল-

মনোরথ হয়েন। সুতরাং জাতিসাধারণ উন্নতি দেখা যায় না। এবং নিরন্নভাবেরও বিশেষ লক্ষণ কিছু নাই; সামান্য মূলধনে সামান্য ব্যবসায়ে নিত্য সামান্য আয় হয়। তাহাতেই অনায়াসে সংসার নির্ব্বাহ হইয়া আইসে। এই হেতুবশতঃ এই জাতি সদানন্দপ্রকৃতিক। ইহারাও শিষ্ট, ভদ্র, নিরহঙ্কার। ইহারা বিশ্বকর্ম্মার দোহাই দিয়া জাতীয় বৃত্তির পরিচয় দেয়।

ইহারা বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সমুদয় শিল্পীই বিশ্বকর্ম্মার ও ঘৃতাচীর পুত্র বলিয়া লোকসমাজে আপনাদিগকে অভিহিত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দ (তাঁতি), কুম্ভকার, কংসকার, এই ছয় জাতি শ্রেষ্ঠ। যথা—

ঘৃতাচী-বিশ্বকর্ম্মণোর্নব পুত্রাশ্চ শিল্পিনঃ।
মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

বারুজী বা বারুই জাতি।

বারুইগণ নবশাখের ষষ্ঠ সংখ্যায় পরিগণিত হইয়াছে। পরশুরাম যৎকালে ইহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালাবধি ইহারা অরণ্যেই অবস্থান করিতেছে। গ্রামমধ্যে বাসস্থান থাকে মাত্র। কিন্তু ইহারা সর্ব্বদাই শ্রমসাধ্য বরজ নির্ম্মাণ ও তাম্বূলের বপন, রোপণ, ছেদন, সংস্করণ ও বিক্রয় ব্যাপারে আপনাদিগকে নিত্যকালই ব্যাপৃত রাখে। সেই কারণে ইহাদিগের মধ্যে অলসভাবাপন্ন ও অসৎপ্রকৃতির লোক অতি বিরল। তদ্ধেতু ইহারা শ্রমশীল, সবলশরীর, দীর্ঘজীবী

ও বহুপরিজন-সম্পন্ন। ইহাদিগের আচার ব্যবহার কায়স্থের তুল্য। ইহাদিগের জাতিসাধারণ অনুন্নতিও নাই, উন্নতিও দেখা যায় না। বিদ্যাশিক্ষায় এই জাতির বিশেষ আস্থা দেখা যায় না।

ইহাদিগেরও সম্প্রদায়-ভেদ আছে। তদনুসারে পৃথক্ শ্রেণীতে পরিণয়সূত্রে কুটুম্বিতা হয় না। বন্ধুতা-নিবন্ধন আহারাদি চলে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ব্রাহ্মণবীর্য্যে তাম্বূলীর গর্ভে বারুজীর জন্মের কথা আছে। যথা—

> ব্রাহ্মণস্য তু তাম্বূল্যাং পুত্রোঽসৌ বারুজিঃ স্মৃতঃ।
> তাম্বূলব্যবসায়ী চ কলৌ সচ্ছূদ্রবৎ স্মৃতঃ॥

বারুই জাতি সামান্যতঃ সরল ও ধর্ম্মভীরু ও সত্যনিষ্ঠ।

কুলাল বা কুম্ভকার।

এই জাতির উৎপত্তি-বিষয়ে নানা পুরাণে নানাবিধ উক্তি আছে। সমুদয় উক্তিতেই সাঙ্কর্য্য দোষ দেখা যায়। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের মতে ইহাদিগের বর্ণসঙ্করত্বের হেয়তা বোধ হয় না। শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়পত্নীর গর্ভজাত বলিয়া জারজত্ব আসিয়া পড়ে মাত্র। সঙ্কর জাতির কোন ব্যক্তিই সে দোষ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। যথা—

> কুম্ভকার-তন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ।
> কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাৎ তস্যাং বভূবতুঃ॥

কুম্ভকারগণ এপর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করে নাই। শিল্পবিষয়ে ক্রমে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। প্রতিমা-

নির্ম্মাণ ও মনুষ্যাদির রূপ-নির্ম্মাণে বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ করিয়া থাকে। কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ এ বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হাঁড়ী কলসী প্রস্তুত ও কূপ খননাদি কার্য্য ইহাদিগের জাতীয় বৃত্তি। এই ব্যবসায় দ্বারা সাধারণে সংসার নির্ব্বাহ করে। ইহারাও এক দণ্ডও নিশ্চেষ্ট নহে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই কার্য্যে আসক্ত থাকে।

এই জাতির অধিকাংশই শৈব। তদনুসারে ইহারা বৈশাখ মাসে মহাদেবের প্রীতি-বিধান-মানসে আপনাদিগের কার্য্য বন্ধ রাখে। যাহারা এককালে কার্য্য বন্ধ রাখিতে সমর্থ নহে, তাহারা সৌর বৈশাখ মাসে চক্রের আবর্ত্তনসাধ্য ঘটাদি নির্ম্মাণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ থাকে। পূর্ব্বকালে ইহাদিগের বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ ছিল। মহাকবি কালিদাসের একজন কুম্ভকার বন্ধু অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, কালিদাস কুমারসম্ভবের উত্তর খণ্ডে যে অংশে হরপার্ব্বতীর মিলন আছে, উহা দেখাইতে যান। কুম্ভকার উহা একখানি কাঁচা সরার উপর রাখেন। কালিদাস উহা দেখিয়া ঐ অংশ কাঁচা হইয়াছে মনে করিয়া তাহা প্রকাশ করেন নাই। ইহাতেই কুমারসম্ভবের উত্তর ভাগে লোকের বিশ্বাস নাই।

কর্ম্মকার বা কামার জাতি।

এই জাতি বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায়, কার্য্যপ্রিয়, পরিশ্রমী, চতুর ও শিল্পী। ক্রমশঃ ইহারা আত্মোন্নতি পক্ষে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে নিরন্ন বা একেবারেই দুর্দ্দশাপন্ন

ব্যক্তি নাই বলিলেই চলে। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে ও অনুকরণ কার্য্যে ইহারা বিশেষ দক্ষ। এদেশস্থিত বিলাতীয় কারখানা-মাত্রে কর্ম্মকারগণ অগ্রগণ্য। ইহারা সদাচারসম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ এবং স্বজাতির নিতান্ত বশ্য। ইহাদিগেরও একতার অভাব নাই। এই জাতির মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অধিক প্রবল; শৈব ও শাক্ত মতও নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা রাঢ়ী, বারেন্দ্র সাতগেঁয়ে ও সোণারগেঁয়ে ভেদে চারিপ্রকার। ইহারা সৎশূদ্রের নবশায়কদলের অষ্টম সংখ্যায় পরিগণিত।

নাপিত বা নরসুন্দর জাতি।

এই জাতি নবশায়কের নবম সংখ্যার পূরক। যদিও ইহারা পূর্ব্বে দুই শ্রেণীতে পরিগণিত ছিল, এক্ষণে বঙ্গদেশে এক হইয়া গিয়াছে সত্য, তথাপি যাহারা কেবল দ্বিজাতি ও সৎশূদ্রের পরিচর্য্যা করিত, তাহারা উচ্চজাতি ও নবশায়ক বলিয়া গণ্য আছে। যাহারা অসৎসেবা করে, তাহারা পতিত ও অনাচরণীয়। বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্যত্র নাপিতগণ জল অনা-চরণীয় শূদ্র বলিয়া নিন্দনীয়। ইহাদিগের জল আচমনীয় নহে।

যথা—নীচসেবি-নাপিতা যে নীচজাতিবিজাতয়ঃ।
অযাজ্যা পতিতাস্তে চ তেষাং শুদ্ধির্ন জায়তে॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণের মতে নাপিতের ও দধি দুগ্ধ প্রস্তুতকারী গোপ জাতির জাতীয় ব্যবসায়ে দেহাশৌচ জন্মে না।

যথা—সেবায়াং নাপিতঃ শ্রেষ্ঠস্তথা সংস্কারকর্ম্মণি।
গোপনাপিতানাং কার্য্যে দেহাশৌচং ন মন্যতে॥

এই বচনানুসারে বঙ্গদেশীয় নাপিতগণ আপনাদিগকে

পতিত মনে করে না। তদনুসারে ইহারা সৎশূদ্র মধ্যেই পরিগণিত আছে।

ইহারা স্বাভাবিক চতুরতাসম্পন্ন, কিন্তু ইহাদিগের চাতুর্য্য ধূর্ত্ততা ও বঞ্চকতা বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সে যাহাহউক, ইহারা অতি অল্পেই পরিতুষ্ট এবং সেব্য জনের সর্ব্বদা হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বিশেষ অনুগত। ইহাদিগের জাতিসাধারণ স্বজাতিপ্রিয়তা বা বৈরভাব নাই। ইহাদিগের অধিকাংশ শাক্ত।

পুঁ।

শাঁখারি, কাঁসারি, তাম্‌লী (তাম্বূলী), গন্ধবণিক্ ও কুরী এই পাঁচ জাতি সাধারণতঃ পুঁটুলীর মধ্যে পরিগণিত, ইহাতেই ইহারা নবশাখের শ্রেণীভুক্ত এবং সৎশূদ্র বলিয়া বিশেষ খ্যাত।

এই কয় জাতির মধ্যে তাম্বূলীরা তিলী জাতির ন্যায় বাণিজ্যকার্য্যে রত। লেখাপড়াতেও কিঞ্চিৎ আবেশ আছে।

গন্ধবণিক্‌গণ পূর্ব্বে দেশ বিদেশে বাণিজ্য করিত। ইহাদি-গের মধ্যে ধনপতি সদাগর বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার অর্ণবযান সমুদ্রে চলিত। ইহা কেবল জনশ্রুতিমূলক নহে, কবিকঙ্কণ চণ্ডী দেখ। এক্ষণেও ইহারা দোকানদারী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তথাপি পারত পক্ষে শ্ববৃত্তি সেবায় প্রবৃত্ত হয় না। ইহারা ভৈষজ্য বস্তুনির্ণয়ে সমর্থ ছিল। নিদান, চরক ও সুশ্রুতাদির লিখিত দ্রব্যগুণ অবগত ছিল। ইহারা বৈদ্যক শাস্ত্রের যাবতীয় গাছড়া ও খনিজ পদার্থ আহরণ করিয়া রাখিত। বেদে ও মাল জাতি ইহাদিগের কর্ম্মকর ভৃত্য ছিল। জীবমাত্র হইতে যে দ্রব্য ঔষধে আবশ্যক, তাহা মাল ও বেদেগণ

গন্ধবণিক্‌দিগকে দিত। গন্ধবণিক্‌গণ বৈদ্যদিগের নিকট দ্রব্য-গুণ শিক্ষা ও দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া বিপণি-সজ্জা করিত। দ্রব্য চাহিবামাত্র ঠিক দ্রব্য দিত। এক্ষণে আর সেরূপ দ্রব্যগুণা-ভিজ্ঞ গন্ধবণিক্ নাই। আবার যদি কোনকালে আৰ্য্যজাতির চিকিৎসার আদর হয় ও বণিক্‌গণ স্বজাতীয় ব্যবসায় শিক্ষা করে, তবেই প্রকৃত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

কাঁসারিরাও বাণিজ্যকার্য্যে রত। স্ববৃত্তির একান্ত বশীভূত নহে।

কুরী জাতি মোদকদিগেরই একতম সম্প্রদায় মাত্র। এই জাতি ব্যতীত অন্য পুঁটুলীগণ নিতান্ত নিরীহ নহে। ইহাদিগের স্বভাবাদি ও আচার ব্যবহার সাধু বলিয়াই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

ইতি নবশায়ক-প্রকরণ সমাপ্ত।

কৈবৰ্ত্ত।

কৈবর্ত্তে দাসধীবরৌ। অমর।

নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবৰ্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥ ৩৪॥ মনু। ১০ অ।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, বঙ্গদেশীয় কৈবৰ্ত্তমাত্রেই ধীবর-জাতীয়। তদনুসারে ইহারা জল আচরণীয় শূদ্র মধ্যে পরি-গণিত ছিল না। এক সময়ে মহারাজ বল্লাল সেন নিজ পুত্র লক্ষ্মণ সেনের প্রতি কুপিত হইয়া তাহার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দেন। সেই আজ্ঞা শ্রবণমাত্র যুবরাজ লক্ষ্মণ স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। তৎকালে তদীয়া সহধর্ম্মিণী মহা-

রাজের ইষ্টদেব-মন্দিরের সম্মুখ-ভিত্তিতে এই কবিতাটী লিখিয়া রাখেন। যথা—

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখশান্তিং করোতু মে॥ বল্লালচরিত।

উহা দৃষ্টি করিয়া মহারাজের মন পুত্রস্নেহে উদ্বেল হয়। এবং তৎক্ষণাৎ নাবিকদিগকে আদেশ করেন, যে ব্যক্তি আমার এই নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আমার জীবনসর্ব্বস্ব লক্ষ্মণকে আনিয়া দিতে পারিবে, আমি আমার সাধ্যায়ত্ত তাহার প্রার্থনা পরিপূরণ করিব, ইহা ত্রিসত্য করিলাম।

মহারাজের আদেশমাত্র বেগবান্ ও কার্য্যকুশল নাবিকগণ ডিঙ্গা ভাসাইল। এবং নিয়মিত সময়ের মধ্যেই লক্ষ্মণ সেনকে মহারাজের সম্মুখে আনয়ন করিল। তদ্দৃষ্টে মহারাজ পরম পরিতোষ লাভ করিয়া কহিলেন, "তোরা কি চাহিস্?" তাহারা কহিল, "আমরা মহারাজের পাদপদ্মে জল দিতে ইচ্ছা করি"। রাজা বলিলেন, "তথাস্তু, আচ্ছা তাই হইবে। তোদের হস্তে জীবন পাইয়া যখন পরমাহ্লাদে জীবন-সর্ব্বস্বকে গ্রহণ করিয়াছি, তখন তোদের হাতের জীবন-গ্রহণে আর দোষ জ্ঞান করি না। অদ্যাবধি আমার অধিকার মধ্যে তোদের জল আচরণীয় বলিয়া পরিগণিত হইল। এবং তোরা দ্বিজাতির দাস্যবৃত্তি করিস্"।

ইহারা তখন পরমাহ্লাদে কহিল, মহারাজ, তবে আমরা অদ্যাবধি নাবিক (জালজীবী) হইতে পৃথক্ হইলাম। অতএব এক্ষণে আমাদিগের পৃথক্ পুরোহিত আবশ্যক। মহারাজ আদেশ করিলেন, কল্য দিব। পরদিন যাহাকে দিলেন, সে

ব্যক্তির জল আচরণীয় নহে। কৈবর্ত্তের জল ব্যবহার আছে, কিন্তু কৈবর্ত্তের পুরোহিতের জল ব্যবহার নাই।

কৈবর্ত্তগণ দুই ভাগে বিভক্ত, দাস ও নাবিক। যাহারা কৃষিকর্ম্ম ও দাস্যবৃত্তি করে, তাহারা হেলে কৈবর্ত্ত (দাস) ও যাহারা মৎস্য-সংক্ষয় ও নাবিকের কার্য্য করে, তাহারা জেলে (নাবিক) বলিয়া খ্যাত। জেলেদিগের জল আচরণীয় নহে। এই জেলেরা জেলে শব্দে আখ্যাত নহে, ইহারা আপনাদিগকে মালো শব্দে নির্দ্দেশ করে। জেলে বলিলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। ইহারা কহে জেলে শব্দে চণ্ডালজাতীয় জেলেদিগকে বুঝায়।

রংপুর ও দিনাজপুরাদি উত্তর অঞ্চলে খ্যান নামে এক প্রকার কৈবর্ত্তাভাস আছে। তাহারাও স্থলবিশেষে কৈবর্ত্ত বলিয়া ভান করে, কিন্তু প্রকৃত কৈবর্ত্তের নিকট ধরা পড়ে। সে যাহাই হউক, স্থানে স্থানে ইহাদিগের দাস্যবৃত্তি ও জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির মধ্যেও চলিত দেখা যায়।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে পরাশর দাস নামে একপ্রকার কৈবর্ত্ত আছে। তাহারাও দাস্যবৃত্তি করিয়া থাকে। ইহারা বলে, সত্যবতী যে কৈবর্ত্তের বাটীতে ছিলেন, সেই কৈবর্ত্তের বংশীয়েরাই পরাশর দাস নামে খ্যাত।

কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণ বলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব যজমান জেলে-দিগকে পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়াই পতিত আছেন, অধম শূদ্র নহেন। তাহা হইলে কথনই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারিতেন না। কেহ কেহ বলেন যে, পতিত ব্রাহ্মণ হওয়াতেই ইহাদিগের জল অনাচমনীয় হইয়া রহিয়াছে। নতুবা অপেক্ষা-কৃত নীচজাতির গলে পবিত্র দান দ্বারা পৌরোহিত্য ও

ব্রাহ্মণত্ব দিবার সাধ্য কি ? এরূপ বিসদৃশ ও অসঙ্গত ব্যাপার ও ব্যবহার কোন যুগে কদাপি ঘটে নাই, এবং কোন রাজারই এরূপে ব্রাহ্মণত্ব প্রদানের অধিকার দেখা যায় না। যুক্তি অনুসারে এটা সঙ্গত বোধ হয়।

ইতি কৈবর্ত্ত-প্রকরণ সমাপ্ত।

গোপ (গোয়ালা বা পল্লব গোপ)।

এই জাতির কৃত দধি, দুগ্ধ, নবনীত প্রভৃতি বস্তু সর্ব্বত্র প্রচলিত। জলও প্রায় সর্ব্বত্র চলিত হইয়া আসিয়াছে। উড়িষ্যায় যাহারা গৌড় বলিয়া অভিহিত, পশ্চিমে যাহারা আহীর বা মথুরাবাসী বলিয়া খ্যাত ও বঙ্গে গোয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারাই প্রকৃত গোপশব্দবাচ্য। এই জাতির মধ্যে বহুতর শাখা প্রশাখা আছে। ইহারা অন্যের নিকট যখন পরিচয় দেয়, তখন আপনাদিগকে পল্লব গোপ বলিয়া অভিহিত করে।

ইহাদিগের মধ্যে যাহারা গোরু দাগে, তাহাদিগকে ভোগা গোয়ালা বলে ; তাহাদিগের জল অস্পৃশ্য ও অব্যবহার্য্য।

দধি, দুগ্ধাদি গব্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ ও গো-রক্ষণ ইহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়। কৃষিকার্য্যও ইহাদিগের অবলম্বনীয় বৃত্তি বটে। গোয়ালাদিগের জল, সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রচলিত করেন। তদবধি ইহারা স্থলবিশেষে ময়রার ব্যবসায়ও করিয়া থাকে।

ইতি গোপ-প্রকরণ সমাপ্ত।

জল অস্পৃশ্য অথচ উচ্চজাতীয় শূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

স্বর্ণবণিক্ ও সেকরা।

বঙ্গদেশবাসী বণিক্‌গণ শূদ্রমধ্যে পরিগণিত। কাংস্যবণিক্, শঙ্খবণিক্ ও গন্ধবণিক্ নবশায়ক মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে কালোয়ার যেপ্রকার, বঙ্গদেশে স্বর্ণবণিক্ (সোণারবেণে) ও স্বর্ণকার (সেকরা) সেইপ্রকার জল-অস্পৃশ্য শূদ্রমধ্যে গণ্য।

স্বর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারগণের জল কেন অস্পৃশ্য হইল, তাহার উত্তরস্বরূপ তাঁহারা এই কিংবদন্তী অবতারণা করেন যে, এক সময়ে মহারাজ বল্লাল সেনের পিতৃ অথবা মাতৃ শ্রাদ্ধে সুবর্ণ-নির্ম্মিত কতকগুলি ধেনু দান হয়, ঐ সকল ধেনু যে সকল স্বর্ণবণিক্ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানিতেন না যে ঐ সকল ধেনু শূন্য-গর্ত্ত এবং উহাদিগের অন্তরে অলক্তক সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠিগণ স্বর্ণকারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস-বশতঃ রাজার সমীপে প্রদানের পূর্ব্বে আর পরীক্ষা করেন নাই; পরে মহামতি বল্লালের প্রদত্ত গাভীগুলি যে সমস্ত বিপ্র-গণ পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একতম স্বর্ণগাভী প্রাপ্তিমাত্র রাজ-ভবনের অনতিদূরেই এক সুবর্ণবণিকের নিকট বিক্রয় করিতে যান। ঐ বণিকের হস্তে ঐ গাভীটীর আকৃতি অপেক্ষা ভার অল্প বোধ হেতু বণিক্ উহাকে ছেদন করিবার অভিলাষ জানাইল। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তাহা কদাচ হইতে পারে না, ব্রাহ্মণ-সাক্ষাতে গোবধ হইতে পারে না"। সুবর্ণবণিক্ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বর্ণগাভীর পৃষ্ঠে যেমন ছেনীর

আঘাত করিল, অমনি দরদরিত ধারে গাভীর গর্ত্ত হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ঐ বিপ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে মহারাজসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! আপনার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যে ধেনুটী পাইয়াছিলাম, উহা অমুক বণিকের নিকট বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, সে ব্যক্তিকে কহিলাম, ধেনুটী যে অবস্থায় আছে, যদি তদবস্থ লইয়া আমাকে মূল্য দেও, তাহা হইলে আমি বিক্রয় করিতে পারি। কিন্তু প্রস্তরাদিতে ঘর্ষণাদি দ্বারা পরীক্ষা করিতে দিব না, চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতে পার। সে ব্যক্তি অগ্রে তাহাতে সম্মত হইল; পরে আমার বচন অগ্রাহ্যপূর্ব্বক স্বর্ণগাভীটীর পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিল; অস্ত্র স্পর্শমাত্র ধেনুটী উচ্চৈঃস্বরে হম্বা হম্বা রবপূর্ব্বক রুধিরধারায় প্লাবিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মহারাজ! সমস্ত নিবেদন করিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

মহারাজ এই বৃত্তান্ত শুনিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারের ধূর্ত্ততা অবগত হইতে আর ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব হইল না। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পণ্ডিতগণ কহিলেন, মহারাজ, আপনি স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক্‌গণের উপর বিরক্ত হইবেন না; তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম অনুসারে এ কাজ করিয়াছে। আপনার মাতৃশ্রাদ্ধের গাভীগুলি মন্ত্রপূত হওয়ায় ও তাহাদিগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করায় তাহাদের জীবনসঞ্চার হইয়াছিল, ঐ ধেনুটীও তাহাদিগের একতম, সুতরাং তাহাকে ছেদনসময়ে সে যে ঐ-

প্রকারে হম্বা হম্বা রব করিয়াছে, এবং তদীয় গাত্র হইতে রক্ত নির্গত হইয়াছে, উহা আশ্চর্য্যজনক নহে।

রাজা বলিলেন, সে যাহাই হউক, স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিক্ এ বিষয়ে বিশেষ অপরাধী। অতএব তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া উচিত। ঐ গাভীর জন্য আমাকে যে-প্রকার খিদ্যমান হইতে হইল, এবং ঐ ব্রাহ্মণকে যেরূপ মনস্তাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক, সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারকে তদনুরূপ ফল ভোগ করা অত্যাবশ্যক। আমার অধিকার-মধ্যে যেখানে যত স্বর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকার আছে, তৎসমস্তকে অদ্যাবধি বিক্রমপুরের রাজসভার আদেশানুসারে অস্পৃশ্য করা গেল। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহারা সেইভাবেই আছে।*

* সুবর্ণবণিজো রাজ্যে দুঃশীলা ধনগর্ব্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি স্ম দ্বিজাতীনাং রাজ্ঞশ্চ মানলাঘবম্॥
নিস্তেজসঃ কলৌ ক্ষত্রা ছেত্রীনাম্নৈব কীর্ত্তিতাঃ।
অনাচারাত্তু বৈশ্যা যে বণিজঃ শূদ্রবৎ কলৌ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণসম্মত বল্লালচরিতের উত্তর খণ্ড। ৭১।

আনন্দভট্ট-বিরচিত জাতিমালার উক্তি যথা—

সুবর্ণবণিজো যে তু বৈশ্যাদ্‌ভ্রষ্ট ইতস্ততঃ।
ভ্রমন্তি জাতিরক্ষার্থং গতাস্তেঽপি নিকৃষ্টতাম্॥

তত্রৈব তৎকারণমাহ।

ধেনুং স্বর্ণময়ীং যজ্ঞে দদৌ বিপ্রায় ভূপতিঃ।
তস্যাশ্চ ধেনোশ্ছেদেন পতিতা বণিজঃ কলৌ।
ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিজঃ কচিৎ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥ কুলরমা[illegible]চন।

দ্বিতীয় কিংবদন্তী—কেহ কেহ বলেন, ইহারা মাতৃকর্ণের সোণা চুরি করিয়া লইয়াছিল। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক ও ঘৃণিত মনে করিয়া ইহাদিগের জল অব্যবহার্য্য জ্ঞান করেন। তদবধি ইহারা এইপ্রকার হেয় হইয়া আছে।*

ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার মন্দ নহে, অনেক স্থলেই উচ্চ-জাতীয় সৎশূদ্রের ন্যায়। কিন্তু ইহাঁদিগের পুরোহিতকে জাতীয় (একজেতে) পুরোহিত বলে, তাঁহারাও সমাজ-মধ্যে চলিত নহেন। ইহাঁদিগের মন্ত্রদাতা গুরুগণ গোস্বামি-পদ-বাচ্য এবং সমাজে চলিত।

চন্দ্র, শেঠ, আঢ্য, দত্ত, দে, মল্লিক প্রভৃতি শূদ্র উপাধি ইহাঁদিগের মধ্যে প্রধান। তদনুসারেই ইহাঁরা পৃথক্ পৃথক্ কুল-সম্ভূত বলিয়া পরিচিত হন। বাণিজ্যাদি ইহাঁদিগের প্রধান অবলম্বন। ইহাঁদিগের মধ্যে সপ্তগ্রামের, সুবর্ণগ্রামের ও মামুদ-পুরের বণিক্‌গণই শ্রেষ্ঠ। মামুদপুর যশোহর জিলার অন্তর্গত।

* ধনঞ্জয়কৃত কুলার্ণবের বর্ণবিভাগে সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই—

কর্ণাবতংসনির্ম্মিৎসোর্মাতুঃ স্বর্ণং সুতেন যৎ।
প্রত্যক্ষদেবতায়াশ্চ হৃতং মলক্ষতিচ্ছলাৎ॥
ততঃ কোপান্বিতো রাজা স্বর্ণানাং বণিজঃ প্রতি।
ততস্তান্ দণ্ডয়ামাস মহাপাতকিনো যথা॥
তদানীং হেয়তাং প্রাপ্তা মাতৃশাপাদ্বিশেষতঃ।
ইদানীং শূদ্রতাং লব্ধা বিশ্বাসচ্যুতিহেতবঃ॥

সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী, সরস্বতীর ধারে (এক্ষণে যে স্থানকে হুগলী বলে তাহারই নিকট) ছিল। সুবর্ণ-গ্রাম বিক্রমপুরের নিকট, ঢাকা জিলার অন্তর্গত (যাহাকে সচ-রাচর সোণারগাঁ বিক্রমপুর কহিয়া থাকে)।

পাশ্চাত্য বৈশ্যগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার অধিকারী। বঙ্গবাসী বণিক্‌দিগের যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবার অধিকার নাই। কতদিন হইল যে দ্বিজরূপ সম্মানের চিহ্ন ধারণে অনধিকারী হইয়াছেন, তাহা স্থির নাই; তথাপি ইহাঁরা কহেন, যদবধি বল্লালকর্ত্তৃক ইহাঁরা অপদস্থ হইয়াছেন, তদবধিই বৈশ্যজাতীয় গৌরব নষ্ট হইয়াছে; জল অস্পৃশ্য শূদ্রমধ্যে গণ্য।

সুবর্ণবণিক্‌গণ বলেন, তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠী ধনকুবের বল্লভানন্দ আঢ্য বল্লালকে ঋণদান স্বীকার করিয়া যথাসময়ে দিতে অস্বী-কার করায় বল্লাল কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট শূদ্রমধ্যে পরিগণিত করেন। ইহাঁরা আরও অপবাদ দেন যে, বল্লাল ঋণ করিয়া পরিশোধ করিতেন না। তাহাতেই বল্লভানন্দ ঋণ দিতে অস্বীকৃত হয়েন। অন্যেরা বলেন, বল্লাল মণিপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলে বল্লভানন্দ আঢ্য ঋণ-দ্বারা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিবেন, কিন্তু কার্য্যকালে বল্লভা-নন্দ প্রতিকূলতাচরণ করেন। তাহাতেই রাজা বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়েন। এবং ঐ কার্য্যে পরাভবহেতু দ্বিগুণতর কোপান্বিত হইয়া ইহাদিগকে যথার্থ বিশ্বাসঘাতক মনে করিলেন এবং রাজসভায় আসিয়া স্বর্ণধেনুর ছেদন, মাতৃকর্ণের স্বর্ণাপহরণ, ব্রাহ্মণাদির অবমাননা, তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যের প্রতি অনাস্থা, জাতিসাধারণ কার্পণ্য, পুত্র কলত্র ব্যতীত অন্য অবশ্যপোষ্য-

বর্গকে পরিবারমধ্যে গণ্য না করা এবং অর্থকেই একমাত্র পুরু-ষার্থ জ্ঞান করা নীচপ্রকৃতির লক্ষণ বিবেচনাপূর্ব্বক এই জাতির মর্য্যাদা খর্ব্ব করেন। তদবধি ইহাঁরা নিকৃষ্ট শূদ্রবৎ হইয়া আছেন।

বস্তুতঃ ইহাঁরা সুশীল, সচ্চরিত্র, বিশ্বস্ত, উদ্যমশালী, শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যেও বিশেষ গণ্য মান্য, বৈষ্ণবধর্ম্মপরায়ণ, আত্মোৎকর্ষবিধায়ক, স্বাবলম্বনপ্রকৃতিক, স্বজাতির গুণানুরক্ত এবং স্বজাতিপ্রিয়। এই জাতির উদ্ধরণ দত্ত একজন পরম ভাগ-বত ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের প্রিয় পারিষদ ছিলেন। গুণ থাকিলেই জাতি বা আকরের দোষ হেতু লোক দুষ্ট হয় না, বরং মান্য হয়। নিত্যানন্দ উদ্ধরণের প্রস্তুত পক্ক অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন। প্রভু নিত্যানন্দ কহিয়াছেন—

কি কহ নিত্যানন্দের জাতির পরিপাটী।
উদ্ধরণ দত্ত সোণারবেণে যার ডেলে দেয় কাটী॥

চৈতন্যভাগবত।

প্রায় চারিশত বৎসর হইল, নিত্যানন্দ এই কথা বলিয়া-ছেন। অদ্যাবধিও ইহাঁরা অন্ত্যজ শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত আছেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

ইতি সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকার প্রকরণ সমাপ্ত।

বর্ণসঙ্কর।

চারি জাতির বিষয় একপ্রকার সমাপ্ত হইল। এক্ষণে সঙ্কর-জাতির উৎপত্তি ও ব্যবসায়াদি নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থির করা উচিত। আমরা পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি, যাহা দেখি তাহাতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির পর সঙ্কর জাতি বলিয়া একটী সাধারণ নাম দেখিতে পাই। কিন্তু পৃথক্ জাতি অর্থাৎ পঞ্চম জাতি দেখিতে পাই না। দাস উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই প্রকৃত শূদ্রপদবাচ্য।

যে সময়ে দ্বিজাতিরা অসবর্ণা ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন, সেই সময়েই অন্যের ভার্য্যায় সজাতীয়ের নিয়োগ দেখা যায়। তৎপরে যখন বেণ রাজা বসুন্ধরার অধিপতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তদবধি অন্যের পত্নীতে অপর জাতির নিয়োগ ও বিধবা স্ত্রীতে সন্তান-উৎপত্তি-করণ-বিধির নিষেধ হয়।

তৎপরে, কিঞ্চিৎকাল গত হইলে রাজর্ষিপ্রবর ঐ বেণ ভূপতিই কামোপহতচেতন হইয়া নানাজাতীয় স্ত্রী সম্ভোগপূর্ব্বক নানাজাতীয় বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করেন। রাজা অসৎ হইলে প্রজাও অসৎ হয়। তদনুসারে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম জাতির সংসর্গ হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা অতি-শীঘ্র অশেষবিধ বর্ণসঙ্কর ও হীন জাতির সৃষ্টি হয়।* বঙ্গদেশে তৎসমস্ত জাতির অধিকাংশ বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু অনেক-

---

* নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে কচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥ ৬৫॥ মনু। ৯ অ।

গুলির নাম দেখা যায়। কতকগুলির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যতগুলিকে চিনিতে পারা যায়, তাহাদিগেরই নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যবসায়াদি স্থির করা গেল।

ইহারা প্রত্যেকেই পৃথক্ জাতি, কেহ কাহারও জল গ্রহণ করে না। প্রতিলোমজাতীয় বর্ণসঙ্করের প্রত্যেকের পুরোহিত প্রায় পৃথক্ পৃথক্; প্রত্যেক জাতির পুরোহিতই বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত ও একজাতীয় যাজক ব্রাহ্মণরূপে খ্যাত।

সঙ্কর জাতির উৎপত্তি বিষয়ে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা এই—

১ শূদ্রকন্যায় বৈশ্য হইতে জাত ব্যক্তি করণ নামক বর্ণসঙ্কর।
২ বৈশ্যকন্যায় ব্রাহ্মণ ঐ ঐ ঐ অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য।
৩ . . . . . . গন্ধবণিক্।
৪ . . . . . . কংসবণিক।
৫ . . . . . . শঙ্খবণিক্।
৬ . ক্ষত্রিয় . . . উগ্রক্ষত্রিয়* ও রাজপুত্র।

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৬৬॥ ঐ।
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥ ৬৭॥ ঐ।
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ॥ ৬৮॥ ঐ।

* মনুর মতে শূদ্রকন্যায় ক্ষত্রিয় হইতে জাত ব্যক্তি উগ্রক্ষত্রিয়। ইহারা স্বভাবতঃ ক্রূরকর্ম্মা।

৭ ক্ষত্রিয়পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত ব্যক্তি কুম্ভকার।
৮ ঐ ঐ . . . তন্তুবায়।
৯ . শূদ্র . . . কর্ম্মকার।
১০ . . . . . দাস (কৈবর্ত্ত)।
১১ ঐ বৈশ্য . . . ভূরঙ্গ।
১২ . . . . . মাগধ।
১৩ . . . . . গোপ।
১৪ শূদ্রকন্যাতে ক্ষত্রিয় . . . নাপিত।
১৫ ঐ ঐ . . . মোদক।
১৬ ঐ ব্রাহ্মণ . . . বারুজী (বারুই)।
১৭ ব্রাহ্মণকন্যাতে ক্ষত্রিয়. . . মালাকার।
১৮ ঐ ঐ . . . সূত।
১৯ ঐ বৈশ্য . . . তাম্বূলী (তামুলী)।
২০ ঐ ঐ . . .তৈলী (তিলী বা তেলী)।

এই বিংশতি সঙ্কর জাতির জল আচরণীয় অর্থাৎ আচমন-যোগ্য। ইহা জাবালি ঋষিকে উপলক্ষ করিয়া বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে। বর্ণসঙ্কর জাতির মধ্যে এই বিংশতি জাতি উচ্চাসনে আসীন।

২১ বৈশ্যকন্যায় করণ হইতে জাত সন্তান তক্ষা (ছুতর)।
২২ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ রজক।
২৩ ঐ অম্বষ্ঠ ঐ ঐ ঐ স্বর্ণকার।
২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ স্বর্ণবণিক্।
২৫ বৈশ্যকন্যায় গোপ ঐ ঐ ঐ আভীর।
২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ তৈলকার (কলু)।

২৭	শূদ্রপত্নীতে	গোপ	হইতে	জাত	সন্তান	ধীবর।
২৮	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	শৌণ্ডিক।
২৯	ঐ	মালাকার	ঐ	ঐ	ঐ	নট ও শবর।
৩০	ঐ	মাগধ	ঐ	ঐ	ঐ	শেখর (সেকরা)।
৩১	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	জেলে।

ইহারা অস্পৃশ্য শূদ্র নহে, কিন্তু ইহাদিগের জল অব্যবহার্য্য।

৩২	বৈশ্যপত্নীতে	স্বর্ণকার	হইতে	মলগ্রহি (মেতর)।
৩৩	ঐ	স্বর্ণবণিক্	হইতে	কুড়ব
৩৪	ব্রাহ্মণীতে	শূদ্র	ঐ	চাণ্ডাল।
৩৫	গোপকন্যায়	আভীর	হইতে	বরুড়
৩৬	বৈশ্যকন্যায়	ঐ	ঐ	তক্ষ ও চর্ম্মকার।
৩৭	মালিনীতে	ঐ	ঐ	পট্টীকার ও স্থপতি।
৩৮	গন্ধবণিক্‌কন্যায়	স্থপতি	হইতে	চিত্রকার (পটুয়া)।
৩৯	গোয়ালিনীতে	চিত্রকার		প্রতিমাগঠক (ভাস্কর)।*

ইহারা অস্পৃশ্য শূদ্র।

---

* শূদ্রায়াং বৈশ্যতো জজ্ঞে করণো নাম সঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোঽথ গান্ধিকো বণিক্॥
কাংস্যকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ।
উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং ক্ষত্রিয়াৎ বভূবতুঃ॥
কুম্ভকারতন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ।
কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাৎ তস্যাং বভূবতুঃ॥
বৈশ্যাদ্বভূব ভুরঙ্গো মাগধো গোপ এব চ।
ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ নাপিতমোদকৌ।
ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রকন্যায়াং বারুজীবী বভূব হ॥

গাঁড়ার, নট, শৃঙ্গকার (সিংকাটা), পুণ্ডরীক (পুঁড়ো জাতি)। পুঁড়ো হইতে নাপিতকন্যায় ভূমিমালী জাতির উৎপত্তি হয়। ভূমিমালী তিন ভাগে বিভক্ত—দেওলী, হাড়ী ও কোঁচমালী। পুণ্ডরীকের বিবাহিতা স্ত্রীতে নাপিতসম্ভব পুত্র গঙ্গাপুত্র বা মুদ্দাফরাস। ভড় জাতি শববাহক। ভড় হইতে চুণারী

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো মালাকারস্তথা মুনে।
বৈশ্যাত্তু দ্বিজকন্যায়াং জাতৌ তাম্বূলিতৈলিকৌ॥
বিংশতিঃ সঙ্করা এতে জাবালে কথিতাস্তব।
উত্তমাঃ সঙ্করা এতে মধ্যমানথ মে শৃণু॥
বৈশ্যায়াং করণাজ্জাতৌ তক্ষা রজক এব চ।
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ তন্যামম্বষ্ঠসম্ভবৌ॥
বৈশ্যায়াং গোপতো জাতো আভীরতৈলকারকৌ।
গোপাৎ শূদ্রাগর্ভজাতৌ পুত্রৌ ধীবরশৌণ্ডিকৌ॥
মালাকারানুসম্ভূতৌ নটঃ শবর এব চ।
মাগধাদপি শূদ্রায়াং জাতৌ শেখরজালিকৌ॥
এতে বৈ মধ্যমাঃ প্রোক্তা অন্ত্যজানপি মে শৃণু।
বৈশ্যপত্ন্যাং স্বর্ণকারাম্মলগ্রহিরজায়ত॥
কুড়বঃ স্বর্ণবণিজো বৈশ্যপত্ন্যাং বভূব হ।
শূদ্রাচ্চ ব্রাহ্মণীগর্ভাচ্চাণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ॥
আভীরাদ্গোপকন্যায়াং বরুড়ঃ সমজায়ত।
তক্ষোঽভূদ্বৈশ্যকন্যায়াং চর্ম্মকারশ্চ শিল্পবিৎ॥
পট্টীকারশ্চ মালিন্যাং স্থপতিশ্চ বভূব হ।
স্থপতেরপি গান্ধিক্যাং চিত্রকারোঽপ্যজায়ত।
গোপালিন্যাং চিত্রকারাৎ প্রতিমাগঠকঃ স্মৃতঃ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের বচন।

প্রভৃতি নীচ জাতি পর্য্যন্তই অন্ত্যজ বর্ণের শ্রেষ্ঠ। তৎপরবর্ত্তীর জন্মবৃত্তান্ত দিবার আবশ্যকতা দেখি না। তথাপি তাহাদিগের নাম ও ব্যবসায় দেওয়া আবশ্যক বোধে স্থানান্তরে দেওয়া গেল; তথায় দেখ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এ দেশে যতপ্রকার নীচজাতীয় শূদ্র ছিল, তাহার নির্ণয় করা আছে। ভারতচন্দ্রকৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মধুধারা মধ্যে ছত্রিশ জাতির বিন্দুপাত আছে। তাহা পাঠ করিলে তৎকালপরিচিত জাতি পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। যথা—

"আগুরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগী চাসাধোপা কৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগ্দী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুর্ম্মী কোরাঙ্গা পোদ কপালী তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজীকর॥
বাইটী পটুয়া কাণ কসবী যতেক।
ভাবুক ভাক্তয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥

কিন্তু সে সময় চাঁই, বাঁই, বাউরী, চাক্, কোঁচ, পলিয়া, পুঁড়া (পুণ্ডরীক), রাজবংশী, কাহার, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর প্রভৃতি কতকগুলি জাতি বিদ্যমান ছিল, অধুনা তাহাদিগের বংশাবলী অনেক স্থলে বিস্তৃত দেখা যায়। বোধ হয় ভারতচন্দ্র কেবল বর্দ্ধমানের বর্ণন করিতেছিলেন বলিয়াই অপরগুলিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; কেন না সকলগুলিরই এক নগরে অবস্থান সম্ভব বিবেচনা করেন নাই।

এই সকল বর্ণের জাতিগত ব্যবসায় দ্বারাই ইহাদিগের সমাজগত মর্য্যাদার তারতম্য অবগত হওয়া যায়। যথা—

জাতি—ব্যবসায়।

আগুরী—প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্ম*।

* আগুরী দুই ভাগে বিভক্ত, সূত ও জানা। জানাদিগের বিবাহ-সময়ে উপনয়ন হয়, কিন্তু সে সকল কার্য্য বেদ-বিহিত নহে।

জানা আগুরীরা কহে যে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইতে জন্ম হেতু তাহারা দ্বিজসমুচিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে অধিকারী। সূতেরা কহে, মনুর মতে ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যায় জাত ব্যক্তির মাতৃবর্ণ ও ধর্ম্ম গ্রহণহেতু শূদ্রত্বই বিধিসিদ্ধ বলিয়া তাহারা শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার করিয়া থাকে। জানারা ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় বার দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের সময় শূদ্রের ন্যায় ব্যবস্থা লয়।

উগ্রক্ষত্রিয়গণ দুই ভাগে বিভক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা-দিগের সূতেরা শূদ্রবৎ আচরণ করে। শূদ্রের যত গোত্র ও যত উপাধি আছে, তৎসমস্তই ইহাদিগের মধ্যে বিদ্যমান দেখা যায়। ইহাদিগের মধ্যে কৌলীন্য-মর্য্যাদা আছে। হাজরা ও চৌধুরীই প্রায় কুলীন। কিন্তু অর্থবল ও সৎকার্য্য থাকিলেই কৌলীন্য লাভ করিতে পারা যায়। বর্দ্ধমান জিলার উগ্রক্ষত্রিয়গণই প্রসিদ্ধ। বর্দ্ধমানের আট পরগণায় আট ঘর বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ের কবিতা কয়েকটী নিম্নে লিখিত হইল। কুলাচার্য্য ষষ্ঠীদাস ভট্টাচার্য্যকৃত উগ্রক্ষত্রিয়-বিবরণ দেখ। যথা—

"নিঃশঙ্কে ইন্দুঘর সোম মুদ্রাকর।
বাঘাতে পরেশকুল পবি পথ ঘর॥
বারবক কাঞ্চন সোম যশেতে মিশায়।
সাতশৈকায় গুপ্ত দুই দীপ্তি করি রয়॥

জাতি—ব্যবসায়।

কলু—তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয়।

কোল—অনির্দ্দিষ্ট। বাঁশের দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়।

গুঁড়ী—জালজীবী।

গাঁড়ার—চিপিটক প্রস্তুত ও বিক্রয়।

করঙ্গা—চিপিটক প্রস্তুত ও বিক্রয়।

কাণ (কিন্নর)—গীত বাদ্য।

কাঁড়রা—বাঁশের শলাকা দ্বারা দ্রব্য প্রস্তুত।

কোড়া—মৃত্তিকা খননাদি।

কাওরা—শূকর পালন ও বিক্রয়।

কপালী—শণ সূত্র প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিক্রয়।

কোঁচ—নৌকা-বহন ও মৎস্য-ধরণ।

কাহার—দাস্যবৃত্তি ও বাহকের কার্য্য।

তিয়র (রাজবংশী)—মৎস্যবিক্রয় ও ইষ্টকনির্ম্মাণ ও গ্রন্থন।

দুলিয়া—নরযানের বাহকের কার্য্য, বেহারাগিরি।

ধেয়েতে পবিত্রকুল দাঁ, দত্ত আর দে।
হুকুম-পত্রেতে মুনি সাংখ্যানে যশোদে॥
বর্দ্ধমানে রত্নাকর দক্ষিণে রাজন্।
এরুয়ারে অঙ্গীকারে সেনের নন্দন॥

উগ্রক্ষত্রিয়গণ সৎক্রিয়ান্বিত ও সদাচারসম্পন্ন। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক শিক্ষিতও বটে। জানা ও সূত জই দুই দলে পরস্পর ভোজ্যান্নতা বা বৈবাহিক সম্বন্ধ নাই। কিন্তু প্রীতি-ভোজনে দোষ হয় না। উভয় দলেই দেবসেবা ও আতিথ্য করিয়া থাকে।

জাতি—ব্যবসায়।

ধোপা (রজক)—বস্ত্র ধৌত ও পরিষ্কার করণ।

চাসাধোপা—প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য।

নলে—পাট, মাদুর, শপ প্রভৃতির বয়নকার্য্য ও নলকর্ত্তন।

নুড়ী—প্রধানতঃ লাক্ষাদির ব্যবসায় ও চুড়ী প্রস্তুত ও বিক্রয়।

পলিয়া—প্রধানতঃ চাস, স্থলবিশেষে বস্ত্রাদি-বয়ন ও দধি দুগ্ধ বিক্রয়।

পাটুনী—নদীতে পারাপার, খেয়া দেওয়া।

পোদ—প্রধানতঃ মৎস্যবিক্রয়।

চূণারী—প্রধানতঃ চূণ প্রস্তুত ও বাদ্যকরণ।

চণ্ডাল বা নমশূদ্র—নানাবিধ ব্যবসায়, প্রধানতঃ মৎস্যধরণ, কৃষিকার্য্য ও নৌকা-বাহন।

ছুতার (সূত্রধর)—কাঠের কার্য্য করণ।

জালিয়া (চণ্ডাল)
ধীবর (পাড়ুই) } মৎস্য-বিক্রয় ও নাবিক-বৃত্তি।

ডোম—বাঁশের দ্রব্য প্রস্তুত করণ।

ডোকলা—শূকর চরাণ।

যুগী বা যোগী—বস্ত্রবয়ন।

বাউরী—পাল্কীবহন ও জলজ উদ্ভিজ্জাদির উত্তোলন ও বিক্রয়।

বাগ্‌দী—মৎস্য-বিক্রয়, পাল্কীবহন ও স্থলবিশেষে শূকর-রক্ষণ।

বেদিয়া—গাছড়া ঔষধ ও সর্পদংশনের বিষ-চিকিৎসা এবং স্থলবিশেষে সর্পধরণ ও খেলন।

শুঁড়ী, শৌণ্ডিক, শোলোক—প্রধানতঃ মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ।

জাতি—ব্যবসায়।

হাড়ী, মেতর, হাড়ীচাকর — পুরীষ-পরিষ্কার, শূকর-পালন ও স্থলবিশেষে বেহারার কার্য্য।

গন্ধর্ব্ব — গীতবাদ্য।

অপ্‌সর — নৃত্য ও গীত করণ (উড়িষ্যা অঞ্চলে আছে)।

ভাস্কর—প্রস্তর খুদিয়া প্রতিমাদি নির্ম্মাণ।

মুর্দ্দাফরাস বা কোটাল—চিতা প্রস্তুত ও মৃত ব্যক্তির অমেধ্য পরিষ্কারাদি কার্য্য।

মুচি, চর্ম্মকার, চামার, রুহিদাস—চর্ম্মের সংস্কার, বস্ত্রবয়ন ও বিক্রয়, চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় এবং বাদ্যবাদন।

দাস, চাকর, রমণীবেহারা—দাস্যবৃত্তি। দেশভেদে কার্য্য পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে সকলেই ইতরজাতীয়ের খানসামার কার্য্য করে না।

গোলাম—দাস্যবৃত্তি। ছোটনাগপুরে আছে।

১ অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।

২ নিষাদ—নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥৮॥ মনু। ১০অ।

৩ উগ্রক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে ॥ ৯ ॥ ঐ।

৪ অপসদাঃ — বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥১০॥ ঐ।

৫ সূত———ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।

৬ মাগধ
৭ বৈদেহ } বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ ॥ ১১ ॥ ঐ।

৮ আয়োগব, ক্ষত্তা, চণ্ডাল ও সঙ্করজাতি } শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্য-রাজন্য-বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥১২॥ঐ।
ওঙ্কারোচ্চারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥১৩॥ঐ।

অপসদ।

ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ব্ভজাত, বৈশ্যার গর্ব্ভজাত ও ও শূদ্রার গর্ব্ভজাত, এই তিনপ্রকার। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে জাত ও শূদ্রার গর্ব্ভে জাত এই দুইপ্রকার; বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে জাত একপ্রকার; সর্ব্বসমেত ছয়প্রকার বর্ণসঙ্কর অপসদ শব্দে অভিহিত হয়।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বিপ্রকন্যার গর্ভে জাত সন্তান সূত-জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে জাত সন্তান মাগধ জাতি, এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তান বৈদেহ। ইহারা স্তুতিপাঠক।

শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তান আয়োগব; ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর সন্তান ক্ষত্তা (যাহাকে বঙ্গদেশে ছেত্রি বলে) ও ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সঙ্করসন্তানকে চণ্ডাল অর্থাৎ নরাধম বলা হয়।

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় করণ কায়স্থ বলিয়া এক জাতি আছে। পাশ্চাত্য কায়স্থগণ তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে এই প্রমাণ দেন যে, এক সঙ্কর জাতি হইতে অপর সঙ্কর জাতির উৎপত্তির সময় যে সঙ্করাৎসঙ্কর জাতি জন্মে, তাহাদিগেরই মধ্যে ঝল্ল, মল্ল, নট, করণ, খস, দ্রবিড় প্রভৃতি কয়েক জাতির উৎপত্তি হয়।

মল্ল—সচরাচর যাহাদিগকে মাল বলা যায়। ইহারা সর্প-বহিষ্করণ ও তৎসঙ্গে ক্রীড়নদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উহা-দিগকে সচরাচর সাপুড়ে কহে।

নট—নৃত্যগীতাদি ব্যবসায়।

করণ—ব্যবসায় অনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু অধিকাংশকে নৌকা-বাহন কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়।

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥ ২২॥ মনু। ১০অ।

আয়োগব (আগুরী গোয়ালা)—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে আয়োগবের জন্ম।

চর্ম্মকার, চামার, মুচি — নিষাদ হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে কারাবার, বৈদেহী হইতে কারাবারস্ত্রীতে অন্ধ্র এবং নিষাদস্ত্রীতে মেদ নামক জাতি জন্মগ্রহণ করে। ইহাদিগের সকলেরই চর্ম্মচ্ছেদন কার্য্য জাতীয় বৃত্তি; ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে।

"কারাবারো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।
বৈদেহিকান্ধ্রমেদৌ চ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ॥ ৩৬॥ মনু। ১০ অ।

মুর্দ্দাফরাস—চণ্ডালের ঔরসে নিষাদী-গর্ভে জাত সন্তানকে

মুর্দ্দাফরাস কহা যায়। ইহারা মৃত ব্যক্তির বস্ত্রাদি গ্রহণ করে ও চিতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। শ্মশানে অবস্থিতিপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির অমেধ্য বস্তু পরিষ্কার করে। রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বধকার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন ও তাহাদিগের পরিহিত বস্ত্রালঙ্কারাদি গ্রহণপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সেইহেতু ইহাদিগের ঘাতক বলিয়া অপর একটী নাম আছে।

বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধ্যবাসাংসি গৃহ্লীয়ুঃ শয্যাশ্চাভরণানি চ ॥ ৫৬ ॥ মনু। ১০ অ।

এক্ষণে এই সকল বচন দ্বারা নিশ্চয় জানা যায় যে, অনুলোম ও প্রতিলোম প্রভৃতির সংস্রবে নানাবিধ অন্ত্যজ ও সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তৎসমস্তের বিবরণ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এইমাত্র জানা আবশ্যক যে, অসমানজাতীয়ের সঙ্গে সংস্রব ঘটিলেই সঙ্কর জাতি ব্যতীত প্রকৃত শূদ্র, প্রকৃত বৈশ্য, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, কিংবা প্রকৃত ব্রাহ্মণ জন্মে না।

অন্ত্যজ-জাতি-প্রকরণ সমাপ্ত।

সম্বন্ধনির্ণয়—শাখা প্রশাখা।

বৈদ্যজাতির উৎপত্তি।

বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বঙ্গদেশীয় জাতি-চতুষ্টয়ের সমাজ-সুশৃঙ্খলা বিষয়ে, বঙ্গীয় প্রজাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন বিষয়ে,তাহাদিগের ধর্ম্মসংস্থাপন বিষয়ে, যে মহামতি উদারপ্রকৃতি বদান্য ভূপতিগণ আন্তরিক যত্ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, তাঁহাদিগের জাতিগত ও মর্য্যাদাগত বিষয়াদি কিছুই সামান্যকাণ্ডে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। জাতিগত সামান্য ও বিশেষ বিনির্ণয়-করণ-বিষয়ে আদি-শূর, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন অগ্রসর ছিলেন, এজন্য সামান্যকাণ্ডের শাখা প্রশাখা নির্ণয়ের অগ্রে তাঁহাদিগেরই জাতিগত প্রকরণ এইখানেই লেখা আবশ্যক।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতি দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত। যেহেতু মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম, উপনয়ন কালে সাবিত্রী গ্রহণ দ্বারা দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ। প্রথম জন্ম দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির জ্ঞান হয়, দ্বিতীয় জন্ম দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মে, তদ্দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের শুদ্ধি-বিধান ও ব্রহ্মনির্ণয়ে সামর্থ্য হয়। এই কারণে ইহাঁদিগের দ্বিজ-সংজ্ঞা গ্রহণে অধিকার আছে।

চতুর্থ জাতি শূদ্র, ইহারা একজ অর্থাৎ একজাতি; ইহাদিগের কেবল মাতৃগর্ভে জন্ম মাত্র; অন্য জন্ম, অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা আত্মজ্ঞানরূপ জন্ম, হয় না। সুতরাং

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ ব্যতীত পঞ্চম জাতি নাই। সঙ্করজাতিরাও ইহারই একতম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের কন্যা বিবাহবিধিতে গ্রহণ করিতে নিষিদ্ধ ছিলেন না। তদনুসারে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়সন্তান অপেক্ষা মান্য। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। এবং শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র শূদ্রসদৃশ করণ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেহেতু মনু কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যখন ভিন্ন বর্ণে যথাবিধানে সন্তান উৎপাদন করেন, তখন পিতা উচ্চ বর্ণ স্থলে ও মাতা অধম বর্ণ স্থলে পুত্রগণ মাতৃবর্ণ হয়, অর্থাৎ পিতার জাতি পায় না। সেই-হেতু শূদ্রার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তানের শূদ্রত্বই থাকে, উপনয়নাদিতে অধিকার হয় না। অন্য তিন বর্ণের দ্বিজাতি-সংজ্ঞা হয়।

ক্ষত্রিয় জাতি তৎসমান বর্ণে ও বৈশ্য শূদ্রের কন্যায় যে পুত্র উৎপন্ন করে, তাহারাও মাতৃ-সমান-বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াপুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাপুত্র মাহিষ্য নামক বৈশ্য, শূদ্রার গর্ভজাত উগ্রক্ষত্রিয়। বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান বৈশ্য, শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র নিষাদ। এইরূপে উচ্চ বর্ণের পুরুষে নীচ বর্ণের বিবাহিতা স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে, তাহারা মাতৃবর্ণ (বৈশ্য) সদৃশ, শূদ্র অপেক্ষা মান্য, অর্থাৎ মাতৃসজাতীয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং পিতৃসজাতীয় অপেক্ষা অপকৃষ্ট। তদনুসারে আমাদিগের দেশের অম্বষ্ঠেরা বৈশ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

এক্ষণে এক প্রকার স্থির হইল যে, অনুলোমের ঔরসোৎপন্ন ও প্রতিলোমের গর্ভজাত সঙ্কীর্ণজাতীয় মধ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য এই তিন জাতির দ্বিজাতি-সংজ্ঞা থাকায় উপনয়নাদি বৈদিক কার্য্যে পিতৃসজাতীয়দিগের ন্যায় অধিকার আছে, এবং মাতার হীনবর্ণত্ব হেতু অশৌচাদি গ্রহণ ও অন্যান্য কুলাচারে মাতৃসজাতীয়দিগের ন্যায়ই দেখা যায়, তদ্বিষয়ে ইহারা পিতৃসজাতীয় আচরণে অধিকারী নহে।

উৎকৃষ্টজাতিজ সঙ্কীর্ণ জাতির মধ্যে উগ্রক্ষত্রিয়, নিষাদ ও করণ এবং অন্যান্য বিলোম ও অনুলোমোৎপন্ন মাতৃদোষাশ্রিত বর্ণসঙ্করদিগের দ্বিজাতিত্ব নাই। তাহারা শূদ্র বলিয়া খ্যাত। স্থলবিশেষে অধম শূদ্রের মধ্যে গণ্য।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগের দেশের বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের নিম্নে, ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষভাবে ও শূদ্রের উপরিভাগে আসন গ্রহণ করেন। যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন, তাঁহারা দ্বিজাতি-সদৃশ আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা পাতিত্যাদি হেতু অনুপনীত, তাঁহারা শূদ্রবৎ রহিয়াছেন।

কি শুদ্ধাচারসম্পন্ন বৈদ্য, কি পতিত বৈদ্যজাতি, উভয়েই আয়ুর্ব্বেদাদি চিকিৎসাশাস্ত্র এবং মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যাপনা করিতে অধিকারী নহেন।

মহারাজ বল্লাল এক সময়ে অধমজাতীয়া একটী পদ্মিনী কন্যাকে বিবাহসূত্রে গ্রহণ করেন। সেইহেতু তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। ধর্ম্মলোপভয়ে লক্ষ্মণ বৈদ্যদিগকে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। তাহার কারণ এই, যাহারা যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে মহা-

রাজ পতিত বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন না। মহারাজের সংস্পৃষ্ট না হইলেই জাতি-রক্ষা হইল, তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম-রক্ষা করা হইতে পারে। এইরূপে লক্ষ্মণের অনুগত বৈদ্যগণ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। তৎপরে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগরনিবাসী বৈদ্যকুলতিলক মহারাজ রাজবল্লভ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা অনুসারে অনেক বৈদ্যকে যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনর্ব্বার উপনয়নাদি দেন। তদবধি অনেক বৈদ্য যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। অনেকে পূর্ব্ববৎ শূদ্রসদৃশ অনুপনীত ও মাসাশৌচাদি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা উপনীত, তাঁহারা ১৫ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করেন, ও সাবিত্রী-মন্ত্র উপাসনা করিয়া থাকেন।

ধন্বন্তরি হইতে

গুপ্ত	দাস	সেন

এই তিন পুত্র জন্মে। এই তিন জনের সন্ততির মধ্যে গুপ্ত ও সেন উপাধিবিশিষ্ট বৈদ্যগণের সাধারণ উপাধি গুপ্ত। তদনুসারে এই তিন উপাধির শেষে গুপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যথা সেন গুপ্ত, দাস গুপ্ত ও গুপ্ত গুপ্ত। অম্বষ্ঠকুলের অন্যান্য উপাধিধারী বৈদ্যদিগের পদবীর শেষে গুপ্ত উপাধি গ্রহণের অধিকার নাই। মহারাজ বল্লাল যে বৈদ্যবংশ-সম্ভূত, তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য, লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্যগণ যে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করেন তাহার সমর্থন নিমিত্ত, ও রাজবল্লভ যে পুনর্ব্বার বৈদ্যদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত করেন ও তদবধি পুনর্ব্বার পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ করেন

তাহার নির্ণয় জন্য, রামজীবনকৃত কুলপঞ্জিকার বচন উদ্ধার করা গেল। যথা—

আদিশূর মহারাজ জগতে বিখ্যাত।
তাঁর দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের স্থত॥
দেব-অংশে জন্ম বল্লাল নৃপমণি।
যে করিল সেই হৈল আচরণি॥
জাতিমালা আদি করি নির্দ্দিষ্ট করিল।
বিশেষিয়া ব্রাহ্মণের কুলজী বণিল॥
যে দেশে যেখানে স্থানে স্থানে ছিল।
সেই দেশী গ্রামবাসী তাহাকে লিখিল॥
বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন জান।
পিতাপুত্রে জন্মেছিল বিরোধ কারণ॥
দেখি মন্দ আচরণ বল্লালে কহিল।
ভাল মন্দ ব্যবহার আজি না রহিল॥
পিতাপুত্রে বিসংবাদ উচিত না হয়।
বিশেষতঃ রাজা তুমি নাহিক আশ্রয়॥
দেশত্যাগ যুক্তিমাত্র উপায় কেবল।
তাহা ভিন্ন অন্য যে বা সবই নিষ্ফল॥
এই বলি ভিন্ন দেশে তখনি যে গেল।
পূর্ব্বমত ব্যবহার সে দেশে করিল॥
কিছুদিন এই ভাবে থাকে দুইজন।
পশ্চাতে উঠিল এক অশুভ লক্ষণ॥
লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্য ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে॥

লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল ॥
বৈদ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম ॥
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম ॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনরায় দ্বিজভাব যথা পূর্ব্বরীত ॥
তদবধি কতগুলি করি প্রায়শ্চিত্ত।
পক্ষমাত্রে পায় শুদ্ধি করে বৈশ্যবৃত্ত ॥
সংস্কার দশবিধ লয় পূর্ব্বমত।
তথন পতিত জনে কহে কত শত ॥

কান্যকুব্জাগত বিপ্রপঞ্চ যাঁহাদিগের আনীত, তাঁহারা অম্বষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ বৈদ্য বলিয়া খ্যাত, ইহা প্রসিদ্ধ।

মহারাজ আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বল্লাল দ্বারা কৌলীন্য-সংস্কার ও লক্ষ্মণ সেন দ্বারা তাহার সমীকরণ হয়। সেইহেতু অন্যজাতীয় কৌলীন্যাদি লিখিবার পূর্ব্বে বৈদ্য-জাতির কুলনির্ণয় করা উচিত বোধে তাঁহাদিগের উৎপত্তি প্রভৃতি লেখা গেল।

স্কন্দপুরাণের বর্ণনানুসারে বৈদ্যোৎপত্তি বিষয়ে এইমাত্র জানা যায় যে, যৎকালে গালব ঋষি তীর্থ-পরিভ্রমণে নির্গত হন, তৎকালে তিনি এক দিবস অত্যন্ত পথশ্রান্তি বশতঃ নিতান্ত ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে এতাদৃশ তৃষা-

কাতর ও খিন্ন হইয়াছিলেন যে, পিপাসা-নিবৃত্তি-মানসে বিনা বিচারেই জলকলসধারিণী এক কন্যার নিকট বারি প্রার্থনা করিলেন। তাহার দত্ত সলিল পানদ্বারা সজীব হইয়া উপকারক ব্যক্তির প্রত্যুপকার অবশ্যকর্ত্তব্যজ্ঞানে ঋষিসুলভ বর-প্রদান করিলেন। বলিলেন হে কন্যে, তুমি আমার আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে পুত্রবতী হও।

এই আশীর্ব্বাদটী যদিও বিবাহিতা ললনার পক্ষে পরম প্রার্থনীয়, কিন্তু অনূঢ়া কামিনীর পক্ষে নিতান্ত অসদৃশ বিবেচনা করিয়া ঐ ললনা ঋষি মহোদয়ের পাদপদ্মে নিবেদন করিল, ঠাকুর, অদ্যাপি আমার বিবাহ হয় নাই। আমি কুমারী, এ অবস্থায় আমার সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই। মহর্ষি গালব তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ জাতির কন্যা? ঐ কন্যা কহিল, সে বৈশ্যকন্যা, তাহার নাম বীরভদ্রা। মহর্ষি গালব ঐ কন্যাকে সঙ্গে করিয়া তদীয় পিতৃকুলে উপস্থিত হইলেন, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

বীরভদ্রার পিতা গালবকে ঐ কন্যা গ্রহণ করিতে কহিলেন। গালব সে বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া এই উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি প্রাণনাশকালে জীবন প্রদানপূর্ব্বক পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি মাতৃতুল্যা, অতএব এ কন্যা আমার পাণি-পীড়ন-যোগ্যা নয়। গালবের বাক্য শুনিয়া অন্যান্য ঋষিরা তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন, এই বৈশ্যকন্যা হইতে অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরির জন্ম হইবে। পরে ঋষিরা বিবেচনা করিলেন, গালবের বাক্য বৃথা হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব এই কন্যার

ক্রোড়ে একটী কুশময় কুমার দেওয়া যাউক। অবশ্য গালবের অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ অনুসারে উহা মানব আকার ধারণ করিবে। তদনুসারে প্রত্যেক ঋষিই বেদমন্ত্রানুসারে ঐ কুশপুত্তলীর প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক আপন আপন ক্রোড় হইতে ঐ পুত্তলিকাটীকে বৈশ্যকন্যা ভদ্রার ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। তাহার ক্রোড় স্পর্শমাত্র ঐ বালকের জীবনসঞ্চার হইল। বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ইহাঁর জীবনসঞ্চার হয়, এই কারণে ইহাঁর উপাধি বৈদ্য হইল। আর, ইনি অম্বাকুলে (মাতৃকুলে) সংস্থাপিত হইলেন বলিয়া ইহাঁর নাম অম্বষ্ঠও হয়।

ধন্বন্তরি হইতে

সেন দাস গুপ্ত

এই তিন সন্তান জন্মে। বঙ্গদেশে ইহাঁরাই অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। এই তিন মূল হইতে আর বারটী বংশের সৃষ্টি হয়। তৎপরে শাখা প্রশাখায় ৫০ পঞ্চাশৎ কুল হইয়াছে। তাহাদিগের বিবরণ ক্রমে দেখ। যথা—

১। ধন্বন্তরি—স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারের মানসী কন্যা সিদ্ধবিদ্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে ধন্বন্তরির তিন পুত্র জন্মে। যথা—সেন, দাস ও গুপ্ত।

সেনের চারি পুত্র। ঐ চারিজন পৃথক্ পৃথক্ মুনির শিষ্যত্বনিবন্ধন চারি পৃথক্ গোত্র ভজনা করেন। ধন্বন্তরিগোত্র সেন; বৈশ্বানরগোত্র সেন; শক্তিগোত্র সেন; আদি বা আদ্যগোত্র সেন। তৎপরে ইহাঁদিগের অধস্তন বংশের কতকগুলি সন্তান বিভিন্ন দেশে বাসনিবন্ধন অন্য মুনিগণের

আশ্রয় গ্রহণহেতু অন্যগোত্র হন। তদনুসারে সেনবংশে আট গোত্র আছে।

২। দাসের তিন পুত্র। মৌদ্গল্যগোত্র দাস, সালঙ্কায়নগোত্র দাস ও ভরদ্বাজগোত্রে দাস। ইহাঁরাও পৃথক্ পৃথক্ ঋষির শিষ্যত্ব স্বীকার হেতু পৃথক্ পৃথক্ গোত্র প্রাপ্ত হন। দাসবংশের অধস্তন সন্ততিবর্গমধ্য হইতে কতকগুলি বিভিন্নদেশে বাসনিবন্ধন ও অন্যান্য ঋষির শুশ্রূষা হেতু আরও তিন গোত্র প্রাপ্ত হন। তদনুসারে দাসবংশে ছয় গোত্র।

৩। গুপ্তের সজাতীয়া সহধর্ম্মিণীর পক্ষে এক সন্তান। অসজাতীয়া প্রণয়িনীর পক্ষে চারি সন্তান। সজাতীয় সন্তান গুপ্ত। গুপ্তের সন্ততিগণ তিন পৃথক্ গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি।

গুপ্তের অসজাতীয়া অর্থাৎ শূদ্রা পত্নীর সন্তানবর্গ—যাহাদিগের মাতুল দেব, তাহারা কৃষ্ণাত্রেয় দেব। যাহাদিগের জননী দত্তকুলসম্ভূতা, তাহারা মৌদ্গল্যগোত্র দত্ত। যাহাদিগের মাতামহ ধর, তাহারা কাশ্যপগোত্র ধর। যাহাদিগের মাতৃকুল কর, তাহারা ভরদ্বাজগোত্র কর।

দেব, দত্ত, ধর ও কর হইতে আর আটটী পৃথক্ কুলের সৃষ্টি হয়। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের সজাতীয়া স্ত্রী ব্যতীত অসজাতীয়া দুই দুই পত্নী ছিল। ঐ পত্নীদিগের যিনি যে কুলে উৎপন্ন হন, তৎসন্ততিবর্গ তৎকুল ও সেই কুলের গোত্রভাগী হন।

দেবের অসজাতীয়া দুই পক্ষের দুইজাতীয় দুই সন্তান—এক ইন্দ্র, অপর চন্দ্র। দত্তেরও ঐপ্রকার এক সন্তান রাজ,

অন্য সন্তান সোম। ধর স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগের অনুকরণে কিঞ্চিৎ পরাঙ্মুখ ছিলেন। অর্থাৎ ইনি বিভিন্নজাতীয় পক্ষে একমাত্র বিবাহ করেন। তদনুসারে ইহাঁর এক পুত্র ধর, অপর পুত্র নন্দি। কর মহাশয় প্রথম ও দ্বিতীয় সহোদরদিগের ন্যায় সজাতীয়া এক ও অসজাতীয়া দুই পত্নী গ্রহণ করেন। ভাগ্যবশতঃ ইহাঁরও অসমানজাতীয় পুত্রদ্বয় হয়। একের নাম কুণ্ড, অপরের নাম রক্ষিত। কেহ কেহ বলেন, ধরেরও অপরা একটী অসজাতীয়া প্রণয়িনী ছিল। তাহার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তাহার নাম আদিত্য। প্রথমে এইরূপে বৈদ্যগণ মধ্যে পনেরটী পৃথক্ বংশ হয়। * তৎপরে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে গোত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ২৮ অষ্টাবিংশতি পৃথক্ কুলের সৃষ্টি হয়। এক্ষণে পঞ্চাশৎ গোত্র ও পঞ্চাশৎ বংশ দেখা যায়।

সত্যে বৈদ্যাঃ পিতুস্তুল্যাঃ ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ॥
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো হি মুনিসত্তমঃ।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ পরাশর।
অম্বষ্ঠেষ্বমৃতাচার্য্যঃ খ্যাতোঽভূদ্ভুবনত্রয়ে।
সিদ্ধবিদ্যাহ্বয়াং কন্যাং স্ববৈদ্যস্য তু মানুষীম্।
উপযেমে মহৌজা যশ্চিকিৎসকতয়া শ্রুতঃ॥
অথৈতস্য বরেণৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ।
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ।
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥
সন্তানাঃ বহবশ্চৈষাং বভূবুশ্চ চিকিৎসকাঃ।
কুলানুরূপতশ্চৈষাং জাতাঃ পদ্ধতয়োঽপ্যমূঃ॥

শব্দকল্পদ্রুমে কুলপঞ্জিকাধৃত-ব্যাসবচনম্।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়গণের গোত্র হয়। তদ্দৃষ্টে বৈশ্যগণের পুরোহিত-গোত্রানুসারে গোত্র হইয়াছিল। শূদ্রগণেরও তদনুসারে অতিদৃষ্টাতিদৃষ্ট গোত্র হইয়াছে। বৈদ্যগণের গোত্রনির্ণয়-বিষয়েও ঠিক ঐপ্রকার।

গোত্রানুসারে—

১। সেন উপাধিধারী বৈদ্যগণ আট শাখায় বিভক্ত। যথা—ধন্বন্তরি, শক্তি, বৈশ্বানর, আদ্য-মধু-চ্যবন, মৌদ্গল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয় ও আঙ্গিরস।

২। দাস উপাধিধারী বৈদ্যগণ ছয় শাখায় বিভক্ত। যথা—মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, সালঙ্কায়ন, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ ও বাৎস্য।

৩। গুপ্ত উপাধিধারী বৈদ্যগণ তিন শাখায় বিভক্ত। যথা—কাশ্যপ, গোতম ও সাবর্ণি।

৪। দত্ত উপাধিবিশিষ্ট বৈদ্যগণ মধ্যে সাত গোত্র আছে। যথা—কাশ্যপ, গোতম, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণি, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয় ও বাৎস্য।

৫। দেব উপাধিধারী বৈদ্যদিগের মধ্যে চারি গোত্র প্রসিদ্ধ। যথা—কৌশিক, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য ও মৌদ্গল্য।

৬। ধর উপাধিধারী বৈদ্যগণও চারি শাখায় বিভক্ত। যথা—আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য ও আলম্যান।

৭। কর উপাধিবিশিষ্ট বৈদ্যগণেরও গোত্রানুসারে সাত শাখা। যথা—কাশ্যপ, বাৎস্য, মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, ধন্বন্তরি, শক্তি ও কৃষ্ণাত্রেয়।

৮। রাজ উপাধিধারীদিগের মধ্যে তিন গোত্র দেখা যায়।

যথা—কাশ্যপ, আদ্য ও মৌদ্গল্য। আদ্য গোত্রের তিন প্রবর। যথা—আদ্য, মধু ও চ্যবন।

৯। রক্ষিতগণের অধিকাংশই ভরদ্বাজ গোত্র। কোন কোন স্থলে জামদগ্ন্য গোত্রও দেখা যায়।

১০। ইন্দ্র উপাধিবিশিষ্ট বৈদ্যগণের শাখা প্রশাখা নাই। একমাত্র কাশ্যপ গোত্রই দেখা যায়।

১১। আদিত্য উপাধিধারী বৈদ্যগণ গোত্রানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—কাশ্যপ ও কৌশিক।

১২। সোম উপাধিধারী বৈদ্যজাতির একমাত্র শাণ্ডিল্য গোত্র।

১৩। চন্দ্র উপাধিধারী বৈদ্যজাতিরও একমাত্র কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র।

১৪। নন্দি উপাধিধারী বৈদ্যজাতির মধ্যে কেবল ঘৃত-কৌশিক গোত্র দেখা যায়।

১৫। কুণ্ড উপাধিবিশিষ্ট বৈদ্যগণ কাশ্যপ গোত্র বলিয়া পরিচয় দেন। দেশভেদে তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যান্য গোত্রও আছে। আদিত্য ও ইন্দ্র এই দুই ঘর বিশেষ প্রসিদ্ধ নহেন। এজন্য অনেক পদ্ধতিকারকই আদিত্য ও ইন্দ্রকে পৃথক্ গণনা করেন নাই, দত্তদিগের মধ্যে অন্তর্ভাব করেন।*

সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, রাজ, সোম—এই আট

* অষ্টাবিংশদমী গোত্রাঃ সর্ব্বেষাম্ ভিষজামপি।
প্রত্যেকন্তে বিলিখ্যন্তে সেনদাসাদিতঃ ক্রমাৎ॥
ধন্বন্তরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈশ্বানরাদ্যকৌ।
মৌদ্গাল্যঃকৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রেয় আঙ্গিরসোঽপি চ।

ধর রাঢ়ীয় বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। বঙ্গজের সহিতও র বৈদ্যের কোন ইতরবিশেষ নাই। নন্দি, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড,

---

অষ্টৌ গোত্রাণি সেনানাং দাসানাস্তদনন্তরম্ ॥
মৌদ্গল্যোঽথ ভরদ্বাজঃ সালঙ্কায়ন এব চ।
শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বাৎস্যশ্চ ষড়মী মতাঃ ॥
গুপ্তানাং ত্রীণি গোত্রাণি কাশ্যপো গৌতমস্তথা।
সাবর্ণিরপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ।
মৌদ্গল্য ইতি বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো দেবসম্ভবাঃ ॥
আত্রেয়-কৃষ্ণাত্রেয়ৌ চ শাণ্ডিল্যশ্চালম্যানকঃ।
ধরস্য কাশ্যপঃ প্রোক্তো ভারদ্বাজশ্চ কুণ্ডজঃ ॥
কাশ্যপো রক্ষিতস্যৈকো গোত্রা এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দত্তানামাদ্যগোত্রাণাং দেশভেদেঽস্তি সন্ততিঃ ॥
এবমাত্রেয়গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ।
দত্তকৃষ্ণাত্রেয়গোত্রা দৃশ্যন্তে বহবস্তথা।
তস্মাৎ দত্তস্য গোত্রাণি সপ্ত জ্ঞেয়ানি পণ্ডিতৈঃ ॥
করাণাং কাশ্যপো গোত্রো বাৎস্যমৌদ্গল্যকাবপি।
দেশভেদেঽপি বিদ্যন্তে তৎ করঃ সপ্তগোত্রকঃ ॥
রাজঃ কাশ্যপগোত্রোঽস্তি তস্মাদ্রাজস্ত্রিগোত্রকঃ।
শ্রূয়ন্তে চ জামদগ্ন্যগোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ ॥
বহবোঽপি ভরদ্বাজগোত্রজাঃ সন্তি রক্ষিতাঃ।
ইন্দ্রাদিত্যৌ পরৌ যৌ দ্বৌ বৈদ্যৌ গোত্রান্তয়োরিমে ॥
ইন্দ্রস্য কাশ্যপো গোত্র এক এব প্রকীর্ত্তিতঃ।
আদিত্যানামিমৌ গোত্রাবাদিত্যকৌশিকৌ স্মৃতৌ।
পঞ্চাশদেতে বিখ্যাতাস্তস্মাদ্গোত্রা ভিষক্‌কুলে ॥
যত্তু দেশান্তরে গোত্রমন্যৎ কিমপি চ শ্রুতম্।
দত্তাদীনাং ন তৎ প্রোক্তমপ্রসিদ্ধমতীব তৎ ॥ অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকা।

রক্ষিত, দাস, দত্ত ও কর—এই আট ঘর বারেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।*

অম্বষ্ঠ অথবা বৈদ্য।

ইহাঁরা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সমকক্ষভাবে ও ব্রাহ্মণের নিম্নে আসন গ্রহণ করেন। স্থলবিশেষে ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার প্রায়ই ব্রাহ্মণসদৃশ এবং স্থলবিশেষে কায়স্থাদি সৎশূদ্রের তুল্য, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহাঁদিগের মধ্যেও কৌলীন্য আছে, কিন্তু কেহ এককালে কুলচ্যুত হন না। এবং কোন ব্যক্তি যে চিরকাল সৎক্রিয়া করিয়াও এককালে বংশমর্য্যাদা পাইবেন না, সেরূপ নহে। ইহাঁদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সদাচারসম্পন্ন ও সৎক্রিয়ান্বিত, তিনি অকুলীন হইলেও পূজ্য, অর্থাৎ মৌলিক শ্রেণী হইতে সন্মৌলিক শ্রেণীতে উত্থিত হইয়া তত্তুল্যরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন। কুলীন বংশের কোন ব্যক্তি কোন অনুল্লঙ্ঘনীয় কারণবশতঃ অসদাচরণ

---

* সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তদেবকরাস্তথা।
রাজসোমৌ নন্দিচন্দ্রধরকুণ্ডাশ্চ রক্ষিতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রে চ বৈদ্যা এতে ত্রয়োদশ॥
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তদেবকরাস্তথা।
রাজসোমাবপীত্যষ্টৌ রাঢ়ীয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
নন্দিশ্চন্দ্রো ধরঃ কুণ্ডো রক্ষিতশ্চেতি পঞ্চ যে।
তে বরেন্দ্রেষু বিখ্যাতা দাসদত্তকরা অপি॥
রাঢ়ীয়া ভিষজা যে যে প্রায়স্তে বঙ্গজা অপি।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন॥ অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকা।

করিলেও কুলচ্যুত হন না। বল্লালী মর্য্যাদা অনুসারে কুল-মর্য্যাদার প্রতি বৈদ্যদিগের এই এক অসাধারণ স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। এইটী স্বজাতিপক্ষপাত-নিবন্ধন বলিতে হইবে। যদিও এরূপ অসাধারণ স্বত্ব আছে, তথাপি ইহাঁদিগের মধ্যে গুপ্ত, দাস ও সেন কুলীন বলিয়া খ্যাত।

বৈদ্যগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; বঙ্গজ, রাঢ়ী ও পঞ্চকোটী।

১। সেনহাটী ও চন্দনমহলবাসী বৈদ্যগণ বঙ্গজ-মধ্যে পরিগণিত। সেনহাটী খুলনা জিলার অন্তর্গত। গঙ্গার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশ সমস্তকে প্রকৃত বঙ্গ বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। বিক্রমপুর অঞ্চলের বৈদ্যগণ চন্দনমহলের বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন। চন্দনমহল সেনহাটীর নিকটবর্ত্তী, জিলা খুলনা। বঙ্গসমাজ এই দুই শাখায় বিভক্ত।

২। রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ তিন শাখায় বিভক্ত—শ্রীখণ্ড সমাজ, সাতশৈকা সমাজ ও সপ্তগ্রাম সমাজ।

(ক) শ্রীখণ্ড কাঁটোয়ার নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ গ্রামবিশেষ। কাঁটোয়ার উত্তরবর্ত্তী প্রদেশের বৈদ্যগণ আপনাদিগকে শ্রীখণ্ডের বৈদ্য বলিয়া সাহঙ্কারে পরিচয় দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীখণ্ডের বৈদ্যগণ সর্ব্বাপেক্ষা সদাচারসম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

(খ) সাতশৈকা বর্দ্ধমান জিলার পরগণাবিশেষ, কালনা সবডিবিজনের অন্তর্গত। সাতশৈকা সমাজের পূর্ব্ব সীমা কালনা ও পূর্ব্বস্থলী থানা, পশ্চিম সীমা বর্দ্ধমান, উত্তর সীমা কাঁটোয়া ও দক্ষিণ সীমা পাণ্ডুয়া। যাঁহারা সাতশৈকা সমাজের

বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা উপরিকথিত চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থলের নামোল্লেখ করেন।

(গ) ত্রিবেণী, কাঁচড়াপাড়া, কুমারহট্ট, সোমড়া, সুকড়ে, নাটাগোড়, দিগ্‌ড়ে, বলাগোড় ও গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি স্থান সপ্তগ্রামের অন্তর্গত। সপ্তগ্রাম সমাজটী ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ লইয়াই পরিগণিত হইয়াছে। নদীয়া, ২৪ পরগণা ও হুগ্‌লী জিলার বৈদ্যগণের অধিকাংশ সপ্তগ্রাম সমাজের অধীন।

৩। পঞ্চকোটী সমাজ দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত—সেনভূমি ও বীরভূমি।

(ক) মানভূমি জিলার বৈদ্যগণকে সেনভূমি সমাজের বৈদ্য কহা যায়। প্রকৃত পঞ্চকোটী প্রদেশ ঐ জিলার উত্তর-পূর্ব্বাংশে।

(খ) বীরভূমি সমাজের বৈদ্যগণ আপনাদিগকে পঞ্চকোটী সমাজের অধীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

ধলভূমি, বরাহভূমি, শিখরভূমি প্রভৃতিও পঞ্চকোটীর অন্তর্গত। ধলভূম্যাদি স্থানগুলি মানভূমি জিলার প্রদেশ ও পরগণা-বিশেষ।

বৈদ্যদিগের আবাস অনুসারে সমাজগত, কুলমর্য্যাদাগত ও আচার-ব্যবহারগত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সামান্য ইতরবিশেষ দেখা যায়। কিন্তু উপাধিগত বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। সমস্ত শ্রেণীরই কুলমর্য্যাদা সংস্থাপনের নিয়ম একপ্রকার।

পঞ্চকোটীর বৈদ্যগণ মধ্যে অনুপনীত বৈদ্য প্রায় দেখা যায় না। রাঢ়ীয়দিগের মধ্যেও উপনীত বৈদ্যেরই ভাগ অধিক। বঙ্গজের মধ্যে অনুপনীত বৈদ্যেরই ভাগ অধিক; প্রায় সমস্তই শূদ্রবৎ, দ্বিজাতিসদৃশ অতি অল্প দেখা যায়।

বৈদ্যদিগের মধ্যে দুর্জ্জয় সেন ও চণ্ডীবর দাস পরম মান্য। চণ্ডীবরকে লোকে কুলশ্রেষ্ঠ ও দুর্জ্জয়কে কুলভূষণ রূপে প্রশংসা করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে গণদাস ও বাণদাস বৈদ্য-দিগের কুলের কণ্টকস্বরূপ। যথা—

চণ্ডীবরঃ কুলশ্রেষ্ঠো দুর্জ্জয়ঃ কুলভূষণম্।
গণে বাণে কুলং নাস্তি কুলং নাস্তি ধলণ্ডকে॥

অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকা।

চণ্ডীবর দাস মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূত। দুর্জ্জয় সেন ধন্বন্তরি গোত্রের কুলভূষণস্বরূপ। ইনি বৈদ্যবংশের মধ্যে পরম পূজ্য। ইহাঁদিগেরই অধস্তন সন্তানবর্গ অপেক্ষাকৃত কুল-গৌরবের পাত্র বলিয়া সর্ব্বত্র মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। সাতশৈকা সমাজে গণ, বাণ ও ধলণ্ডকের কুল নাই। অন্যান্য সমাজে গণদাস ও বাণদাসের সন্ততিগণের কুলমর্য্যাদা আছে। ধলণ্ডক-স্থানবাসী বৈদ্যগণ মধ্যে কুলমর্য্যাদা দেখা যায় না। কলি-কাতার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের ধন্বন্তরিগোত্রসম্ভূত বৈদ্যগণকেই ধলণ্ডক শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

বৈদ্যবংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নামাদি যথা—

দুর্জ্জয়দাস মহাকুল।

বড় পুত্র গুপ্ত, দাস, সেনে ছোট জান।
দত্ত আদি করি পুত্র ঊনিশ সন্তান॥
দাস-বংশে জন্ম নরানন্দ গুণধাম।
দুর্জনকে পরাভব দুর্জ্জয় নাম॥
কলমে সেনকে আগে লিখে যার কুল।
বলে দাস মহাকুল শেষ গুপ্ত মূল॥

বরানগরের গুপ্ত হৈলে পংক্তি পায়।
সেন দাস আদি সবে গুপ্ত বলা যায়॥

অম্বষ্ঠকুলপঞ্জিকা।

সেনবংশে কৃষ্ণহরি—মহাকুল। ১ কাকুৎস্থ, ২ সনাতন খাঁ, ৩ ধলগুক, ৪ মঙ্গলকোট, ৫ মালঞ্চ, ৬ সাগর, ৭ বেতড়, ৮ নরহট্ট, ৯ জোড়—ছোট কুল।

দাস বংশে চণ্ডীবর দাস—মহাকুল। বাণদাস ও গণদাস ছোট কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বরাহনগরের গুপ্ত মহাকুল। পাণিনালা ছোট কুল। ত্রিপুরগুপ্তের বংশের কায়ু নামক সন্তানও অতি প্রসিদ্ধ। রাঢ়দেশের থানাকুল কৃষ্ণনগরে শম্ভু ও শশিধর অতি প্রসিদ্ধ। দুর্জয় দাসের নাম নরানন্দ দাস। যথা—

দুর্জয় দাসের নাম নরানন্দ দাস।
যাঁহা হৈতে বৈদ্যকুল-কুলজী প্রকাশ।
তাঁহার দৌহিত্র শশী কুলের ভূষণ।
যাঁহার পুত্র শ্রীনাথ কুলশ্রেষ্ঠ হন॥ কুলপঞ্জিকা।

সেনবংশে বিনায়ক সেনের সন্ততিগণ মহাকুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। দাসবংশে আয়ু দাস ও তৎসন্ততিগণ মহাকুল বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। সালঙ্কায়ন দাস ভরদ্বাজগোত্র।

বিনায়কের পুত্রচতুষ্টয়ের একজন ধলগুক (ধনহন্তা) অপর নরান্তক নামে নিষ্কুল-স্থানে বাস-নিবন্ধন কুলভ্রষ্ট হন। এই দুইটী স্থান রাঢ়দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ। অন্যদেশীয়গণ কুলীন বলিয়া খ্যাত। গুপ্তবংশে কায়ুগুপ্ত মহাকুল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

ত্রিপুরগুপ্ত কায়ুগুপ্তের সহিত সমান কুলীন। অপর গুপ্তগণ মৌলিক। দত্তাদির কৌলীন্য-মর্য্যাদা নাই।

বৈশ্বানরগোত্র শম্ভু সেনবংশে

গোপাল | যাদব | গোবিন্দ | মাধব অতি প্রসিদ্ধ।

আদিত্যগোত্রের সেনবংশে

লক্ষ্মণ | ভিক্ষণ | বায়ু সেন অতি প্রসিদ্ধ।

মৌদ্গাল্যগোত্রসম্ভূত দাসবংশে

চায়ু | কায়ু | উড্র | পাঁড়্ডে | ভেড়ক | ভণ্ড | বিড়াল | নৃসিংহ অতি প্রসিদ্ধ।

কায়ু গুপ্তের সন্তানগণের সমাজের নাম—পাণিনালা, নিলয়, পাতা, বারাশত, চৌরাশি, ভদ্রক্ষণি, দ্বীপা, ত্রিপুর, মাটিয়ারি ও নীলা।

মৌদ্গল্যদাসবংশে পাঁড়্ডে কুলীন বলিয়া খ্যাত।

বিনায়ক সেনের বংশে কুমার, বিশ্বম্ভর ও বিশ্বনাথ প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ সমাজ। ক্রমান্বয়ে দেখ। যথা—মালঙ্ক, বেতড়া, থানাকুল ও মঙ্গলকোট।

দাস মহাকুলে দুর্জ্জয় দাস অতি প্রসিদ্ধ।

গুপ্ত মহাকুলে বিশ্বনাথ অতি প্রসিদ্ধ। তাঁহার সমাজ শ্রীখণ্ডগ্রাম।

ইতি সম্বন্ধনির্ণয়ে সামান্যকাণ্ড সমাপ্ত।

সম্বন্ধনির্ণয়।

বিশেষকাণ্ড।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের শাখা ও প্রশাখা।

ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশাবলীর বিশেষ বিশেষ বিবরণ লিখিবার অগ্রে তাঁহারা কোন্ সময়ে এ দেশে আগমন করেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত। আমরা তদনুসারে ক্ষিতীশবংশাবলীর বচন দ্বারা আদিশূরের সময় নিরূপণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। ঐ পুস্তকের বচনে সামান্যাকারে অব্দ শব্দ মাত্র লেখা আছে।* সুতরাং ঐ শব্দ পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েই যাইতে পারে, কিন্তু সংবৎ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শক অর্থ ধরিলে সপাদ শতাধিক বৎসর কালের ন্যূনতা ঘটে, এজন্য সংবৎ অর্থই অবশ্য গ্রহণ করিতে হয়। ঐ অর্থ গ্রহণ না করিলে বল্লালী মর্য্যাদা-সংস্থাপনের কালের সঙ্গে বিশেষ অনৈক্য ঘটে। এমন কি ১৩৬ বৎসরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হয়। তদ্দ্বারা ছয় পুরুষের সময়ের ব্যতিক্রম জন্মে। সুতরাং সংবৎ

---

* আদিশূরো নবনবত্যধিকশতশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস।

ক্ষিতীশবংশাবলী।

অর্থই গ্রহণযোগ্য বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। সংবৎ অর্থই যে প্রকৃত, তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন নিমিত্ত কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত বোধে এখানেই লিখিত হইল।

১ম—দেখা যাইতেছে যে, আদিশূরের সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধগণের পরাক্রম নষ্ট হয়, বঙ্গে তিনিই পুনর্ব্বার বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার করেন, এবং বৈদিক-ধর্ম্মানুযায়ী শাস্ত্রসঙ্গত আচার ব্যবহারাদি প্রকৃত-পদ্ধতি-ক্রমে প্রবর্ত্তিত করেন। *

২য়—ঐ ভূপতির রাজত্বকালের পূর্ব্বে গৌড়রাজ্যে যে মহা-মহীশ্বরগণের অধিকার ছিল, তাঁহারা শৈব ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাব ও বৈদিকধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের মধ্যবর্ত্তী কালে শৈবধর্ম্মের পুনর্ব্বিকাশ হয়। ভারত ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থলের অনার্য্যদিগের মধ্যেও শৈবধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, বোধ হয় তাহাদিগের সাহায্যেই গৌড় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকৃত হইয়াছিল। অতএব আমাদিগকে এক্ষণে শৈবমতাবলম্বী রাজাদিগের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত নরপালদিগের রাজত্ব ও শৈবদিগের পরেই বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। অনেকেই জানেন যে পালবংশীয়েরা গৌড়রাজ্যে

* শ্রীশ্রীমানাদিশূরোঽভবদবনিপতির্ধর্ম্মরাজোঽবশাস্তা
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈরদিতিসুতপতিঃ স্বর্যথাসীত্তথাসীৎ।
প্রাতাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমিররিপুস্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা
জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতির্গৌড়রাজ্যান্নিরস্তান্॥
ধনঞ্জয়কৃত কুলপ্রদীপ।

আদিশূরের অনেক পূর্ব্বে রাজত্ব করেন। এবং তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পালবংশীয়দিগের পরেই বঙ্গে কাম্বোজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করেন। তাঁহাদিগের একজন গৌড়ের রাজধানী দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণরাজার বাটীতে (এক্ষণে থানা গঙ্গারামপুরের অধীন অরণ্যবিশেষ) বিরূপাক্ষের মন্দির প্রস্তুত করান। মন্দিরটী প্রস্তরময়। ঐ মন্দিরের একটী প্রস্তরস্তম্ভ দিনাজপুরের রাজবাটীতে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহার মূলে যে শ্লোকটী লিখিত আছে, তাহার অর্থ সংগ্রহ করিলে ঐ রাজাকে ৮৮৮ সংবতে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকারী বলা যাইতে পারে (দিনাজপুরের রাজবাটীতে অনুসন্ধান কর), এবং তাঁহারা যে শৈব ছিলেন, সেটীও বিশেষরূপে প্রতীতি হইতে পারে। সুতরাং এক্ষণে আদিশূর যে সময়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী-কালের সঙ্গে মিল হয়। *

বৌদ্ধধর্ম্ম-ধ্বংসের পরেই এককালে বৈদিক ধর্ম্মের সর্ব্বথা প্রচার সম্ভবপর বোধ হয় না। বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্ধানের পরেই এবং বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের পূর্ব্বে কিছুকাল বিমিশ্র অদ্বৈতবাদের প্রচার থাকা আবশ্যক করে। বিচার অনুসারে দেখিতে গেলে অন্ততঃ দুই শত বৎসর অর্থাৎ ৮৮৮ সংবতের

* দুর্ব্বারারিবরূথিনীপ্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ম্
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ॥

পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে একশত বৎসর ও পরে আর একশত বৎসর না অতিক্রম করিতে পারিলে বৌদ্ধধর্ম্মের পরেই বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠা সুসঙ্গত হয় না। কারণ, অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইতে আরম্ভ হয়, পালবংশীয়দিগের সময় পর্য্যন্ত সতেজ থাকে। তৎপরে কাম্বোজ-বংশের সময়ে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আদিশূরের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে নির্ধূম হয়। অশোকের সময় সংবতের পূর্ব্ব প্রায় শতাধিক বর্ষ। কাম্বোজদিগের সময় প্রায় ৮৮৮ সংবৎ। সুতরাং দেখা যাই-তেছে যে, প্রায় সহস্র বৎসর কাল পরে গৌড়ে শৈব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। তৎপরে শতাধিক বর্ষ গত হইলে ৯৯৯ সংবতে আদিশূর বৈদিক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন। এখন দেখ, যে আচার ব্যবহার সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ তাহা পরিত্যাগ কদাচ সম্ভব বোধ হয় না। তাহাকে এককালে তিরোধান করিতে ন্যূন কল্পে দুই শত বর্ষ কাল গত করিতে হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই বোধ হয় অরুচি জন্মিবে না।

শৈবধর্ম্ম কেবল প্রকৃতিমূলক। শিবের প্রকৃতি বা শক্তি আট ভাগে বিভক্ত। ১ম ক্ষিতিমূর্ত্তি, ২য় জলমূর্ত্তি, ৩য় অগ্নি-মূর্ত্তি, ৪র্থ বায়ুমূর্ত্তি, ৫ম আকাশমূর্ত্তি, ৬ষ্ঠ যজমানমূর্ত্তি (অর্থাৎ আত্ম-মূর্ত্তি), ৭ম চন্দ্রমূর্ত্তি, ৮ম সূর্য্যমূর্ত্তি। শিবের আরাধনা করিতে গেলে এই অষ্টমূর্ত্তির ভাবনা করিতে হয়। এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের রূপ কল্পনা করা সহজ ব্যাপার নহে ও অপরিমেয় মহৎ বস্তু অথবা অতিসূক্ষ্ম পরমাণু মনে ধারণা করা কঠিন। এই বিবেচনা করিয়া আর্য্যেরা

শিবের নাম নির্দ্দেশসহকারে এক এক পদার্থে এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থাপন করিয়াছেন। যথা ১ সর্ব্ব—ক্ষিতি, ২ ভব—জল, ৩ রুদ্র—অগ্নি, ৪ উগ্র—বায়ু, ৫ ভীম—আকাশ, ৬ পশুপতি—যজমান (আত্মা), ৭ মহাদেব—সোম (চন্দ্র) এবং ৮ ঈশান—সূর্য্য মূর্ত্তি। শিবের এই সকল আকার স্মরণ করিতে গেলেই নিরাকার ব্রহ্মের প্রকৃতিস্বরূপ ক্ষিত্যাদি অষ্টমূর্ত্তির অণিমা ও মহিমা ব্যতীত অন্য কিছু মনে উদিত হয় না। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাকার শৈবধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রচার আরম্ভ হয়। ক্রমে আর্য্যসমাজে সাকার উপাসনার আধিক্য হইল। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান ও প্রচার সর্ব্বতোভাবে দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু বঙ্গে বৈদিক কার্য্যের পুনরুজ্জীবনের কোন চিহ্ন দেদীপ্যমান না দেখিয়া মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বেদপারগ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

ইহাতেই বঙ্গে পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আগমন হয়। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সহিত এক একজন কায়স্থ ভৃত্যভাবে আসিয়াছিলেন। বল্লাল উহাঁদিগকেও কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন। লক্ষ্মণ সেনই কুলীনদিগের মর্য্যাদার সমীকরণ-কর্ত্তা। আদিশূর খৃঃ দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; এবং খৃঃ দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগে অর্থাৎ খৃঃ ৯৪২ অব্দে পুত্রেষ্টি-যাগ করেন।

প্রমাণ।	এক্ষণে	সংবৎ	১৯৫১
	শালিবাহন	শক	১৮১৬
	খৃষ্টীয়	শক	১৮৯৪

সংবতের সহিত শকের অন্তর ১৩৫
,, ,, খৃষ্টাব্দের ,, ৫৭

এখন দেখা যাইতেছে যে ৯৯৯ সংবৎ অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রেষ্টিযাগ হয়, সে বৎসর খৃঃ ৯৪২। আইন আকবরীর মতে ১০৬৬ খৃঃ বল্লালসেন রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। বল্লাল-সেন পঞ্চ ব্রাহ্মণের অধস্তন সন্তানগণের মধ্যে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের ন্যূনতা দৃষ্টে, আদিশূরের অনেক উত্তরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদির বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য ও সদাচারাদির পরিশুদ্ধি-বিধান-মানসে মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। সুতরাং তাঁহাকে আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগের ১২৪ বৎসর পরেই কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন করিতে দেখা যাইতেছে। এখন দেখ, সপাদ শত বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতির মধ্যে কুক্রিয়া-স্রোত শীঘ্র প্রবল হওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না।

যদি আইন আকবরীর মতে ১০৬৬ খৃঃ অব্দে বল্লালের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল ধরা যায়, তাহা হইলে আদিশূরকে কদাচ ৯৯৯ শালিবাহন শকে পুত্রেষ্টিযাগ করিতে দেখা যায় না। কারণ যে বৎসর ৯৯৯ শক, সে বৎসর খৃঃ ১০৭৭ এই গণনা যখন ঠিক, তখন অবশ্যই কহিতে হইবে যে ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯ অব্দ পদটী সংবতের পরিচায়ক। সংবৎ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শক অর্থ ধরিলে পৌর্ব্বাপর্য্য-ব্যতিক্রম দোষ ঘটে। আদিশূর, মহারাজ বল্লালের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক ও রাজা। বল্লালকে ১০৬৬ খৃঃ অব্দে রাজ্যেশ্বর বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের অধীশ্বরকে পশ্চাদ্বর্ত্তী কালে (অর্থাৎ ১০৭৭ খৃঃ অব্দে) রঙ্গভূমিতে নর্ত্তন করান যুক্তি-

বহির্ভূত বলিয়া প্রতীতি হয়। ৯৯৯ শকে পুত্রেষ্টিযাগ কহিলে ১০৭৭ খৃঃ অব্দ আসিয়া পড়ে, সুতরাং পৌর্ব্বাপর্য্য-ব্যতিক্রম দোষ উপস্থিত হয়। ইতিহাসে কালঘটিত দোষই সর্ব্বপ্রধান। সেই হেতুবশতই সংবৎ অর্থ যে গ্রহণযোগ্য, তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সংবৎ অর্থ না ধরিলে কোন দিক্ রক্ষা পায় না। বল্লাল নিজ-রচিত ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে ঐ গ্রন্থের রচনার সময় নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন ১০১৯ শক (১০৯৭ খৃঃ অব্দ)। বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা যদি ৯৯৯ অব্দকে শক ধরেন, তাহা হইলে কি বল্লাল, আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগের পরে বিংশতি বর্ষ মধ্যে কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন?

পুত্রেষ্টিযাগের অনেক কাল পরে, অন্ততঃ সার্দ্ধ শতাধিক বর্ষ পরে, বল্লালী মর্য্যাদা সংস্থাপনের সময় স্থির করা বিধেয়। লক্ষ্মণের দ্বারা মর্য্যাদার সমীকরণ হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। সুতরাং তাঁহাকেও বল্লালের অনেক উত্তরকালবর্ত্তী পুরুষ বলা নিতান্ত আবশ্যক, অথবা তাঁহাকে অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ধরিয়া তাঁহার শেষাবস্থায় মর্য্যাদার সমীকরণ সুসঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করা বিধেয়। নতুবা নবগুণ-বিচারে মর্য্যাদা-সংস্থাপনাদির সুসঙ্গতি হয় না।

লক্ষ্মণসেনের সময়ে তৎসভাসদ্ জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচিত হয়। গীতগোবিন্দে পূতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধনাচার্য্যের উল্লেখ পূর্ব্বক কবিত্বের প্রশংসা আছে।*

---

* বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।

লক্ষ্মণের মন্ত্রী হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব রচনা করেন, ও কবিরহস্য নামেও একখানি অত্যুৎকৃষ্ট ধাতুপাঠ গ্রন্থ লেখেন। তাঁহার অভিধানও প্রসিদ্ধ। ইনি বাৎস্যগোত্র-সম্ভূত ছান্দড়ের সন্তান, ও এই মহাপুরুষ লক্ষ্মণের নিকট পরম মান্য ছিলেন।

১১২৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাধব ও কেশব সেনের রাজত্বকাল। তৎপরে লক্ষ্মণ সেন ভূমিষ্ঠ হইয়া ১২০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এবং এই লক্ষ্মণকেই (লক্ষ্মণনারায়ণকেই) গোবর্দ্ধন ও হলায়ুধের সমকালীন বলিলে, তাঁহাদিগের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কুলীন উৎসাহ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্ততি বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। বস্তুতঃ উৎসাহ যে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্তান, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। † বিবেচনা কর, ৯৯৯ সংবতে শ্রীহর্ষের বয়ঃক্রম অন্যূন ৯০ বৎসর।

শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিঃ ক্ষ্মাপতিঃ॥
গীতগোবিন্দ ১ম সর্গ। ৪ শ্লো।

† বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
পুতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশো নাম্না কুন্দো রোষাকরোঽপি চ॥
জাহ্লনাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥
উৎসাহগরুড়াখ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ।
কানুকুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ।
ঊনবিংশতিসংখ্যাতা মহারাজেন পূজিতাঃ॥ ধ্রুবানন্দ মিশ্র

তৎকালে তিনি তাঁহার অধস্তন ধারাবাহিক চারি পুরুষের মুখাবলোকন করিতে সমর্থ। তখন খৃঃ ৯৪২। যখন ১২০৩ খৃঃ অব্দ, তখন মহারাজ লক্ষ্মণ রাজ্যচ্যুত হন। অনুমান ৯০ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে শ্রীহর্ষ বিক্রমপুরে আসিয়া থাকিবেন। তৎকালে তাঁহার পুত্রের পৌত্র হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ উৎসাহে কৌলীন্য-মর্য্যাদা-প্রদান সুসঙ্গত হয়; এবং কৌলীন্য-সংস্থাপনের দিনের সহিত মিল হয়। ৯৪২ হইতে ১২০৩ খৃঃ অব্দ ২৬১ বৎসর অন্তর। গড়ে শত বর্ষে যদি ৩ পুরুষের কাল ধরা যায়, তাহা হইলে সার্দ্ধ দ্বি-শতাব্দীতে অন্ততঃ ৭ পুরুষের জন্মের সম্ভব। এক্ষণে যদি শ্রীহর্ষের পঞ্চম পুরুষের সহিত এই ৭ পুরুষের সমষ্টি করা যায়, তাহা হইলে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্ততি দেখা যায়। এখন উৎসাহে কৌলীন্য-মর্য্যাদা-সংস্থাপন কথনই অসঙ্গত হয় না। লক্ষ্মণ সেন রাজ্য-ভ্রষ্ট হইবার কিছু পূর্ব্বেই কুলীনদিগের মর্য্যাদার সমীকরণ করেন। শ্রীহর্ষের বংশাবলী দেখ।

বল্লালসেন চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপুত্র লক্ষ্মণ বিংশতি বৎসরকাল পিতার অনুসৃত পদ্ধতিক্রমে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১ম লক্ষ্মণের মৃত্যুর পর তৎসুত মাধবের রাজত্ব-কাল একবিংশতি বৎসরমাত্র। কেশব সেন তদীয় পিতা মাধব সেনের লোকান্তর-গমনের অব্যবহিত কাল এক বর্ষ মধ্যেই স্বর্গারোহণ করেন, সুতরাং তাঁহার রাজ্যশাসনকাল এক বর্ষের অধিক বলিয়া গণনা করা যায় না। দ্বিতীয় লক্ষ্মণ বা লক্ষ্মণনারায়ণ ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাজা এবং ৮০ বর্ষপর্য্যন্ত বঙ্গেশ্বর ছিলেন।

এখন প্রথম লক্ষ্মণের সময় হলায়ুধ স্বীয় যৌবনের প্রারম্ভেই সর্ব্বত্র পরম পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হয়েন, এবং তিনি লক্ষ্মণের পুত্র মাধবের সখা এবং পৌত্র কেশবের শিক্ষকরূপে বরিত হয়েন। ইহাতেই বাল্যে রাজপণ্ডিত নাম হয়। নিজের যৌবনে মাধব ও কেশবের সময়ে রাজসভাসদ্ বিচারক হইয়াছিলেন। নিজের যৌবনাবসানে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ বা লক্ষ্মণনারায়ণ কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্বপদে অধিরূঢ় হইয়া জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে অবসান করেন।

লক্ষ্মণনারায়ণকে আইন আক্‌বরী গ্রন্থে লাক্ষ্মণেয় করা হইয়াছে। ইহাতেই লোকের ভ্রম জন্মে।*

বংশে বাৎস্যমুনের্ম্মুনেরিব সদাচারস্য বিশ্রামভূঃ
ধর্ম্মাধ্যক্ষধনঞ্জয়ঃ সমজনি ক্ষ্মায়াং পরং জ্যোতিষঃ।
যস্মিন্ জুহ্বতি জাতবেদসি হবির্ব্যোমাঙ্গনব্যাপিভি-
র্ধূমৈর্ধূপিতমন্ত্রসিন্ধুসরিতো বৃন্দারকৈঃ পীয়তে ॥ ১ ॥
লক্ষ্মীনাম্নী দৈবতমলয়মতির্ধৈর্য্যসম্পদাং বসতিঃ।
প্রকৃতিরিব পরমপুংসস্তস্যাঽভূদ্‌যজ্বনো গৃহিণী ॥ ২ ॥

বভূব তস্যাং প্রকৃতের্ম্মহানিব
শ্রিয়ো নিবাসায়তনং হলায়ুধঃ।
যৎকীর্ত্তিরম্ভোনিধিবীচিদণ্ড-
দোলাধিরোহব্যসনং বিভর্ত্তি ॥ ৩ ॥

লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদ্‌গুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে-
রাবৃত্ত্যা লঘুতা নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহাপাত্রতা।
শব্দব্রহ্মকরোদরামলকবদ্ভোগোত্তরা সংক্রিয়ে-
ত্যাস্তি প্রার্থয়িতব্যমন্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকম্ ॥ ৪ ॥

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন কুলীনদিগের সমীকরণ করিয়াছিলেন এ কথা বলিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপনের অব্যবহিত সংক্ষিপ্ত কালমধ্যেই সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বল্লালের সময়েই ঘটিয়াছিল এবং সেই দোষ পরিহারজন্য তিনিই কৌলীন্য সংস্থাপন করেন, সুতরাং পুনঃ সদাচার আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ কুলীনদিগের অধস্তন তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষে সৎক্রিয়ার হ্রাস হইলে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সমীকরণ করেন। সমীকরণে বল্লাল-পূজিত উৎসাহাদির নাম দৃষ্টে বল্লালের প্রপৌত্র লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেই সকল ব্যক্তি প্রপূজিত হওয়া ব্যাপারটাকে কেহ কেহ অসঙ্গত জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ প্রথমতঃ আশ্চর্য্যজনক ও অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইবার সম্ভব। কিন্তু ঘটকদিগের মীমাংসা দেখিলে সন্দেহের কারণ দূরীভূত হইতে পারে। এক সময়ে চারি পুরুষের একত্র অবস্থান অসঙ্গত বা নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার নহে। প্রত্যক্ষ উদাহরণস্বরূপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তদীয় পৌত্র জয়হরি চন্দ্র প্রথম

যেনাসীদজিতং ন সিন্ধুলহরীধৌতাঙ্গনায়াং ক্ষিতৌ
যস্যাজ্ঞাপ্তমভূন্ন সপ্তভুবনে নানাবিধং বাঙ্ময়ম্।
দেবঃ স ত্রিজগন্ময়স্য মহিমা শ্রীলক্ষ্মণঃ ক্ষ্মাপতিঃ
নৈতা যস্য মনীষিতা ধিকপুরস্কারোত্তরাঃ সম্পদঃ ॥ ৫ ॥
বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছাত্রোৎসিক্তমহামহত্তমুপদং দত্তং নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলং ক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতির্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ ॥ ৬ ॥

বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতাকে দেখিয়াছেন এবং শেষ বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ ক্ষিতীশের সহিত একাসনে আসীন হইয়াছেন। অন্য বংশে দেখ—কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় প্রথম (বয়সে) শৈশবে প্রবেশ করেন, এবং শেষ বয়সে ক্ষিতীশের সিংহাসনাধিকার দেখেন। সুতরাং এক ব্যক্তির পক্ষে উর্দ্ধাধোভাগে ৩।৪ পুরুষ অর্থাৎ ৭ পুরুষ দেখা কথনই অসঙ্গত হয় না। বিতণ্ডাকারিদিগের মত সঙ্গত নহে।

বল্লালের সভায় যে ঊনবিংশতি মহাপুরুষ পূজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দ্বিতীয় লক্ষ্মণ কর্ত্তৃকও পূজিত হইয়াছিলেন। যদি ঐ ঊনবিংশতি জনের মধ্যে কোন ব্যক্তির পরলোকপ্রাপ্তির আশঙ্কায় দ্বিতীয় লক্ষ্মণের সভায় তাঁহার পূজার অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তদীয় পুত্ত্রাদি যাঁহারা লক্ষ্মণের সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই বল্লালপূজিত মহাপুরুষদিগের সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। এবং ঐ সম্মান পুরুষপরম্পরায় ধারাবাহিক চলিয়া আসিতেছিল। যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী, সে ব্যক্তি কেন না প্রপিতামহ ও প্রপৌত্ত্রস্থলীয় ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিচয় করিতে সমর্থ হইবে? কুলীনেরা পিতার বরে অর্থাৎ আজ্ঞায় কন্যা সম্প্রদান বা গ্রহণ করিলে পিতার তুল্যমর্য্যাদ হইয়া থাকেন এবং পিতৃসদৃশ সম্মান পাইয়া থাকেন, নূনমর্য্যাদ হয়েন না; তদনুসারে সহোদরগণ মধ্যে মর্য্যাদার তারতম্য হয় না। নিজ-কৃতিত্ব-প্রকাশ-স্থলে নিজেরই দোষ গুণ ঘটে, অন্য সহোদরের ঘটে না। কিন্তু পিতার আদেশে একের কৃত সদ্-

সৎকার্য্যের দোষ গুণের অংশ সকলকেই সমাংশে গ্রহণ করিতে হয়। এইপ্রকারেও ঊর্দ্ধতন পুরুষের সহিত অধস্তন পুরুষের কৌলীন্য-সমীকরণ হইয়াছিল। সেই কারণে বল্লালের প্রপূজিত-ব্যক্তিদিগকেও প্রথম লক্ষ্মণ ও দ্বিতীয় লক্ষ্মণ কৃত কৌলীন্য-সমীকরণে পৃথক্‌রূপে অভিহিত দেখা যায়। যথা,

গৃহীত্বা স্বস্য পুত্রস্য বরত্বাভিমতস্য চ।
পৌত্রস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য কুলকর্ত্তুর্ভবেৎ কুলম্॥

চক্রপাণিকৃত সমীকরণকারিকা।

দ্বিতীয় সমীকরণে উৎসাহ মুখো ও গরুড় মুখো বর্ত্তমান ছিলেন না, কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মণনারায়ণ আহিত মুখোপাধ্যায়কে উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র জানিয়া তাঁহাকে উৎসাহ-তুল্য-জ্ঞানে উৎসাহের নামে তৎসদৃশ বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও শিশু প্রভৃতির সমান বলিয়া মর্য্যাদা প্রদান করেন।*

* কৌলীন্য-মর্য্যাদা-সমীকরণে উৎসাহগরুড়য়োরবিদ্যমানত্বেঽপি তৎ-পুত্রাদেঃ পিতৃতুল্যমর্য্যাদা স্বীকৃতা মহারাজলক্ষ্মণেন পুত্রপৌত্রাদীনামাত্মনো-রভিন্নত্বাৎ। তেন আহিতমুখোপাধ্যায়স্য তৎপিতুরুৎসাহস্য স্বরূপতা জাতা। তৈশ্চ—

আহিতো বহুরূপাখ্যঃ শুচো গোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
গাংশিশো মকরন্দশ্চ জাহ্লনাখ্যঃ সমা ইমে॥

ধ্রুবানন্দধৃত কুলমঞ্জরী।

বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঙ্‌ক্তৌ চট্টবংশজাঃ॥
পূতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলী চ শিশো নাম্না কুন্দো রোষাকরস্তথা॥

ইহাঁদিগের অনেকেরই সহিত আহিতের পিতৃব্য, পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ সম্বন্ধ। এ বিষয়ের অধিক প্রমাণ দেখাইতে হইবে না। এক বংশেই ঊর্দ্ধাধঃ পাঁচ পুরুষের ইতর-বিশেষ-হেতু সমসাময়িকতা ও সমবয়স্কতা দেখা যায়।

জাহ্লনাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥
উৎসাহগরুড়াখ্যাতৌ মুখবংশপ্রতিষ্ঠিতৌ।
কান্নুকুতুহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলসমুদ্ভবৌ।
ঊনবিংশতিসংখ্যাতা সমতা লোকসম্মতা॥
এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ সভায়াং বল্লালস্য চ।
রাজ্ঞা প্রপূজিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখাঃ॥

বাচস্পতিমিশ্রকৃত কুলরমাগ্রন্থ।

এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ সভায়াং লক্ষ্মণস্য চ।
রাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখাঃ॥
এষাং পুত্রপৌত্রাদীনাং সমতা লোকসম্মতা।
পরীবর্ত্তং সমালোক্য বিস্তরেণ প্রচক্ষ্যতে॥

মেলবন্ধনের দশরথঘটকধৃত কুলমঞ্জরী।

আহিতো বহুরূপাখ্যঃ শিরো গোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
গাংশিশো মকরন্দশ্চ জাহ্লনাখ্যঃ সমা ইমে॥

প্রথমসমীকরণকারিকা।

অরবিন্দো হলনামা শুচো বাঙ্গালদেবলৌ।
মহেশ্বরস্তথেশানো রোষো বাদলিবামনৌ॥
পণ্ডিতোঽভ্যাগতশ্চৈব কানুকুতূহলস্তথা।
সমানাঃ কথিতা এতে লক্ষ্মণেন প্রপূজিতাঃ॥

দ্বিতীয়সমীকরণকারিকা।

এইগুলি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে আদিশূরের সময় মিল হইতে পারে। আদিশূরের সময় হইতে এক্ষণে শ্রীহর্ষের ৩৫ পুরুষ হইয়াছে।

(১) শ্রীহর্ষ—মূল। (৯৯৯ সংবৎ, ৮৪২ খৃঃ অব্দ)।

(২) শ্রীগর্ভ—পুত্র।

(৩) শ্রীনিবাস—পৌত্র।

(৪) আরব—প্রপৌত্র।

(৫) ত্রিবিক্রম—বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(৬) কাক—অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(৭) (ধাঁধু) সাধু—বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র।

(৮) জলাশয়—অষ্টম পুরুষ।

(৯) বাণেশ্বর (সুরেশ্বর)—নবম পুরুষ।

(১০) গুহ (গুঁই)—দশম পুরুষ।

(১১) মাধব (মাধবাচার্য্য)—একাদশ পুরুষ।

(১২) কোলাহল—দ্বাদশ ঐ।

(১৩) উৎসাহ—প্রথম কুলীন (বল্লালীমর্য্যাদাপ্রাপ্ত)।

(১৪) আহিত—কুলীনপুত্র (প্রকৃতি), সমীকরণের ব্যক্তি।

(১৫) উদ্ধব (উদ্ধর)—কুলীনপৌত্র।

(১৬) শির (শিয়)—কুলীনপ্রপৌত্র।

(১৭) নৃসিংহ (রাম, নৃসিংহ, দ্বাকর)—ঐ বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(১৮) গর্ভেশ্বর—ঐ অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(১৯) মুরারি (মুরারি ওঝা)—ঐ বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পিতামহ।

(২০) অনিরুদ্ধ ও বনমালী—ঐ অত্যাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(২১) বনমালিপুত্র—কৃত্তিবাস (ভাষা-রামায়ণ-রচয়িতা)।

(২২) লক্ষ্মীধর—(ইহাঁর সময়ে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ লোপ পায়)। ইহাঁর পুত্র ত্রিলোচন, দুর্গাবর, মনোহর, নর, কিনু, কমলাকর এবং লোকনাথ এই সাত জন।

(২৩) মনোহর—মেলবন্ধনের কুলীন।*

(২৪) গঙ্গানন্দ—পুত্র (মেলবন্ধনের প্রকৃতি)।

(২৫) রামাচার্য্য—পৌত্র।

(২৬) রাঘবেন্দ্র, কাশীশ্বর, বিশ্বেশ্বর, গোপাল, গোপীনাথ ও পার্ব্বতী—প্রপৌত্র।

(২৭) (রাঘবেন্দ্রসুত) নীলকণ্ঠ—বৃদ্ধপ্রপৌত্র। †

(২৮) বিষ্ণু (ঠাকুর)—ফুলিয়া মেলের প্রধান।

(২৯) রামদেব—পুত্র।

(৩০) সীতারাম—পৌত্র।

(৩১) সদাশিব—প্রপৌত্র।

(৩২) গোরাচাঁদ—বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(৩৩) ঈশ্বর—খড়দহনিবাসী।

(৩৪) অমুক—(অজ্ঞাত) ঈশ্বরের পুত্র।

(৩৫) ঐ ঐ ঐ পৌত্র।

---

* মনোহর ও দুর্গাবর এই দুইজন মেলবন্ধনকালে প্রধান। যথা—

লক্ষ্মীধরের সাত পো, পাঁচ পো নে হোতা থো।

দুগু মনু দুটী ভাই, যা নিয়ে কুল গাই, ফুলের ভিতর॥

ফুলো-পঞ্চানন-কারিকা।

† নীলকণ্ঠের আট পুত্র, যথা—গঙ্গাধর, রঘুনাথ, মুকুন্দ, বিষ্ণু, রতি, রাধাকান্ত ও রামেশ্বর।

২৯ রামদেব ঠাকুর।

৩০ শ্যাম সীতারাম* কৃষ্ণজীবন কন্দর্প খেলারাম প্রভৃতি
(ফুলিয়া-নিবাসী)

৩১ রামকিশোর — ৩২ রামচাঁদ — ৩৩ তনু (ইহাঁর বয়ঃক্রম প্রায় ষাটি বর্ষ)

৩১ কালীশঙ্কর — ৩২ শিবপ্রসাদ — ৩৩ আনন্দ — ৩৪ অঘোর — ৩৫ শ্যামাধব
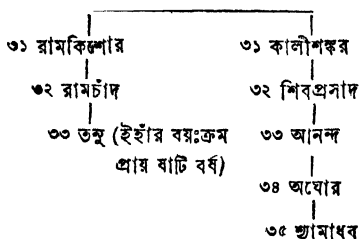
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী ব্যক্তি ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। যদি চৈতন্যের সময় ঠিক করা যায়, তাহা হইলে রঘুনন্দনকে প্রায় চারি শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিয়া স্থির করিতে হয়†। এবং তিনি যদি তাঁহার গ্রন্থে

* বিদ্যাসাগরকৃত বহুবিবাহে সীতারামের বংশাবলী লিখিত আছে বলিয়া ঐ গণনা অনুসারে শ্রীহর্ষের অধস্তন পুরুষ-সংখ্যা ধরা গিয়াছে; নতুবা শ্যামের বংশাবলী গণিলে ঠিক ৩৫ পুরুষ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। শ্যামাধব মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের দৌহিত্র; এক্ষণে ইহাঁরও পৌত্র-মুখ-সন্দর্শনের সময় উপস্থিত বলা যাইতে পারে। কারণ ইনি এক্ষণে প্রকৃত যুবাপুরুষের মধ্যে গণ্য।

† শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতারি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকটবিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নে প্রভুর অন্তর্ধান॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তৎকালের প্রথা অনুসারে তাঁহাকে অন্ততঃ তিন পুরুষের অগ্রবর্ত্তী বলা আবশ্যক। তাহা হইলে কুল্লূক ভট্টকে আমরা ত্রয়োদশ শকের লোক মনে করিতে পারি *। কুল্লূক ভট্ট আপনার পরিচয় স্থলে নিজ কুলের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে বল্লালের উত্তরবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে †। কারণ রাঢ়ী বারেন্দ্রের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে রাজদত্ত গ্রামানুযায়ী মর্য্যাদার অভিমান করিয়াছেন। এবং গৌড়ীয় নন্দনবাসী বলিয়া আপনাকে বারেন্দ্রকুলের শুদ্ধ শ্রোত্রিয়মধ্যে পরিচয় দিয়া যেন অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের অধস্তন সন্ততিবর্গের বিদ্যা-

---

* উদ্বাহতত্ত্বে কন্যাদান-প্রকরণে—রঘুনন্দন।

নিয়োগ-বিষয়ে—

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যকৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ॥
যথাবিধ্যভিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেতাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥

আগর্ভগ্রহণাৎ সকৃদ্গমনোপদেশাচ্চ যস্মৈ বাগ্দত্তা তস্যৈব তদপত্যং ভবতীতি কুল্লূকভট্টঃ।

† গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবৎ।
কাশ্যামুত্তরবাহিজহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ
তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী॥

ব্রাহ্মণ্য অতি অল্পকালে লোপ পাওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না।*

এখন দেখ, যদি হলায়ুধ চট্টো উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের সমকালীন হন এবং তৎসমান পর্য্যায়ের লোক গোবর্দ্ধন লক্ষ্মণের সভাসদ্ বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে লক্ষ্মণকে আদিশূরের ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ পুরুষ উত্তরবর্ত্তী বলিতে হয়। এইটী বলিলেই উৎসাহ হইতে প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর অগ্রবর্ত্তী হইতে হয়। তাহা হইলে আদিশূর যে বল্লালের পিতামহ বা মাতামহ পর্য্যায়ের লোক নহেন, তাহাও স্থির করিতে পারা যায়, অর্থাৎ নিদান পক্ষে নয় দশ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী বলা উচিত। বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে, আদিশূরের দৌহিত্র-বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বল্লাল সেনের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের অধস্তন সন্তানগণের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র সংজ্ঞা হয়, এবং ঐ সময়েই তাঁহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। যে সময়ে বল্লাল কৌলীন্য প্রদান করেন, সে সময়ে বারেন্দ্র শ্রেণীর কাশ্যপে সন্নিধিকর ৮ম, শাণ্ডিল্যে জয়সাগর ১০ম, ভরদ্বাজে ১১শ পুরুষ ও বৈদান্তিক প্রভৃতি; রাঢ়ী শ্রেণীর কুলশাস্ত্রের মতে কাশ্যপে বহুরূপাদি ৮ম, শাণ্ডিল্যে মহেশ্বরাদি ১০ম, ভরদ্বাজে উৎসাহাদি ১৩শ পুরুষের সময় বল্লাল রাজত্ব করেন। ইহাঁরাই প্রথম কুলীন। কায়স্থদিগের ২৫।২৬ পর্য্যায়ের পুরুষের সঙ্গে আর ১০ দশ পুরুষ যোগ করিতে হইবে। দেখ, ঘোষবংশে নিশাপতি ও প্রভাকর ৮ম, বসুবংশে অনন্ত ৮ম, মিত্র-

---

* মীমাংসে বহু সেবিতানি সুহৃদস্তর্কাঃ সমস্তাঃ স্থ মে
বেদান্তাঃ পরমাত্মবোধগুরবো যূয়ং ময়োপাসিতাঃ।
জাতা ব্যাকরণানি বালসখিতা যুষ্মাভিরভ্যর্থয়ে
প্রাপ্তোঽয়ং সময়ো মনূক্তবিবৃতৌ সাহায্যমালম্ব্যতাম্॥ কুল্লূকভট্টঃ।

বংশে ধুঁই ও গুঁই ৮ম, ইহাঁরাই বল্লালের সভায় উপস্থিত থাকিয়া কৌলীন্য পাইয়াছিলেন। এই সময়ে ইহাঁদিগেরও পৌত্রাদি হইবার সময়, সুতরাং বল্লালের প্রদত্ত কৌলীন্যমর্য্যাদা-প্রদানের কালের ঐক্য হয়। এক্ষণে কায়স্থদিগের ২৫।২৬ পর্য্যায়ের অগ্রে ১০ পুরুষ যোগ কর, ব্রাহ্মণদিগের ৩৫।৩৬ পুরুষের সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যাইবে। এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমনকাল হইতে অধুনা পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষের গড় পড়তায় একটা মোটামুটী কাল ২৭ বৎসর ধর, তাহা হইলে ৩৬ × ২৭ =ঠিক ৯৭২ বৎসর হইবে। ১৯৫১ সংবৎ হইতে ৯৭২ বৎসর অগ্রবর্ত্তী হও, আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাল ৯৯৯ সংবৎ প্রায় আসিয়া পড়িবে, এবং এই কালের সহিত ৯৭২ যোগ করিলে ১৯৫১ সংবতের নিকটবর্ত্তী হইবে।

কায়স্থগণের পর্য্যায়ের মূল ধরিতে গেলে বল্লালকৃত কৌলীন্যকেই আদি ধরিতে হয়। কারণ যে কারিকা আছে, তাহা কৌলীন্যবোধক। যথা—

ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।

অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি॥

ইহা বল্লালের সময়েই রচিত হয়।

—

পাশ্চাত্য বৈদিকগণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

(৫০ পৃষ্ঠের পর।)

ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী জিতামিত্র মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিক, ইহাঁর তিন পুত্র। তন্মধ্যে কনিষ্ঠের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষের বংশে জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণদ্বারা ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী পাশ্চাত্য বৈদি-কের বংশ এককালে নির্ম্মূল হইয়াছে, ইহা সত্য কথা। এই প্রসঙ্গক্রমে এখন একটী কৌতুকাবহ অযৌক্তিক কথার খণ্ডন করা আবশ্যক জ্ঞানে এইখানেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণ যদি ১০০২ শালিবাহন শকে* বাঙ্গা-লায় আসিয়া আবাসগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহা-দিগের বংশাবলীর দ্বারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের এক চতুর্থাংশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। কিন্তু গণনায় উহার শতাংশের একাং-শও দেখা যায় না। যেখানে যেখানে ইহাঁরা অধিক পরিমাণে আছেন, তথাকার অন্য শ্রেণীর সহিত তুলনায় ইহাঁদিগকে মুষ্টি-মেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

---

* শাকেন্দুখে শূন্যবিধৌ শকাব্দে
বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাম্।
প্রহর্ষিতস্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং
যশোধরঃ কুন্তলদেশমাগতঃ॥

এইটীই পাশ্চাত্যদিগের ব্রহ্মাস্ত্র অর্থাৎ তাম্রশাসনে খোদিত লিপি। ইহার অর্থ করিলে ১০০১ হাজার এক শাক হয়।

আর এক কথা, যে সকল সাগ্নিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ শ্যামল-বর্ম্মা কর্তৃক ১০০২ শকে বঙ্গে সমানীত হয়েন, তন্মধ্যে ১৪৫৬ শকে অর্থাৎ চৈতন্যের মৃত্যুর বৎসরে (তিরোভাবদিনে) এদেশীয় ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী বংশের অত্যন্তাভাব ঘটিল। এ কথা সত্য।

এখন দেখা যাউক যে, ৪৫৪ বৎসর (১০০২ শকে শ্যামলবর্ম্মা কর্তৃক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন ও ১৪৫৬ শকে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান) কাল মধ্যে সামবেদী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় জিতামিত্র মিশ্রের বংশে ধারাবাহিকক্রমে প্রত্যেক অধস্তন পুরুষে একমাত্র পুত্রের জন্ম ব্যতীত দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয় নাই। যদি জন্মিয়া থাকে, সকলেই মরিয়া গিয়াছে স্বীকার করিতে হয়। ইহা কি সম্ভব? কদাচ নহে। যাঁহা-দিগের মতে আদিশূরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালই শ্যামল-বর্ম্মার আবির্ভাব'ও রাজত্বকাল, তাঁহাদিগের নিজের বাগ্‌জালেই তাঁহারা আবদ্ধ হইতেছেন।

দেখ, গড়ে শত বর্ষে ৩ পুরুষ গণনা করিলেও ৪৫৪ বৎসরে ১৩।১৪ পুরুষ হয়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পুরুষেও জিতামিত্রের বংশবিস্তার হইল না। ইহা কি প্রকৃত ও যুক্তিযুক্ত এবং প্রামা-ণিক কথা? কখনই নহে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চক্ষুতে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ দ্বারা ক্ষণকাল তাঁহাকে দৃষ্টিহীন করা যায় বটে, কিন্তু সুস্থ হইলে তাঁহাকে প্রতারণা করা কঠিন। সেই কারণে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্য বৈদিকগণ দাক্ষিণাত্যদিগের অনেক পরবর্ত্তী কালে এ দেশে আগমন করেন। ১০০২ শকে বঙ্গে সমাগত জিতামিত্রের অধস্তন চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ পুরুষে

একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের অভাবে ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী বৈদিকের বংশ এককালে ধ্বংস হইয়া গেল। ইহা কি সম্ভব? এই কথা যদি নিতান্তই রক্ষা করা আবশ্যক জ্ঞান হয়, এবং না রাখিলে মহাপাতক জন্মে ও ভাগবত দুষ্ট হয়, তবে এই বাক্যের একটা পাঠান্তর ও তাৎপর্য্য কল্পনা করা বিধেয়। তদনুসারে একজন গোঁড়া বৈষ্ণব আমাদিগকে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা না লিখিয়া আমরা মৌনাবলম্বন করিতে সমর্থ হইলাম না। বাবাজী বলেন, মহাপ্রভু মর্ত্ত্যলীলা সংবরণকালে স্বীয় পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী বৈদিককুল নির্ম্মূল করিয়া পুরুষোত্তমের দেহে তিরোভূত হইলেন। যদু-বংশ ধ্বংসকালে মুষলদেবই কুলনাশক হয়েন। এই অবতারে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বেদগর্ভবংশীয় সামবেদী হরিহর শর্ম্মা মুষল-দেবের পদ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ হরিহর যবনধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও অন্য আত্মীয়বর্গকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পাশ্চাত্য সামবেদী ভরদ্বাজ ও শাণ্ডিল্য বৈদিক বংশ অধঃপাতে দেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও ইহাঁরা যবনাধিকারের সময়েই বাঙ্গলায় আসিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। নতুবা উপায়ান্তর দেখা যায় না।

ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ পুরুষে ব্যাপ্ত ভরদ্বাজগোত্রীয় ও শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সামবেদী পাশ্চাত্য বৈদিককুল কি যুগপৎ ফুৎকারবিন্দু প্রক্ষেপমাত্র নির্ম্মূল হইতে পারে? কখনই না। অতএব বলিতে হইবে, পাশ্চাত্য বৈদিকেরা চৈতন্যদেবের ঊর্দ্ধতন দুই তিন পুরুষের সমকালে এ দেশে আগমন করেন। নতুবা এরূপে মুহূর্ত্তমাত্রে তত্তদ্বংশের অত্যন্তাভাব ঘটিবে কেন?

সুতরাং কেবল জনশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া সহৃদয় জনগণের প্রতীতির অন্তরায় হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব রথীতর-গোত্র-সম্ভূত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র ও বিষ্ণুদাসের ভাগিনেয়। এই বিষ্ণুদাসের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষে সাতশতী-কন্যা বিবাহ করেন, দ্বিতীয় পক্ষে রাঢ়ীয়-শ্রেণীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি বহু-পূর্ব্বে পাশ্চাত্যগণের এ দেশে বাস হইত, তাহা হইলে বৈবাহিক ব্যাপারে এরূপ অসদৃশ ঘটনা ঘটিবে কেন ?

পাশ্চাত্য বৈদিকগণ ১০০২ শাকে বঙ্গে আগমন করেন নাই। যাঁহারা বলেন, ৯৯৯ শকে আদিশূরকর্ত্তৃক পঞ্চ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ আনীত হয়েন, তাঁহারা কি মনে করিতে পারেন যে, তিন বৎসর কালমধ্যে কান্যকুব্জ-সন্তানগণের বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য এককালে লোপ হইল ? এবং তৎক্ষণাৎ শ্যামলবর্ম্মকর্ত্তৃক বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্থাপনজন্য পশ্চিম হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের আবশ্যকতা ঘটিল, ইহা কি সম্ভব ? কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে শ্যামলবর্ম্মা ভূপতির নাম গন্ধও নাই। পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের বংশও বিস্তৃত নহে ; তদ্বৈপরীত্যে বরং দাক্ষিণাত্যদিগের বংশাবলী অতি বিস্তৃত এবং নানা-স্থান-ব্যাপক। পাশ্চাত্যগণের বংশ অতি অল্পায়ত ও অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে অবস্থিত। এই কারণেই বলা যায় যে, দাক্ষিণাত্যেরাই অগ্রবর্ত্তী। যে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ অগ্রে এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই কান্যকুব্জদিগের আগমনের পর সাতশতী নামে খ্যাত হয়েন।

পাশ্চাত্যগণের যে সকল শিষ্য-সন্ততি দেখা যায়, তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করিলে অনুমান হয় যে, সপ্তম অষ্টম পুরুষের

উর্দ্ধতন ভাগে পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের নিকট কেহই শিষ্যত্ব স্বীকার করেন নাই। এবং তাঁহারা যখন কান্যকুব্জ-সন্তানের কতিপয় বংশের গুরু হইলেন, তখন কান্যকুব্জ-সন্তানগণ নিতান্ত তান্ত্রিক। দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণও তৎকালে নামে মাত্র বৈদিক, কার্য্যে তান্ত্রিক।

লক্ষ্মণসেনের সময়েও একজন পাশ্চাত্য বৈদিককেও তৎসভায় দেখিতে পাই না।*

আরও দেখা যাইতেছে যে, যদি পাশ্চাত্য বৈদিকগণ কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালেই বঙ্গে আগমন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বংশে অবশ্যই প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণের সংখ্যা অনেক দেখা যাইত। আমরা তাহা দেখিতে পাই না। প্রত্যুত তৎকালে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবি ও বিদ্বান্ দৃষ্ট হন। যথা—রাঢ়ীয় কুলে সাহরীগ্রামী শূলপাণি, কবি জয়দেব, হলায়ুধ, গোবর্দ্ধন, শরণ, উমাপতি, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, কেশব ভারতী, মহাভারতের টীকাকার অর্জ্জুন মিশ্র প্রভৃতি, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ও মথুরেশ প্রভৃতি। বারেন্দ্রকুলে কুল্লূকভট্ট, ময়ূরভট্ট, উদয়নাচার্য্য, গদাধর প্রভৃতি। বঙ্গের পাশ্চাত্য বৈদিককুলে পূর্ব্বকালে একজনেরও নাম দৃষ্ট হয় না, বা কেহ জানে না। তবে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের কতিপয় বৈদিকবংশ অনর্ঘরাঘবকর্ত্তা মুরারি মিশ্রের বংশধর ও পাশ্চাত্য বলিয়া পরিচয় দেন। †

---

* গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥ রূপসনাতনের উক্তি।

† মহোমহোপাধ্যায় কুশাগ্রবুদ্ধি শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকার প্রসিদ্ধ

অনর্ঘরাঘব নাটককার মহাকবি মুরারি মিশ্র পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুল-সম্ভূত কি না, তদ্বিষয় সন্দেহস্থল। কারণ তদ্বংশীয়-দিগকে ষড়্গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণ আপনাদিগের সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগকে সাতশতী অর্থাৎ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ অথবা মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণ যৎকালে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত অধিকার করেন, তৎকালে তাঁহাদিগের আনীত শ্রোত্রিয়গণই শ্রেণীভঙ্গের চেষ্টা পান। সেই কারণেই মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। মধ্য-শ্রেণী দ্বিজমধ্যে পুরুষের উপাধি লইয়া গোত্র ও বংশাদির নাম হয়।

মুরারি মিশ্র নিজ পরিচয়ে কোন খানে পাশ্চাত্য কিংবা দাক্ষিণাত্য, এরূপ নির্দ্দেশ করেন নাই। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহোদয় বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বৈদিককুলের ব্যক্তিবিশেষের মুখে শুনিয়াই তাঁহাকে পাশ্চাত্য স্থির করিয়াছেন। *

জগদীশ তর্কালঙ্কার রথীতরগোত্রসম্ভূত পাশ্চাত্য বৈদিক। কিন্তু তিনি চৈতন্যের অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী।

* বস্তুতঃ মুরারি মিশ্র নিজকৃতি অনর্ঘরাঘবের প্রস্তাবনায় যতটুকু পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কেবল মৌদ্গাল্যবংশীয় বর্দ্ধমানাচার্য্যের পুত্র। এই লেখায় পাশ্চাত্য কি দাক্ষিণাত্য অথবা মধ্যশ্রেণী বুঝা যায় না। যথা—

তথাপি তাবন্নিরূপয়ামি রূপকমভিরূপনীদৃশম্। (মুহূর্ত্তমিব স্থিত্বা স্মরণ-মভিনীয় সোল্লাসম্) অস্তি মৌদ্গাল্যগোত্রসম্ভবস্য মহাকবের্ভট্টশ্রীবর্দ্ধমান-তনূজন্মনস্তন্তমতীহৃদয়নন্দনস্য শ্রীমুরারেঃ কৃতিরভিনবমনর্ঘরাঘবং নাম নাটকম্। তৎপ্রযুঞ্জানাঃ সামাজিকানুপাস্মহে।

সাতশতীরা যথায় যেমন সুবিধা জ্ঞান করেন, তথায় তেমনি পরিচয় দিয়া থাকেন। কোথাও বৈদিক, কোথাও রাঢ়ীয়, কোথাও বারেন্দ্র, কোথাও বা মধ্যশ্রেণী। বিশেষতঃ মধ্য-শ্রেণীর বৈবাহিক-ক্রিয়াদি সাতশতী ও বৈদিক কুলে হইয়া আসিতেছে। বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, সিংহভূম, বীরভূম, মানভূম, ধলভূম, বরাহভূম, শিখরভূম প্রভৃতির আধুনিক বৈদিকগণ বিশুদ্ধ-বৈদিকবংশসম্ভূত নহেন। ইহাঁরা সাতশতী ও রাঢ়ীয়-বংশ-বিমিশ্র মধ্যশ্রেণী ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। এ বিষয়ে অধিক প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই।

নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলীর গণ্য মান্য বৈদিককুলেও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের সংস্রব দেখা যায়। এমন কি অধুনাতন কালের প্রসিদ্ধ মুকুটরায় তিন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করেন। মুকুটরায়ের রাঢ়ীয়-পত্নী-গর্ভ-সম্ভূত সন্তানগণই এ ক্ষণে পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলে বিরাজিত।

এই সকল প্রমাণ ও অনুমান দ্বারা একপ্রকার জ্ঞান হয় যে দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণই অগ্রে আসিয়াছেন।

মিথিলা ও উৎকল বঙ্গাধিপের অধিকৃত ছিল। উৎকলে বৈদিকের আবাসগ্রহণ বহুকাল পূর্ব্বে হইয়াছিল, ইহা অবি-সংবাদী।

আরও দেখা যাইতেছে যে, মিথিলার ব্রাহ্মণগণ আপনা-দিগের পরিচয়স্থলে কান্যকুব্জ বলিয়া স্বীকার করেন; আপনা-দিগকে বৈদিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। সেই মিথিলাস্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে পক্ষিল স্বামী বা পক্ষধর মিশ্র চৈতন্যের সহাধ্যায়ী (কাণাভট্ট) রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক ছিলেন। অতএব

দেখা যাইতেছে যে, তৎকালেও বৈদিকের বংশ বা প্রভাব বিশেষরূপে বিস্তৃত হয় নাই। তাহা হইলে পাঠ স্বীকার করিবার জন্য তাঁহাদের মিথিলায় যাইবার আবশ্যকতা কি ছিল?

মহাপ্রভুর অলৌকিক মহিমা দর্শনেই কান্যকুব্জ-সন্তানগণের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পাশ্চাত্য বৈদিকদিগকে তান্ত্রিক গুরুর পদে বরণ করেন। তদবধিই পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগের নাম গন্ধও কেহ জানিত না।

সাতশতী ব্রাহ্মণগণের বিশেষ বৃত্তান্ত।

রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত সাতশতী ব্রাহ্মণগণের সংস্রব। সাতশতী নাম-ধারণের কারণ।

আদিশূরের আনীত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণপঞ্চকের আগমনের পূর্ব্বে এ দেশে যে সকল ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা সমস্ত বাঙ্গালায় সাড়ে সাতশত ঘর মাত্র ছিল। তাঁহারা কালক্রমে সাতশতী নাম প্রাপ্ত হন। ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ চত্বারিংশৎ পৃথক্ গ্রামীণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদিগকেই আদর্শ করিয়া কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সন্তানদিগকে পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম দেওয়া হয়। উত্তরকালে ঐ সকল নিবাস-গ্রামের নামানুসারে ইহাঁদিগের অধস্তন সন্তানবর্গও পৃথক্ পৃথক্ গ্রামীণ বলিয়া পরিচিত হন।

সাতশতী ব্রাহ্মণগণ যে কান্যকুব্জদিগের মত বিভিন্ন গাঁই ছিলেন, তাহার বিষয় দেখ।

যে সাতশতীরা পূর্ব্বে এ দেশের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা কোথায় গেলেন ও কি হইলেন, তাহার নির্ণয়ে আমাদিগের কোন কোন কোন সহৃদয় ও বিবেচক পাঠক বলেন, অধিকাংশ সাতশতীরা বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ-মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন কি না, তাহা সন্দেহস্থল। তাঁহাদিগের সেই সন্দেহভঞ্জন ও অন্যান্য পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ জন্য সাতশতীর সমস্ত বিবরণ লিখিত হইল। পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন।

প্রথমতঃ পূর্ব্বকালে ইহাঁরাও রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের ন্যায় নৃপতিবর্গের নিকট নিজ নিজ বাসস্থল জন্য আপন আপন আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম পাইয়াছিলেন। তদনুসারে প্রত্যেকে পৃথক্ বংশে পরিচিত আছেন।

প্রমাণ—

সাগাঁই সুগাঁই, নাল্‌সী যগাঁই (যবগ্রামী), হাল্টুরী কাটুরী ধাঁই।
কান্দড়ে কাটানী, কন্যা পিতুড়ী, বাথাড়ী পিথাড়ী সাঁই।
উল্লুক ধরধর, মুল্লুক ফরফর, বিশেষে শুনহ গাঁই॥ ইত্যাদি।

বৈদিকদিগের মধ্যে বহুতর গোত্র প্রচলিত আছে, তদনুসারে ইহাঁরা প্রধানতঃ দ্বিচত্বারিংশৎ পৃথক্ পৃথক্ বংশে বিভক্ত। সাতশতী ব্রাহ্মণগণও চল্লিশটী পৃথক্ (গ্রামীণ) গাঁই বলিয়া বিভক্ত ছিলেন। অধিকাংশের গোত্র পৃথক্ অর্থাৎ সাতশতীগণের প্রত্যেক গাঁই প্রায় পৃথক্ পৃথক্ গোত্রসম্ভূত।

বৈদিকদিগের বিয়াল্লিশটী গোত্র ৬০ পৃষ্ঠে দেখ। এই বিয়াল্লিশটীর মধ্যে দুইটী ঘৃতকৌশিক এবং জামদগ্ন্য ও জমদগ্নি নামে পৃথক্ পৃথক্ দুইটী গোত্র আছে। সাতশতীগণ-

মধ্যে দুই ঘৃতকৌশিক ও জামদগ্ন্য প্রচলিত ছিল না। এক ঘৃত-কৌশিক ও জমদগ্নি প্রচলিত থাকে।

বৈদিকগণ যখন পঞ্চ-ব্রাহ্মণ-সন্ততি-কর্তৃক আনীত হইয়া বঙ্গে নিবাস গ্রহণ করিলেন এবং স্থলবিশেষে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র-গণের নিকট সম্মানাস্পদ হইতে লাগিলেন, সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া সাতশতীগণ আপনাদিগের গাঁই ত্যাগ করিয়া বৈদিকদিগের মত নির্গাঁই বলিয়া আপনাদিগকে বৈদিক-সংজ্ঞায় পরিচয় দিতে লাগিলেন। এইরূপে অধিকাংশ সাত-শতী বৈদিককুলে মিলিত হইয়া গিয়াছেন। নতুবা বৈদিক-দিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট বেদপারগ, তাঁহারা কেন দলে বলে ব্রহ্মপুত্রাদি প্রাচ্য দেশে নিবাস গ্রহণ করিবেন?

যখন এ দেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক প্রভৃতি ঔপনিবে-শিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণের সন্তান সমূহ প্রকৃতরূপে বদ্ধমূল হইলেন, তখনই এ দেশের আদিমনিবাসী ব্রাহ্মণগণের পৃথক্ সংজ্ঞা হয়। সমস্ত বাঙ্গালায় ঐ আদিমনিবাসী ব্রাহ্মণ-গণের সংখ্যা সর্ব্বসমেত সাড়ে সাত শত ঘরমাত্র ছিল বলিয়া তাঁহাদিগের সাতশতী আখ্যা হয়।

আদিমনিবাসীরা যখন সাতশতী নাম প্রাপ্ত হইলেন, তখন ইহাঁরা একপ্রকার অপদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন বলিলেও বড় একটা দোষ হয় না। সে যাহাই হউক, তাঁহারা যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের সম্ভ্রম গিয়াছে, তদবধি তাঁহারা সাবধান হইতে লাগিলেন। সাবধানতা দেখাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু আপনাদিগের দল-রক্ষার চেষ্টায় বিমুখ হইয়া অন্য দলে মিশিতে লাগিলেন, এবং সাতশতী-রূপ ঘৃণিত

উপাধি পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি সাতশতী ব্রাহ্মণের বংশ-ধ্বংসের সূত্রপাত হয়।

লোকের কৌতূহল চরিতার্থ জন্য কুলজ্ঞের কুলশাস্ত্র হইতে সাতশতীদিগের গাঁইগুলি লিখিত হইল। পাঠকগণ মিলাইয়া দেখুন।

সাগাই সুরাই, নালসী যগাঁই, হাঁসাই কালাই ধাঁই।
বাল্সী বান্টুরী, ধান্সী কাটানী, কুশলোজ্জ্বল গাঁই॥
কাশ্যপকাঞ্জারী, বাতারি পিতারি, নাতারি আর বেরু।
বাগ্‌রাই উল্লুক, ঝঝর মুল্লুক, ফর্কর কুন্দুক, কেরল চের্চরু॥
বাল্‌থুবী পুংসিক, দীঘলগাঁই ভাদাড়ী, ভট্টশালী করঞ্জ তাই।
আদিত্য কামদেবে, কোঁয়াড়ী পূর্ব্বদিকে, সকলকে পাই॥
নগড়ি দগড়ি, হামসেচাই, কৌণ্ডিন্য বাপারি বাগুরাই।
বেলাড়ী আদ, মিসে রাঢ়ী বারেন্দ্রে, সাতশতী কমে যাই॥

মুলো পঞ্চাননের ধৃত সারাবলীর কারিকা।

নগড়ি(১)র্দহড়ি(২)র্হামু(৩)র্বাপি কাশ্যপকাঞ্জিকা(৪)।
বাপাড়ি(৫)স্তুসিকা(৬) কেযু(৭)র্গাই চ সুখদানিকঃ(৮)॥
পিতাড়ি(৯)র্বাগুড়ি(১০)শ্চৈব ভাদাড়ী(১১) পিচু(১২)কুলকৌ(১৩)।
সাঁড়াকুলী(১৪) কোয়াড়ী(১৫) চ মুলুকজুড়ী(১৬) চ হাঙ্গুড়ী(১৭)॥
কাটানিঃ(১৮) কামদেব(১৯)শ্চ বেড়গ্রামী(২০) চ নালসী(২১)।
সাগারিঃ(২২) পুংসিকো(২৩) ভট্টশালী(২৪) ফর্করছত্রিকা(২৫)॥
আদিত্যো(২৬)জ্জলগাঁই(২৭) তু সুরাই(২৮) দীঘল(২৯)স্তথা।
যবগ্রামী(৩০) কড়ারী(৩১) চ কৌণ্ডিন্যো(৩২) বৈজুড়ী(৩৩) তথা॥
কুড়াালো(৩৪) হেলনী(৩৫) ধায়ী(৩৬) বাতাড়ী(৩৭) বেলাড়ী(৩৮)তি চ।
করঞ্জো(৩৯)হস্তাড়ি(৪০)রিত্যেব চত্বারিংশন্মিতা দ্বিজাঃ॥

তৈরূঢ়া নৃপতের্বাক্যাৎ সপ্ত সপ্তশতাত্মজাঃ।
তদ্দৈববশতো জাতাস্তাসু সপ্ত সুতা বরাঃ।
বরেন্দ্রঞ্চ গতাঃ পঞ্চ কনিষ্ঠৌ রাঢ়সংস্থিতৌ॥ বাচস্পতি মিশ্র।

কেহ কেহ বলেন কোমটী বা কল্যাণী এবং করলা নামে আরও দুইটী গাঁই ছিল; এই দুইটী গাঁই ধরিলে ৪২টী গাঁই হয়। তাহা হইলে বৈদিকদিগের গোত্রের সংখ্যার সঙ্গে ইহাদিগের গাঁইসংখ্যার বিশেষ ঐক্য হয়।

এখন দেখ, কে কোথায় মিশ্রিত হইয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা স্বভাবে আছেন। বচনানুসারে দেখা যায়, উত্তর কালে ঐ চত্বারিংশৎ কুলের মধ্যে যত সন্তান জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সদ্‌গুণ-সম্পন্ন বলিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের সমাজের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ইহাঁরা আপনাদিগের মধ্যে উঠাইয়া লয়েন। প্রথমাবস্থায় সাত জন মাত্র পরিগৃহীত হন। তন্মধ্যে পাঁচ জন বারেন্দ্র বংশের মধ্যে ও দুইজন রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন। অবশেষে দুই চারিটী কুল ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই প্রায় বৈদিককুলে মিলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বলিখিত সাতশতীর বিবরণের শ্লোকের সংখ্যা দেখ, মিল হইবে।

বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ নিজ নিজ গুণানুসারে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই নিয়মানুসারে সাতশতী ব্রাহ্মণগণ বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের পুনরুদ্ধারপূর্ব্বক বিনয়াদি সদ্‌গুণপ্রভাবে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও বৈদিক কুলে ক্রমশঃ মিলিত হইয়াছেন।

রাঢ়ীশ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	বারেন্দ্রশ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	বৈদিকশ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	কারিকা দেখ।
পুংসিক। ২৩ দীঘল গাঁই। ২৯ (উভয়েই কষ্টশ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।)	ভাদাড়ী। ১১ ভট্টশালী। ২৪ করঞ্জ। ৩৯ আদিত্য। ২৬ কামদেবতা। ১৬ (ভাদাড়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাহুড়ী হইয়াছে, ভাহুড়ী কুলীন বলিয়া খ্যাত। অবশিষ্ট চারি গাঁই শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।)	কোঁয়াড়ী (গৌরালী)। ১৫ পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে যে দুই সম্প্রদায়, তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের নাম জোঁয়াড়ী ও অপরের নাম কোঁয়াড়ী (গৌরালী)। কোঁয়াড়ী(গৌরালী) সমাজ পূর্ব্বদেশে ব্রহ্মপুত্রের ধারে অবস্থিত; কোঁয়াড়ীগণ সাতশতীগণের সহিত একত্র বাসকরিয়া থাকেন। অধিকাংশ সাতশতীগণের আদিনিবাস পূর্ব্ববাঙ্গালা।	যাঁহারা আপনাদিগকে মনে মনে খাঁটি সাতশতী বলিয়া জানেন তন্মধ্যে কাশ্যপকাঞ্জাড়ী। ৩ কাটানি। ১০ পিতাড়ী বা পিতুড়ী। ৯ মুলুকজুড়ী। ১৬ ফর্করছত্রিকা। ২৫ সুরাই। ২৮ যবগ্রামী। ৩০ কৌণ্ডিন্য। ৩২ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বকালে মুলুকজুড়ী, পিথুড়ী, কাশ্যপকাঞ্জাড়ী, সুরাই প্রভৃতির কন্যা গ্রহণ করিয়া রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীনগণ দোষাশ্রিত হন। তদবধি যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল গ্রামীণের সংসৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তদ্ভাবাপন্ন জ্ঞান করিয়া দূষিত করা হয়। তদনুসারে রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীনগণ মধ্যে কয়েকটী থাকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণেও কাটানী, কৌণ্ডিন্য, যবগ্রামী ও ফর্ফরছত্রিকা প্রভৃতি গাঁইগুলি সাতশতী বলিয়া পরিচিত আছেন, এবং রাঢ়ী শ্রেণীর মধ্যে মিলিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাতশতীরা রাঢ়ী শ্রেণীর ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা জ্ঞান করেন। এই হেতু বশতঃ সাতশতী ব্রাহ্মণগণের তিরোধান গণনা করা নিতান্ত কঠিন।

কোন্ বংশ কোথায় আছেন এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের কোন্ গোত্রে কি কুল করিয়াছেন তাহা দেখ।

খুল্না জিলা শ্রীফলতলা দান্দুড়ী ২৪ পরগণা দানিয়াড়ী, খুল্নায় মহেশ্বরপাশার সিন্দুরাবল্লভ, ঐ অঞ্চলের আজোপাড়া গ্রামের ভাইয়া-গোষ্ঠী-সম্ভূত ব্যক্তিবর্গ শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন, এবং রাঢ়ীয় দলে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। এইগুলি সাতশতীর অংশ; রাঢ়ীয় ছাপ্পান্ন গ্রামীণমধ্যে গণ্য নহে।

বংশ	আধুনিক বাসস্থান	গোত্র	কে কিরূপ ঘরে কন্যাদান করিয়াছেন।
কাটানী গাঁই বা বংশ	বুনোন পরগণা, সেন-হাটী	কাশ্যপ	ফুলে, খড়দা, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী এই চারি মেলে।
পিতুড়ী	কলিকাতা ও ২৪ পরগণা	পরাশর	বল্লভী মেলে।
ফর্ফরছত্রিকা	ভট্টাচার্য্য কামালপুর, চাকদার নিকট (নদীয়া জিলা)	কাশ্যপ	ফুলে,খড়দা,বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী মেলে
কাশ্যপকাঞ্জাড়ী (রায়-গোষ্ঠী)	শ্রীরামপুর, লকপুর (যশোহর)	এক্ষণে কাশ্যপ	প্রথমে খড়দা, পরে অন্য মেলে।
যবগ্রামী গোস্বামী	শিঙের কোণ, ভৈঁটে পালশীট, মাচ্ছর, নবগ্রাম প্রভৃতি স্থল		ফুলে মেলের রমণ ঠাকুরের সন্তান, উলায় নিবাস।
যবগ্রামী রায়	লাড়ুগ্রাম (বর্দ্ধমানজিলা)	গৌতম	ফুলে মেলের মুখোপাধ্যায়।
নাল্সী রায়	শিমলাগড় (হুগ্লী)	বশিষ্ঠ	ঐ
কড়ারী	পদ্মানদীর দক্ষিণ ধারে	পরাশর	বেগের গাঙ্গুলী বংশে ও গঙ্গানন্দ চট্টো সন্তানের কোন কোন ঘরে
	বিক্রমপুর (ঢাকা)	শাণ্ডিল্য	ফুলের মুখোপাধ্যায় বংশে।
কৌণ্ডিন্য	শান্তিপুর, বেলগড়ে	কৌণ্ডিন্য	সর্ব্বানন্দী মেলে।

ঘটকবিশারদ নুলো-পঞ্চানন-বচন, সারাবলী-কারিকা।

সাতশতী দ্বিজগণে, পটু শূদ্রের যাজনে,
নাহি যাতে বেদ-অনুষ্ঠান।
বিধিসিদ্ধ-ক্রিয়াদায়, শূদ্রেও যে গোত্র পায়,
যে যার চরণে লয় স্থান॥
শত-ধারা শূদ্রজাতি, গোত্র পায় নানাভাতি,
চাকলা-বাজী চক্কত্তি-কারণ।
যবগ্রামে অবস্থান, গোত্রে গৌতম-সন্তান,
নাম লয় গোসাঞি-নন্দন॥
চক্র ঋত্বিকেতে গত, নিপাতনে র, ঋ হত,
ঋত্বিকে চক্কত্তি মহাশয়।
তদবধি অর্থ হলে, কহে যে স্বদলে বলে,
ভগ্নীপতি মুকুজ্যে মশায়॥
সাতশতী স্ব স্ব খ্যাতি, আর নাহি পায় ভাতি,
গুপ্ত আছে যেথায় সেথায়।
সে কথা বলবো কিবা, নাহি আছে কিছু প্রভা,
জীয়ন্তে ঠিক মরার প্রায়॥
সাতশতী দলে বলে, মেশে যে চক্কত্তি কুলে,
ছাড়াইতে সে জঘন্য নাম।
সাতশতী দ্বিজ যারা, আগে শূদ্র-জাতি-ধারা,
যেহেতু ব্রাহ্মণ্যে ছিল বাম॥
সাতশতীর গণন, কৌণ্ডিন্যাদির কথন,
সাগাঞি সুগাঞির নন্দন।

পরাশর হারীতাদি, আলম্যান অত্রি বিধি,
মৌদ্গল্য কাশ্যপ কাঞ্চন ॥
কাশ্যপে কাঞ্জারী রায়, কাটানী চকত্তি কয়,
কত অযাজ্য যাজন।
কান্যকুব্জের শ্রী গেল, সাতশতী মান্য হলো,
তারা কন্যায় করে বন্ধন ॥
দৌহিত্রে পিণ্ড দিলো, চক্কত্তি উদ্ধার হলো,
কন্যাদানে গোষ্ঠীপতি খ্যাতে।
সাতশতী দ্বিজ যারা, মিসেল হইল তারা,
কান্যকুব্জ দ্বিজ সমাগতে ॥
কান্যকুব্জ অধস্তনে, ত্রয়োদশ মিশ্রার্জ্জুনে,
মজে পীতাড়ী-কন্যা-দর্শনে।
সেই হতে প্রবেশিলে, সাতশতী রাঢ়ী-দলে,
খোঁটা হয় বন্দ্য মুখো গণে ॥
এখনো পৃথক্ যারা, ব্রাহ্মণ্যতে খাটো তারা,
চক্কত্তি গোসাঞি রাই বলে।
নাল্সী ফর্ফরছাতায়, কুড্যালে হেলনী ধায়,
বাতাড়ী পীতাড়ীর উজ্জ্বলে ॥

মেলোৎপত্তি—যোগেশ্বর পণ্ডিত ও দেবীবর ঘটক।

এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত একজনের দৌহিত্র। তদনুসারে এই দুইজন পরস্পর মাস্তুত ভাই। যোগেশ্বর শ্রেষ্ঠ-কুলীন-পুত্র (খড়দহ)।

দেবীবর ন্যূনমর্য্যাদ কুলীন-গোষ্ঠীসম্ভূত (সর্ব্বানন্দী)। সুতরাং সমাজমধ্যে দেবীবর অপেক্ষা যোগেশ্বর পণ্ডিতের মর্য্যাদা অধিক। যোগেশ্বর মুখটীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। নানাদেশীয় ছাত্রগণকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। সেই জন্যই তাঁহার উপাধি পণ্ডিত হয়। যোগেশ্বর-সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে যে, তিনি অত্যন্ত আতিথেয় ছিলেন। নিজের দান অতি সঙ্গোপনে নির্ব্বাহ করাই তাঁহার ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার বদান্যতার বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আপামর সাধারণের শ্রুতিগোচর ছিল না।

যোগেশ্বর পণ্ডিত এক সময়ে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া দেশভ্রমণে নির্গত হন। দৈবগত্যা একদিন ভ্রমণ উপলক্ষে মধ্যন্দিনে দেবীবরের ভবনে উপস্থিত হইলেন। যোগেশ্বরের আগমন-বার্ত্তা-শ্রবণে দেবীবর-জননী শশব্যস্তে দ্রুতপদে আসিয়া যথা-বিহিত স্নেহসম্ভাষণ পুরঃসর অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা করিলেন। যোগেশ্বরও বিনয়বচনে অতি নম্রভাবে তদীয় মাতৃষ্বসার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তিনিও যথাবিহিত আশীর্ব্বচন প্রয়োগ-পূর্ব্বক যোগেশ্বরকে কহিলেন, বাছা, জলপান কর, আমি তোমার জন্য অন্নাদি প্রস্তুত করিতে যাই।

যোগেশ্বর তদীয় মাতৃষ্বসার সেই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, মাসি, আমাদিগের সহিত ইহাঁদিগের ভোজ্যান্নতা নাই। এই হেতু-বশতঃ দেবীবরের গৃহে ভোজন করিলে আমাদিগের মর্য্যাদার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনার উপরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সহজ ও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আপনি আহারের জন্য আমায় বিশেষ অনুরোধ

করিবেন না। আপনি মাসী, আপনার অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাটীতে স্বপাকে ভোজন করিলে গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়; তাহাতে পাতক জন্মে। আমি আপনকার উচ্ছিষ্ট প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিব, কিন্তু অদ্য আমাকে কোন অনুরোধ করিবেন না। এই বলিয়া যোগেশ্বর প্রস্থান করিলেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিত যে সময়ে দেবীবর ঘটকের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে দেবীবর দেশভ্রমণে নির্গত হন। দেবীবর বাটী আসিয়া জননীকে অপ্রসন্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি স্বীয় মনঃক্ষোভের পূর্ব্বাপর সমস্ত কারণগুলি স্বীয় পুত্রের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, বাপু! যদি যোগেশ্বর আমার বাটীতে আসিয়া সাধ্য সাধনা পূর্ব্বক অন্ন দাও বলিয়া ভোজন করে এরূপ কোন উপায় করিতে পার, তবেই এ প্রাণ রক্ষা করিব, নতুবা আমার এই মর্য্যাদাহীন তুচ্ছ জীবনে প্রয়োজন কি?

দেবীবর কহিলেন, মাতঃ, ক্ষান্ত হও, মনের খেদ মনেই রাখ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অচিরেই তোমার মনোমালিন্য দূর করিব। যদি নিতান্তই অকৃতার্থ হই, তাহা হইলে তোমার নিকট এ মুখ আর দেখাইব না ও এ জীবন রাখিব না।

দেবীবর-জননী কহিলেন, বাছা, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। আমার পরামর্শ শ্রবণ কর; কালীর আরাধনা কর, সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবে।

দেবীবর যখন দেবী আদ্যা শক্তির বর পাইয়া সিদ্ধ হন, তখনিই তাঁহার নাম দেবীবর হয়। ইতিপূর্ব্বে ইহাঁর অন্য এক

নাম ছিল। সিদ্ধ হইলে তাঁহার সে নাম লোপ পায়। তিনি দেবীবর নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। সুতরাং তাঁহার প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না, দেবীবরটী তাঁহার উপাধিস্বরূপ ধরা যায়। ইঁনি বন্দ্যোবংশের শঙ্কেতের অধস্তন পঞ্চম, সর্ব্বানন্দ ঘটক বিশারদের পুত্র ; সর্ব্বানন্দী মেল। শঙ্কেত-সন্তানগণের অধিকাংশই নানা মেলে বিভক্ত।

দেবীবর বাক্‌সিদ্ধ হইয়াই কৌলীন্য-মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাঢ় ও বঙ্গের সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক কুলাংশে কে কতদূর পরিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত আছেন, তাহা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিশেষ পর্য্যালোচনা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, কুলীনদিগের অধিকাংশই নবগুণ-বিহীন হইয়াছেন।

তখন বিবেচনা করিলেন, আমার নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার এই প্রকৃত অবসর ও সময়। তিনি সময় বুঝিয়াই সমস্ত ঘটক-চূড়ামণিদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদিগের নিকট কুলীন-দিগের দোষোদ্ঘোষণপূর্ব্বক কৌলীন্য-মর্য্যাদার পুনঃ সংস্কারের ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। সমস্ত কুলাচার্য্য একবাক্য হইয়া দেবীবরের অভিপ্রায়ের অনুকূল পক্ষে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন। তাঁহাদিগকে সপক্ষ পাইয়া দেবীবর দিন স্থির করিলেন।

যে দিন সভায় উপবিষ্ট হইয়া সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে সকলের দোষ গুণ বিচারপূর্ব্বক সভার অগ্রে মর্য্যাদা সংস্থাপন করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ একটী দৈববাণী হইল যে, 'বৎস দেবীবর, তুমি যে দিন কৌলীন্যাদির

নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বিশেষ সভা করিবে, সে দিন সমস্ত দিবসের জন্য তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিবে না। তুমি তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত সভার নির্দ্ধারিত দিবসে দশদণ্ডমাত্র কাল কুলমর্য্যাদা-প্রদান-বিষয়ে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী থাকিবে। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে কুলমর্য্যাদা-প্রদান-বিষয়ে তোমার প্রভাব থাকিবে না।

দেবীবর দৈববাণীর প্রতি বিশেষ বিশ্বাস-সহকারে কার্য্য করিবেন বলিয়া সপক্ষ ও বিপক্ষ সকলের নিকট আকাশবাণীর কথা প্রচার করিলেন।

নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত হইল, ঘড়িয়াল ঘড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকিল। দেবীবর দোষ দেখিয়া একবিধ-দোষাশ্রিত ব্যক্তিবর্গকে এক এক দলে নিবদ্ধ করেন ; তদনুসারে এক একটী মেল হয়। তিনি সমস্ত কুলীনকে ছত্রিশটী মেলে বিভক্ত করেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিতের কুলবিচারের সময় দেবীবরের মুখ হইতে নিম্নলিখিত কারিকাটী নির্গত হইয়াছিল। যথা—

"শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদি চ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলম্॥"

যোগেশ্বর পণ্ডিত খড়দহ মেলের প্রকৃতি। ইনি দেবীবরের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ লোক। দেবীবর ঘটক বন্দ্যো দুর্ব্বলীর অধস্তন পঞ্চম অর্থাৎ ধ্রুবানন্দ মিশ্রের ভ্রাতৃপর্য্যায়ের ব্যক্তি। শোভাকর চট্টোপাধ্যায়ের কুলমর্য্যাদা-ব্যবস্থাপন-সময়ে দেবীবরের তুণ্ডে দুষ্ট সরস্বতী বিরাজিত হইলেন। তখন দেবীবরের মুখ হইতে পশ্চাল্লিখিত বাক্য বহির্গত হয়। যথা—

"ডাক দিয়ে বলে দেবীবর, নিষ্কুল শোভাকর।"

শোভাকরের পক্ষে এইরূপ বজ্রপাতসদৃশ মর্ম্মচ্ছেদি বাক্য বিনির্গত হইবামাত্র শোভাকরের মুখ হইতেও ঐ শ্লোকের উত্তরার্দ্ধের পূরণস্বরূপ দেবীবরের বাক্য অপেক্ষাও গরলময় অতি ভীষণ বাগ্বজ্রের প্রতিধ্বনি নিনাদিত হইল।

যথা—"ডাক দিয়ে বলে শোভাকর, নির্ব্বংশ দেবীবর॥"

এই বাক্যের পরেই সভাভঙ্গ হয়।

এক্ষণে পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, দেবীবরের অন্যান্য কথা পরিত্যাগ করিয়া এই কয়েকটী কথা কেন উদ্ধৃত হইল? আমরা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের দোষোল্লেখ-মানসে এই কয়েকটী কথার উত্থাপন করি নাই। দেবীবরের জীবনকালের প্রকৃত সময় নির্দ্ধারণ-মানসে প্রস্তাবের ভূমিকাস্বরূপ উদ্ধার করিয়াছি।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, দেবীবর ও যোগেশ্বর পণ্ডিত পরস্পর মাতৃতত ভাই ও সমবয়স্ক। দেবীবরের বাটীতে অন্নগ্রহণ না করাতেই যোগেশ্বর প্রথমে নিষ্কুল হন। তৎপরে দেবীবরের অনুগ্রহে যোগেশ্বর পুনর্ব্বার কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, ইহা প্রসিদ্ধ কিংবদন্তী। দেবীবর কেন যোগেশ্বরকে প্রথমে নিষ্কুল করিয়াছিলেন, তাহা যোগেশ্বর অগ্রে অনুভব করিতে পারেন নাই।

শোভাকর ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মণ সেনের পূজিত পণ্ডিত হলায়ুধ ভট্টের বংশীয়, সুতরাং ইনি চট্টোপাধ্যায়-বংশীয়।* ইনি দেবী-

* বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥

ধ্রুবানন্দ-মিশ্রীধৃত কুলজী।

বরের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। সেই হেতু তিনি মনে করিলেন, কুলমর্য্যাদা-প্রাপ্তিবিষয়ে দেবীবর অবশ্য তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান করিবেন। তদনুসারে তাঁহার অন্তঃকরণে আর একটী ভাবের উদয় হয়। সে ভাবটী এই, "দেবীবর পরম পণ্ডিত ও সিদ্ধ ব্যক্তি, সিদ্ধ হইলেও সে সর্ব্বদা সর্ব্ব-কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে গুরুর নাম গ্রহণপুরঃসর স্বস্তিবাচন করে। আমিই তাহার গুরু। আমি যদি সভার অগ্রে উচ্চ আসনে আসীন হইয়া তাহাকে সন্দর্শন দিয়া তাহার প্রীতিবিধান করিতে পারি, তাহা হইলে সে অবশ্য গুরুদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিবে।"

এই মনস্কামনা স্থির করিয়া সভার অগ্রে এক উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভার অগ্রে সভ্যগণের বিনানুমতিতে উচ্চ আসনে উপবেশন যে অতীব দূষ্য, ইহা দেবীবর বিলক্ষণ জানিতেন, তদনুসারে তিনি গুরুর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। দেবীবর সভাপতি, সভাপতির ভাব দেখিয়াই সভ্যেরা মনে করিলেন, দেবীবর ইহাঁর অশিষ্টতা অবগত হইয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা আমাদিগের অসৌজন্য দেখান উচিত নহে। সকলেই কর্ণাকর্ণিপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। শোভাকরের অশিষ্টতা হেতু দেবীবর যে বিরক্ত হইয়াছেন, ইহা এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু পাছে লোকে বিদ্রূপ করে, এজন্য আসন হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। দেবীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস দেবীবর! আমি তোমার গুরুদেব। যেন আমার মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানাস্পদীভূত হয়।"

শিষ্য গুরুর ঈদৃশ বিষম বাক্যের উত্তরে কিছু প্রতিশ্রুত হইতে পারিলেন না। গুরুদেবের নিরন্তর উত্তেজনায় কহিলেন, প্রভো! নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে বাগ্‌দেবী আমার মুখ হইতে কি বলাইবেন, তাহা আমি অগ্রে কিপ্রকারে স্থির নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি?

এই সকল জনশ্রুতির মূল এই—

"ডাক দিয়ে বলে দেবীবর, নিষ্কুল শোভাকর।
ডাক দিয়ে বলে শোভাকর, নির্ব্বংশ দেবীবর॥"

মেলমালা।

এখন দেখ, দেবীবর যাঁহাদিগের প্রতি কুলমর্য্যাদা প্রদান করিলেন ও যাঁহাদিগের কুল ধ্বংস করিলেন, তাঁহারা কত কালের লোক। তদনুসারে বিচার কর. নিম্নলিখিত ছয় ব্যক্তিকে সমকালীন ও সমান মেলের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে।*

১ যোগেশ্বর পণ্ডিত (মুঃ) ৪ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
২ দিনকর চট্টোপাধ্যায় ৫ ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩ হরি বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ সুসেন(মুখোপাধ্যায়)পণ্ডিত

পঞ্চাননে হয় কুল দিনকর-বংশে।
সুসেন হয়েন মূল নৃসিংহের অংশে॥
সুসেন বলিলে হয় ত্রিযোগের সংজ্ঞা
জগদানন্দের সহ আইসে যে গঙ্গা॥

* যোগেশ্বরো দিনেশশ্চ হরির্বংশধরস্তথা।
পঞ্চাননো সুসেনশ্চ ষড়েতে চৈকমেলকাঃ॥ ধ্রুবানন্দ মিশ্রী।

পঞ্চানন পূর্ব্বে ছিল অই অংশে মেলা।
খড়্দা যোগেশ্বর বংশে কুলেতে বিরলা॥
হরি বন্দ্য গয়ঘড় পাণ্টী মূল হয়।
বংশধর ভগীরথ জানহ নিশ্চয়॥
যোগেশ্বর খড়দহে বংশ হয় সার।
চট্টবংশ-দলেতে দিনেশ কুলবর॥

বলাগড়-নিবাসী চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত কুলচন্দ্রিকা দেখ।

উল্লিখিত কয়েক মহাপুরুষের অধস্তন পুরুষ গণনা করিলে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ সন্ততির অতিরিক্ত দেখা যাইবে না। এক্ষণে এই ত্রয়োদশ পুরুষের কাল একটা মোটামুটী ধর, প্রত্যেক ২৫ বৎসরে এক এক পুরুষের জন্ম ধরা যাইতে পারিবে। তাহা হইলে ২৫ × ১৩ = ৩২৫ বৎসর কাল পূর্ব্বে এই কয়েক মহাত্মা জীবিত ছিলেন।

এক্ষণে শালিবাহনের শক ১৮১৬, উহা হইতে
৩২৫ বৎসর অন্তর কর,

১৪৯১ দেখিবে।

পঞ্চদশ শকাব্দের শেষভাগে দেবীবরের মতানুসারে কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপন হয়। এখন দেখ, ঐ সময়টী কেমন সময়, তখন কোন্ ভাবের স্রোত চলিতেছে। তখন নবদ্বীপ-নিবাসী নিমাই ভূমণ্ডলে চৈতন্যদেব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তখন বঙ্গসমাজের জাতিভেদ উঠাইবার প্রস্তাব হইতেছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভিনব মত সকল হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে সমভাবে

প্রচারিত হইতেছে। চৈতন্যদেব লোকান্তরিত হইয়া তদীয় কীর্ত্তির গুণ-দোষের স্তুতি-নিন্দা শ্রবণ করিতেছেন। যথা—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতারি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকটবিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নে প্রভুর অন্তর্ধান॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

সে সময়ে বঙ্গসমাজের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত। তখন স্মার্ত্তচূড়ামণি বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বর্গবাসী হইয়া বঙ্গবাসীদিগের নিকট মহর্ষি মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছেন। সে সময়টী আর একজন মহাপুরুষের কাল বলিয়া বঙ্গবাসীদিগের নিকট বড় আদরের ও গৌরবের সময়। তখন কাণাভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) পক্ষধর মিশ্রের নিকট পাঠ সমাপ্তিপূর্ব্বক মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্রের স্রোত ফিরাইয়া নবদ্বীপে আনয়ন করিয়া দেবলোকে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় নৈয়ায়িকদিগের মুখ হইতে স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহারা শিরোমণিকে গোতমাদি অপেক্ষা কুশাগ্রবুদ্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

উপরিকথিত মহোদয়দিগের মত সংস্থাপিত হইলেই দেবীবরের মেলবন্ধন ও কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। এই কথার প্রামাণ্য-সংস্থাপনজন্য আমরা কান্যকুব্জাগত পঞ্চজন ব্রাহ্মণের ভৃত্যপঞ্চকের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বল্লালের কৌলীন্য-মর্য্যাদা-ব্যবস্থাপনের ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে (অর্থাৎ অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে) সমান পর্য্যায়ে কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা হয়। দেবীবরের সময় হইতেই সমান সমান পর্য্যায়ের কন্যাপুত্রে বিবাহের ব্যবস্থা হয়। পিতার বরে পুত্র ও পৌত্র পিতামহের সমান পর্য্যায়ে থাকিয়া কুলরক্ষা করিবার অধিকারী হন।

এই সময়েই কুলীনদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় দলে আবার অবান্তর-ভেদ হয়। উহা এই—আর্ত্তি, ক্ষেম্য ও উচিত। ১ আর্ত্তিঃ—শিরোভূষণম্; ২ ক্ষেম্যঃ—পাদভূষণম্; ৩ উচিতঃ—সমানম্। এক্ষণে শিরোভূষণ, পাদভূষণ ও সমান শব্দে কাহাকে বুঝায়, তাহারই মীমাংসা করা উচিত। তদনুসারে দেখা যায় যে, ঘটকবিশারদ দেবীবর পিতৃপর্য্যায়ের লোকের সহিত কন্যাদানকে আর্ত্তিশব্দে ব্যাখ্যা করেন। পুত্রপর্য্যায়ের সহিত কন্যাদানকে ক্ষেম্যশব্দে নির্ণয় করিয়াছেন। সমানে সমানে কন্যাদানকে উচিত শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া যান।* তদনুসারে কোন কোন কুলে পর্য্যায়সংখ্যার ন্যূনতাও ঘটিয়াছে।

আর্ত্তি কুল হইলে শিরোভূষণরূপে মান্য হন। ক্ষেম্য কুল হইলে পাদভূষণরূপে পরিগণিত হন। উচিত কুল হইলে দোষ গুণ কিছুই হয় না। ব্যতিক্রমে পর্য্যায়ের হীনতা জন্মে।

দেবীবরের সময়েই কিছুকাল এরূপ সমান ঘরের বরে

* পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানঞ্চ ক্ষেম্যকম্।
উচিতঞ্চ সমানং স্যাৎ ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে॥ দেবীবরকারিকা।

আদান প্রদান চলিয়াছিল। পরে এই নিয়মানুসারে চলা কুলীনদিগের পক্ষে অতি সুকঠিন বিবেচিত হইলে অন্যান্য ঘটকবিশারদেরা সমান পর্য্যায়ের দান উত্তম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এইপ্রকারে পর্য্যায়ভঙ্গদোষ দূরীকৃত হয়। যথা—

"সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্॥"

ধ্রুবানন্দকৃত কুলদীপিকা।

রাঢ়ীয় কুলীনগণ পর্য্যায় সমান রাখিবার জন্য বর দিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কুলকর্ত্তা নিজের মর্য্যাদা পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতৃ-পুত্রদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পিতা, পিতামহ ও পিতৃব্যদিগের ন্যায় সম্মানাস্পদীভূত পদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গুণদোষ বরদাতার স্কন্ধে পতিত হইতে লাগিল। যথা—

গ্রহণাৎ স্বস্য পুত্রস্য বরস্বাভিমতস্য চ।
পৌত্রস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য কুলকর্ত্তুর্ভবেৎ কুলম্॥

ধ্রুবানন্দকৃত কুলদীপিকা।

ব্রাহ্মণদিগের এই দৃষ্টান্ত অনুসারে পুরন্দর বসু কায়স্থ-কুলের সমান পর্য্যায় লইয়া কুলীনদিগের বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

কান্যকুব্জাগত কালিদাস মিত্রের অষ্টম পুরুষে ধুঁই ও গুঁই নামক দুই সন্তানের যৌবনকালে সমাজ বদ্ধ হয়।* তাঁহা-দিগের সমাজের নাম বড়িশা ও টেকা। এক্ষণে দেখা যাই-

---

* শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থদিগের কৌলীন্য দেখ।

তেছে যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের আট দশ পুরুষ গত হইলে কৌলীন্য সংস্থাপিত হয়। এবং কৌলীন্য-মর্য্যাদা-সংস্থাপনের ত্রয়োদশ পুরুষ গত হইলে কায়স্থদিগের মধ্যে প্রকৃত সোপানগণনানুসারে সপর্য্যায়ে বিবাহের নিয়ম হয়। সুতরাং পূর্ব্বাপর দুইটীকে সমষ্টি করিলে তৎকালে কান্যকুব্জদিগের ত্রয়োবিংশ পুরুষ হইয়াছে ধরিতে হয়। কায়স্থদিগের পর্য্যায়বন্ধন হইতে এক্ষণে কাহারও ১২ কাহারও বা ১৩ পুরুষ হইয়াছে। এক্ষণে ঐ তের পুরুষের সঙ্গে যোগ কর, কায়স্থকুলের মধ্যে ২৫। ২৬ পর্য্যায় অপেক্ষা অধিক অধিক সংখ্যক পুরুষ শুনা যাইবে। সেটী যখন ঠিক, তখন ইহাঁদিগের তের পুরুষের সময় ঠিক করিলে নিশ্চয় হইবে যে, ঘটকবিশারদ দেবীবর ৩৪৫ তিন শত পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কুলীনদিগের মেলবন্ধন করেন।

আর একটী প্রমাণ দেখিলেও জানা যাইবে যে, দেবীবরের মেলবন্ধন ঐ সময়েই হইয়া থাকিবে। ঐ সময়ে বারেন্দ্রকুলে অদ্বৈত প্রভুর জন্ম হয়। তিনি চৈতন্যের সহচর ও অভেদাত্মা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার এক সঙ্গী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর আট সন্তান হয়, তন্মধ্যে অচ্যুত গোস্বামী সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইহাঁকে অদ্বৈত প্রভু বিশেষ স্নেহ করিতেন। এক সময়ে এমনও বলিয়াছিলেন যে—

অচ্যুতের মত যেই সেই মোর সার।
আর সব পুত মোর হোক ছারখার ॥

চৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈতবাক্য।

এক্ষণে অচ্যুত গোস্বামী হইতে গণনা করিলেও দেখা যায় যে, তৎকুলে ধারাবাহিক ১১।১২ পুরুষ হইয়াছে। ইনি আবার নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। অদ্বৈতপ্রমুখ বলরাম মিশ্রের বংশীয় রঘু গোস্বামী শান্তিপুরের বড়-গোস্বামি-বংশীয় ১৩শ, তৎপুত্র ১৪শ পুরুষ। দেবীবর বীরভদ্রসংসৃষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বীরভদ্রী থাকের অন্তর্গত করেন। বীরভদ্রের জীবনকাল গণনা করিলে আমরা তাঁহাকে ৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে পাই, সুতরাং দেবীবরের মেলবন্ধনের সময় ৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসরের অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে না।

এখন দেখ, সে সময়ে আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন কি না? সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে কি না? তদনুসারে দেখা যায় যে, তৎকালে বঙ্গদেশে প্রবল-প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ-রাজার নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। তৎকালে বাঙ্গালা দেশে যশোহরে প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন। তিনি বঙ্গজ কায়স্থ। তৎকালে তিনিও আকবরের পুত্র শেলিমের (জাহাঙ্গীরের) আদেশ অনুসারে রাজা মানসিংহ-কর্ত্তৃক পরাভূত ও বন্দীকৃত হয়েন। তৎকালে আর্য্য-বংশ-সম্ভূত ধার্ম্মিক নেতার অভাবে সমাজের বল হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। কবিকঙ্কণ ও অন্নদামঙ্গল পাঠ করিলে জানা যায়। *

---

* যথা—অন্নদামঙ্গলে—

যশোর নগরে ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।

তৎকালে ভারতের রাজধানী হস্তিনানগরের সিংহাসনে মুসলমান ভূপতি আকবর সাহ অধিরূঢ় ছিলেন। ইহার প্রামাণ্য-সংস্থাপন জন্য আমরা কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে শ্লোক তুলিয়া দিলাম। পরে আছে দেখ।

দেবীবর কুলীনদিগকে ৩৬টী প্রধান শাখায় বিভক্ত করেন। যথা—যে বংশের মূলপ্রকৃতি লইয়া প্রথমতঃ যে মেলের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা এই—মুখো—উৎসাহ বংশ। বন্দ্যো—মকরন্দ ও মহেশ্বর। পূতি—গোবর্দ্ধনাচার্য্য। চট্টো—অরবিন্দ, বহুরূপ ও বাঙ্গাল। গাঙ্গ—শিশু। কাঞ্জিলাল—কানু। ঘোষাল—শিরো।

নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তর পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তার খুড়া মহাশয়, আসিল বসন্ত রায়,
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচু রায়, রাণী বাঁচাইল তায়,
জাহাঙ্গীরে (ক) সেই জানাইল।
ক্রোধ হৈল পাতশায়, বাঁধিয়া আনিতে তায়,
রাজা মানসিংহে পাঠাইল॥

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের সূচনা।

(ক) আকবরের পুত্র শেলিম জাহাঙ্গীর বা ভুবনবিজয়ী উপাধি গ্রহণ করেন।

ফুলিয়া—গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য।
খড়দা—যোগেশ্বর পণ্ডিত।
বল্লভী—বন্দ্যো বল্লভাচার্য্য।
সর্ব্বানন্দী—বন্দ্যো সর্ব্বানন্দ।
সুরাই—পূতি সুরাই ঘটক।
আচার্য্যশেখরী—বন্দ্যো ত্রিলোচন আচার্য্যশেখর।
পণ্ডিতরত্নী—মুখো দৈবকীনন্দন।
বাঙ্গালপাশ—হিরণ্য বন্দ্যো বাবলা।
গোপাল ঘটকী—মুখো গোপাল ঘটক।
১০ ছায়ানরেন্দ্রী—নিত্যানন্দ বন্দ্যো বাবলা।

বিজয় পণ্ডিতী—বং : াগরদিয়া, স্বনামপ্রসিদ্ধ।
চাঁদাই—বং বাবলা, স্বনামপ্রসিদ্ধ।
মাধাই—বং বাবলা মাধব।
বিদ্যাধরী—চট্টো বিদ্যাধর পাঠক।
পারিহাল—চট্টো রাঘব।
শ্রীরঙ্গভট্টী—পূতিতুণ্ড শ্রীরঙ্গভট্ট।
মালাধরখানী—মুখো মালাধর খাঁ।
৮ কাকুৎস্থী—চৈতন্য চট্টো কাকুৎস্থ মিশ্র।
৯ হরি মজুমদারী—চট্টো বিভো হরি।

শ্রীবর্দ্ধিনী—মুখো শ্রীবর্দ্ধন।
প্রমোদনী—মুখো জিতামিত্র।
দশরথ ঘটকী—মুখো স্বনামপ্রসিদ্ধ ঘটক।
২৩ শুভরাজ খানী—কাটাদিয়া বন্দ্যো মাধব ও শুভরাজ খাঁ।
২৪ নড়িয়া—গাঙ্গুলী গঙ্গাধর। গ্রাম নড়িয়া।
২৫ রায়মেল—শতানন্দ রায় কাঞ্জিলাল।
২৬ চট্টরাঘবী—মনোসন্তান, স্বনামপ্রসিদ্ধ।
দেহাটা—চট্টো পাটুলী শ্রীপতি।

২৮ ছয়ী—চট্টো খনিয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ।
২৯ ভৈরব ঘটকী—বন্দ্যো বাবলা স্বনামপ্রসিদ্ধ।
৩০ আচম্বিতা—মুখো চক্রপাণি।
৩১ ধরাধরী—ধরাধর ঘোষাল।
৩২ বালী—চট্টো কেশব।
৩৩ রাঘব ঘোষলী—ডুমরিয়া গ্রামের স্বনামপ্রসিদ্ধ ঘোষাল।
৩৪ সুঙ্গো সর্ব্বানন্দী—মুখো সর্ব্বানন্দ।
৩৫ সদানন্দখানী—মুখো সদানন্দ খাঁ।
৩৬ চন্দ্রপতি—স্বনামখ্যাত মুখোপাধ্যায়।

বিশেষ বিবরণ ও বংশাবলী এই গ্রন্থের পরিশি মেলপ্রকরণ ও বংশাবলী প্রকরণে দেখ।

এই ছত্রিশটী মেলের মধ্যে ফুলিয়া মেলের মান্য অধিক, তদনুসারে ফুলিয়া গ্রামেরও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস পণ্ডিত স্বীয় রামায়ণের মধ্যে ফুলিয়া গ্রামকে সকল স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? কৌলীন্য-মর্য্যাদায় ফুলিয়া সর্ব্বাগ্রগণ্য স্থান, সুতরাং স্বর্গতুল্য। যথা—

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥ অরণ্যকাণ্ড।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

কৃত্তিবাস যখন ফুলিয়া গ্রামের নামে আপনার মনকে প্রফুল্ল মনে করিতেছেন, তখন দেবীবরের মেলবন্ধনের পরেই ফুলিয়া গ্রামের প্রভাব হইয়াছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে মূল রামায়ণে অনুল্লিখিত নবদ্বীপকে সপ্তদ্বীপের সার বলিয়া স্থির করিতে পারিতেন না। চৈতন্য, রঘুনন্দন, কাণাভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) প্রভৃতির জন্মস্থান বলিয়াই তাহাকে সপ্তদ্বীপের সার বলিয়াছেন। এই নিয়ম ধরিলেই ফুলিয়া গ্রামকে মেলবন্ধনের পরে প্রসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিতে হয়। ১৪৫৬ শকে চৈতন্যের তিরোভাব গণনা করে। ঐ কাল হইতে অন্ততঃ এক পুরুষের কাল গত না হইলে তাঁহাকে দেবতা মনে করা সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং ১৪৫৬ শকের সহিত অন্ততঃ ২৫ বৎসর যোগ করিতে হয়। ঐ কালটী যোগ করিলে ১৪৮১ হয়, এই সময়ে রামায়ণ রচনার সময় ধরিলে সর্ব্বাংশের একতা হইতে পারে।

১৪৮১+৭৮ বৎসর যোগ করিলে ১৫৫৯ খৃঃ অব্দ হয়। এক্ষণে খৃষ্টীয় ১৮৯৪ অব্দ প্রচলিত, এই অব্দ হইতে ৩৩৫ বৎসর কাল পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে মেলবন্ধনের পরবর্ত্তী ১২।১৩ পুরুষের কাল পাওয়া যাইবে। এই কাল পাইলেই জানা যায় যে, কৃত্তিবাস ঐ সময়ে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। ইহা হইলেই তাঁহার রামায়ণে উল্লিখিত নবদ্বীপাদির প্রশংসার সার্থকতা থাকে। যথা—

গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ সে নদিয়া॥
সপ্তদ্বীপমধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম॥
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা নাম সপ্তগ্রাম॥
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ-সমান।
সেখানি হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ॥

আদিকাণ্ডে সগরবংশ-উদ্ধার।

রামায়ণ-রচনার কাল-নির্ণয়-পক্ষে এরূপ অনুমান যে নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল নহে, তাহার প্রামাণ্য-সংস্থাপন জন্য কবিকঙ্কণের চণ্ডী-রচনার সময়ের উল্লেখ করিতে পারি। মুকুন্দরাম নিজ গ্রন্থে মানসিংহের প্রশংসা করিয়াছেন। মানসিংহ ১৫১১ শকে (খৃঃ ১৫৮৯ অব্দে) বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদ প্রাপ্ত হন। কবিকঙ্কণের চণ্ডী-রচনার সময় ১৫৮৯ খৃঃ অব্দের পরেই ধরিতে হয়। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণের রচনার সময় নির্দ্ধারণ করিলে কৃত্তিবাসকে আমরা ১৫৫৯ খৃঃ অব্দে দেখিতে পাই। এই সময়েই দেবীবরের মেল-

বন্ধন হয়; দেবীবরের দ্বারাই ফুলিয়ার নাম বিখ্যাত হয়। তৎকালে ফুলিয়া-নিবাসী কৃত্তিবাসের স্বগ্রামের প্রশংসা করা অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বরং স্বদেশানুরাগেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, কবিকঙ্কণে যে শ্লোকটী আছে, তাহার অর্থ করিলে কবিকঙ্কণের রচনার সময় ১৪৯৯ শক হয়। যথা—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

এই শ্লোকটীকে কবির নিজের রচিত বলিয়া প্রতীতি করিতে গেলে কবিকঙ্কণের স্ববচনবিরোধ হয়। যথা—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু-পদাম্বুজে ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল সমীপে।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে,
খিলাত পায় মামুদ সরীফে॥

মুরারি ওঝা শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২০শ পুরুষ। উৎসাহ হইতে অধস্তন ৭ম। মুরারির পুত্র—ভৈরব, শৌরি, মদন, অনিরুদ্ধ, বনমালী, মার্কণ্ডেয়, শ্রীনিবাস ও ব্যাস (উৎসাহ হইতে ৮ম এবং শ্রীহর্ষ হইতে ২১শ)। বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস (২২শ)। কৃত্তিবাসের ভ্রাতৃপর্য্যায় অর্থাৎ লক্ষ্মীধর হালদারের সময় সর্ব্বদ্বারী বিবাহ লোপ হয়, এবং এই সময়েই দেবীবর-কৃত মেলের উৎপত্তি। (প্রথম ও দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখ।)

মেলবন্ধনের পর হইতে ধারাবাহিক পুরুষগণনা করিলে ১২।১৩ পুরুষের অতিরিক্ত দেখিতে পাই না। সুতরাং এখন

৩১৯ বৎসর মাত্রকাল অগ্রবর্ত্তী হইলে কৃত্তিবাসকে কবিকঙ্কণের সমকালবর্ত্তী বলিতে হয়, কারণ এখন ১৮১৬ শক; ইহা হইতে ৩১৯ বৎসর অন্তর করিলে ১৪৯৭ শক হয়। এটী যদি সত্য বল, তবে কি কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস সমকালীন লোক? বস্তুতঃ তাহা নহে। কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ অপেক্ষা ৩০।৪০ বৎসরের অধিক অগ্রবর্ত্তী কালের লোক। সুতরাং ঐ শ্লোকটীকে আমরা কবিকঙ্কণের রচিত বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা উহাকে কবির নিজরচিত বলেন, তবে উহাকে গ্রন্থরচনার সূত্রপাতের কাল ধরিতে হইবে।

শক ১৪৯৭ (খৃঃ অঃ ১৫৭৫); ইহার প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তৎকালে চৈতন্য অবতার বলিয়া কথিত হইতেছেন। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নামক স্মৃতির নিয়মানুসারে বঙ্গসমাজে আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সময়েই শিরোমণির দীধিতি গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার প্রকৃত পথ পরিষ্কৃত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয়েরা অন্যদেশীয়দিগের নিকট বিশিষ্টবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হন। তদবধিই চৈতন্যের দৃষ্টান্তানুযায়ী সাধারণ লোকদিগের মনে অদ্বৈতবাদের বীজ রোপিত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয় জাতিচতুষ্টয়ের মধ্যে শূদ্রের সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণ প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময় হইতে সন্ন্যাসধর্ম্ম যে বিশেষ প্রতিষিদ্ধ নহে, ইহা আপামর সাধারণ সকলেরই প্রতীতিযোগ্য হয়। এই সময়েই প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মুসলমান-ভূতিভুক্ ব্রহ্মবংশ সম্ভব রূপ সনাতনের দৃষ্টান্তে

অনুসারে অনেক মুসলমানও বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু-দিগের তীর্থ পরিভ্রমণ করে। সর্ব্বজাতীয় প্রজাদিগকে সমভাবে যে দেখিতে হয়, ইতিপূর্ব্বে মুসলমান ভূপতিদিগের ইহা হৃদ্বোধ হয় নাই। সেই সময়েই হিন্দুগণের বুদ্ধিমত্তা মুসলমানদিগের নিকট প্রতিভাশালিনী বলিয়া আদৃত হয়। এই সময়েই হিন্দু-দিগের মাথাগণ্তি কর (জিজিয়া নামক কর) ও তীর্থযাত্রার শুল্ক রহিত হয়। এই সময়েই হিন্দুভূপতি তোডরমল্ল কর্ত্তৃক কর-সংগ্রহের সুব্যবস্থা হয়। এই সময়েই শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রাদ্বারা কর-প্রদানের নিয়ম হয়।

এই সময়েই কৃত্তিবাস পণ্ডিত জয়দেবের গীতগোবিন্দের "পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে" ইত্যাদি গীত হইতে লঘু-ত্রিপদী নামক গীত রচনা করিয়া বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে নূতন ছন্দ সঞ্চয় করেন।

কবিকঙ্কণ অপেক্ষা কৃত্তিবাস যে ৩০।৪০ বৎসরের অগ্র-বর্ত্তী, তাহার নির্দ্ধারণ জন্য আমরা নিম্নলিখিত সংস্কৃত গীতটী উদ্ধার করিলাম। ঐ গীতটীকে আদর্শ করিয়া কৃত্তিবাস পণ্ডিত লঘুত্রিপদী লেখেন; তাহার পূর্ব্বে বঙ্গীয় কোন কবি বিশুদ্ধ লঘু-ত্রিপদী লেখেন নাই। ঐ ত্রিপদীর দৃষ্টান্তে কবিকঙ্কণাদি লঘু-ত্রিপদী লেখেন।

গীতগোবিন্দ হইতে—

পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে, শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং, পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং, রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং, শীলয় নীলনিচোলম্॥

লঘু ত্রিপদী রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইতে যথা—

রাবণ সংহার, জানকী উদ্ধার, কর এই উপকার।
তোমার উদ্যোগ, নহিলে দুর্যোগ, কে লইবে হেন ভার॥
রাবণ দুরন্ত, কর তার অন্ত, অনন্ত যশঃ প্রকাশ।
গীত রামায়ণ, করিল রচন, ভাষা কবি কৃত্তিবাস॥

এখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে অতি অল্প দিন মধ্যে সকলেই সকল বিষয়ের দোষ গুণ বিচারপূর্ব্বক কোন একটা নূতন বিষয়ের অনুকরণে শীঘ্র কৃতকার্য্য হয়। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন কোন একটী অভিনব বিষয় প্রকাশিত ও তদ্রূপ কার্য্য সর্ব্ববাদিসম্মত করাইতে অন্ততঃ ৩০।৪০ বৎসর লাগিত, সেরূপ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না হইলেও সচরাচর কেহ কোন বিষয়ে কাহারও অনুকরণে প্রবৃত্ত হইত না। সেই হেতু আমরা কবিকঙ্কণকে অন্ততঃ কৃত্তিবাসের ৩০।৪০ বৎসর পরবর্ত্তী বলিব। কৃত্তিবাসের পরেই কবিকঙ্কণ লঘু ত্রিপদী লেখেন।

এই সময়েই—শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদি চ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলম্॥

এই পাঠের পরিবর্ত্তে তদা যোগেশ্বরেঽকুলং এইরূপ পাঠ স্থির হয়। ব্যাকরণ অনুসারে পদের অন্তঃস্থিত একারের পর অকারের লোপ পায়, এই সূত্র ধরিয়া দেবীবরের বাক্য সমর্থনপূর্ব্বক যোগেশ্বরের কুল রক্ষা হয়।

দেবীবর বাঙ্গাল ঘটক ছিলেন। তিনি বন্দ্যবংশ-অবতংস সাগরের ভ্রাতা শঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। দেবীবরের পিতার নাম সর্ব্বানন্দ ঘটক। পিতামহের নাম লথাই (লক্ষ্মীনাথ), প্রপিতামহের নাম আনো (অনন্ত), বৃদ্ধ-

প্রপিতামহের নাম শঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিশিষ্টে বংশাবলী-প্রকরণের ২ পৃষ্ঠে দেখ।

বল্লাল সেন।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের শ্রেণীবিভাগ এবং কৌলীন্য-মর্য্যাদা-সংস্থাপনের সময়।

অনেকেরই সংস্কার আছে যে, বল্লাল সেন মহারাজ, আদিশূরের দৌহিত্র। বাস্তবিক সে সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল। ঐ ভ্রান্তি-নিরাস-মানসে আমরা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশাবলীর বিবরণের একদেশমাত্র অবতারণা করিতেছি। পাঠকগণ তদ্দৃষ্টে বল্লালের সময়, আদিশূরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, কৌলীন্যাদি সংস্থাপনের কাল ও ব্রাহ্মণপঞ্চকের আগমনের সময়াদি এবং আমাদিগের সমাজেরও অনেক সংবাদ পাইবেন।

আর একটী কথা এই—লোকপরম্পরাগত জনশ্রুতিতেও জানা যায় যে, তিনি আদিশূরের দৌহিত্র নহেন। তদীয় অধস্তন সপ্তম পুরুষের কন্যা শ্রী অথবা লক্ষ্মীর পুত্র। ইহাঁকে বিষক্সেনের ক্ষেত্রজ পুত্রও বলিয়া থাকে। বল্লালের জন্মবিষয়ে এইরূপ প্রবাদও আছে যে, তিনি ব্রহ্মপুত্রের পুত্র। বল্লালজননী যথন অনূঢ়া, তথন স্বপ্নে এক ব্রাহ্মণকে পতিভাবে বরণ করেন। পরে আবার এক দিন স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি নরনারায়ণরূপী এক পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। তৃতীয় দিন আবার স্বপ্নে এক ব্রাহ্মণকে স্বীয় শয্যায় শয়ান দেখিলেন

এবং স্বপ্নাবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? তিনি কহিলেন, "আমি ব্রহ্মপুত্র নদ"। এই সমস্ত কিংবদন্তীর মূল এই সকল কবিতা—

আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরম্।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না শ্রীঃ শ্রীরিব শুভা॥
স্বপ্নে সা দদৃশে চৈনং পুরুষং কামরূপিণম্।
কিরীটিনং নীলবাসং হিরণ্যাঙ্গং দ্বিজোত্তমম্॥
তং দৃষ্ট্বা কন্যকা ভীত্যা কম্পিতৈবমুবাচ হ।
কস্ত্বং ভো দেবপুরুষ কস্মাদত্রাগমো বদ॥
তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মপুত্রোঽপি তামুবাচ সতীং প্রতি।
হে রাজকন্যে সুভগে ব্রহ্মপুত্রোঽহমাগতঃ॥
নিমিত্তং শৃণু চার্ব্বঙ্গি যস্মাদহমিহাগতঃ।
বরার্থিনী ত্বং কল্যাণি বরত্বেন গৃহাণ মাম্॥

বাঙ্গালা ক্ষিতীশবংশাবলী-গ্রন্থ-প্রণেতা নবদ্বীপাধিপতির দেওয়ান বারেন্দ্রকুলাবতংস কার্ত্তিকেয় রায়-প্রদত্ত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকার বচন।

বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, আদিশূরের দৌহিত্রবংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ মহারাজ বল্লাল সেনের সময় কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের অধস্তন বংশাবলী দুই পৃথক্ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। যাঁহারা রাঢ়ে নিবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় সংজ্ঞা, ও যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন বল্লাল নিজের শেষাবস্থায় ব্রাহ্মণাদির কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে ইহাও কথিত আছে যে, যৎকালে বল্লাল সেন রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ করেন, তৎকালে সমস্ত বাঙ্গা-

লায় কান্যকুব্জদিগের ১১০০ শত ঘর বসতি হইয়াছিল। এই এগার শত ঘরের মধ্যে রাঢ়ে ৬৫০ ও বরেন্দ্রভূমে ৪৫০ নির্দ্দিষ্ট হয়। রাঢ়দেশবাসিগণ রাঢ়ী ও বরেন্দ্রভূমনিবাসীরা বারেন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রমতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সময় রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের বিভাগ হয়।

গোত্র	পুরুষসংখ্যা		রাঢ়ী	বারেন্দ্র
কাশ্যপ	কান্যকুব্জীয়	৮ম	ভবদেব ভট্ট,	সন্নিধিকর
শাণ্ডিল্য	ঐ	১০ম	বিদ্যাসাগর	জয়সাগর
বাৎস্য	ঐ	৪র্থ	দামোদর	চতুর্ব্বেদান্ত
সাবর্ণি	ঐ	৮ম	গুণার্ণব	অনিরুদ্ধ
ভরদ্বাজ	ঐ	১১শ	পরাশর	বৈদান্তিক

এখানে একটী সংশয় উপস্থিত হয় যে, যদি কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের কাহারও চতুর্থ, কাহারও সপ্তম, কাহারও বা অষ্টম, কাহারও বা দশম একাদশ পুরুষের সময় দুই দুই ব্যক্তি বিভিন্নরূপ দুই শ্রেণী বলিয়া গণ্য হন, তবে ইহাঁদিগের উর্দ্ধতন পুরুষপরম্পরার সন্ততিবর্গ (অর্থাৎ ১১০০ এগার শত ঘর কান্যকুব্জ-সন্তান) কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন? এই প্রশ্নের মীমাংসায় তৎকুলের কুলাচার্য্যগণ নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা ব্যবস্থাপন করেন। তাঁহারা কহেন, সর্ব্বসমেত পঞ্চ গোত্র, প্রত্যেক গোত্রের এক এক ব্যক্তিকে অগ্রগণ্য করিয়া তত্তদ্দেশবাসী তৎসংসৃষ্ট তদ্গোত্রীয় ব্যক্তিবর্গকে গৃহীত হইয়াছিল।

ইহাঁরা কহেন, বরেন্দ্রভূমের এক এক গোত্রে এক এক জন অগ্রণীস্বরূপ হইয়া তদ্দেশবাসী স্বগোত্রদিগকে সেইগোত্রীয়

বারেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত করাইয়া লয়েন। রাঢ়ীদিগের পক্ষেও সেইরূপ হইয়াছিল, ইহাও বলিয়া থাকেন। ইহাঁরা যাহা কহিতেছেন, তাহার সঙ্গে ঠিক ঐক্য হউক বা না হউক, কিন্তু ফলাংশে এক প্রকার স্থির হইতেছে যে, ঐ সময়ে রাঢ়ী বারেন্দ্রের সংজ্ঞা পৃথক্ হয়, এবং ইহাঁদিগকেই কিয়ৎকাল পরে বল্লাল সেন কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন। এই কথার প্রামাণ্য-সংস্থাপন জন্য রাঢ়ী-শ্রেণীর কুলাচার্য্যের গ্রন্থের কথা লিখিত হইল। কোন্ কোন্ গোত্রের অধস্তন কোন্ কোন্ পুরুষে কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদত্ত হয়, তাহা দেখ, বারেন্দ্রদিগের কুলজ্ঞের কথিত সময়ের প্রতি বিশ্বাস হইবে। যথা—

কাশ্যপ গোত্রে	চট্টবংশের বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জন।
বাৎস্য গোত্রে	পূতিতুণ্ড বংশের গোবর্দ্ধনাচার্য্য, ঘোষাল বংশের শিরো, কাঞ্জিলাল বংশের কানু ও কুতূহল এই চারি জন।
সাবর্ণি গোত্রে	গাঙ্গুলী বংশের শিশু, কুন্দগ্রামী বংশের রোষাকর এই দুই জন।
শাণ্ডিল্য গোত্রে	বন্দ্যবংশের মহেশ্বর, জাহ্লন, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয় জন।
ভরদ্বাজ গোত্রে	মুখটী বংশের উৎসাহ ও গরুড় এই দুই ব্যক্তি।

সর্ব্বসমেত এই ঊনিশ জন কুলীন হয়েন। এক্ষণে দেখ, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চক হইতে এই সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে কে কত পুরুষ অন্তর। ধারাবাহিক পুরুষগণনানুসারে

বহুরূপকে দক্ষের ৮ম, গোবর্দ্ধনকে ছান্দড়ের ৯ম, কানু ও কুতূহলকে ৫ম, শিরোকে ৪র্থ, শিশু গাঙ্গুলিকে বেদগর্ভের ৮ম, মহেশ্বরকে ভট্টনারায়ণের ১০ম, উৎসাহকে শ্রীহর্ষের ১৩শ, গরুড়কেও ১৩শ, পুরুষ নিম্নে দেখিতে পাই (পরিশিষ্টে বংশাবলী দেখ)। সুতরাং বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রের প্রমাণের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বল্লালের কালের বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই আদিশূরের অনেক পরবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখ, বারেন্দ্রগণ তাঁহাদিগের কুলশাস্ত্রের শাসন অনুসারে যে সময়ে (অর্থাৎ যতসংখ্যক অধস্তন পুরুষে) রাঢ়ী বারেন্দ্রের পার্থক্য দেখাইতেছেন, রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রের শাসনেও ঠিক সেই কয় পুরুষে রাঢ়ীদিগের কৌলীন্যপ্রাপ্তি দেখাইতেছে। তবে উভয় সম্প্রদায়ের লিখিত নামের সহিত পরস্পরের সাদৃশ্য নাই। যথা—

বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রের নিয়মানুসারে রাঢ়ীর নাম।			রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রানুসারে কৌলীন্য-প্রাপ্তি-কালে রাঢ়ীর নাম।	
কাশ্যপ	ভবদেবভট্ট	৮ম	বহুরূপ	৮ম
শাণ্ডিল্য	বিদ্যাসাগর	১০ম	মহেশ্বর	১০ম
বাৎস্য	দামোদর	৪র্থ	কানু	৪র্থ
সাবর্ণি	গুণার্ণব	৮ম	শিশু	৮ম
ভরদ্বাজ	পরাশর	১১শ *	গরুড়	১৩শ উৎসাহ ১৩শ

* এই দুই পুরুষের ইতরবিশেষদ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, অগ্রে রাঢ়ী বারেন্দ্র সংজ্ঞা হয়, তাহার কিছুকাল পরেই কৌলীন্য-মর্য্যাদার স্থাপন হইয়াছিল।

এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, আমরা রাঢ় দেশে এক ঘরও বারেন্দ্রের বসতি দেখিতে পাই না, কিন্তু বরেন্দ্রভূমে অনেক রাঢ়ীর বসতি দৃষ্টিগোচর হয়। বোধ হয়, তৎকালে বরেন্দ্র-ভূমের ঐ কয়েক ব্যক্তি রাঢ়ীদিগের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়া থাকিবেন। সে যাহাই হউক, এক্ষণে ইহা একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে, বল্লাল যে সময়ে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগপূর্ব্বক কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন, তৎকালে কান্যকুব্জদিগের এ দেশে কোন কোন বংশে ধারাবাহিক চতুর্দ্দশ পুরুষের জন্ম হইয়াছিল।

সুতরাং বল্লালকে আমরা আদিশূরের দৌহিত্র কহিতে পারি না, আদিশূরের দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বলিতে বিশেষ শঙ্কিত নহি। তবে বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা একটী আপত্তি করিতে পারেন যে, যথন আদিশূরের সমকালীন ছান্দড়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ ঘোষাল বংশে শিরোকে বল্লাল সাক্ষাৎসম্বন্ধে কৌলীন্য প্রদান করিতেছেন, তথন তিনি সম্ভবতঃ আদিশূর হইতে ৪র্থ বা পঞ্চম পুরুষের অধিক নিম্নস্থ হইবেন না। এই বিতণ্ডা খণ্ডন জন্য আমরা একটা কথা বলিব, যে সময়ে ছান্দড়ের বংশে চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষ দেখা যাইতেছে, সেই সময়ে তাঁহারই অধস্তন নবম পুরুষ পূতিতুণ্ড বংশের গোবর্দ্ধনাচার্য্য বল্লালের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বল্লালকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে কুলীনদিগের ধারাবাহিক বংশ লেখা আছে (পরিশিষ্টে বংশাবলী দেখ)। শ্রোত্রিয়-দিগের ধারাবাহিক সমুদয় বংশাবলী লেখা নাই। তৎকালে

যাঁহারা কৌলীন্য প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যান্য বংশে ৭ম হইতে ১৪শ পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। যাঁহারা কৌলীন্য পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ উৎসাহ মুখোপাধ্যায় একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, সমকালীন সমাগত ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে অধস্তন ধারাবাহিক সন্ততির পুরুষ-গণনায় এতাদৃশ ইতরবিশেষ হইবে কেন? সে বিষয়েও একটী মীমাংসা দেখ, সন্দেহ নিরাস হইতে পারিবে।

শ্রীহর্ষ যৎকালে এখানে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রাচীন অবস্থা; তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া একখানিও গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার যে সকল গ্রন্থ এখন বিদ্যমান আছে, তৎ-সমস্তই এদেশে আগমনের পূর্ব্বে লিখিত হয়। অনেকে অনু-মান করেন, তিনি অন্যূন নবতি বর্ষের সময় এদেশে আগমন করেন। তাঁহার সহযোগী ভট্টনারায়ণের বয়ঃক্রম ন্যূনকল্পে সপ্ততি বর্ষ। দক্ষ মহোদয় ইহাঁ হইতেও বয়ঃকনিষ্ঠ, বোধ হয় ষষ্টি বর্ষের অধিক অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বেদগর্ভ মহাশয়ের বয়স তৎকালে পঞ্চাশের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হয় না। ছান্দড় মহোদয় তৎকালে প্রকৃত যুবাপুরুষ। অনুমান, কেবল ত্রিংশৎ বর্ষমাত্র অতিক্রম করিয়া-ছিলেন। যখন এই পঞ্চ মহামুনি আদিশূরের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞে আগমন করেন, তখন ৯৯৯ সংবৎ * (৯৪২ খৃষ্টাব্দ)। এই

* শ্রীমদাদিশূরো নবনবতাধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস।
ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্।

সময়ে শ্রীহর্ষের প্রপৌত্র আরব প্রভৃতির পুত্রমুখ-সন্দর্শনের সময়; ভট্টনারায়ণের পৌত্র বৈনতেয় প্রভৃতির পুত্র-জননের কাল; দক্ষের পৌত্র মহাদেবাদির কেবল কৌমারকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে বলা যায়; বেদগর্ভের পুত্র কুলপতি প্রভৃতির পুত্র-মুখ-সন্দর্শনের সম্ভাবনা-স্থল; ছান্দড়ের পুত্র সুরভি প্রভৃতির কেবল শৈশবাবস্থা।

আইন আকবরী গ্রন্থে বল্লালকে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজা বলিয়া স্বীকার করে, সুতরাং এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আদিশূরের পুত্রেষ্টি-যাগের সময় (৯৪২ খৃঃ অব্দ) হইতে ১০৬৬ খৃঃ অব্দ ১২৪ বৎসর। বল্লাল সেন ১০৬৬ হইতে ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার অধিকার-কালের শেষ দশায় তিনি কৌলীন্য-মর্য্যদায় ব্যবস্থাপন করেন।

এখন, বল্লালের রাজত্বকাল বিয়াল্লিশ বৎসর ও আদিশূরের পুত্রেষ্টি-যাগের সময় হইতে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির কাল এক শত ছেষট্টি বৎসর হয়। এই কাল মধ্যে এদেশে ব্যক্তিবিশেষের বংশে ধারাবাহিক অধস্তন ৭। ৮। ৯ পুরুষ পর্য্যন্তের জন্মের সম্ভাবনা এবং ব্যক্তিবিশেষের বংশে ৩। ৪ পুরুষের অধিক দেখা যায় না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখান যাইতে পারে।

এখন, শ্রীহর্ষের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ত্রিবিক্রমের সহিত পাদোন দ্বিশত বর্ষের নয় পুরুষ যোগ কর, বল্লালের সময় শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ উৎসাহকে দেখিতে পাইবে। দ্বিতীয় কল্পে ভট্টনারায়ণের প্রপৌত্র সুবুদ্ধির সহিত ছয় পুরুষের যোগ কর, দশম পুরুষে মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বল্লাল দেখিতে পাইবেন।

তৃতীয় কল্পে (১৬৬ বৎসরে ৫ পুরুষ) দক্ষের পৌত্র মহাদেবের সহিত পাঁচ পুরুষের যোগ কর, দক্ষের অষ্টম পুরুষে বহুরূপ ও হলায়ুধ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত বল্লালের সাক্ষাৎকার ঘটিবে। এইরূপে, বেদগর্ভের পৌত্র কুলপতির সঙ্গে ছয় পুরুষের যোগ কর, বেদগর্ভ হইতে নবম পুরুষে শিশু গাঙ্গুলী বল্লালের নিকট মর্য্যাদা পাইবেন। চতুর্থ কল্পে (১৬৬ বৎসরে ৩ পুরুষ) ছান্দড়ের পুত্রগণের সহিত তিন পুরুষ যোগ কর, চতুর্থ শিরো ঘোষাল; পাঁচ পুরুষ যোগ কর, ষষ্ঠ কানু ও কুতূহল; এবং প্রথম কল্পে (১৬৬ বৎসরে ৮ পুরুষ) আট পুরুষ যোগ কর, ছান্দড়ের নবম পুরুষ পূতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধনাচার্য্য প্রভৃতির সহিত একাসনে উর্দ্ধাধঃ কয়েক পুরুষের সমাবেশ-শোভা দেখিতে পাইবে। বল্লালের নিকট কৌলীন্য-বিষয়ক মর্য্যাদা-সংক্রান্ত অনেক কথা বার্ত্তা শ্রবণ করা যাইবে।

এক বংশের মধ্যে যে এরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তাহার একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা গেল। পাঠকগণ তাহা দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, সর্ব্বত্র সমান পর্য্যায় থাকে না।

মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র জয়হরিচন্দ্র এবং তদীয় অধস্তন সপ্তম পুরুষ ক্ষিতীশচন্দ্র অদ্য এক সময়ে বিরাজ করিতেছেন।

১ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশাবলী।

|

২ শিবচন্দ্র ২ মহেশচন্দ্র ২ ভৈরবচন্দ্র ২ ঈশানচন্দ্র ২ শম্ভুচন্দ্র

| |

৩ ঈশ্বরচন্দ্র ৩ জয়হরিচন্দ্র

|

৪ গিরিশচন্দ্র

|

৫ শ্রীশচন্দ্র

|

৬ সতীশচন্দ্র

|

৭ ক্ষিতীশচন্দ্র

৩ জয়হরি (ঈশানচন্দ্রের পুত্র) আনন্দ-ধামে বাস করেন।

৭ ক্ষিতীশচন্দ্র এক্ষণকার রাজা। রাজ-সিংহাসন ইহাঁরই অধীন। শিব-চন্দ্রের বংশে যথাকালে সকলের সন্তান জন্মিলে আরও দুই এক পুরুষ অধিক হইতে পারিত।

মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ উদ্দীন তদীয় তবকাৎ নাসরী নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ সেন ১২০৩ খৃঃ অব্দে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজ্যচ্যুত হয়েন। তিনি ১১২৫ খৃঃ অব্দে ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাজ্যেশ্বর-পদ লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি ১২৬০ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়। মিনহাজ উদ্দীন এদেশে আগমনপূর্ব্বক এদেশের বিষয় নিজে অবগত হইয়া ইতিহাস লেখেন। বল্লাল সেন (১০১৯ শকাব্দে) ১১৫৩ এগার শত তিপ্পান্ন সংবতে (পুত্রেষ্টি-যাগের এক শত চুয়ান্ন বৎসর পরে) দানসাগর নামক গ্রন্থ রচনা করেন, *

* নিখিলনৃপচক্রতিলকশ্রীবল্লালসেনদেবেন।
পূর্ব্বে শশিনবদশমিতে দানসাগরো রচিতঃ॥

উহাতে তাঁহার নাম ও গ্রন্থ লিখনের সময় নির্দ্ধারিত আছে, তদ্দ্বারা তাঁহার সময় স্থির করা যাইতে পারে।

পুত্রেষ্টি-যাগের পরেই আদিশূরের পুত্র-কন্যা জন্মে। কিছুকাল পরে আদিশূর অপুত্রক হয়েন। তৎকালে তিনি তাঁহার কন্যাকে পুত্রিকা করেন। ঐ পুত্রিকার পুত্র জন্মে, তাহার নাম অশোক। অশোক এক পক্ষে আদিশূরের দৌহিত্র অপর পক্ষে পৌত্রস্থানীয়, সুতরাং কেহ অশোককে আদি-শূরের দৌহিত্র কেহ বা পৌত্র বলিয়া থাকেন। অশোকের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বল্লাল সেন অতি প্রসিদ্ধ। ইনি বিষক্-সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়াও প্রসিদ্ধ। যথা,—

আদিশূরের বংশ-ধ্বংস, সেনবংশ তাজা।
বিষক্‌সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা॥

আইন আকবরী গ্রন্থে লেখা আছে যে, ১১২৩ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন (লক্ষ্মণনারায়ণ) রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১২০৩ খৃঃঅব্দে বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েন। ইনি বল্লাল সেনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। বল্লাল সেন ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন, সুতরাং তাঁহাকে অল্পায়ু কহা যায় না। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ২০ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। বিংশতি বৎসর মধ্যে বল্লালদত্ত মর্য্যাদার বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। লক্ষ্মণের পুত্র মাধব সেন, পৌত্র কেশব সেন, এবং প্রপৌত্র লক্ষ্মণনারায়ণ।

দশ বিশ বৎসরে সামাজিক বিপ্লব-ঘটনা কদাচ কোন কালে কোন দেশে ঘটে নাই। এ সকল কাজ অতি মৃদুভাবে ক্রমে ক্রমে হইতে থাকে। ন্যূনকল্পে তিন চারি পুরুষের কাল গত

না হইলে উহা ঘটে না, ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তিন পুরুষের জননের সামান্য কাল ন্যূনকল্পে ৭০।৮০ বৎসর। এখন যদি বল্লালের কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদানের সময় হইতে ৭০। ৮০ বৎসর পশ্চাদ্বর্ত্তী হই, তাহা হইলে আমরা বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে কৌলীন্য-সমীকরণ করিতে দেখিতে পাই না। কারণ, তিনি বল্লালের মৃত্যুর পর বিংশতি বর্ষমধ্যে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। প্রথম লক্ষ্মণের দীর্ঘ-জীবিত্বের প্রমাণ নাই, বরং তাঁহাকে অল্পায়ু বলা যায়। তাঁহার রাজত্বকাল ২০ বৎসর মাত্র। দ্বিতীয় লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হইয়াই ৮০ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। হলায়ুধ প্রভৃতি বল্লালের নিকট তরুণ বয়সেই কৌলীন্য-মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। হলায়ুধ প্রভৃতির শেষাবস্থায় কৌলীন্য-সমীকরণ-কালে হলায়ুধ প্রভৃতি দ্বিতীয় লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক প্রপূজিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণের সভায় যে সকল পণ্ডিত বিরাজ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও হলায়ুধ কুলীনের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া কথিত আছেন।

লক্ষ্মণের সভায় যে সকল পণ্ডিত বিরাজিত ছিলেন, তন্মধ্যে জয়দেব গোস্বামী লক্ষ্মণের সভার রত্নসমূহ মধ্যে একটী রত্ন বলিয়া পরিচিত আছেন। * জয়দেব স্বয়ংই আপনাকে গোবর্দ্ধনাদির সমসাময়িক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং আমরা দ্বিতীয় লক্ষ্মণের(লক্ষ্মণনারায়ণের) সভাসদ্ বহুরূপ, হলায়ুধ

---

* গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥

প্রভৃতিকে আদিশূর হইতে এক দুই পুরুষে কদাচ দেখিতে পাই না। অগত্যা আমাদিগকে বল্লালকে আদিশূরের দৌহিত্র-বংশের সপ্তম পুরুষ বলিতে হয়।

আরও দেখ, ৯৪২ খৃঃ অব্দে (৯৯৯ সংবৎ) পুত্রেষ্টি-যাগের কাল হইতে ১২০৩ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণ সেনের (লক্ষ্মণনারা-য়ণের) রাজ্যচ্যুতির সময় (১২৬০ সংবৎ) প্রায় আড়াই শত বৎসর। এই সময়ে শ্রীহর্ষের ত্রয়োদশ পুরুষ উৎসাহ মুখো-পাধ্যায়ের পুত্র আহিত (১৪শ) বিদ্যমান ছিলেন। ১২০৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৯৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৬৯১ বৎসর। এই কালমধ্যে গড়পড়তায় ন্যূনকল্পে শতাধিক বর্ষে তিন পুরুষের জন্ম গণনা করিলেও ২২।২৩ পুরুষের জন্মের সম্ভাবনা। এখন এই ৬৯১ বৎসরের ২২।২৩ পুরুষের সঙ্গে উৎসাহ মুখো, হলায়ুধ চট্টো, মহেশ্বর বন্দ্যো প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষদিগের ঊর্দ্ধতন পুরুষসংখ্যা যোগ কর, কাহারও ৩২, কাহারও ৩৩, কাহারও ৩৪, কাহারও ৩৫, কাহারও বা ৩৬ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের পিতৃগণের নামাদি।

আমরা দেবীবর ঘটকের কারিকা দেখিয়া কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের পিতৃগণের নামোল্লেখ করিতেছি। ইহা দ্বারা একটী বিষয়ের কতক অংশের সন্দেহ ভঞ্জন হইবার সম্ভাবনা। ঐ কারিকাটীতে লেখে যে,—ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি, এই পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা গৌড়মণ্ডলে আসিয়া-ছিলেন। কিন্তু ধ্রুবানন্দাদির গ্রন্থে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ,

ছান্দড় ও শ্রীহর্ষের নাম দেখা যায়। এবং বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে যে, শাণ্ডিল্য গোত্রের নারায়ণভট্ট (ভট্টনারায়ণ), কাশ্যপ গোত্রের সুসেন, বাৎস্য গোত্রের ধরাধর, সাবর্ণি গোত্রের পরাশর, ভরদ্বাজ গোত্রের গৌতম, এই পাঁচজন আদিশূরের যজ্ঞে আহূত হইয়া এদেশে বসতি গ্রহণ করেন। কালক্রমে সাত আট পুরুষ গত হইলে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, উভয় পক্ষেরই কথায় পক্ষপাত আছে, উভয় সম্প্রদায়ই আপন আপন সম্প্রদায়ের আদিপুরুষকে কান্যকুব্জাগত যজ্ঞকর্ত্তা কহিতেছেন, সুতরাং বিবাদভঞ্জনের উপায় দেখা যায় না।

আমরা দেবীবরের কারিকাটী বলবতী করিয়া একটী মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি। যখন দেখা যাইতেছে, বল্লালের নিকট সমান-পর্য্যায়ের লোকের অর্থাৎ রাঢ়ী বারেন্দ্রের প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক পুরুষের সমকালে রাঢ়ীয়দিগের কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্তির সময়ের ঐক্য হইতেছে, তখন ঘটনাগুলি যদি সেরূপ না হইত, তাহা হইলে কদাচ এরূপে সময় ও পুরুষ গণনায় একতা ঘটিতে পারিত না। দেবীবরের ঐ কারিকাটীকে প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিতরূপে বংশাবলী নির্দ্ধারিত হয়। কুলরমার বচন উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রীক্ষিতীশস্তিথির্মেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলে॥

পাঠান্তর দেখ—

মেধাতিথিঃ ক্ষিতীশশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতো গৌড়রাজ্যকে॥

কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের পিতৃগণের নাম ও গোত্র।	রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের স্বীয় স্বীয় মতানুসারে বাস্তবিক দ্বিজপঞ্চকের নাম।		
গোত্র—মূলপুরুষ	রাঢ়ীয়	বারেন্দ্র	মীমাংসা
শাণ্ডিল্য—ক্ষিতীশ	ভট্টনারায়ণ	নারায়ণভট্ট	এক ব্যক্তি
কাশ্যপ—বীতরাগ	দক্ষ	সুসেন	ভ্রাতা
সাবর্ণি—সৌভরি	বেদগর্ভ	পরাশর	ঐ
বাৎস্য—সুধানিধি	ছান্দড়	ধরাধর	ঐ
ভরদ্বাজ—মেধাতিথি *	শ্রীহর্ষ	গৌতম	ঐ

ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, সৌভরি, সুধানিধি ও বীতরাগ, এই পাঁচজন নামেমাত্র এদেশে আগমন করেন, বস্তুতঃ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আগমন বা যজ্ঞাদি করেন নাই। তাহার অন্য প্রমাণ ও যুক্তি দেখিলে এ বিষয়টী পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

১। ভট্টনারায়ণের যে ষোলটী সন্তান হইল, সকলেই রাঢ়দেশে বসতিগ্রাম পাইয়া রাঢ়ীয়-সংজ্ঞায় পরিচিত হইলেন। তাঁহাদিগের অধস্তন সন্ততির মধ্যে কোন স্থানে বারেন্দ্রের নাম গন্ধও শ্রবণ করা যায় না। এইরূপে দক্ষের ষোল, শ্রীহর্ষের চারি, বেদগর্ভের বার, ও ছান্দড়ের আট বা এগার সন্তান সর্ব্বসমেত ৫৬ বা ৫৯ জন। ইহাঁরা সকলেই রাঢ়ী।

২। বারেন্দ্রগণও রাঢ়ীয়দিগের ন্যায় নারায়ণভট্ট সুসেন, পরাশর, ধরাধর ও গৌতম এই পঞ্চ মহাপুরুষের অধস্তন বংশে

* নৈষধে শ্রীহর্ষের পিতার নাম মুকুটালঙ্কারহীর (বা শ্রীহীর) লেখা আছে, সুতরাং মেধাতিথি নামটী মুকুটালঙ্কারহীরের (বা শ্রীহীরের) নামান্তর কহিতে হইবে।

এক শত গাঁই দেখাইয়া থাকেন, এবং সমস্তগুলিই বারেন্দ্র-শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া নির্ণয় করেন।

৩। মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জাগত পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের বাসজন্য যে পাঁচখানি গ্রাম দিয়াছিলেন, তাহার একখানিতেও বারেন্দ্রবংশের শতাধিক সন্তানদিগের কেহই নিজের অধিকার দেখাইতে পারেন না, প্রত্যুত ঐ সকল স্থানে রাঢ়ীয়গণের সন্তানপরম্পরার অধিকার আছে।

৪। এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, ভট্টনারায়ণাদি যজ্ঞ সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহাদিগকে ব্রাত্য-বৈশ্যাবাজনে পতিত এবং তদীয় পিতৃগণকে সংস্পৃষ্টদোষাক্রান্ত বলিয়া কান্যকুব্জগণ তাঁহাদিগকে অপাঙক্তেয় জ্ঞান করেন। সেই অবমাননা-হেতু ভট্টনারায়ণাদি সভ্রাতৃক ও সদারাপত্যাদি হইয়া পুনর্ব্বার আদিশূরের নিকট আগমনপূর্ব্বক এদেশে বসতি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার যখন এদেশে আগমন করিলেন, তখন ইহঁাদিগের পঞ্চজনের সবন্ধু বসতিজন্য মহারাজ প্রত্যেককে এক একখানি গ্রাম দেন। ঐ গ্রাম-গুলি ইহঁারা নিজ নামে লইলে সহোদরগণ যদি মনে কোনরূপ দ্বৈধ জ্ঞান করেন, এই হেতুবশতঃ ঐ পাঁচখানি গ্রাম ইহঁা-দিগের পিতৃগণের নামে গৃহীত হয়। যাঁহাদিগের পিতা বর্ত্ত-মান ছিলেন না, সন্তানবর্গের আগমন দ্বারাই পিতৃগণের আগমন সিদ্ধ, ইহা নির্দ্ধারিত হয়। তদনুসারেই পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম এই পাঁচখানি ক্ষিতীশাদির স্বীয় স্বীয় বসতিগ্রামরূপে পরিগণিত হয়, এবং সেই কারণেই তাঁহাদিগের গৌড়মণ্ডলে আগমন সিদ্ধ বলিয়া

স্থিরীকৃত হইয়াছিল। নতুবা ঐ সকল গ্রাম ক্ষিতীশাদির নামে প্রসিদ্ধ হইবে কেন ?

যখন উপরিকথিত পঞ্চ গ্রামে ভট্টনারায়ণাদির সবান্ধবে বাস করা সুকঠিন বলিয়া প্রতীতি হয়, তৎকালে ভট্টনারায়ণাদির পুত্রগণ রাঢ়দেশে ৫৬ বা ৫৯ খানি গ্রাম এবং কালান্তরে সুসেনাদির পুত্রগণ বরেন্দ্রভূমে এক শত গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে পুত্রগণই বিভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

কেহ যদি এরূপ আপত্তি করেন যে, পুত্রের আগমনে পিতার আগমন কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ? আমরা তাহার এই উত্তর দিব যে, অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, কোন যজ্ঞাদিস্থলে কোন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির আগমন হইলে তদীয় পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের নামোল্লেখপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির এরূপ গুণকীর্ত্তন করা হয় যে, তৎকালে যেন তাঁহার আগমনেই তদীয় পিতৃপুরুষগণের আগমন হইয়াছে, এবং ঐ কৃতী ব্যক্তি তদ্দ্বারা আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ জ্ঞান করেন। মহারাজ আদিশূরও ভট্টনারায়ণাদিকে সেইরূপ কহিয়া থাকিবেন, যে অদ্য আপনাদিগের আগমনে গৌড়রাজ্যে ক্ষিতীশাদি পঞ্চ ধর্ম্মাত্মার আগমন সিদ্ধ হইয়াছে। বোধ হয়, ক্ষিতীশ, সুধানিধি, মেধাতিথি, সৌভরি ও বীতরাগ এই পঞ্চ ব্যক্তিই তদ্দেশে তৎকালে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। বিশেষতঃ তৎকালের লোকেরা ভ্রাতৃ-সৌহৃদ্য বিলক্ষণ জানিতেন। ভ্রাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি ও স্বজনানুরাগ প্রযুক্ত ভট্টনারায়ণাদি হরিকোটি প্রভৃতি গ্রামগুলি নিজের নামে গ্রহণ করেন নাই, স্বীয় স্বীয় পিতার নামে গ্রহণ করেন ; এবং বোধ হয়

বারেন্দ্রদিগের আদিপুরুষ সুসেনাদির সঙ্গে ঐ সকল গ্রামে একত্রে বাস করিয়া থাকিবেন।

রাঢ়ীয়দিগের কুলশাস্ত্রের শাসনে ভট্টনারায়ণাদির পুত্রগণ হইতেই রাঢ়ীশ্রেণীর সৃষ্টি। বারেন্দ্রদিগের মতে পাঁচ, সাত, আট, দশ পুরুষ নিয়ে রাঢ়ী বারেন্দ্ররূপ বিভিন্ন সংজ্ঞা হয়। কিন্তু আমরা রাঢ়দেশে এক ঘরও বারেন্দ্র দেখিতে পাই না। বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রের শাসন অনুসারে ৫।৭।৮।১০ পুরুষ নিম্নে পাঁচজনকে বারেন্দ্র ও পাঁচজনকে রাঢ়ী দেখিতে পাই। সেটী সুসঙ্গত হয় না, কারণ উভয় সম্প্রদায়ের বংশাবলীর নামমালার একটীরও সাদৃশ্য নাই। সুতরাং আমরা ক্ষিতীশাদিকে মূল-পুরুষ স্থির করিয়া ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চজনকে প্রথম হইতেই রাঢ়ীয়শ্রেণীর আদিপুরুষ বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতেছি, এবং ক্ষিতীশাদির অন্য পুত্র সুসেনাদিকে প্রথম হইতেই বারেন্দ্রগণের আদিপুরুষ বলিয়া স্থির করিতে পারি। ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চজন হইতে রাঢ়ী বারেন্দ্র উভয় সম্প্রদায়, কিংবা সুসেনাদি হইতে রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই সম্প্রদায়েরই সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা বলিতে আমাদিগের সাহস হয় না। আমরা ক্ষিতীশাদিকে মূল ধরিয়া তৎপুত্রপর্য্যায়ে দুই শাখা গণনা করিতে সাহসী হই। তাহা হইলে উভয় পক্ষের কুলজ্ঞের কারিকার লিখন-সামঞ্জস্য হয়। নতুবা কোনক্রমেই উভয় সম্প্রদায়কে এক মূল হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্থির করিতে পারা যায় না।

মহারাজ আদিশূরের সময় হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত উভয় সম্প্রদায় মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কথিত পঞ্চ মহামুনির ধারাবাহিক অধস্তন সন্ততির একপুরুষগত বংশাবলী লিখিলে

পাঠকগণ আমাদিগের কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন। যথা—আদিশূরের যজ্ঞে যে পঞ্চ মহাপুরুষ আগমন করেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে বারেন্দ্রগণের কুলপদ্ধতিতে লিখিত আছে যে, কান্যকুব্জাগত নারায়ণভট্টাদিই যজ্ঞকর্ত্তা ও তাঁহাদিগের সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম পুরুষে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ হয়। ইহাতে একটী আশ্চর্য্যজনক বিষয়ের মীমাংসা দেখা যাইতেছে না। নারায়ণভট্ট ও তদীয় সন্ততিগণ যে শতাধিক গ্রাম পাইলেন, রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগকালে রাঢ়ীয়গণ পৈতৃক গ্রামের একখানিও পাইলেন না। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দূরীকৃত হইয়া রাঢ়দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ তাহাই যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আর একটী সমস্যা উপস্থিত হয়। যেপ্রকারে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে শাণ্ডিল্য নারায়ণভট্টের অধস্তন ১০ম সন্তানদ্বয়ের জয়সাগর বারেন্দ্র এবং বিদ্যাসাগর রাঢ়ী; কিন্তু রাঢ়ীয় মতে ১০ম মহেশ্বর। ভরদ্বাজগোত্রীয় গৌতমের অধস্তন ৯ম সন্ততিদ্বয়ের ভাস্কর বারেন্দ্র, পরাশর রাঢ়ী। কাশ্যপগোত্রের সুসেনের অধস্তন ১০ম সন্তানদ্বয়ের স্বর্ণরেথ বারেন্দ্র, ভবদেব রাঢ়ী। বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধরের অধস্তন ৫ম সন্ততির ধন বারেন্দ্র, শুক্র রাঢ়ী। সাবর্ণিগোত্রসম্ভূত পরাশরের অধস্তন ৮ম সন্ততিদ্বয়ের অনিরুদ্ধ বারেন্দ্র, গুণার্ণব রাঢ়ী। প্রত্যেক ব্যক্তির দুই দুই সন্তান লইয়া রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ হইল। ইহাঁদিগের অপর সন্তানগণ কোথায় গেল, অথবা প্রত্যেকেরই দুইটীর অধিক সন্তান জন্মে নাই, বলিতে হয়। ইহা কি সম্ভব ও সত্য বলিয়া প্রতীতি হইবার সম্ভাবনা?

আর একটী কৌতুকাবহ ও আশ্চর্য্য-জনক ব্যাপার দেখিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। পঞ্চ যাজ্ঞিকের অধস্তন সন্ততির যে পাঁচজন জ্যেষ্ঠ, তাঁহারাই বারেন্দ্র হইলেন এবং যে পাঁচজন কনিষ্ঠ, তাঁহাদিগকেই রাঢ়ীয় সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইল। ইহা কি সুসঙ্গত কথা? কারণ সমুদায় জ্যেষ্ঠগুলিই কি এক-মত হইতে পারেন? সুতরাং এ রহস্যের মর্ম্মভেদ করা বড়ই দুষ্কর ও আশ্চর্য্য-জনক ব্যাপার। রাঢ়ীয়দিগের কুলপদ্ধতিতে অমুক রাঢ়ী, অমুক বারেন্দ্র, এপ্রকার নিশ্চয়াত্মক নির্দ্দেশ নাই। রাঢ়ীয়দিগের কুলপদ্ধতিতে বারেন্দ্রগণের নামোল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি রাঢ়ে বাস করিলেন, তাঁহারা রাঢ়ী; যাঁহারা বরেন্দ্রভূমে বাস করিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র—এরূপ উক্তিমাত্র আছে; জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের তারতম্য নাই। রাঢ়ীয় মতে ভরদ্বাজগোত্রের নবম সুরেশ্বর বা বাণেশ্বর, কাশ্যপ-গোত্রের দশম, সর্ব্বেশ্বর, বাৎস্যগোত্রের পঞ্চম উধ বা উদ্ধব, এবং সাবর্ণিগোত্রের অষ্টম শিশু গাঙ্গুলি। সুতরাং একটীরও মিল নাই। উভয়পক্ষের মত নিম্নে দেখ।

শাণ্ডিল্য গোত্রে

ক্ষিতীশ মূল।

রাঢ়ীয়-মতে আদিপুরুষ ও বংশাবলী।	বারেন্দ্র-মতে আদিপুরুষ ও বংশাবলী।
১ম ভট্টনারায়ণ	১ম নারায়ণ ভট্ট
|	|
২য় (আদি) বরাহ*	২য় আদিগাঁই (ওঝা)

* আদিবরাহেরা ষোল সহোদর প্রত্যেকেই রাঢ়দেশে এক এক গ্রামী

২য় (আদি) বরাহ	২য় আদিগাঁই (ওঝা)
৩য় বৈনতেয়	৩য় জয়মণি ভট্ট
৪র্থ সুবুদ্ধি	৪র্থ হরিকৃষ্ণ
৫ম বিবুধের	৫ম শিবাচার্য্য
৬ষ্ঠ গুঁই (গুহ)	৬ষ্ঠ সোমাচার্য্য
৭ম গঙ্গাধর	৭ম উগ্রমণি
৮ম সুহাস	৮ম তপোমণি
৯ম শকুনি	৯ম সিন্ধুসাগর
১০ম মহেশ্বর	১০ম জয়সাগর ও বিদ্যাসাগর

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথাপরঃ।
সাবর্ণিঃ কথিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চ গোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
তত্রাদৌ সর্ব্বতো মান্যঃ শাণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ ।
যত্র জাতঃ কল্পিব্যাসো বেদব্যাস ইবাপরঃ ॥

শের আদিপুরুষ বলিয়া পরিগণিত। ২৩ পৃষ্ঠ দেখ এবং বঙ্গদেশীয় রাজ-ভাটের কাহিনীর সঙ্গে ঐক্য কর, ঘটকের পুথির সঙ্গে মিলিবে। যথা—

শাণ্ডিল্য গোত্রে—

রাজসাহীর পুস্তকে—আদিগাঁই ওঝা নারায়ণ ভট্টের পুত্র। তপোমণির পুত্র সিন্ধুসাগর, তৎপুত্রদ্বয় জয়সাগর ও বিদ্যাসাগর। জয় বারেন্দ্র, বিদ্যা-সাগর রাঢ়ী।

মুর্শিদাবাদের পুস্তকে—জয়মণি ভট্ট নারায়ণ ভট্টের পুত্র বলিয়া লিখিত আছে। তপোমণির পুত্র বিদ্যাপতি, তৎপুত্র রঘু, তাহার পুত্রদ্বয় সিন্ধু ও বিন্দু। সিন্ধুর পুত্র বিদ্যাসাগর বারেন্দ্র, বিন্দুর পুত্র মণিসাগর রাঢ়ী।

তৎসুতো বামদেবোঽভূন্মহাদেবশ্চ তৎসুতঃ।
ক্ষিতীশস্তস্য পুত্রোঽভূদাগতো গৌড়রাজকে॥
তস্যামী বহবঃ পুত্রা জাতাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ।
দামোদরস্তথা শৌরী বিশ্বম্ভর উদারধীঃ।
শঙ্করো লোকবিখ্যাতো ভট্টনারায়ণোঽপি চ॥ কুলরমার বচন।

আদিবরাহ বাঁড়ুরী, গড়গড়ি রাম।
নীপ কেশরকুনী, নান যে কুসুম॥
পারিহা বটুক মুনি, কুলভিতে গুঁই।
পশুপতি দীর্ঘবাড়ী, বিকে বসু কই॥
মহামতি বটব্যাল, বিভু আকাশে বলি।
সাহ (সাঢ়ু) ও সেয়ক, শুভ কুলকুলী॥
নিহ্নো কুশার অরি, মধু করালে যান।
গুণমণি ঘোষলীর গাঁয়ে অবস্থান॥
ভট্টনারায়ণ মুনি ষোল পুত্র পান।
তার মাঝে গণপতি মাসচটে যান॥ রাজভাটের কাহিনী।

গাঁই	নাম	গাঁই	নাম
১ বন্দ্য	আদিবরাহ	৯ কুলভি	গুঁই
২ কুসুম	নান	১০ সেয়ক	সাহ(সাঢ়ু),শান্তেশ্বর
৩ দীর্ঘাঙ্গী	পশুপতি	১১ গড়গড়ি	রাম
৪ ঘোষলী	গুণ	১২ আকাশ	বিভু (দেব)
৫ বটব্যাল	মহামতি	১৩ কেশরী	নীপ
৬ পারিহা	বটুক	১৪ মাসচটক	গণ
৭ কুলকুলী	শুভ (কাম)	১৫ বসুয়ারি	বিক
৮ কুশারি	নিহ্নো (দীন)	১৬ করাল	মধু

বাৎস্য গোত্রে

ছান্দড়-সন্তানের নাম ও বারেন্দ্র-কুলানুসারী রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ-সীমার পুরুষের নাম।

সুধানিধি মূল।
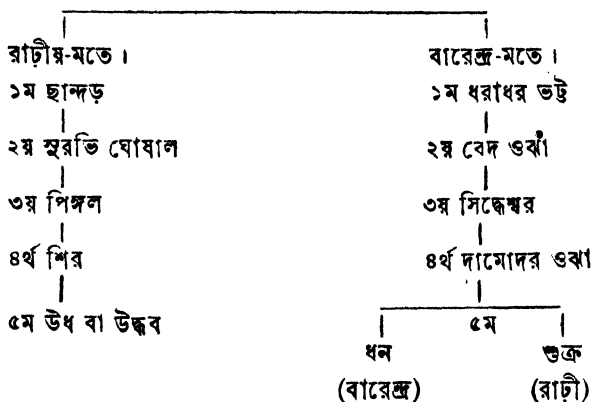
রাঢ়ীয়দিগের ৫৬ খানি গ্রাম গণনা সময়ে ছান্দড়ের আট সন্তান জন্মে, তৎপরে আর তিন মহাপুরুষ ছান্দড় হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সুরভি প্রভৃতিরা সর্ব্বসমেত এগার সহোদর। নাম ও গাঁই যথা—

নাম	গাঁই	নাম	গাঁই
রবি (কানু)	মহিন্তা	মহাযশা (সাধক)	বাপুলী
কবি (ধিত)	শিমলাল	বিশ্বম্ভর (বলাই)	পূর্ব্বগ্রামী
সুরভি	ঘোষাল	শ্রীধর	কাঞ্জিবিল্লী
ধীর (রবি)	পূতিতুণ্ড	হরি (মাধব)	কাঞ্জারি
নীর (বনমালী)	পিপ্পলী	নীলাম্বর (ভানু)	চোৎখণ্ডী
মন	দাঘল বা দীঘাড়ী গাঁই। ২৭ পৃষ্ঠ দেখ।		

রাঢ়দেশীয় পুস্তকানুসারে—

ছান্দড়স্য সুতা জাতাঃ খ্যাতাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ।
রবিঃ কবিঃ সুরভিশ্চ ধীরো নীরো মহাযশাঃ॥
বিশ্বম্ভরঃ শ্রীধরশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
শেষো মনঃ কনীয়াংসস্তল্যোঽসৌ পূর্ব্বজৈঃ সহ॥

কুলকল্পলতিকা।

রবি(১)র্মহিন্তা কবিঃ(২) শিমলালঃ,
শ্রীঘোষবংশঃ সুরভিঃ(৩) প্রসিদ্ধঃ।
ধীরশ্চ(৪) সংপ্রতি পূতিতুণ্ডঃ,
নীর(৫)শ্চাভূৎ পিপ্পলীয়ঃ॥
মহাযশা(৬) বাপুলী বংশবীজঃ,
স শ্রীধরঃ(৭) সপ্ত চ কাঞ্জিবিল্লী।
বিশ্বম্ভরঃ(৮) পূর্ব্ব ইতি প্রসিদ্ধো,
নীলাম্বর(৯)স্তৎপর চোৎখণ্ডী।
শ্রীকাঞ্জাড়িঃ শ্রীহরিনামধেয়ঃ(১০),
পূতিঘোষঃ কাঞ্জিলালঃ কুলীনঃ।
মনো(১১) দিঘালো ভুবি রুদ্রতুল্যঃ॥ কুলপদ্ধতি।

পূর্ব্বদেশীয় পুস্তকে পাঠান্তর যথা—

ছান্দড়াৎ সুরভির্জাতো (১) বাৎস্যো রবিঃ (২) কবিস্তথা (৩)।
ভানুঃ (৪) কানুর্মহাযশাঃ (৫) সাধকো (৬) বলভদ্রকঃ (৭)॥
ধিতো (৮) মাধবনামা (৯) চ নারায়ণো (১০) বিনায়কঃ (১১)।
বাৎস্যস্যৈকাদশোদ্ভূতাশ্ছান্দড়স্য তনূদ্ভবাঃ॥

সুরভি(১)স্তত্র ঘোষালঃ কাঞ্জিলালঃ কবি(২)স্তথা।
রবি(৩)ভানু(৪) পূতিতুণ্ডশ্চোৎখণ্ডী চ যথাক্রমঃ॥
কানু(৫)র্মহিন্তা তদ্রীত্যা পিপ্‌পলী বনমালিকঃ(৬)।
বাপুলী সাধকঃ(৭) শ্রীমান্ পূর্ব্বগ্রামী বলো(৮)ঽভবৎ॥
শিমলালো ধিতঃ(৯) খ্যাতো মাধবঃ(১০) কাঞ্জিবাড়িকঃ।
মনো(১১) দীর্ঘঃ কনীয়াংসো যথা রুদ্রস্তথা মতঃ।
এতেঽগ্নিসদৃশাস্তীক্ষ্ণা বাৎস্যে ছান্দড়সম্ভবাঃ॥ কুলরমা।

পূর্ব্বোক্ত গোত্রানুসারে সাবর্ণি গোত্রের মিল কর।

সাবর্ণি গোত্রে
সৌভরি মূল।

রাঢ়ীয়-সম্মত বংশ।	বারেন্দ্র-সম্মত বংশ।
১ম বেদগর্ভ	১ম পরাশর
২য় কুলপতি *	২য় মহীপতি
৩য় শোভন	৩য় পশুপতি
৪র্থ শৌরি	৪র্থ কুলপতি
৫ম পীতাম্বর	৫ম নারায়ণ অগ্নিহোত্রিক
৬ষ্ঠ দামোদর	৬ষ্ঠ দিবাকর ওঝা
৭ম কুলপতি	৭ম সোমাচার্য্য
৮ম শিশু	

গাঙ্গুলি বংশে ইনি প্রথম কৌলীন্য প্রাপ্ত হন।

অনিরুদ্ধ (বারেন্দ্র)   গুণার্ণব (রাঢ়ী)

* কুলপতিরা ১২ সহোদর (২৫ পৃষ্ঠ দেখ)।

মুর্শিদাবাদের পুস্তকানুসারে পরাশর,[১] দিগম্বর[২] ওঝা, অনিরুদ্ধ,[৩] লম্বোদর,[৪] মকরধ্বজ,[৫] মাধবাচার্য্য,[৬] ভরত[৭] পাঠক, বিদ্যানন্দ,[৮] ভবানন্দ[৯]; ভবানন্দের দুই পুত্র, গোবিন্দ ও নারায়ণ; গোবিন্দ[১০] বারেন্দ্র, নারায়ণ[১০] রাঢ়ী।

কাশ্যপ গোত্রে

বীতরাগ মূল।

রাঢ়ীয়-মতে।	বারেন্দ্র মতে।
১ম দক্ষ	১ম—সুসেন
২য় সুলোচন *	২য়—ব্রহ্ম ওঝা
৩য় মহাদেব	৩য়—দক্ষ
৪র্থ হলধর	৪র্থ—শান্তনু
৫ম কৃষ্ণদেব	৫ম—পীতাম্বর
৬ষ্ঠ বরাহ	৬ষ্ঠ—হিরণ্যগর্ভ
৭ম শ্রীকর	৭ম—ভূগর্ভ
৮ম বহুরূপ †	৮ম—বেদগর্ভ
৯ম গাহী	৯ম—জগন্মহামণি

* সুলোচনাদি ষোল সহোদর (২৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

† বহুরূপ প্রথম কুলীন।
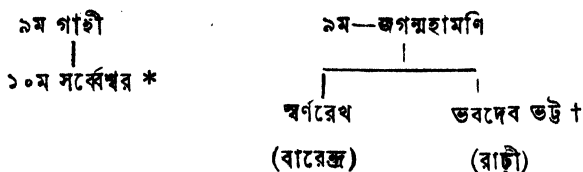
ভরদ্বাজ গোত্রে

মেধাতিথি (মুকুটালঙ্কারহীর বা শ্রীহীর) মূল।

রাঢ়ীয় মতে।	বারেন্দ্র-মতে।
১ম শ্রীহর্ষ	১ম গোতম
২য় শ্রীগর্ভ ‡	২য় বিভাকর (ভয়)
৩য় শ্রীনিবাস	৩য় প্রভাকর
৪র্থ আরব	৪র্থ বিষ্ণুমিশ্র
৫ম ত্রিবিক্রম	৫ম কাকুৎস্থ মিশ্র
৬ষ্ঠ কাক	৬ষ্ঠ প্রজাপতি অগ্নিহোত্রিক
৭ম ধাঁধু (সাধু)	৭ম মাতঙ্গ ওঝা

---

* ইনি অবসথি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। যথা—

নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো সানৈঃ কল্পমহীরুহঃ।
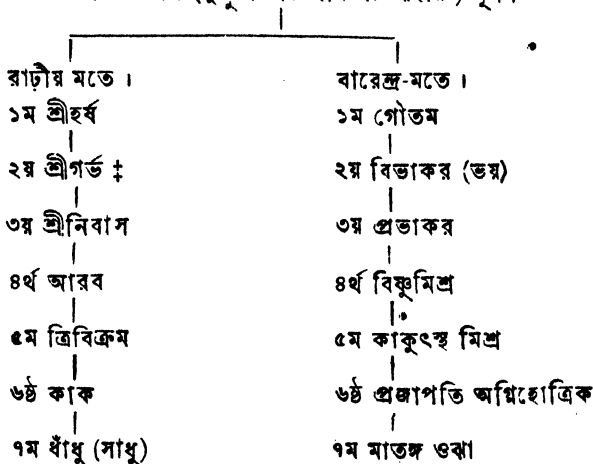
অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞাবসথপালনাৎ॥ কুলরমা।

† মুর্শিদাবাদের পুস্তকে লিখিত আছে, এই ভবদেব ভট্টের মতানুসারে সর্ব্বত্র স্মৃত্যনুযায়ী আচার ব্যবহার প্রচলিত।

‡ শ্রীগর্ভেরা চারি সহোদর (২৭ পৃষ্ঠ দেখ)।

৭ম ধাঁধু (সাধু)
|
৮ম জলাশয়
|
৯ম সুরেশ্বর (বাণেশ্বর)
|
১০ম গুঁই (গুহ)
|
১১শ মাধবাচার্য্য
|
১২শ কোলাই সন্ন্যাসী (কোলাহল)
|
১৩শ উৎসাহ *
|
১৪শ আহিত (আইত)

৭ম মাতঙ্গ ওঝা
|
৮ম জৈমিনি আচার্য্য
|
৯ম
ভাস্কর (বারেন্দ্র) বৈদান্তিক পরাশর (রাঢ়ী)

মুর্শিদাবাদের পুস্তকানুসারে প্রজাপতির পুত্র গোপী ওঝা, তৎপুত্র বাচস্পতি, তাঁহার দুই পুত্র গুণাকর ও লক্ষ্মণ; প্রথম বারেন্দ্র, দ্বিতীয় রাঢ়ী। †

শ্রীগর্ভের নাম ধাঁধু মুখটীতে গত।
বরাহের রাই গাঁই আছে যে বিদিত॥
সুরেশ্বর সাহরিতে করিল প্রবেশ।
সতের ডিংসাই গাঁই রহে অবশেষ॥
শ্রীহর্ষের চারি বংশ খ্যাত দেশ-বিদেশ।
ভাটের কাহিনীতে কর মনোনিবেশ॥ সারাবলী।

---

* উৎসাহ প্রথম কৌলীন্য প্রাপ্ত হন।

† এই প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় বোধ হয় যে, অগ্রে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ হয়, তাহার অনেক দিন পরে কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইয়াছিল।

রাঢ়ীয় কৌলীন্য।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তান এক এক গ্রামে বাস করেন; সেই সেই গ্রামের নামানুসারে এক এক গাঁই হয়; তাঁহাদের সন্তান-পরম্পরা সেই সেই গাঁই বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। সমুদায়ে ৫৬ অথবা ৫৯ গাঁই; তন্মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, মুখুটী, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রামী এই আট গাঁই সর্ব্বতোভাবে নবগুণবিশিষ্ট ছিলেন, * এজন্য কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। এই আট বংশে সর্ব্বসমেত উনিশ জন কুলীন হইলেন (২২৬ পৃষ্ঠ দেখ)। পালধি, পাকড়াশী, সিমলায়ী, বাপুলি, ভূরি-ষ্টাল, কুলকুলী, বটব্যাল, কুশারি, সেয়ক, কুসুম, ঘোষলী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, অম্বুলী, তৈলবাটী, মূলগ্রামী, পূবলী, আকাশ, পলসায়ী, কোয়ারী, সাহড়ি, ভট্টাচার্য্য, সাটেশ্বরী, নায়েরী, দায়ী, পারিহাল, সিয়ারী, সিঙ্গল, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, কাঞ্জারী, শিমলাল, বালী, এই সকল গাঁই অষ্টগুণবিশিষ্ট ছিলেন, †

বন্দ্যশ্চট্টোঽথ মুখুটী ঘোষালশ্চ ততঃ পরঃ।
পূতিতুণ্ডশ্চ গাঙ্গুলিঃ কাঞ্জিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ॥
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥ মিশ্র ধ্রুবানন্দ।

পালধিঃ পর্কটিশ্চৈব সিমলায়ী চ বাপুলিঃ।
ভূরিঃ কুলী বটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়কস্তথা॥
কুসুমো ঘোষলী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
অম্বুলী তৈলবাটী চ মূলগ্রামী চ পূবলী॥

এজন্য শ্রোত্রিয়-সংজ্ঞা-ভাজন হইলেন। পূর্ব্বোক্ত নয় গুণের মধ্যে ইহাঁরা আবৃত্তি-গুণ-বিহীন ছিলেন; অর্থাৎ বন্দ্য প্রভৃতি আট গাঁই আদান প্রদান বিষয়ে যেমন সাবধান ছিলেন, পালধি প্রভৃতি চৌত্রিশ গাঁই তদ্বিষয়ে তদ্রূপ সাবধান ছিলেন না; এজন্য তাঁহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন না। আর দীর্ঘাঙ্গী, পারিহা, কুলভী, পোড়ারি, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ডিংসাই, পীতমুণ্ডী, মহিন্তা, গূড়, পিপ্লাই, হড়, গড়গড়ি, এই চৌদ্দ গাঁই সদাচার-পরিভ্রষ্ট ছিলেন, এজন্য গৌণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন। *

বংশজ।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য-মর্য্যাদা-ব্যবস্থাপনের দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য-ক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন,

আকাশঃ পলসায়ী চ কোয়াগী সাহড়িস্তথা।
ভট্টঃ সাটশ্চ নায়েরী দায়ী পারী সিয়ারিকঃ॥
সিন্ধলঃ পুংসিকো নন্দী কাঞ্জারী শিমলালকঃ।
বালী চেতি চতুস্ত্রিংশদ্বল্লালনৃপপূজিতাঃ॥
দীর্ঘাঙ্গী পারিঃ কুলভী পোড়ারী রাই কেশরী।
ঘণ্টা ডিণ্ডী পীতমুণ্ডী মহিন্তা গূড় পিপ্পলী।
হড়শ্চ গড়গড়িশ্চৈব ইমে গৌণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

তাঁহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন ; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয় ; আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গৌণ কুলীন হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য-ক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে; সুতরাং যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য-ক্রিয়া করিয়াছিলেন ; তদ্দ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপূত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে প্রধান মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন, এজন্য তাঁহারা ন্যূন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন ; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচারভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়া অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন। এইরূপে কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে একটী নিয়ম হইল, কুলীনেরা কুলীনের সহিত আদান প্রদান নির্ব্বাহ করিবেন ; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইবেন। * আর গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে এককালে কুলক্ষয় হইবেক ; এই নিমিত্ত গৌণ কুলীনেরা অরি অর্থাৎ কুলের শত্রু বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন। †

---

* শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ। কুলকুণ্ডলিনী।

† সাধ্যাঃ সিধ্যন্তি কালেন সিদ্ধাঃ সিধ্যন্তি সর্ব্বদা।
সুসিদ্ধা দোষরহিতা অরয়ঃ কুলনাশকাঃ॥
যৎকন্যালাভমাত্রেণ সমূলন্তু বিনশ্যতি।
ত এব অরয়ো জ্ঞেয়াঃ কুলীনস্য কুলেষু চ॥ কুলরমা।

বংশজাদির কারণ।

অসৎপ্রতিগ্রহহেতু যাঁহারা দুষ্ট হয়েন, তাহারা অগ্রদানী সংজ্ঞায় অভিহিত এবং নিকৃষ্টতা লাভপূর্ব্বক পতিত ও অপাঙ্‌ক্তেয় হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত যাঁহারা আচার ব্যবহার বা কোনপ্রকারে সংস্রব করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বংশজরূপে হেয় হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নামাদি দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা বল্লালের মাতৃশ্রাদ্ধের স্বর্ণময়ী ধেনু গ্রহণ করিয়াই পতিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা অসৎপ্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ ছিলেন, তাঁহারাই কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। অসৎপ্রতিগ্রাহী ব্যক্তিবর্গের নামাদি দ্বারা অগ্রদানী ও আদি-বংশজদিগের আদি বৃত্তান্ত জানা যায়। যথা—

নাম	গাঁই	মর্য্যাদা	গোত্র
১ শঙ্কর	পীতমুণ্ডী	কষ্টশ্রোত্রিয়	কাশ্যপ
২ দিবাকর	গড়গড়ি	ঐ	শাণ্ডিল্য
৩ ডাউক	গুড়	ঐ	কাশ্যপ
৪ দোকড়ি	পিপ্‌লাই	ঐ	বাৎস্য
৫ মার্ত্তণ্ড	বন্দ্য-ঘটীয়	কুলীন	শাণ্ডিল্য
৬ আনাই	বন্দ্য-ঘটীয়	কুলীন	শাণ্ডিল্য
৭ গণাই	বন্দ্য-ঘটীয়	কুলীন	শাণ্ডিল্য
৮ হাড়	বন্দ্য-ঘটীয়	কুলীন	শাণ্ডিল্য
৯ গোপী	বন্দ্য-ঘটীয়	কুলীন	শাণ্ডিল্য
১০ বিঠু	বন্দ্য-ঘটীয়	কুলীন	শাণ্ডিল্য
১১ দোকড়ি	মাষচটক	সিদ্ধশ্রোত্রিয়	ঐ

বল্লালবিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ম্।
শ্রোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥ কুলকুণ্ডলিনী।

নাম		গাঁই	মর্য্যাদা	গোত্র
১২ মধুসূদন		রাইগাঁই	কষ্টশ্রোত্রিয়	ভরদ্বাজ
১৩ যব		কুশারি	সিদ্ধশ্রোত্রিয়	শাণ্ডিল্য
১৪ নারায়ণ		হড়	কষ্টশ্রোত্রিয়	কাশ্যপ
১৫ কেশব		মহিন্তা	ঐ	বাৎস্য
১৬ কেশব		দায়ী	সাধ্যশ্রোত্রিয়	সাবর্ণি
১৭ শকুনি		চাটুতি	কুলীন	কাশ্যপ
১৮ নয়ারী		তৈলবাটী	সাধ্যশ্রোত্রিয়	ঐ
১৯ বিশ্বেশ্বর		কুন্দ	কুলীন	সাবর্ণি
২০ মদন	সহোদর	ঘোষাল	ঐ	বাৎস্য
২১ বিশ্বরূপ	সহোদর	ঘোষাল	ঐ	বাৎস্য
২২ হাস্য		গাঙ্গুলি	ঐ	সাবর্ণি
২৩ গৌতম		পূতিতুণ্ড	ঐ	বাৎস্য
২৪ পরাশর		শিমলায়ী	সিদ্ধশ্রোত্রিয়	কাশ্যপ
২৫ শঙ্কর		ডিংসাই	কষ্টশ্রোত্রিয়	ভরদ্বাজ

এই ২৫ জনের প্রথম চারি জন ও ১২শ, ১৪শ, ১৫শ এবং ২৫শ পূর্ব্বে গৌণ কুলীন ছিলেন। পঞ্চম হইতে ছয় জন অর্থাৎ বিঠু পর্য্যন্ত কুলীন ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী অর্থাৎ ১১শ, ১৩শ এবং ২৪শ সংখ্যক গ্রামীণেরা সিদ্ধশ্রোত্রিয়রূপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। ১৬শ এবং ১৮শ সাধ্যশ্রোত্রিয়। ১৭শ এবং ১৯শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত কুলীন ছিলেন।

কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, বল্লাল সেনের আদেশা-নুসারে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ 'ঘটক' এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ঘটকদিগের এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, তাঁহারা কুলীন-

দিগের স্তুতিবাদ ও বংশাবলী কীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁহাদের গুণ দোষ ও কৌলীন্য-মর্য্যাদা-সংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণ কুলীন ব্যতিরিক্ত আর একপ্রকার বিভাগ আছে, ঐ ভাগের নাম বংশজ। এরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময় বল্লালের মুখ হইতে বংশজ শব্দ নির্গত হইয়াছিল এইমাত্র; বাস্তবিক, তিনি কোন ব্রাহ্মণদিগকে বংশজ বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই; উত্তর কালে অসদাচরণহেতু বংশজ-ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল কুলীনের কন্যা ঘটনাক্রমে শ্রোত্রিয় গৃহে বিবাহিতা হইল, তাঁহারা কুলভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে যাঁহাদের কুলভ্রংশ ঘটিল, তাঁহারা বংশজ-সংজ্ঞাভাজন ও মর্য্যাদা বিষয়ে গৌণ কুলীনের সমকক্ষ হইলেন; অর্থাৎ গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের যেমন কুলক্ষয় হইয়া যায়, বংশজ-কন্যা গ্রহণ করিলেও সেইরূপ কুলক্ষয় ঘটে। এতদনুসারে বংশজ ত্রিবিধ,—প্রথম, শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যাদাতা কুলীন বংশজ; দ্বিতীয়, গৌণ কুলীনের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ; তৃতীয়, বংশজের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ। স্থূল কথা এই, কোনও ক্রমে কুলক্ষয় হইলেই কুলীন বংশজভাবাপন্ন হইতেন। *

* বল্লালের মুখ হইতে বংশজ শব্দ নির্গত হইয়াছিল এইমাত্র, তিনি বংশজ-ব্যবস্থা করেন নাই, ঘটকদিগের এই নির্দ্দেশ সম্যক্ সংলগ্ন বোধ হয় না। ৫৬ গাঁইর মধ্যে ৩৪ গাঁই শ্রোত্রিয় ও ১৪ গাঁই গৌণ কুলীন বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছিলেন; অবশিষ্ট ৮ গাঁইর লোকের মধ্যে কেবল ১৯ জন কুলীন হন, এই ১৯ জন ব্যতিরিক্ত লোকদিগের

কালক্রমে গৌণ কুলীনেরা শ্রোত্রিয়-শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও গৌণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। গৌণ-কুলীন-সংজ্ঞাকালে তাঁহারা যেরূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্ট-শ্রোত্রিয়-সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন।

যে সকল ব্যক্তি অগ্রদানীর কন্যা-পরিগ্রহ-দোষে দুষ্ট হয়েন, তাঁহারাই আদি-বংশজ আখ্যায় অভিহিত হইলেন*। গণ বন্দ্যোর কন্যা বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হন। শকুনি চট্টের কন্যা ঠোট পরিণয় করেন। হাড় বন্দ্যোর কন্যা দায়িকের সহধর্ম্মিণী হন। হাস্য গাঙ্গুলির কন্যাদ্বয়কে ধন-লোভ-হেতু কুবের ও চক্রপাণি পরিণয় করেন। বিঠু বন্দ্যোর সুতাকে কুল-ভূষণ চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করিয়া পতিত হইয়া বংশজত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই ছয় ব্যক্তি আদি-বংশজ।

দেবীবরের সময় হইতে কুলীনগণ গৌণ কুলীনের কন্যা বিবাহের দ্বারা বংশজ হয়েন না। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মর্য্যাদার কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়, এইমাত্র। তাঁহার পুত্র শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের দৌহিত্র অথবা পরিশুদ্ধ-কুলীন-দৌহিত্র অপেক্ষা মর্য্যাদায় হীন থাকেন। এক্ষণে কুলীনগণ বংশজের কন্যা গ্রহণ-

---

*বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হইতেছে, বল্লাল এই সকল লোকদিগকে বংশজ-শ্রেণী-বদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইহাঁরাই আদি-বংশজ; তৎপরে আদান-প্রদান-দোষে যে সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাঁহারাও বংশজ-সংজ্ঞা-ভাজন হইয়াছেন, ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব। বোধ হয়, এই আদি-বংশজেরাই বল্লালের নিকট 'ঘটক' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মাত্রে বংশজ হন না; তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাহঙ্কারে চলেন। যিনি বংশজ-কন্যা গ্রহণ করেন, তিনি নিজে স্বকৃতভঙ্গ; তৎপুত্র স্বকৃতভঙ্গের পুত্র; তৎপুত্র স্বকৃতভঙ্গের পৌত্র বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইয়া থাকেন। তৎপরে চারিপুরুষে। এই সময় হইতে যদি ভঙ্গকুলীনগণ আপন অপেক্ষা উচ্চ সোপানের নিকষ কুলীন অথবা ভঙ্গকুলীনে কন্যাসম্প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে সহসা বংশজ হয়েন না। আদান-প্রদান-বিষয়ে বিশুদ্ধতা না থাকিলে পাঁচ পুরুষের পরেই বংশজ হন। কোন কোন ঘটকের যুক্তি এই যে, সপ্তম পুরুষের পরেই বংশজ হওয়া উচিত। ইহাঁরা তাহার কারণ এইরূপ বিন্যাস করেন যে, স্বকৃতভঙ্গের পৌত্র যখন তাহার প্রপিতামহকে পিণ্ড দেয়, তখন সে ব্যক্তি একজন কুলীনকে অন্ন দিল ও একজন কুলীনের সঙ্গে পিতৃলোকে বাস করিতে অধিকারী। স্বকৃতভঙ্গের ঊর্দ্ধতন সপিণ্ডকে স্বকৃতভঙ্গ তর্পণ ও পিণ্ড উভয় দানেই সক্ষম; স্বকৃতভঙ্গের পুত্র তদপেক্ষা কেবল এক সোপান নিম্নস্থ ব্যক্তিকে জলপিণ্ড প্রদানে সমর্থ; এইরূপে স্বকৃতভঙ্গের অধস্তন সপিণ্ডগণ ক্রমশঃ এক এক সোপান নিম্নে জলপিণ্ড দানে সমর্থ। সুতরাং যাঁহারা কুলীন পুরুষে জলপিণ্ড দানে অসমর্থ, তাঁহারাই 'বংশজ' অর্থাৎ কুলীনের বংশে জাত, এইমাত্র। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে স্বকৃতভঙ্গ কুলীনের অধস্তন সপ্তম পুরুষে বংশজ বলিতে সম্মত হন। *

* লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্॥
যোযস্য পিণ্ডদাতা, মৃতঃ সন্ স তেন সহ পিণ্ডভোক্তা। মিতাক্ষরা।

অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ও বংশজ ব্রাহ্মণের কথা।

মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন মহোদয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে যে সমস্ত বিপ্র দুষ্প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পতিত হয়েন। পাতিত্য-হেতু তাঁহাদিগের কুলচ্যুতি ঘটে, এবং অগ্রে ইহাঁরাই পাতিত্যের কারণীভূত গো-হিরণ্যাদি গ্রহণ করেন; তন্নিবন্ধনই ইহাঁদিগের নাম অগ্রদানী হয়। যে যে বংশের যে যে ব্যক্তি প্রথমে অগ্রদানী আখ্যায় পরিকীর্ত্তিত এবং পতিত বলিয়া সমাজ-মধ্যে হেয়রূপে গণ্য হইয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগের বংশপরম্পরা এখনও সমাজে অচল এবং অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলিয়াই বিশেষরূপে খ্যাত এবং স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-স্বরূপ, বিশেষতঃ যাঁহাদিগের কন্যা-গ্রহণে ও সংস্রবে কুলীনগণ কুলচ্যুত বংশজরূপে খ্যাত হয়েন, তাঁহাদিগের নামাদি পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা দেখিলেই অনায়াসে জানা যাইবে যে, কোন্ কোন্ বংশের কোন্ কোন্ ব্যক্তি সমাজভ্রষ্ট ও কুলচ্যুত হইয়াছিলেন।

প্রথম-প্রতিগ্রাহী ব্যক্তিবর্গের নামাদি যথা—

কাশ্যপ গোত্রে—(১) শঙ্কর পীতমুণ্ডী, (২) ডাউক গুড়, (৩) নারায়ণ হড়, (৪) শকুনি চট্টো, (৫) পরাশর শিমলায়ী এবং (৬) নয়ারী তৈলবাটী—এই ছয় জন।

শাণ্ডিল্য গোত্রে—(১) দিবাকর গড়গড়ি, (২) বন্দ্য-বংশের মার্ত্তণ্ড, আনাই, গণাই, হাড়, গোপী ও বিঠু এই ছয় জন; এবং দোকড়ি মাষচটক ও যব কুশারি, সর্ব্বসমেত নয় ব্যক্তি।

বাৎস্য গোত্রে—(১) দোকড়ি পিপ্‌লাই, (২) কেশব দায়ারি ও (৩) কেশব মহিন্তা, (৪) মদন ও (৫) বিশ্বরূপ ঘোষাল, এবং (৬) গৌতম পূতিতুণ্ড—এই ছয় ব্যক্তি।

ভরদ্বাজ গোত্রে—রায়গ্রামীণ মধুসূদন এবং শঙ্কর ডিংসাই—এই দুই জন।

সাবর্ণি গোত্রে—বিশ্বেশ্বর কুন্দ এবং হাস্য গাঙ্গুলি—এই দুই ব্যক্তি। ইহাঁদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা কি কহিব, যে সকল কুলীন ইহাঁদিগের সহিত আহারে বা ব্যবহারে কোনপ্রকারে সংস্রব করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পতিত হয়েন।

এই সকল ব্যক্তির কন্যা-গ্রহণ দ্বারা প্রথমে ছয় ব্যক্তি বংশজ হয়েন। তাঁহারাই আদি-বংশজ।

ধেনুং স্বর্ণময়ীং যজ্ঞে দদৌ বিপ্রায় ভূপতিঃ।
সা চ স্বর্ণময়ী ধেনুশ্ছেদনে পতিতাস্ততঃ॥
ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিজঃ কচিৎ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥ ২০।২১॥
শঙ্করঃ পীতমুণ্ডী চ গড়োঽপি চ দিবাকরঃ।
গুড়ো ডাউকনামা চ দোকড়িশ্চৈব পিপ্পলী॥ ২২॥
বন্দ্যো মার্ত্তণ্ডনামা চ তপোনিষ্ঠো দৃঢ়ব্রতঃ।
আনাস্থিশ্চ গণায়িশ্চ হাড়ো গোপী চ বন্দ্যজাঃ॥ ২৩॥
মাষো দোকড়িনামা চ রায়ী চ মধুসূদনঃ।
কুশারিযবনামা চ হড়ো নারায়ণোঽপি চ॥ ২৪॥
মহিন্তা দ্রবিধনামা দায়ারিশ্চৈব কেশবঃ।
চট্টঃ শকুনিনামা চ তৈলবাটী ময়ারিকঃ॥ ২৫॥
কুন্দো বিশ্বেশ্বরো জ্ঞেয়ো বন্দ্যজো বিঠুসংজ্ঞকঃ।
ঘোষালভ্রাতরাবেতৌ মদনবিশ্বরূপকৌ॥ ২৬॥
গাঙ্গোদ্ভবো হাস্যনামা পুতিগৌতমসংজ্ঞকঃ।
শিমুলী পরাশরঃ খ্যাতঃ শঙ্করো ডিণ্ডিনামকঃ॥ ২৭॥

অমী কুলোদ্ভবাশ্চৈব গোদানং জগৃহুর্দ্বিজাঃ।
তেষাং সম্বন্ধমাত্রেণ পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥ ২৮ ॥
সম্বন্ধে ভোজনে চৈব দানে যজ্ঞে তথৈব চ।
বিদ্বদ্ভিঃ শ্রাদ্ধকালে চ বর্জ্জ্যা এতে পুনঃ পুনঃ ॥ ২৯ ॥
গণকন্যা বশিষ্ঠেন ঠোঠেন শকুনেঃ সুতা।
হাড়কন্যা দায়িকেন কুবেরো হাস্যজাপতিঃ ॥
চক্রপাণিনাপি কন্যা গৃহীতা ধনলোভতঃ।
বিঠুসুতাপতির্ভূত্বা চট্টজঃ কুলভূষণঃ।
প্রতিগ্রাহিসুতোদ্বাহাৎ ষড়েতে বংশজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০।৩১ ॥

বল্লালচরিতম্।

বারেন্দ্র কুল।

বারেন্দ্রদিগের সর্ব্বসমেত শতসংখ্যক গ্রাম (গাঁই)। যথা—

কাশ্যপ গোত্রে—মৈত্র ১, ভাদুড়ী ২, করঞ্জ ৩, বালযষ্টিক ৪, মধুগ্রামী ৫, বলিহারী ৬, মোয়ালী ৭, কেরঙ্গ ৮, বীজকুঞ্জ ৯, অশ্রুকোটি ১০, সর্ব্বগ্রামকোটি ১১, পরেশ ১২, চমগ্রামী ১৩, বেলগ্রামী ১৪, ধোসক ১৫, অশ্রু ১৬, সর্ব্বগ্রামী ১৭, ভাদ্র-গ্রামী ১৮।

শাণ্ডিল্য গোত্রে—রুদ্র-বাগ্‌চি ১, সাধু-বাগ্‌চি ২, লাহিড়ী ৩, চম্পটী ৪, নন্দনাবাসী ৫, কালিন্দী ৬, শ্রীহরি ৭, চট্টগ্রামী ৮, বিশি ৯, মৎস্যাশী ১০, চম্পশঙ্খক ১১, সুবর্ণতোটক ১২, পূষণ ১৩, বেলুড়ি ১৪।

বাৎস্য গোত্রে—সংযামিনী ১, ভীমকালী ২, ভট্টশালী ৩, কামকালী ৪, কুড়মুড়ী ৫, ভাড়িয়াল ৬, লক্ষক ৭, জামরুখী ৮, শীতলী ৯, ধোসলী ১০, তানুড়ী ১১, বৎসগ্রামী ১২, দেউলী ১৩,

নিদ্রালী ১৪, কুক্কুটী ১৫, বোড়গ্রামী ১৬, শ্রুতবটী ১৭, চাক্ষুষগ্রামী ১৮, সিহরী ১৯, কালীগাঁই ২০, কালীহর ২১, পৌণ্ড্রীকাক্ষী ২২, কালিন্দী ২৩, চতুরান্দী ২৪। কোন কোন পুস্তকে আদিত্য ও কামদেবক নামে আরও দুই গাঁই দেখা যায়।

ভরদ্বাজ গোত্রে—ভাদড় ১, লাড়ুলী ২, ঝামা (বা ঝামাল অথবা ঝম্পটী) ৩, আথু ৪, উর্দ্ধবাহী ৫, রত্নাবলী ৬, উগ্ররেথী ৭, গোস্বা ৮, শিরাথ ৯, পিস্বীনি ১০, কাঞ্চনগ্রামী ১১, বিশফলা ১২, অস্বক্ ১৩, রাজগ্রামী ১৪, শাকোটক ১৫, ক্ষেত্রগ্রামী ১৬, থনি ১৭, দধিয়াল ১৮, পঙ্ক্তি ১৯, বৃহতী ২০, নন্দিগ্রামী ২১, পিপ্পলী ২২, চেঙ্গা ২৩, থাজুরী ২৪।

সাবর্ণি গোত্রে—পাকড়ী১, শৃঙ্গী২, সৈধুড়ী ৩, সিংহভালক ৪, উন্দুড়ী ৫, ধুন্দুড়ী ৬, তাতোয়া ৭, সেতু ৮, লোম ৯, কপালী ১০, পেটর ১১, পুণ্ডরীক ১২, পঞ্চবটী ১৩, থণ্ডবটী ১৪, নিকড়ি ১৫, সমুদ্র ১৬, কেতুগ্রামী ১৭, যশোগ্রামী ১৮, পুষ্পক ১৯, ভাদুবী ২০।

ইহাঁরা রাঢ়ীয়দিগের ন্যায় প্রধানতঃ তিন শাথায় বিভক্ত হন। যথা—

কুলীন		সিদ্ধ শ্রোত্রিয়		গৌণ বা কষ্ট-শ্রোত্রিয়		সর্ব্বসমেত
৭ গাঁই	+	৮ গাঁই	+	৮৫ গাঁই	=	১০০

কুলীন—মৈত্র, ভীম, রুদ্র, সাধু (বাগুচি), সংযামিনী, লাহিড়ী ও ভাদুড়ী।

সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়—করঞ্জ, নন্দনাবাসী, ভট্টশালী, লাড়ুলী, চম্পটী, ঝম্পটী (বা ঝামাল), কামদেবক (বা কামদেবতা) ও আদিত্য।

বারেন্দ্রদিগের ৮৫ গাঁই গৌণ বা কষ্ট-শ্রোত্রিয়; তন্মধ্যে আট ঘর কালক্রমে সাধ্যত্ব প্রাপ্ত হন। সে আট ঘরের নাম যথা—সিহরী, রাইগাঁই, কুড়িমুড়িয়া, গোস্বা, খর্জ্জুরী, বিশি, উচ্চরিক ও আমুরিখ।

আমগাঁই, তাড়োয়াল, মৎস্যাশী, দধিয়াল, সিংড়াল, পাঁপড়িয়াল, রত্নাবলী, ভাড়িয়াল প্রভৃতি ৭৭ গাঁই কষ্ট-শ্রোত্রিয়, অর্থাৎ ইহাদিগকে কুলের অরিস্বরূপ জ্ঞান করেন।

বারেন্দ্র সম্প্রদায়ের এই একশত গাঁই মধ্যে কাশ্যপ-গোত্রে—১৮ গাঁই। শাণ্ডিল্যে—১৪ গাঁই। বাৎস্যে—২৪ গাঁই। সাবর্ণগোত্রে—২০ গাঁই। ভরদ্বাজে—২৪ গাঁই।*

দেবীবর যেপ্রকার রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীনদিগকে ৩৬ মেলে বিভক্ত করেন, সেইপ্রকার কুলশাস্ত্রবিশারদ পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী, দেবীবরের কিছুকাল পূর্ব্বে বারেন্দ্র-দিগের কুলীনগণের দোষ গুণ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক বারেন্দ্রকুলের পরিবর্ত্ত বিবাহের নিয়ম ব্যবস্থাপিত করেন। এই মূল সূত্র ধরিয়াই পরবর্ত্তী সময়ে দোষানুসারে উদয়নাচার্য্যের অধস্তন কালের মহাপুরুষেরা কুলীনগণকে আট শাখায় বা পটীতে বিভক্ত করেন। রাঢ়ীদিগের মেল শব্দে যেপ্রকার অর্থ-পরি-জ্ঞান হয়, ইহাঁদিগের পটীশব্দেও সেইপ্রকার অর্থ-বোধ হইয়া থাকে। পটীগুলির নাম যথা—

---

* কাশ্যপেঽষ্টাদশ জ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যেষু চতুর্দ্দশ।
চতুর্ব্বিংশতির্বাৎস্যানাং ভরদ্বাজে তথাবিধঃ।
সাবর্ণে বিংশতির্জ্ঞেয়াঃ কথিতাঃ পঞ্চগোত্রকাঃ॥
মৌলার কুলপদ্ধতির বচন।

১ম—নিরাবিল, ২য়—ভূষণা, ৩য়—রোহিলা, ৪র্থ—ভবানীপুর, ৫ম—বেণী, ৬ষ্ঠ—আলেথানি, ৭ম—কুতুবথানি, ৮ম—জোনালী।

রাঢ়ী বারেন্দ্র এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ গোত্রে কোন্ গ্রামীণ কৌলীন্য প্রাপ্ত হন, তাহা দেখ।

গোত্র	রাঢ়ীয়বংশ		বারেন্দ্রবংশ		গাঁইসমষ্টি
শাণ্ডিল্যে	বন্দ্য	১	রুদ্র, সাধু *	২	৪
			লাহিড়ী	১	
কাশ্যপে	চট্ট	১	মৈত্র	১	৩
			ভাদুড়ী †	১	
বাৎস্যে	পূতিতুণ্ড	১	সংযামিনী	১	৫
	ঘোষাল	১	ভীম	১	
	কাঞ্জিলাল	১			
সাবর্ণে	গাঙ্গুলি	১			২
	কুন্দ	১			
ভরদ্বাজে	মুখটী	১			১
		৮	+	৭	= ১৫

---

* রুদ্রগাঁইকে বাগ্চি বলে। বাগ্চি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা রুদ্র-বাগ্চি ও সাধুবাগ্চি। সাধু, রুদ্র ও লোকনাথ নামে তিন সহোদর ছিলেন। ইহাদিগের পিতার নাম পীতাম্বর। লোকনাথ লাহিড়ী-গাঁই, লাহিড়ী নামে বিখ্যাত হন। রুদ্র ও সাধু বাগ্চি গাঁই নামে বিশেষ পরিচিত হইয়া থাকেন। যথা—

পীতাম্বরস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সাধুরুদ্রলোকনাথাঃ।
সাধুরুদ্রকৌ বাগ্চৌ লোকনাথস্তু লাহিড়ী॥

হরিণা-বাগ্বাটীর পুস্তক।

† ভাদড়কেও কেহ কেহ কুলীন বলেন।

বারেন্দ্র-শ্রেণী—কাপের বিষয়।

রাঢ়ীয়শ্রেণীদিগের বংশজ যেপ্রকার, বারেন্দ্রদিগের বংশজ (কাপ) সেপ্রকার নহে। ইহাঁদিগের কাপেরা সৎকার্য্য দ্বারা মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন।

ইহাঁদের কাপ-সৃষ্টির বিবরণ যথা—লাডুলী-গ্রামীণ বারেন্দ্রগণ পূর্ব্বে সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না। শান্তিপুর-নিবাসী নৃসিংহ লাডুলী সমাজ-মধ্যে সম্মান পাইবার অভিপ্রায়ে মধু মৈত্রেয়কে কন্যা সম্প্রদান করিতে অভিলাষ করেন। বিধাতার ভবিতব্যতা বশতঃ মধু মৈত্রেয় অন্যের সহিত পরামর্শ না করিয়া হঠাৎ বিনা বিচারেই নৃসিংহ লাডুলীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। যখন স্বগৃহে সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন, তখন ইহাঁর পূর্ব্বপত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ, পিতা অঘরের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, এবং বাটীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে বেড়া দিল।

মধু মৈত্রেয় কর্ত্তৃক নৃসিংহ লাডুলীর কন্যাগ্রহণরূপ দোষ ও মধুর সহিত তদীয় পুত্রগণের অসদৃশ ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচার হইল।

পুত্রগণ পিতৃদ্বেষ্টা এবং মধু নিজে হীনবংশের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কিছু দিন সমাজে স্থগিত থাকিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত ইহাঁর ভাগিনীপতি ধেঁই বাগ্‌চির কর্ণগোচর হইল। তিনি শুনিয়া মধুর প্রতি প্রথমতঃ সদয় হইলেন না, বরং অসন্তুষ্ট থাকিলেন।

এক দিবস মধু মৈত্রেয়ের পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত। ঐ দিন মধু স্বীয় ভগিনীর নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন,

আজি যদি ধেঁই বাগ্‌চি আমার পিতৃশ্রাদ্ধের পৌরোহিত্য কার্য্যে বৃতী হইয়া এখানে ভোজন করেন, তবেই আমি পিতৃ-শ্রাদ্ধ করিব, নতুবা অদ্যাবধি পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হইল। ধেঁই বাগ্‌চির সহধর্ম্মিণী ভ্রাতার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া স্বামীকে কহিলেন, তোমাকে অবশ্য আমার ভ্রাতার বাটীতে যাইয়া আমার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া আসিতে হইবে, নতুবা দুরদৃষ্ট জন্মিতে পারে। ধেঁই বাগ্‌চি অগত্যা প্রণয়িনীর কথার কর্ত্তব্যে সম্মত হইয়া মধু মৈত্রেয়ের বাটীতে আগমন-পূর্ব্বক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভোজনাদি করিলেন।

তিনি মধুর পুত্রদিগকে নানাপ্রকার হিতগর্ভ উপদেশ দ্বারাও স্বপক্ষে আনয়ন করণে সমর্থ হইলেন না। তৎপরে তাহাদিগকে কহিলেন, তোরা চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যস্থলে বেড়া দিয়া কি এক কাপ (কাচ) করিয়াছিস্; এই সময় ঐ বৃত্তি উত্তোলন কর্, নতুবা তোদের মর্য্যাদা থাকিবেক না। তাহারা সম্মত না হওয়াতে প্রতিবাসীরা তাহাদিগকে পিতৃদ্বেষ্টা বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল এবং অবশেষে সমাজ-মধ্যে কুলভ্রষ্ট কাপ বলিয়া পরিগণিত হইল।

মধু মৈত্রেয়ের পুত্রগণ সমাজ-মধ্যে স্থগিত হইল। তাহারা যাহাকে দেখে, তাহাকেই বারিবিন্দু প্রক্ষেপ দ্বারা কাপ করিয়া লইতে লাগিল। এই সময়ে মধু মৈত্রেয় ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় থাকিলেন। এক দিন এই সমস্ত বিবরণ রাজা কংসনারায়ণের * শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তৎ-

---

* রাজা কংসনারায়ণ তাহিরপুরের পূর্ব্বতন রাজগোষ্ঠীসম্ভূত। তাহির-পুর জিলা রাজসাহীর অন্তর্গত।

কালের প্রধান কুলাচার্য্য উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর দোষ স্মরণ করিয়া কহিলেন, মধু মৈত্রেয় নৃসিংহ লাড়ুলীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজ-মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন, তদবধি তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের পরিত্যক্ত বংশধরগণ দ্বারা সমাজ ভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রগণ কুল-ভ্রষ্ট কাপ। পূর্ব্বে কুলীন ও শ্রোত্রিয়ে আদান প্রদান হইত। উদয়নাচার্য্য তাহা উঠাইয়া দিয়া সমাজের বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়াছেন। সমাজ ধ্বংস হইতেছে ইহা বিবেচনা করিয়া কংস-নারায়ণ কহিলেন, ইহা কদাচ হইতে পারে না। আমি শ্রোত্রিয় হইতে যদি মর্য্যাদার এক পাদ নিম্নেও যাই, তথাপি মধু-মৈত্রেয়-সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে আমি আমার তনয়া দান করিব। নৃসিংহ লাড়ুলীর কন্যা গ্রহণ দ্বারা মধু মৈত্রেয় অসৎ কার্য্য করেন নাই।

মধু মৈত্রেয়ের প্রথম পক্ষের পুত্র রক্ষতাই, নন্দাই, গদাই, এই তিন সহোদর কুলভ্রষ্ট কাপ হইলেন। অপর পক্ষের সন্তানগণ অর্থাৎ নৃসিংহ লাড়ুলীর দৌহিত্রগণ কুলীনপদে প্রতি-ষ্ঠিত থাকিলেন।

এই উপলক্ষে রাজা কংসনারায়ণ নিজ কন্যাদ্বয়কে কাপ ও কুলীনে সম্প্রদান করিয়া কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কাপের মর্য্যাদা সংস্থাপন করিলেন। তদবধি কাপেরা আর হেয় থাকিলেন না। শ্রোত্রিয়গণ কাপে কন্যা দান করিয়া আর ঘৃণিত হইতেন না। কাপেরা উদ্ধার হইয়া কুলীনের নিম্নে আসন গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় অবধি শান্তিপুরের লাড়ুলী-বংশীয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই সময়েই বারেন্দ্র-বংশের

করণের বাঁধাবাঁধি হয়, অর্থাৎ কন্যা পুত্রের সম্বন্ধকালে উভয় পক্ষে পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্যক্তির সাক্ষাতে কুশত্যাগরূপ পরিবর্ত্তের প্রতিজ্ঞা হইতে লাগিল। এই সময়েই উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর মত উপেক্ষিত হয়।

বারেন্দ্র-শ্রেণীর করণ।

কুলীনের সহিত কুলীনের, অথবা কাপের সহিত কাপের, সম্বন্ধ বন্ধন-কালে উভয় পক্ষে কুশময়ী কন্যার আদান-প্রদান-বিষয়ক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যে বাগ্‌দান হয়, তাহার নাম করণ। এই করণের সৃষ্টি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কুলজ্ঞ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। এক্ষণে করণ করিয়া কন্যা বিক্রয় হইলেও কুল নষ্ট হয় না। কিন্তু সেই করণে মেয়ে যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে ব্যক্তি ঘৃণিত হয়। তথাপি ঐ গর্ভের সন্তান পৌনর্ভব সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন না, ইহাই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার।

কাপগণের সমাজ।

কাপগণ অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত, কিন্তু সমস্তগুলিই প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট। যথা—১ ধার্ব্বকাবাদ, ২ সুলতান প্রতাপ, ও ৩ গঙ্গাতীর।

১ হরিপুর, লালুর, কাশীমপুর প্রভৃতি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত স্থানগুলি ধার্ব্বকাবাদ সমাজের অধীন।

২ বাক্‌কারি কোলা, নয়াবাড়ী ও ক্ষেতুপাড়া প্রভৃতি পাবনা জেলার অধীন স্থানগুলি সুলতান প্রতাপ সমাজের অন্তর্গত।

৩ খাগড়া, অমরকুণ্ড, ব্যাসপুর, আচার্য্যপাড়া ও ভট্টা-চার্য্য-পাড়া প্রভৃতি জিলা মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতি স্থানগুলি গঙ্গাতীর সমাজের অন্তর্গত। গঙ্গাতীরের নদীয়া সমাজে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ দুষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রক্ষিপ্ত জলস্পর্শে কাপের নিম্নে গণ্য হন। যথা, শান্তিপুরের আগমবাগীশ, সহস্রাক্ষ, জটে যাদু, কানাই ঢোল, মুকুট রায়, ভীমকালীর দুর্গাদাস লাহিড়ী, জগদীশ সান্যাল প্রভৃতি।

কাশীমপুর প্রভৃতির চৌধুরীরা কাপদিগের মধ্যে বিশেষ মান্য। ক্ষেতুপাড়ার রায়-গোষ্ঠীদিগের সম্মানও ইহাঁদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহে। ইহাঁরা আদি ও আঢ্য কাপ।

রাঢ়ী-শ্রেণীর মেলগুলি যেমন নানা থাকে বিভক্ত, বারেন্দ্র-দিগের পটীগুলিও সেইরূপ নানা ভাবে (অবসাদে ও আঘাতে) বিভক্ত। ঐ ভাবগুলি কাপ-সংস্রবেই ঘটে। তন্মধ্যে আঢ্য কাপের ভাবগুলিই প্রধান। *

---

* বারেন্দ্রের পটী, রাঢ়ীরা মেল কয়।
বারেন্দ্রে অবসাদ আঘাত কত হয়॥
আঘাতে কুল যায়, অবসাদে তা থাকে।
করণ কারণে সবে কুলাচার্য্যে ডাকে॥
বাৎস্য, ভীম, কালি, হাই, তাহে চারি ভাই।
ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, চৌর্য্যাদি সুরা পাই॥
গুর্ব্বঙ্গনা পাঁচ দোষে পাঁচুড়িয়া বলে।
এ আবাত-আঘাত নাহি সারে কালে॥
অদৃষ্টে দর্পনারাণী, জোনালী, চাঁড়ালী।
এই চারি দোষে মৈত্র পুরন্দরে জোনালী॥

অষ্টে নিরাবিল পটী রমানাথে জানি।
মৈত্রে লোকনাথ ভাদুড়ীর বাণী ॥
সান্ন্যালে নয়ান, আর বিষ্ণুদাস মধু।
লাহিড়ী দ্বিজরাজ, নয়ন নন্দ সুধু ॥
মৈত্রালা আলামীতে গঙ্গারাম সান্যাল।
নীচ জাতি কন্যা আর সকল খেয়াল ॥
নিরাবিল দৃষ্টে হয় দত্তক-গ্রহণ।
এইরূপে দত্তকে যে ভূষণা-নিরূপণ ॥
ভাদুড়ী, প্রচণ্ড খাঁ রোহিলার মহিলা।
বাদসার দেওয়ান হয়ে, সাথে লয়েছিলা ॥
সেই পত্নীর গর্ভজাত চাঁদ হরি দু ভাই।
দেশে আসি মাতা কয় হাম রোহিলা যাই ॥
এই ত রোহিলা পটী সুবুদ্ধির বুদ্ধিতি।
সান্যালের দুর্গাদাস করণে হয় নিষ্কৃতি ॥
কুতুব খাঁ নবাবের শোয়ার যবন।
মথুরার মেয়ে হরে, হোয়ে যে আগুন ॥
সেই কন্যা বিভা করে মৈত্র মৃত্যুঞ্জয়।
ইহা দেখি কুলজ্ঞে কুতুবখানি কয় ॥
আলিয়াখানি আর কুতুবখানি সমান।
হালসার চৌধুরী কমলে আছে প্রমাণ ॥
ভবানী-পূজক দ্বিজ আঘাত অবসাদে।
জীয়ন্তেতে ছিল মরা কত শত বাদে ॥
পুঁটিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুরপ্রধান।
সমাজের মতে করে দোষ তিরোধান ॥
গঙ্গাপথের গঙ্গাধর, কাউতের বেণী।
ছাতকের বসন্ত রায়, পাউলিয়ার ভবানী ॥

বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে ভরদ্বাজ ও সাবর্ণি গোত্রে কোন ব্যক্তি কৌলীন্য প্রাপ্ত হন নাই। সাবর্ণি গোত্রে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় কেহ নাই। শুদ্ধ শ্রোত্রিয় যে আট ঘর, তাঁহারাও নিম্নলিখিত চারি গোত্রের অন্তর্গত। যথা—

গোত্র	কুলীন	শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়
কাশ্যপ	মৈত্র, ভাদুড়ী	করঞ্জ,
		ঝম্পটী (ঝামাল)
বাৎস্য	ভীম,	আদিত্য, ভট্টশালী,
	সংযামিনী (সান্যাল)	কামদেবক।
শাণ্ডিল্য	রুদ্র ও সাধু	নন্দনাবাসী,
	(বাগ্চি), লাহিড়ী	চম্পটী।
ভরদ্বাজ		লাডুলী।

বারেন্দ্র-বংশের যে যে ব্যক্তি বল্লালের নিকট কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগের নাম, ধাম ও গোত্র যথা—

নাম	গোত্র	গাঁই	আদিপুরুষ	তাঁহা হইতে কয় পুরুষ অন্তর।
মৈত্রেয়	কাশ্যপ	মৈত্র	সুসেন	১২শ
ক্রতু	ঐ	ভাদুড়ী	ঐ	১২শ
সাধু	শাণ্ডিল্য	বাগ্চি	নারায়ণভট্ট	১২শ

হুজরাপুরের মোহন, পালকার রূপা।
বাহির বন্দে আদিত্য, সাঁজোয়াল শিপা (শিগা)॥

কুলজ্ঞ এককড়ি রায় সংগৃহীত কারিকা, নদীয়া-রাজের প্রধান অমাত্য, বাঙ্গালা ক্ষিতীশ-বংশাবলী-প্রণেতা, দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায় প্রদত্ত।

নাম	গোত্র	গাঁই	আদিপুরুষ	তাঁহাহইতে কয় পুরুষ অন্তর।
রুদ্র	শাণ্ডিল্য	বাগ্‌চি	নারায়ণ ভট্ট	১২শ
লোকনাথ	ঐ	লাহিড়ী	ঐ	১২শ
লক্ষ্মীধর	বাৎস্য	সংযামিনী*	ধরাধর	৬ষ্ঠ
জয়মণি মিশ্র	ঐ	ভীমকালী	ঐ	৬ষ্ঠ

বারেন্দ্র বংশের শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত বিখ্যাত।

গাঁই	গোত্র	নাম	কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চক হইতে কয় পুরুষ অন্তর
সিহরী	শাণ্ডিল্য	স্বর্ণরেখ	১১শ }
চম্পটী	ঐ	আদিমাধব	ঐ }
নন্দনাবাসী †	ঐ	মৌনভট্ট	ঐ }
কুড়মুড়িয়াল	বাৎস্য	হরিহর	৬ষ্ঠ }
ভাড়িয়াল	ঐ	দিবাকর	ঐ }
কালীগাঁই	ঐ	জয়মণি ‡	}
শিমুলী	ঐ	বিশ্বম্ভর §	৭ম }
জামরুখী	ঐ	বিশ্বপতি §	৭ম }
আকাশগাঁই	কাশ্যপ	গুণাকর	৯ম }

* সান্যাল।

† এই বংশে কুল্লুক ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন।

‡ বাৎস্য বংশে শক্তিধর, মুকুন্দ মিশ্র, কন্দর্প ও শশিধর প্রভৃতি জয়মণি মিশ্রের ভ্রাতৃবর্গ। সমান পর্য্যায়ের লোকগুলি পরস্পর ভ্রাতা।

§ বিশ্বম্ভর ও বিশ্বপতি লক্ষ্মীধরের পুত্র।

যে ভবদেব ভট্টের দশ সংস্কার-পদ্ধতি সর্ব্বত্র সমাদৃত, সে ভবদেব ভট্টকে বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রের শাসনানুসারে কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের কাশ্যপগোত্রীয় সুসেনের অধস্তন দশম পুরুষ বলিয়া নির্ণয় করে। রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বিভাগ-কালে তিনিই রাঢ়ীয়দিগের অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহার সহোদর স্বর্ণরেখক বারেন্দ্রবংশের অগ্রণী হন।*

উত্তর বারেন্দ্র।

রংপুর জিলার বোদাচাকলা অঞ্চলে ও দিনাজপুর জিলার গঙ্গারামপুর ও পোর্ষা থানার অন্তর্গত কোঁচকুড়লিয়া অঞ্চলে উত্তর বারেন্দ্র নামে এক বিভিন্ন সম্প্রদায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আছেন। ইহাঁরা দক্ষিণ বরেন্দ্রভূমির বারেন্দ্র হইতে এক্ষণে পৃথগ্‌ভূত। সুতরাং দক্ষিণ ও উত্তর এই উভয় সম্প্রদায়ের সহিত উভয়ের আদান প্রদান নাই। লঘুভারতের মতে উত্তর বারেন্দ্রগণ নিম্নলিখিত পাঁচ গোত্রে সম্বদ্ধ। যথা—১ম স্বর্ণকৌশিক, ২য় রজতকৌশিক, ৩য় ঘৃতকৌশিক, ৪র্থ কৌণ্ডিন্যকৌশিক, ৫ম কৌশিক।

তত্রাদাবাগতঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাগতঃ পশ্চাদ্বিপ্রো রজতকৌশিকঃ॥ ৫০॥

---

* সুসেনস্যাভবদ্বংশো দশমঃ স্বর্ণরেখকঃ।
বারেন্দ্রো ভবদেবস্তু রাঢ়ীয়স্তৎসহোদরঃ॥ ৩৯॥
অদ্যাপি ভবদেবেন কৃতা সংস্কারপদ্ধতিঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রে চ বর্ত্ততে দশকর্ম্মসু॥ ৪০॥
কলীতিহাস, ২য় খণ্ড, বল্লালসেনোপাখ্যান।

কৌণ্ডিনাকৌশিকঃ পশ্চাদ্ঘৃতকৌশিক-কৌশিকৌ।
এতে উত্তরবারেন্দ্রা উত্তরে চ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫১ ॥

কুলীতিহাস, ২য় খণ্ড, বল্লালসেন-প্রস্তাব।

এই সকল স্থানের বারেন্দ্রগণ লঘু ভারতের কথা গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা কহেন, তাঁহারা দক্ষিণ বারেন্দ্রদিগের জ্ঞাতি; উত্তর বরেন্দ্রে নিবাস জন্য উত্তর বারেন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হন। বস্তুতঃ তাঁহারা কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণি, শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চ-গোত্র-সম্ভূত; স্বর্ণকৌশিকাদি-গোত্রসম্ভূত নহেন। তাঁহারা কহেন, দক্ষিণ বারেন্দ্রদিগের মধ্য হইতে যে কয় ঘর কালক্রমে কার্য্যবশতঃ উত্তরে অবস্থান করেন এবং দক্ষিণ বারেন্দ্রকুলে আদান প্রদানে বর্জ্জিত হয়েন, সেই কয় ঘর উত্তর বারেন্দ্র। যথা—কাশ্যপ গোত্রে ভাদুড়ী, করঞ্জ ও শিম্বী এই তিন ঘর। বাৎস্য গোত্রে কালায়ী, গৃহশোধনী ও মধুগ্রামী এই তিন ঘর। সাবর্ণি গোত্রে একমাত্র অন্নাশনী। ভরদ্বাজ গোত্রে গোপূর্ব্ব, রাই, কামাল, শিরশিম্বী, এই চারি গাঁই। শাণ্ডিল্যে চম্পটী, বাগ্‌চি, লাবড়, নন্দনাবাসী ও সিহরী এই পাঁচ ঘর। এই ষোড়শ গ্রামীণের মধ্যে গোপূর্ব্ব, বাগ্‌চি, চম্পটী, নন্দনাবাসী, কালায়ী, করঞ্জ, গৃহশোধনী ও ভাদুড়ী, সর্ব্বসমেত এই আট ঘর কুলীন। অবশিষ্ট আট ঘর শ্রোত্রিয়। এই অংশে কাপের কপটতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইহাঁরা সরলপ্রকৃতিক। *

---

* বল্লাল যবে করে রাঢ়ী বারেন্দ্র অংশ।
রাঢ়ী বারেন্দ্রে এগার শ বংশ ॥

কেহ কেহ বলেন, কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীই কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ঘটক, অদ্বৈত

রাঢ়ে সাত শত সাড়ে, বারেন্দ্রে চারি উন।
বারেন্দ্র সাড়ে তিন শ, সাড়ে সাত শ রাঢ়ীগণ॥
রাঢ়ী-মধ্যে কতক আদানে অগ্রদানী।
বারেন্দ্র পাতকী রাজদণ্ডে নির্ব্বাসনী॥
মহাপাতকীর নাম নিতে আছে মানা।
সংখ্যামাত্র লেখা আছে কুলজ্ঞে জানা॥
ভোটে যায় ষষ্টিজন, মগধেতে তাই।
উৎকলে পঞ্চাশৎ, তুরঙ্গে (আসামে) তত পাই॥
নথী মোড়ঙ দেশে ত্রিশ মাত্র যায়।
নির্ব্বাসনের এই রীতি ভাটে কয়॥
এরা আদান প্রদানে সাতশতী দলে।
মিশে বৈদিক বারেন্দ্রে আর উত্তরে বলে॥
কৌশিক, স্বর্ণকৌশিক, রজতকৌশিক।
ঘৃতকৌশিক, আর যে কৌণ্ডিন্যকৌশিক॥
পঞ্চ দ্বিজ সপ্তশতী মেশে উত্তরেতে।
উত্তরে বারেন্দ্র যথা ঠেলা দক্ষিণেতে॥
বারেন্দ্রেরে কন্যাদানে কৌশিকাদি বংশ।
ক্রমে দক্ষিণে দিয়ে হয়ে যায় ধ্বংস॥
আজি উত্তরে বারেন্দ্র কাশ্যপাদি গোত্র।
যেহেতু কৌশিকাদি আর নাই যে তত্র॥

কুলজ্ঞ এককড়ি রায় সংগৃহীত কারিকা, বাঙ্গালা ক্ষিতীশ-বংশাবলী- প্রণেতা, নদীয়া-রাজের প্রধান অমাত্য, দেওয়ান কার্ত্তিকের রায় প্রদত্ত।

গোস্বামীর বৃদ্ধপ্রপিতামহ নৃসিংহ লাড়ুলীর সমসাময়িক লোক। ইহাঁর নিবাস নিসিন্দা গ্রাম, জিলা রাজসাহী। সুতরাং ইহাঁকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক কহিতে হয়। কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়নাচার্য্যকে এতদপেক্ষা প্রাচীনতম বলিয়া প্রতীতি হয়। মহামহোপাধ্যায় ই. বি. কাউয়েল সাহেব কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লিখন বলিয়া অনুমান করেন। কুসুমাঞ্জলির প্রকাশক উদয়নাচার্য্য কাশ্যপগোত্রীয় বারেন্দ্রকুলের ভাদুড়ী-গোষ্ঠী-সম্ভূত।

আদিশূর ও সেনবংশের রাজত্বকাল।

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈব চ॥ ১॥
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা।
অমাত্যৈর্বহুভিশ্চৈব মন্ত্রিভির্দ্বিজবৃন্দকৈঃ॥ ২॥
এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে।
উপবিষ্টো দ্বিজান্ প্রষ্টুং ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ॥ ৩॥
কেন যজ্ঞেন ভগবৎপ্রীতির্ভবতি নিশ্চিতম্।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৪॥
ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে খর্ব্বীকৃতকলেবরাঃ।
কথয়ন্তি নৃপাগ্রে তু সর্ব্বে নির্বৃতমানসাঃ॥ ৫॥
কেন কেন বিধানেন যজ্ঞো বা ক্রিয়তে বুধৈঃ।
বয়ং সর্ব্বে ন জানীমো বিধানং কীদৃশং ক্রতোঃ॥ ৬॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা চিন্তাযুক্তো মহীপতিঃ।
কিং করোমি ক গচ্ছামি বিললাপ পুনঃ পুনঃ॥ ৭॥

কান্যকুব্জাৎ সমানীতান্ দূতেন দ্বিজপঞ্চকান্।
বেদশাস্ত্রার্থাবগতান্ সর্ব্বযজ্ঞবিশারদান্॥ ৮॥
গোযানারোহিতান্ বিপ্রান্ খড়্গচর্ম্মাদিভির্যুতান্।
পত্তিবেশান্ সমালোক্য বিষাদো জায়তে হৃদি॥ ৯॥
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
আশীর্ব্বাদার্থনির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠেঽপরিস্থিতম্॥ ১০॥
তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লবসম্ভৃতম্।
ইতি দৃষ্ট্বা নৃপস্তস্মিন্ কম্পান্বিতকলেবরঃ॥ ১১॥
স্তোত্রঞ্চ বহুধা তেষামকরোৎ স নৃপোত্তমঃ।
আসনং পাদ্যমানীয় দদৌ বিনয়পূর্ব্বকম্॥ ১২॥
উপাবিষ্টা দ্বিজাঃ পঞ্চ তথাচ শূদ্রপঞ্চকাঃ।
রাজংস্তে কুশলং সর্ব্বং প্রোচুশ্চেত্যবদৎ স তান্॥ ১৩॥
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
পূতঞ্চ ভবনং জাতং যুষ্মাকং গমনং যথা॥ ১৪॥
এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং পৃষ্ট্বান্যৎ শূদ্রপঞ্চকম্।
যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থে বা দ্বিজৈঃ সহ॥ ১৫॥
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূত ভোঃ শূদ্রপঞ্চকাঃ।
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বাকথয়ন্নামগোত্রকে॥ ১৬॥

পরিচয়—১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫—এই পুস্তকের ১১৩ হইতে ১১৫ পৃষ্ঠের ১ হইতে ৯ কবিতা পর্য্যন্ত দেখ।

ইতি শ্রুত্বা নৃপস্তত্র মনসা হর্ষমাগতঃ।
বিধানেনৈব নির্ব্বর্ত্ত্য ক্রতুঞ্চ ধর্ম্মসঙ্গতম্॥ ২৬॥
গ্রামং সুবর্ণং গাঞ্চৈব বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
দক্ষিণার্থে দ্বিজাতিভ্যো প্রদদৌ স নৃপোত্তমঃ॥ ২৭॥
অত্র দেশে কৃতবাসাঃ সর্ব্বে চ দ্বিজপঞ্চকাঃ।
বহবশ্চ প্রজা জাতা নানাদেশনিবাসিনঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রুত্বা তেন ব্রাহ্মণেন সার্দ্ধং দূতান্ প্রেষ্য বহুমানপুরঃসরং ভট্ট-নারায়ণ-দক্ষ-শ্রীহর্ষ-ছান্দড়-বেদগর্ভইতি পঞ্চকান্ পত্নীভিঃ সহিতান্ সাগ্নিকান যজ্ঞোপকরণসামগ্রীসম্ভৃতানানীয় নবনবত্যধিকনবশতশতাব্দে প্রাগুপকল্পিত-বাসে নিবেশয়ামাস। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্।

অথ কান্যকুব্জে বিদিতপ্রভাবক্ষিতীশনামনরেন্দ্রপুত্রস্য ভট্টস্য লোকা-তীতকর্ম্মভিঃ ভৃশং পরিতুষ্টো রাজাহ। ময়া কিয়ন্তো গ্রামা দীয়ন্তে, কৃপয়া তান্ গ্রহীতুমর্হসি। ভট্টঃ প্রাহ, দুষ্প্রতিগ্রহা গোহিরণ্যতিললৌহাদিসহিতা গ্রামা ময়া ন গ্রহীতব্যাঃ। রাজাহ, অনুগৃহীতেন কিঙ্করেণ ময়া তদা কিং কর্ত্তব্যং? মম পারলৌকিকসদ্গতির্বা কথং ভবিষ্যতি? ইতি শ্রুত্বা ভট্টঃ পুনরাহ। মম ধনানি বহুনি বিদ্যন্তে, তৈর্ম্ময়া কতিচিদ্গ্রামাঃ ক্রীয়ন্তে, ভবতা বিক্রীয়তাং; ভবতো যদি মমোপকারে বাঞ্ছাস্তি, তত্রৈব সমুচিতো-পকারঃ ক্রিয়তাম্। শ্রুত্বা রাজাহ, তথৈবাস্তু। ততঃ স্বল্পেন মূল্যেন বহবো গ্রামা বিক্রীতাঃ। তে চ গ্রামাঃ প্রতিবর্ষলব্ধব্যকরা গ্রামান্তর-লব্ধব্যকরৈর্বর্দ্ধিতাঃ। ভট্টেন চ ক্রীতা গ্রামাশ্চতুর্ব্বিংশাধিকত্রিশতবর্ষান্ নিষ্করং ভুজ্যন্তে স্ম। ইতি ক্ষিতীশবংশাবল্যাং প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ভট্টনারায়ণ হইতে একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত নিষ্কর রাজ্য ভোগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রত্যেকের সময়-গণনা আছে।

কেবুর ইতি প্রসিদ্ধে গ্রামে গোপানাং বহুনামবিস্থানমতঃ প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণনামস্মরণাদ্যর্থঞ্চ তদ্গ্রামস্য কৃষ্ণনগরেতি সংজ্ঞাং চকার।

ক্ষিতীশবংশাবলী। সপ্তম পরিচ্ছেদ। রুদ্ররায়-প্রকরণ।

আদিশূরের সময়-নিরূপণ।

পাঁচ গোত্রে পাঁচ ঋষি, দারাপত্যে আসি বসি
আদিশূরে করে আশীর্ব্বাদ।

সেই আশীর্ব্বাদের ফলে, পুত্র কন্যা জন্মে কালে,
দেবাসুরের ভাঙ্গে বিবাদ ॥ ১ ॥
বঙ্গেতে ভূদেব যত, যজ্ঞাদি না ছিল জ্ঞাত,
কারণ তাহার এইমাত্র।
বৌদ্ধেরা বুদ্ধিতে দড়, কহে অহিংসাই বড়,
হিংসা-ক্রিয়ায় ইনি কষ্ট-যাত্র ॥ ২ ॥
দ্বিজ যদি ভয় পায়, তন্ত্র মন্ত্র সব যায়,
বেদ যজ্ঞে কে করে রক্ষণ।
আদিশূর নৃপমণি, মনে মনে তাই গণি,
বঙ্গেতে দ্বিজে করে ঈক্ষণ ॥ ৩ ॥
নাহি পেয়ে ক্রিয়ালেশ, পত্র লেখে দ্বিজ-দেশ,
কান্যকুব্জ-ভূপতি-সমীপ।
কান্যকুব্জ নরপতি, ভূলোকেতে শচীপতি,
দেয় ব্রহ্মর্ষি-পঞ্চ-প্রদীপ ॥ ৪ ॥
শুভ ক্ষণ শুভ তিথি, যে অঙ্কের নাস্থ গতি,
ত্রিরাবৃত্তি, তার মাঘ মাসে৭ *

---

* সময়-মীমাংসা।

স্বভাবেনৈব যঃ ক্ষুদ্রো দ্বিগুণাদন্যতোঽপি বা।
ন জহাতি নিজং ভাবং নবমাঙ্ক ইবেশ্বরঃ ॥ ভাস্করাচার্য্য।

৯ × ২ = ১৮ (১ + ৮ = ৯)।
৯ × ৩ = ২৭ (২ + ৭ = ৯)।
৯ × ৪ = ৩৬ (৩ + ৬ = ৯)।
৯ × ৫ = ৪৫ (৪ + ৫ = ৯)।
৯ × ৬ = ৫৪ (৫ + ৪ = ৯)।
৯ × ৭ = ৬৩ (৬ + ৩ = ৯)।
৯ × ৮ = ৭২ (৭ + ২ = ৯)।

শুক্লার পুষ্যায় আসি, পঞ্চ ভৃত্য, পঞ্চ ঋষি,
প্রদীপ্ত করে রাজার বাসে ॥ ৫ ॥
গণক কহে মহারাজ, কোন্ দেশে কোন্ কাজ,
দ্বিজগণ করেন গণন।
কি কহ গণকরাজ, যুধিষ্ঠির-মতে কাজ,
ভারতে আছে যে নিরূপণ ॥ ৬ ॥
কাশীতে যখন উদয়, এ দেশে দু দণ্ড কয়,
অতএব সবিনয় করি।
জিজ্ঞাসে মহর্ষিচয়, কাহার বৎসর কয়,
গণয়ে কাহার মত ধরি ॥ ৭ ॥
দ্বিজ বলে সেই মত, বিক্রম যে মতে গত,
গণনা করি সৌর সংবত।
দেশে দেশে কাল, বেদ, তিথি, তারা হয় ভেদ,
অস্মদ্গুণাক্রিয়া চান্দ্রগত ॥ ৮ ॥

৯ × ৯ = ৮১ (৮ + ১ = ৯)।
৯ × ১০ = ৯০ (৯ + ০ = ৯)।
৯ × ১১ = ৯৯ (এখানে দুই অঙ্কেই ৯ আছে)।
৯ × ১২ = ১০৮ (১ + ০ + ৮ = ৯)।

এইপ্রকার যত গুণই কর না কেন, নবমাঙ্কের (অর্থাৎ ৯ এই অঙ্কের) প্রকৃতি কখনই পরিবর্ত্ত হয় না। সুতরাং এই নিয়মে "যে অঙ্কের নান্যগতি, ত্রিরাবৃত্তি, তার মাঘমাসে" এই উক্তি দ্বারা ৯৯৯ বুঝাইতেছে। তৎপরে, ৮ম কবিতায় গণকের উক্তিতে সংবতের উল্লেখ আছে, অতএব ৯৯৯ বিক্রমাদিত্য সংবৎ হইল। ইহাই বঙ্গে কান্যকুব্জীয় পঞ্চ মহর্ষি ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন-সময়।

হরধামের রাজগোষ্ঠী হইতে

বাঙ্গালা ক্ষিতীশবংশাবলী-প্রণেতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায় সংগৃহীত

হরি মিশ্রের ও এড়ু মিশ্রের কারিকা দৃষ্টে

রাজভাটের কাহিনী

গণকে শুনায় তিথি নক্ষত্র করণাদি।
প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যে অভিবাদি॥
তাহে দেয় রাজভাট দামামায় ধ্বনি।
ইথে প্রজা ধর্ম্মে রত কৃত্যাকৃত্য গণি॥
ভাটেরে কোটাল কয় দিন-বিবরণ।
ভাট পাত্র মিত্রে তাহা করে প্রচারণ॥

*　　*　　*　　*

রাজা বলে কহ পাত্র দিন-সমাচার।
পাত্র কহে বল নৃপ কব কি কাহার॥

*　　*　　*　　*

লোকে বলে অপুত্রক এবে হলো রাজা।
এ দেশে কেমনে সুখে রহিবে এ প্রজা॥
যে জন অপুত্র হয় দত্তক পুত্র লয়।
কিন্তু রাণীর আছে সন্তানের সময়॥

*　　*　　*　　*

রাজা বলে পুত্রেষ্টির কর অনুষ্ঠান।
পাত্র বলে কে বা আছে যাজক-প্রধান॥
যজ্ঞের কারণে দ্বিজে সংবাদ পাঠায়।
পুত্রেষ্টির কথা শুনে সবে মৌনী রয়॥
তখন অভাগ্য গণি মনে ম্রিয়মাণ।
পাত্র মিত্র মন্ত্র করে হয়ে আগুয়ান॥

পাত্র বলে লেখ পত্র কান্যকুব্জ দেশ।
ব্রহ্মর্ষি যথায় আছে অশেষ বিশেষ ॥
তাহা শুনি রাজা হর্ষে করিল আদেশ।
পত্র লয়ে দূত যায় বৈজয়ন্ত (কাশী) দেশ
কান্যকুব্জ মহাঋষি আসে বঙ্গে পঞ্চ।
শুভ ক্ষণে শুভ দিনে জ্ঞানের প্রপঞ্চ ॥
পঞ্চ পঞ্চ গোত্র পঞ্চ সহ ভৃত্য পঞ্চ।
পঞ্চ পঞ্চ প্রাণে এক দেহে ভিন্ন পঞ্চ ॥
যাত্রা-কালে নব নব নব দেখে দেশ।
পথে পায় নব শস্য অশেষ বিশেষ ॥
মন প্রাণে হয় সুখ পেয়ে কত রত্ন।
এখানে আসিতে আর না হয় অযত্ন ॥
নব নব নবত্ব উদয় মনে হয়।
কৈ কবি নবরত্ন বিক্রম এ সময় ॥
কহে, কাটালাম আজি আয়ু কত দিন।
ভৃত্যে কহে, বিক্রমেতে কেন হও ক্ষীণ ॥
বৃদ্ধ বলে, আজো করি ঘট পট শব্দ।
বিক্রমের ঊন বর্ষ দশ শত অব্দ ॥
হাত ঘুরাইয়ে মুলো, বলে জেনো নাহি ভুলো,
তাদের আগে আসে অত্র পিতা।
এ সব হরি মিশ্রের, আর যে এড়ু মিশ্রের,
পুথি দেখে ভাটের লেখা কথা ॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

আদিশূর।

আদিশূর (৯০০ খৃঃ—৯৫২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্বকাল।)

(পুত্র) ভূশূর ও (পুত্রিকা কন্যা) লক্ষ্মী (৯৫২—৯৭০)

অশোক সেন (৯৭০—৯৮১)

শূর সেন (৯৮১—৯৯৪)

বীর সেন (৯৯৪—১০১২)

সামন্ত সেন (১০১২—১০৩০)

হেমন্ত সেন (১০৩০—১০৪৮)

(বিষক্ সেন) বিজয় সেন (১০৪৮—১০৬৬)

বল্লাল সেন (১০৬৬—১১০১)

১ম লক্ষ্মণ সেন (১১০১—১১২১)

মাধব সেন (১১২১—১১২২)

কেশব সেন (১১২২—১১২৩)

লাক্ষ্মণেয় বা ২য় লক্ষ্মণ সেন (১১২৩—১২০৩ খৃঃ পর্য্যন্ত)
ইহাঁরই নাম লক্ষ্মণনারায়ণ।
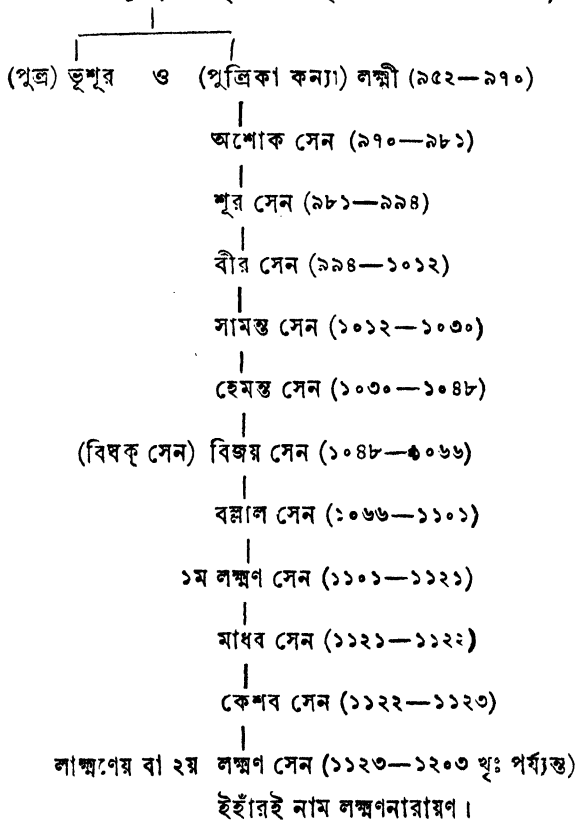
ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির।
মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যাঁর স্থির ॥

ভূশূরে না দেখি পুত্র আদি নৃপমণি।
নিজ তনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রিকায় গণি॥
তাঁহার তনয় দেখি যান স্বর্গপুর।
পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছু দূর॥
অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাঁহার তনয় হন শূর সেন ধীর॥
যাঁহার ঔরসে জন্মে বীর সেন রায়।
তাঁহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তায়॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিম্বক্, তান্ত বলি যারে করে বন্দন॥
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্য-বংশে এক পাই সমাচার॥
আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিম্বক্ সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা॥
বল্লাল নৃপের পুত্র নামেতে লক্ষ্মণ।
মাধব তাঁহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
কেশব ভূপতি হন মাধব-তনয়।
তাঁর সুত নারায়ণ লক্ষ্মণ সে হয়॥
যাঁর গুণ গান দ্বিজ-পঞ্চের সন্তান।
রাজবল্লভ তাঁহার করে ধ্যান জ্ঞান॥
পর্গণে বিক্রমপুর রাজার নগর।
সেই স্থানে বাস করে বৈদ্যকুলবর॥

রামজয়কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা।

কৌলীন্য।

অধিকাংশ লোকেরই সংস্কার আছে যে, বল্লালের পূর্ব্বে ধরাতলে কুলীন ছিল না। তিনিই প্রথম কৌলীন্য-সৃষ্টি করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। মনুর সময় হইতে কৌলীন্য দেখা যায়। মনুর কন্যা দেবহূতির সহিত কর্দ্দম মুনির বিবাহ হয়। কর্দ্দম মুনির নয়টী কন্যা জন্মে। মনু উহা-দিগের প্রত্যেকটীকেই এক এক ব্রহ্মর্ষির করে সম্প্রদান করেন। তদবধিই কৌলীন্য-সৃষ্টি।

এ সকল পুরাণ কথা পুরাণেই থাকুক। ইদানীন্তন কালের কথা বলা যাউক। বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য দেশেও কৌলীন্য আছে। সেখানে বল্লালের অধিকার ছিল না। সেখানে কেমন করিয়া কৌলীন্য প্রবেশ করিল? অতএব অবশ্য বলিতে হইবে যে, কৌলীন্য পূর্ব্বাবধিই আছে।

উত্তরকালে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য লোপ না হয়, এই মানসেই বল্লাল নব গুণ বিচার করিয়া কৌলীন্য ব্যবস্থাপন করেন। গুণ না থাকিলেও যে ধারাবাহিক পুরুষগণের কৌলীন্য-মর্য্যাদা দায়াদদিগের মধ্যে সংক্রান্ত হইবে, এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

সে যাহা হউক, অন্য দেশের ব্রাহ্মণগণ-মধ্যে কাহারা কুলীন বলিয়া খ্যাত, উহা দেখা যাউক।

প্রথমতঃ, যাঁহারা পুরুষপরম্পরায় সদ্‌গুণসম্পন্ন, তাঁহারাই কুলীন-পদবাচ্য।

দ্বিতীয়তঃ, নিম্নলিখিত উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ কুলীন। যথা—

আচার্য্য, ত্রিবেদী, ত্রিপাঠী, দশাশ্বমেধী, ভট্ট, উপাধ্যায়, মিশ্র প্রভৃতি উপাধিগুলি কৌলীন্যব্যঞ্জক।

পঞ্চ-ব্রাহ্মণ-সন্ততিগণের মধ্যে ঐ সকল উপাধির কয়েকটী দৃষ্ট হয়। যথা—শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ-সন্তান বরাহ ও নীপের বাজপেয়ী উপাধি ছিল বলিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাজপেয়ী উপাধি গ্রহণ করেন। এক্ষণেও ঐ বংশের যে ব্যক্তি রাজসিংহাসনে আসীন হন, তিনি বাজপেয়ি-রূপ পৈতৃক সম্মান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সাবর্ণি গোত্রে শিশু গাঙ্গুলির পিতার নাম কুলপতি; * আমরা বিবেচনা করি, উহা তাঁহার উপাধি।

কাশ্যপ গোত্রে বহুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের পিতার উপাধি অধ্বর্য্যু ছিল; তদনুসারে তাঁহাকে অধ্বর্য্যু শ্রীকর চট্টোপাধ্যায় কহা যায়।

বাৎস্য গোত্রে গোবর্দ্ধনাচার্য্যের পিতার নাম নীলাম্বর আচার্য্য।

ভরদ্বাজ গোত্রে উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পিতার নাম কোলাহল বা কোলাই সন্ন্যাসী; ইহাঁর উপাধি উপাধ্যায়।

বারেন্দ্র কুলেও এরূপ উপাধি দেখা যায়। যথা বারেন্দ্র কুলের সাবর্ণ গোত্রের আদিপুরুষ পরাশরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ নারায়ণের উপাধি অগ্নিহোত্রী।

শাণ্ডিল্য গোত্রের নারায়ণ ভট্টের পুত্র আদিগাঁই

---

* মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ স বৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥

নামক পুত্রের উপাধি ওঝা। ওঝা শব্দটী উপাধ্যায়ের অপভ্রংশ মাত্র।

কাশ্যপ গোত্রের আদিপুরুষ সুসেন হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ স্বর্ণরেখক ও ভবদেবের উপাধি ভট্ট; ইনি রাঢ়ী।

ভরদ্বাজ গোত্রের আদিপুরুষ গৌতম হইতে ৮ম পুরুষ পশুপতির উপাধি অগ্নিহোত্রী দেখা যায়।

বাৎস্য গোত্রের আদিপুরুষ ধরাধরের প্রপৌত্রের উপাধি চতুর্বেদান্ত ও দামোদরের উপাধি ওঝা।

উপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য ও মিশ্র, এই চারিটী উপাধি বল্লালদত্ত মর্য্যাদার মধ্যে এখনও দেখা যায়।

অধুনা চাটুতি, মুখটী, বাঁড়ুরী ও গাঙ্গুলি, উপাধ্যায়-সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যথা চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়।

ঘোষাল, কুন্দ, পূতিতুণ্ড ও কাঞ্জিলালি, ইহাঁদিগের মধ্যে ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য ও মিশ্র উপাধি শ্রবণ করা যায়।

বারেন্দ্রদিগের মধ্যেও ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য ও মিশ্র* উপাধি আছে; উপাধ্যায় সংজ্ঞাও দেখা যায়।

স্বায়ম্ভুব মনুর সময় হইতেই উৎকৃষ্টজাতীয় সদ্‌গুণসম্পন্ন বরে অথবা সমানজাতীয় গুণসম্পন্ন বরে কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা দেখা যায়। তৎকালে এরূপ ব্যবহার ছিল, উৎকৃষ্টজাতীয় সদ্‌গুণশালী বর পাইলেই কন্যা সম্প্রদান করা হইত, কন্যার বয়ঃক্রমের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। সদ্‌গুণশালী বরের

* পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে জানন্ মিশ্র উদাহৃতঃ। দিঃ

অপ্রাপ্তি স্থলে নির্গুণ বরে কদাচ কন্যাদানের ব্যবস্থা দেখা যায় না।*

এক্ষণে এ সকল ব্যবস্থা-অনুসারে কার্য্য হয় না। কুলীন-পুত্রই কুলীন। মেলবন্ধনের পূর্ব্বে এইরূপ এক একটী নির্দ্দিষ্ট উপাধি কুলগত ছিল না। তৎকালের উপাধিগুলি এক-ব্যক্তিনিষ্ঠ ছিল। যথা—মুখটী বংশে গঙ্গানন্দ—ভট্টাচার্য্য। কাঁচনার মুখটী—অর্জ্জুন মিশ্র। ঐ কুলে গঙ্গানন্দ ভ্রাতৃপুত্র শিবের উপাধি আচার্য্য। ঐ কুলে যোগেশ্বরাদি—পণ্ডিত, তৎপিতা—হরি মিশ্র। বন্দ্যকুলে ধ্রুবানন্দ—মিশ্র, রামেশ্বর প্রভৃতি—চক্র-বর্ত্তী। মুখকুলের প্রথম কুলীন উৎসাহ, পৈতৃক উপাধি উপা-ধ্যায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তাঁহাকেই আদি কারণ ধরিয়া সকল কুলের আদান প্রদানের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ হয়।

দেবীবর যে সময়ে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন, তৎকালেও গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ও যোগেশ্বর পণ্ডিত মুখোপাধ্যায়কে কারণ-রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে মুখটীরা প্রকৃতি; অন্য বংশগুলি পাল্টী, সুতরাং গঙ্গানন্দাদির পূর্ব্ব পুরুষের উপাধি উপাধ্যায়রূপ প্রকৃতিতে বন্দ্য, চট্ট ও গাঙ্গুলি প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁদিগের সকলেরই উপাধি উপাধ্যায় হয়। সেই হেতুবশতঃ মুখটী,

* উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্যথাবিধি॥ দক্ষ।

সদৃশায় সমানজাতীয়ায়, কালাৎ প্রাগপি।
কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ মনু। ৯ অ। ৮৮।

বন্দ্য, গাঙ্গুলী ও চাটুতি, এই চারি বংশ উপাধ্যায়-সংজ্ঞা যোগপূর্ব্বক নিজ নিজ কুলমর্য্যাদার কীর্ত্তন করেন। যথা, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায়।

অধুনা এই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া নবদ্বীপাধিপতিগণ আপনাদিগের বংশাবলী রায় উপাধি নিজ দৌহিত্র-কুলেও সংক্রান্ত করেন। তদবধি নবদ্বীপাধিপতির বংশের দৌহিত্র-গণ আপনাদিগের উপাধির পূর্ব্বে বা পরে রায় সংজ্ঞা * কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত উপাধিগুলি নির্গুণ ব্যক্তি-দিগের পক্ষেই বিশেষ শোভা পাইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সার্ব্বভৌম, তর্কালঙ্কার, চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত, ঠাকুর প্রভৃতি উপাধি দ্বারা আপনাদিগের পরিচয় দিতেন। যথা সুসেন, দুর্গাবর, যোগেশ্বর, কামদেব প্রভৃতি 'পণ্ডিত' নামে খ্যাত। মধুসূদন 'তর্কালঙ্কার' নামে খ্যাত। বিষ্ণু প্রভৃতি 'ঠাকুর' নামে খ্যাত। চট্টবংশে উদয় 'কুলবর', চন্দ্রশেখর 'বিদ্যালঙ্কার', লক্ষ্মীনারায়ণ 'সার্ব্বভৌম', রামভদ্র 'ন্যায়ালঙ্কার' ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ উপাধিতে খ্যাত। অন্যান্য বংশেও এইরূপ।

ফুলিয়া মেল।

মুখবংশই বন্দ্যাদির প্রকৃতি, সুতরাং তাহাই অগ্রে লেখা গেল। মনোহর শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২২শ পুরুষ (২২৮ পৃষ্ঠ

---

* রৈ শব্দ স্থানে রায় আদেশ হয়; রৈ শব্দে ঐশ্বর্য্য বুঝায়। ঋগ্বেদ ও মুগ্ধবোধ দেখ।

দেখ)। মনোহরের পিতার নাম লক্ষ্মীধর। মনোহরের বংশাবলী যথা—
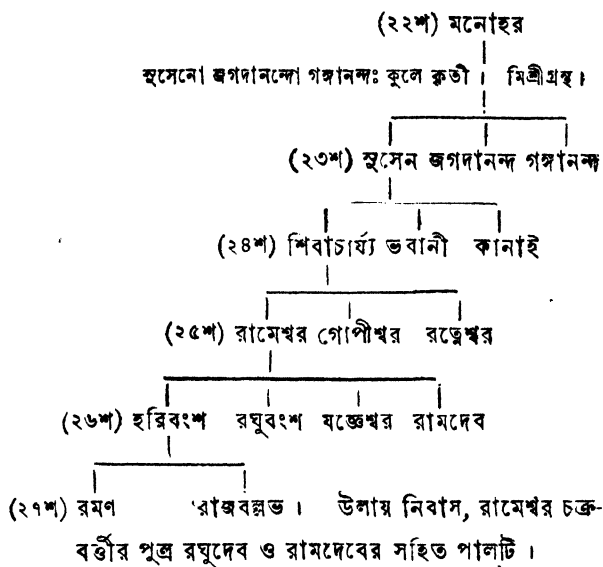
(২৪শ) কানাই—ইহাঁকে ছোট্‌ঠাকুরও বলে। ইনি ঐ নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।* অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইহাঁর পালটি প্রকৃতি ভাব। হুগলী জিলার হরিপালে ইহাঁর বংশ আছে। রজনীকরী থাক।

(২৫শ) গোপীশ্বর ও রত্নেশ্বরের বংশাবলী রাঢ়দেশে বিরাজ করিতেছেন।

---

* কানাই ছোট্‌ ঠাকুর নাম সবে বলে।
অবসথী গঙ্গানন্দ যাঁর চরণ-তলে॥ মেলমালা।

ফুলের মুখুটী (২৩শ) গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য, ইনি মনোহরের পুত্র।

(২৪শ) রামাচার্য্য, ইঁহার ছয় পুত্র।

(২৫শ) রাঘবেন্দ্র কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বর গোপাল গোপীনাথ পার্ব্বতী

(২৬শ) যাদবেন্দ্র নীলকণ্ঠ প্রভৃতি। নীলকণ্ঠের সাত পুত্র।

(২৭শ) রঘু গঙ্গাধর শ্রীধর শিশু রতি রামেশ্বর রাধাকান্ত

ইহাঁরা সকলেই সমানরূপে মান্য ও ঠাকুর নামে খ্যাত।

(২৫শ) গোপীনাথের চর দোষ। পার্ব্বতীনাথের বীরভদ্রী দোষ।

(২৬শ) রাঘবেন্দ্রের পুত্র যাদবেন্দ্র সন্তানগণ কেশরকুনী-ভাবপ্রাপ্ত, পরে ভঙ্গ। নদীয়া জিলার উলায় ও মুর্শিদাবাদ জিলার গোঘাটা পাটিকাবাড়ীতে নিবাস।

(২৩শ) গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ফুলিয়ার সার।
যাঁহা হইতে মেলকুল হইল উদ্ধার॥

লভ্যো বন্দ্যাবতংসঃ কুশলমতিরভূৎ ভ্রাতৃযোগে হিরণ্য-
স্তুল্যোঽয়ং পূর্ব্বদৃষ্ট্যা উদয়কুলবরোঽপ্যার্ত্তিগাং নীলকণ্ঠঃ।
গঙ্গাদাসঃ সুচট্টঃ পিতৃকুলসদৃশো যস্য ভদ্রোচিতা শ্রী-
র্গঙ্গানন্দঃ সুধীরো মুখকুলজলধেঃ পূর্ণচন্দ্রস্য ভাতিঃ॥ মিশ্রী।

(২৫শ) গোপীনাথে লাগে ধন্ধ শোঁধা সৈকার পাকে।
গোপীনাথ করণে ধন্ধ শ্রীনাথেতে ডাকে॥
এই সে কারণে ধন্দ গঙ্গানন্দে পায়।
আদ্যরসে আর্ত্তিরসে নীলকণ্ঠে যায়॥

২৫। রাঘবেন্দ্র, কাশী, বিশু, কুলে কল্পতরু।
চরে গেল গোপীনাথ, বীরে গেল পারু॥ মেলমালা।

(২৪শ) রামাচার্য্য, তৎপুত্র (২৫শ) কাশীশ্বর, তৎপুত্র (২৬শ) রমানাথ, তৎপুত্র (২৭শ) মধুসূদন তর্কালঙ্কার। ইনি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রতি বিষ্ণুদিগের সহিত সমান পর্য্যায়ের লোক।

রামাচার্য্যের চতুর্থ পুত্র গোপালের পুত্র (২৬শ) মহেশ পঞ্চানন। গোপালের অন্য পুত্র (২৬শ) মুরহর তর্কবাগীশ। উভয়েই রতি বিষ্ণুর পিতৃব্য পর্য্যায়ের লোক।

রামাচার্য্যের পুত্র (২৪শ) বিশ্বেশ্বর, তৎপুত্র (২৬শ) লক্ষ্মীনাথ, তৎপুত্র (২৭শ) রামগোবিন্দ, তদীয় পুত্র (২৮শ) বলরাম ঠাকুর। ইনি রতি বিষ্ণুর ভ্রাতৃপুত্র পরিচয়ের লোক।

(২৭শ) ফুলের রাজা মধুসূদন, গঙ্গাধর পাছ।
রতি, বিষ্ণু সমভাব, আর সব কাছ॥
বিষ্ণুদ্বয়, বলরাম, উলায় রমণ।
বাঘাওায় রঘু, বিশু, সম ছয় জন॥
দোসর সোসর নাই, মুরহর একা।
কি জানি কাহার সঙ্গে কবে হয় দেখা॥
অষ্ট দলে অষ্টজন-মধ্যে বলরাম।
গোপীনাথ সহ নৃত্য করে অবিরাম॥ মেলমালা।

(২৬শ) কি কব যাদুর কুল, তিতে কল্লে আধা-মূল,
শ্রীধর সমান ছিল ডাক।
বিধি কুলে হৈল বাম, নৈলে কেন জয়রাম,
এখন কুলের এক থাক॥

তিল তুলসী কুশমোড়া, খেয়ে রামেশ্বরের ছড়া,
কুলের কুশুড়ী ভেঙ্গে গেল।
পঞ্চানন মুলো কয়, তেজীয়ান্ ন দোষায়,
উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পলো ॥
(২৬শ) নীলের তনয় সাত, পুরোজাত রঘু।
শ্রীধর, গঙ্গাধর, বিষ্ণু নয় লঘু ॥
রতিকান্ত, রাধাকান্ত, আর রামেশ্বর (২৭শ)।
যাহা নিয়ে কুল গাই ফুলের ভিতর ॥ মেলমালা।

মেলবন্ধনের কৌলীন্য।

মনোহরে তিন পুত্র কুলে মনোহর।
সুসেন জগদানন্দ গঙ্গানন্দবর ॥
সুসেনের তিন—শিব, ভবানী, কানাই।
জগদার বংশ প্রায় স্বভাবেতে নাই ॥
গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য কুলীনের সার।
যাঁহা হইতে মেলকুল হইল উদ্ধার ॥
নীলকণ্ঠ পুত্রাত্মজ গঙ্গাতুল্য কুলে।
আর্ত্তি, ক্ষেম্য সমান, তাহাতে সব মিলে ॥
গঙ্গার বংশের কথা অতি মনোহর।
শিবাচার্য্য-দৃষ্টি তাতে আছে যে বিস্তর ॥
নীলকণ্ঠ বহুবংশ ফুলিয়া ভিতরে।
কিছু কিছু তার আছে অংশ দূরান্তরে ॥
ইহার লিখন তাহে নাহি প্রয়োজন।
মিশ্রগ্রন্থে আছে তার বিস্তার-কথন ॥

যাহাদের বহু অংশ বাস করে যথা।
কুলীন-সমাজে সেই নাম হয় তথা॥
উলায় আছে যে কিছু শিবাচার্য্য-বংশ।
ঐ বংশ বহু স্থানে হইয়াছে অংশ॥
প্রায়শঃ জাহ্নবী-তটে যত আছে গ্রাম।
নবদ্বীপ আশ পাশ চতুঃপার্শ্বে ধাম॥
ইহাদের বহু পাল্‌টি বল্লালের দেশে (বিক্রমপুরাঞ্চলে)।
যশোহর লইয়া স্থান জানিহ বিশেষে॥
ভবানীর বংশ শুনি হরিপালে হয়।
কানায়ের বংশ প্রায় জানহ উলায়॥
হরিপালে কানায়ের পাল্‌টি-দল বৈসে।
সব মনোহর অংশ, এইমত ভাষে॥
খড়দহে এইরূপে বাস পরিণয়।
বিশেষ কিঞ্চিদ্‌বংশ খাসবাড়ী রয়॥
সর্ব্বানন্দী সর্ব্বত্র প্রায় ব্যাপিয়া রয়।
খড়দহ সহ বহু মিশ্রিত যে হয়॥
তাহাদেরো বাস হয় ঐমত স্থান।
বল্লভীর বংশ কিছু শান্তিপুরে ধাম॥
সুরাই মেলের লোক সর্ব্বদেশে রয়।
শ্রীকর চট্টের সহ বহু পরিণয়॥
দক্ষিণ রাঢ়েতে হয় ঐ সব বংশ।
থানাকুলে আছে তার কিছু কুল-অংশ॥
নদীয়া-সমাজ-মধ্যে মহেশপুর গ্রাম।
তাহাতেও আছে বহু সুরায়ের ধাম॥

সুরায়ের ধাম গুড় তথায় বসতি।
শিমলাল বংশ হেতু কুলীনের গতি ॥ কুলচন্দ্রিকা।

কি কব আনায়ের কুল, কাশীনাথ সমতুল,
রমানাথ পাছে পাছে ধায়।
আছিল বাপের পুণ্য, কুলে হল অগ্রগণ্য,
রামাচার্য্য করিয়া সহায় ॥

নাঁদার বাঁড়ুরীর মেয়ে বল্লভের বিয়ে।
দুর্গাবর পণ্ডিতে নাঁদা তারে বর দিয়ে ॥
হিরণ্য-কারণে নাঁদা গঙ্গানন্দে যায়।
নীলকণ্ঠে আর্ত্তি করি ধন্দ-দোষে পায় ॥
কাঁটাদিয়া শ্রীনাথ বন্দ্য ক্ষেম্য তার পরে।
মুলুকজুড়ি ভ্রাতৃবৃত্তি শিবাচার্য্য-বরে ॥
এই সব দোষে কুলে গঙ্গানন্দে ঘোষে।
শ্রীনাথ হইল পাল্টি সমাজগত দোষে ॥

আসীদ্রামেশ্বরাখ্যঃ ফুলকুলতিলকো নির্ম্মলো রাঢ়বঙ্গে
সদ্বৃত্তৈঃ সদ্বিচারৈঃ সমকুলসদৃশো নাস্তি কশ্চিৎ কুলীনঃ।
শ্রীগোপীনাথনাম্না অজকফুলবরৈস্তুল্যগোবিন্দমুখ্যৈ-
র্বিশ্রামে লব্ধকীর্ত্তিঃ ফুলদলবিজয়ী সাগরে সেতুবন্ধঃ

মনোহর পঞ্চম মধ্যে বিষ্ণু বলরাম।
শ্রীধর গঙ্গাধর কুলে অনুপাম ॥
কাশীর বংশেতে মধু পরম পণ্ডিত।
কুশময়ী কন্যা করে কুশে কৈল স্থিত ॥
রমাই, রাজবল্লভ দুই হরিবংশ-সুত।
ঐ সব ব্যক্তি হয় কুলে দলযুত ॥

রঘু, রামেশ্বর, রাধে নীলের তনয়।
উচ্চ পরিচয়, কিন্তু কুলে কিছু নয়॥
গোপীশ্বর, রত্নেশ্বর, ঠাকুর নাম যার।
যজ্ঞেশ্বর, রামদেব, সম ব্যবহার॥
গোপীনাথ বংশে হয় শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর।
কানাই যে ছোট পুত্র সেই ছোট্‌ঠাকুর॥
এই সব ঠাকুর-সন্তানে নাম গাই।
ইহার পাল্‌টি প্রায় এ দেশেতে নাই (রাঢ়দেশে)॥
রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর, রাঘব, রমাকান্ত।
গাঙ্গবংশ, চট্টবংশ হয় যে নিতান্ত॥
বহু অংশ বাস করে বল্লালের দেশে (বিক্রমপুরাঞ্চলে)।
বন্দ্যাদির প্রিয় বংশ জানহ বিশেষে॥
হিরণ্য-সন্তান সব গয়ঘড় অংশ।
আর যত আছে সেও ভগীরথ-বংশ॥
সে সব পুরুষ হইতে নবম, দশম।
বর্ত্তমানে চলে বংশ কুলের নিয়ম॥
অধিক বলিতে গেলে পুথি বেড়ে যায়।
ইচ্ছা থাকে দেখ গিয়ে মিশ্র-গ্রন্থ তায়॥

কুলের পরিচয়।

দেবীবর যবে কুলে খাটাইল পাল্‌টি।
প্রকৃতি হইল ভারি, নাও পড়ে উল্‌টি॥
অনিষ্ঠার ট্যাঁকে গিয়ে কেটে যায় গুণ্‌টি
স্বজনায় ঠেক খায়, ভেঙ্গে যায় হুমুটি॥

আনায়ের নায়ে দেয় ফুলিয়ার হাইলটি।
আছিল বাপের পুণ্য, শুধে গেল চাইলটি॥
ফুলিয়া, খড়দহ, আর বল্লভীর মুড়াটি।
রাঙ্গা ছিল, তাই জাগে সর্ব্বানন্দে গুঁড়াটি॥
চাঁদাই, মাধাই, বীজ, তিন বন্দ্যঘটীটি।
ডুবু ডুবু করে তার তিনে তিন তরিটি॥
সুরানন্দ, শক্তানন্দ, শুভরাজখানীটি।
দেখিতে দেখিতে ডুবে আচম্বিতা, ছায়াটি॥
শ্রিয়া সহ রঙ্গ, আর বর্দ্ধিনীর কায়াটি।
দৃষ্ট নাহি হয় পারি, দেহাটার দেহটি॥
মালাধর, বিদ্যাধর ধরাধর, ধরাটি।
ঘোষ, বালী, চন্দ্রপতি, বাইমেল, সুঙোটি॥
ভৈরবের রব নাই, রাঘবের চটীটি।
গোপালের চলে পাছে, আছে বলে পটীটি॥
হরি মজুমদার ছিল সুসেনের নাতিটি।
দেখিতে দেখিতে তার ভেসে গেল গাঁতিটি॥
বাঙ্গাল আচার্য্য আর প্রমোদের পটীটি।
তির্য্যগ্‌গমনা হলো পণ্ডিতের গতিটি॥
কাকুৎস্থ কোথায় গেল দশরথঘটীটি।
ভাসিতে ভাসিতে কুলে ভেসে গেল চটীটি॥
দ্বিতীয় লক্ষ্মণ যবে হলায়ুধে পায়।
লক্ষ্মণে লক্ষণা-ভেদে লক্ষণ মিশায়॥
অগ্রে হইল কার্য্য, পরে শাস্ত্রটী ফুটিল।
গোবর্দ্ধন, হলায়ুধ পশ্চাতে মিশিল॥

গোবর্দ্ধন, বহুরূপ আদি সঙ্গী হয়।
সঙ্গীর সঙ্গেতে হল উচ্চ দলে যায়॥
উচ্চ দলে গিয়ে হল আকর্ষণ করে।
হলেতে কর্ষিয়া আনে নিজ অধিকারে॥
এই হেতু লিখিলাম দ্বিতীয় লক্ষণ।
লক্ষণে লক্ষণ-ভেদ বুঝ বিচক্ষণ॥

বীরভদ্রী বর্ণন এবং সপর্য্যায় দোষাক্ষেপ বিচার।

চৈতন্যক-ভাগবতে শ্রীঅনন্তধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ রাম॥
অবধৌত, নাহি ছিল জাতির কথাটী।
হরিবোল, দেয় কোল, এই পরিপাটী॥
মহাপুরুষের কার্য্য দোষ বলা নয়।
ইহা বলি কুলাচার্য্য কুলে রাখি দেয়॥ কুলচন্দ্রিকা।

যথা স্মৃতৌ—

কৃতানি যানি কর্ম্মাণি দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা।
নাচরেত্তানি ধর্ম্মাত্মা শ্রুত্বা চাপি ন কুৎসয়েৎ॥

মনোবংশ অবতংস মাধব পণ্ডিত।
দুহিতা গঙ্গারে বরি করিলেক হিত॥
গঙ্গা সে দেখায় পথ পার্ব্বতীর তরে।
সেই সে বিবাহ করে বীরের সুতারে॥
পার্ব্বতী রামের সুত, রাম সুত কার।
গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ফুলিয়ার সার॥

ফুলের মুলেতে ভাল পর্য্যা পাল্টি আঁটা।
লক্ষ্মীর অঙ্গেতে লাগে পার্ব্বতীর ছটা॥
হরিবরে লক্ষ্মীনাথ বীরভদ্রে যায়।
রাঢ় বঙ্গে এই কথা কুলাচার্য্যে গায়॥
কিন্তু লক্ষ্মীসুত-সুত বন্দ্য রামদাস।
পিতৃবরে পার্ব্বতীর পুরাইল আশ॥
প্রকৃতি তনয়া হলে পাল্টির তনয়।
সম পর্য্যা হলে পরে পাত্রত্ব পায়॥
কোন কোন কুলাচার্য্য আক্ষেপ মানে না।
হরিতে লাগায় ছায়া, লক্ষ্মীতে বলে না॥
লক্ষ্মীনাথ লভ্য বন্দ্য আনাই-তনয়।
পর্য্যা-সম্বন্ধেতে লোহা-চুম্বকেতে ধায়॥
নিতাই-তনয় বীরভদ্র নাম তাঁর।
স্বনামে হইল তাঁর ভাবের সঞ্চার॥
সিন্দুরামল্লক গাঁই আছিল নিতাই।
অবধোত-কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঁই॥
বংশ গাঁই হলে করি কুল অপচয়।
উদাসীন হলে কভু জাতি নাহি রয়॥
উভয় বর্জ্জনে বীর শঙ্কেত হইল।
কুলাচার্য্য বটব্যাল রটনা করিল॥ কুলকল্পতরু।

* কশ্চিৎ বড়ালঃ, কশ্চিৎ সিন্দূরামল্ল-বন্দ্যাঃ,
ইতি দ্বিধাতো বীরভদ্রী শঙ্কেতঃ।

শত শত লোক ক্রমে বীরভদ্রী পায়।
বীরে পারু বীর-রসে নিকষ বোলায়॥

বীর-রসে ধীর-রস করিল আশ্রয়।
নিষ্ঠাবৃত্তি মধ্যে দেখি রসাভাস হয়॥
দ্বিজরাজ চক্রবর্ত্তী কারিকা ভাষায়।
কুলার্ণবেতে নব ভাবের উদয়॥ কুলচন্দ্রিকা।

বীরচন্দ্রসুত—গোপীজনবল্লভ,রামচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণাদি যত।
বাস রাঢ়ে নোতা, বীরচন্দ্রপুর, এবং খড়দহে কত॥

বর্ত্তমান কালে দ্বাদশ ত্রয়োদশ পুরুষের মধ্যেই বংশ চলিতেছে। ধ্রুবানন্দাদি কুলজ্ঞগণ আক্ষেপ-বিষয়ে যাহা কহেন, তাহা এই—

কার্য্যারম্ভস্য প্রাক্‌ক্ষণানবচ্ছেদে কার্য্যসামানাধিকরণাভাবা-প্রতিযোগিত্বম্ আক্ষেপস্য কারণত্বম্।

এই কারণে পিতা ভাবান্তরীয় পুত্রের বিবাহকার্য্য সামানাধিকরণে বৃদ্ধাদি-শ্রাদ্ধ এবং বিবাহসভায় প্রবেশ করিবেন না; করিলে সেই কার্য্যের কারণ-কূট-সমূহের এক কারণীভূত হইয়া আক্ষেপ নামক দোষ পাইয়া থাকেন।

বীরভদ্রের পিতা নিত্যানন্দের সন্ন্যাস গ্রহণ হেতু জাতি ছিল না। সুতরাং তিনি নীচজাতীয়া কন্যা বিবাহ করেন এবং অনাচরণীয় শূদ্রের অন্ন পর্য্যন্ত খাইতেন। উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণবণিক্ ইহাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। উদ্ধারণ হইতেই নিত্যানন্দপরিবার-মধ্যে স্বর্ণবণিক্ শিষ্য চলিতেছে।

সুবর্ণ বণিক্ ছিল দত্ত উদ্ধারণ*।
সর্ব্বভাবে নিতায়ের সেবিল চরণ॥ (১৮০ পৃ. দেখ।)
চৈতন্যচরিতামৃত, আদিখণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।

---

* ইনি ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রামে ১৪০৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন।

কাটোয়াঁর উত্তর উদ্ধারণপুর নামক স্থানে ৺গঙ্গাতীরে উক্ত দত্তের একটী বাঁধা প্রাচীন ঘাট ছিল এবং শ্রীবিগ্রহ-সেবা আছে। শুনা যায় ঘাটটী মৃত্তিকায় মগ্ন হইয়াছে।

গাঙ্গ বা গাঙ্গুলি বংশ।

আমাটে বসতি, গাঙ্গ-কুলপতি,
শিশু তাহার তনয়।
হলধর পরে, হয় গদাধরে,
আয়ুধ মহাশয়॥
বিনায়ক-বরে, শিব নাম ধরে,
পুরুষ উত্তম-মতি।
ভৈরব শ্রীধরে, নীলকণ্ঠ অপরে,
পরে জাত শ্রীপতি।
রামনাথ রাঘব-জাত, রামচন্দ্র মহামত,
হরিরাম নাম, বাস বেগে গ্রাম,
পরে বলিব সন্ততি॥

শ্রীপাদসমুদ্রনামক বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহাঁর বিষয় বিশেষ বর্ণিত আছে। যথা-
শ্রীকর-নন্দন, দত্ত উদ্ধারণ, ভদ্রাবতী-গর্ভ-জাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতায়ের দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিত॥
রত্নের বাণিজ্য, স্বজাতীয় কার্য্য, মলপ্রায় ত্যাজ্য করি।
পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে, হইলা বিবেকাচারী॥
নীলাচল-পুরে, প্রভু মিলিবারে, সদা ইতি উতি ধায়।
আশা-ঝুলি লয়ে, ভিখারী হইয়ে, প্রসাদ মাগিয়া খায়॥

সাবর্ণি-গোত্রে বেদগর্ভ-বংশ।

(১) বেদগর্ভ, (২) বীরব্রত কুলপতি, (৩) শোভন, (৪) শৌরি, (৫) পীতাম্বর, (৬) দামোদর, (৭) কুলপতি, (৮) শিশু, (৯) আয়ু, (১০) হল, (১১) গদাধর, (১২) আয়ু, (১৩) নিহ্নো বা বল, (১৪) শিব, (১৫) পুরাই বা পরমেশ্বর, (১৬) ভৈরব। ভৈরবের তিন সন্তান—শ্রীধর, বিশ্বম্ভর ও রাঘব (ইনি সর্ব্বানন্দী মেলের পাল্‌টি)। রাঘবের ছয় পুত্র—কাশীনাথ, গৌরী, রঘুনাথ, লক্ষ্মীনাথ, যদু ও দৈবকীনাথ। (১৭) শ্রীধরের পুত্র (১৮) নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলি * খড়দহ মেলের প্রথম কুলীন। নীলকণ্ঠ-পুত্র (১৯) শ্রীপতি, ইহাঁর পুত্রদ্বয়ের নাম রামনাথ ও জানকীনাথ। (২০) জানকীনাথের সহিত ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদির পাল্‌টি-প্রকৃতি-সম্বন্ধ। রামনাথের পুত্রের নাম রাঘব। (২১) রাঘব হইতে বেগের বটব্যাল বা বড়াল-সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ। ইহাঁর পুত্র-চতুষ্টয় হইতে বেগের গাঙ্গুলি-সংজ্ঞা হয়। রাঘবের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাটের গাঙ্গুলি বলিয়া খ্যাত। বেগের গাঙ্গুলি-চতুষ্টয়ের নাম যথা—(২২) রামচন্দ্র, রঘুনাথ, শ্রীকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ। রামচন্দ্র-সুত রামনারায়ণ ও হরিরাম। (২৩) হরিরাম-সুত আত্মারাম, রত্নেশ্বর, রামজীবন, রঘুদেব, সন্তোষ, বিনোদ ও রমাকান্ত। (২৪) আত্মারাম-সুত রাজারাম, সন্তোষ, সৃষ্টিধর, আনন্দিরাম, উদয়রাম, বিনোদরাম, নন্দদুলাল ও বৈদ্যনাথ। রমাকান্ত-সুত (২৫) সুধারাম, উদয়চাঁদ, রূপরাম ও সীতারাম। (২২) শ্রীকৃষ্ণ ফুলিয়া দলে পাল্‌টি-প্রকৃতি-সম্বন্ধে সংযুক্ত হয়েন।

---

* (১৯) নীলকণ্ঠের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সন্তান হইতে আমাটের গাঙ্গুলি শিবের সন্তান প্রসিদ্ধ; অর্থাৎ সকলেই বংশজ।

আত্মারামের অনন্তরাম, রমাকান্তের উদয়।
গরঘড়ে হিরণ্য বন্দ্য, উদয় কুলবর, চৈতন্যে আনাই ॥

অবসথী কি, তাহার বর্ণন।

আর্ত্তি কুল হলে পরে শিরোভূষা হয়।
ক্ষেম্য কুল পাদভূষা কুলাচার্য্যে কয় ॥
গাহীর বংশেতে দেখি নিয়ত আর্ত্তিত্ব।
স্পর্শমণি-স্পর্শে যথা লৌহের স্বর্ণত্ব ॥
সর্ব্বেশ্বর হয় সে যে গাহীর সন্তান।
অবসথ যজ্ঞ করি কুলে মহামান ॥
একে ত সাগ্নিক দ্বিজ, তাহে কুলে আর্ত্তি।
আহিত-বংশেতে যার ক্ষেম্য পরিবৃত্তি ॥
বহুরূপ তুল্য যবে করিল লক্ষ্মণ।
তদবধি পর্য্যায়-সম হন বিচক্ষণ ॥
গাহী-পিতা হন সেই চট্ট বহুরূপ।
সর্ব্ব পিতামহকুলে তাঁহারই স্বরূপ ॥
যদবধি কুলাচার্য্য কুলেরে লিখিবে।
সর্ব্বকুলে আর্ত্তি গাহী-বংশটী পাইবে ॥
কিন্তু মধু গঙ্গানন্দ সকলের সার।
খঁড়দা ফুলিয়া মেলে যুথ বদ্ধ যার ॥

কুলচন্দ্রিকা।

বর্ণব্রাহ্মণ-প্রকরণ।

কিছু পর দেবীবর করিয়া মনন।
পশ্চিম রাঢ়েতে গতি করিল তখন॥
পথিমধ্যে দেখে কিছু উপবীতধারী।
লাঙ্গল চালায় তারা হয়ে কৃষিকারী॥
ঘটক পুছিল নাম, কি বা গাঞি ধর।
আহিতাদি ঊনবিংশ করিল উচ্চার॥
দেবী বলে আমি হই বাঙ্গাল-কুলাচার্য্য।
কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি বিবাহের কার্য্য॥
তাহাতে কহিল মাত্র সগোত্র ছাড়িয়া।
বিবাহ ব্যবহার হয় ব্রাহ্মণ দেখিয়া॥
এই কথা দেবীবর শুনিল যখন।
একেবারে করে সেই দেশ বিবর্জ্জন॥
তাহারা হইল শেষে দেবীবর-ছাঁটা।
যেমন দেবতা হন বিরূপাক্ষ ফাটা॥
তাহাদেরি কিয়দংশ হইল দেবল।
বেতনেতে দেবপূজা করয়ে কেবল॥
অপরাংশ মধ্যে তার হইল বড় গোল।
মানের ক্ষুণ্ণতা দেখি ফিরাইল ভোল॥
কিছু কিছু হইল তার বর্ণ-পুরোহিত।
কিয়দংশ অগ্রদানে হইল পতিত॥
কিছু তার অংশ মধ্যে ভাটে মিশাইল।
এইমত সূত্রক্রমে বঙ্গে আগে গেল॥

আদিবংশ-পরিচয়ে চেনা কিছু ভার।
বংশ-ব্যবসায় দেখে করহ বিচার।
দেবীবর-কৃত এই মহাকার্য্য হৈল।
গুণময় পদার্থের বিচার করিল॥

ইতি হরিমিশ্রকৃত বর্ণব্রাহ্মণাদ্যধ্যায়।

সাময়িক কুল।

সাময়িক কুলে করি ভাবের প্রসঙ্গ।
কিমতে কুলীনগণ কুলে করে সঙ্গ॥
ঘণ্টা, ডিঙ্গী, চোৎখণ্ডী, মুণ্ডে দেয় কর।
কুলোভেতে হয় লোভী, কুলেতে তৎপর।
কেহ বা ধরিছে হড়, কুলের তরঙ্গে।
কেহ বা দীঘাড়ী-খালে পড়িছে কুসঙ্গে॥
মহিন্তায় যায় কেহ, পিপ্পলী-আলয়।
বিপর্য্যায়-ভ্রমে কেহ রাইগাঁয় যায়॥
ক্রমশ করয়ে গতি যার যথা মন।
অনেকে লইল গুড়ি-শরণি-শরণ॥
গড়েতে গড়ায় কেহ, বিষম শয্যায়।
রজনীর বাড়ি কেহ রজনী পোহায়॥
নরেন্দ্র-ভবনে কেহ উঠিয়া পড়িছে।
ভবানন্দ-ভবনেতে বিভাব লভিছে॥
কুলমধ্যে যদি করি ভবের প্রসঙ্গ।
তাহাতে অনেক চাঁদবল্লভের সঙ্গ॥

ভবের তনয় রাজা রাঘবের খুড়া।
যাদবেরে* কন্যা দিলা প্রকৃতির চূড়া॥
তদবধি ফুলে মেল কেশরে ঘেরিল।
নবদ্বীপ অঞ্চলেতে কেশর ভাসিল॥
কেশরেতে যদি চাঁদবল্লভীতে যাই।
দানাদান অভ্যাবৃত্তি অকুলান নাই॥
যদ্যপিহ চন্দ্রলোকে দেখি আবর্জ্জনা।
তথাপি লইতে জ্যোতি তারা তা মানে না॥
গাঙ্গ, চট্ট, বন্দ্য, মুখ, কুলের কলন।
ঐ থাকে দেখা যায় কেশর চলন॥
কিন্তু বুধ এই কথা করিল প্রচার।
ফুলেতে কেশর ভাল থাকের আকার॥
ফুল-মধ্যে দেখা যায় দো-থাকি কেশর।
শুদ্ধ ফুলে এক থাক, অপরে অপর॥
শুদ্ধ ফুলে উহা পেলে কেশরের ডাক।
তাহা ভিন্ন হয় চাঁদবল্লভীর থাক॥
এই হেতু চাঁদে দেখি কেশরী মার্জ্জনা।
চাঁদে প্রবেশিতে কভু মৃগেন্দ্র ডরে না॥

পারিতে নারীর লাভ বোলায় কুলীন।
পর্য্যায়ে শুধিতে নারি বাইশে মলিন॥৬

---

* যাদব (যাদবেন্দ্র ঠাকুর) হইতেই কেশরের দীপ্তি; যথা—যাদোঃ কেশরকাশন ইত্যাদি কারিকা। ধ্রুবানন্দাদি।

দুরাশা-সময়ে সাতশতী করে গতি।
পঞ্চ-গোত্র-ভিন্ন তারা, পূর্ব্বের বসতি॥
ফুলে-কুলে এক থাক অবসথী পাই।
ত্রিদোষে নিকষ থাকে খড়দহে গাই॥

তার পর কুলাকাশে নবগ্রহ লই।
খড়দহে বিশো-কুলে দল করি কই॥
চাঁচকুণ্ডা, পঞ্চসার, ওলান, বাজপুর।
শালে যে নগর দেখি সন্দেহ প্রচুর॥
চুঁচড়া, চাণক, বালী, আর বাগঝাঁপা।
নবগ্রহ রাশি এই, কুলে নাই ছাপা॥
কিবা সু—ভ, কিবা কু—ভ, না হয় নিশ্চয়।
কুলাচার্য্য মোটে মাটে নবগ্রহ কয়॥
খড়দহে নবগ্রহ বলি যেই দল।
সাময়িক কুলে তাহা অতি যে প্রবল॥

শাস্ত্রমধ্যে আছে পূর্ব্বাপরের বিচার।
পূর্ব্বেতে যে ভাব ছিল, পরে নাহি আর॥
এক কুলে নানা মূর্ত্তি ধরিবারে পারে।
উদ্যম বিশ্রামে যদি সমতা না চরে॥
অতএব পদে পদে কুল দেখা চাই।
তার পিতা কোথা ছিল, তারে কোথা পাই॥
যার নামে বংশ চলে সে নাম হইতে।
প্রত্যেক পুরুষে দেখ কুল বিধিমতে॥

তবে তো তাহার হবে কুলের প্রচার।
নতুবা কুলের বলে চলা বহু ভার॥
কুলাচার্য্য পূজ্যপাদ করে যার স্তব।
বল্লাল-বিষয়ে ন্যূন বিশুদ্ধ-বৈভব॥
ঊর্দ্ধগামী হয় যারা সুমেরু পর্ব্বতে।
স্থানগুণে মান পায় পর্য্যা-শুদ্ধি-মতে॥
প্রধান বংশেতে যত ভঙ্গ-কুল হয়।
পর্য্যানিষ্ট-সাধিকার মানে খর্ব্ব নয়॥
দেবমূর্ত্তিমতে কুলপ্রতিমা-বর্ণন।
আপাদ-মস্তক, আর শেষ বিসর্জ্জন॥
কুলার্ণবেতে এই ভাসিল চন্দ্রিকা।
দ্বিজরাজ চক্রবর্ত্তী* নামের কারিকা॥

কুলচন্দ্রিকা।

কেশবরাম চক্রবর্ত্তীর কি কব কুলের কথা।
বিধি মতে হলো যার কুলের অবস্থা॥
প্রথমেতে বিয়ে করে গ্রাম রসুলপুর।
সে কন্যা হরে নিল আবদুল রসুল (মিথ্যা প্রবাদ)॥
তার পর এক কন্যা ছিল তার ঘরে।
বিষ্ণুসুত রামদেবে দানাদান করে॥
বিষ্ণুসুত রামদেবের কুলের এই শেষ।
তার পুত্র সীতারাম গেল বঙ্গদেশ॥

---

* কুলবর রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান বং সাগর চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় রচয়িতা।

সীতারাম বিয়ে করে তের দিনের মেয়ে*।
দিবসে আঁধার হলো পথ-পানে চেয়ে॥

ভুলাই মঘের রঙ্গ, চোৎখণ্ডী নিলে সঙ্গ,
নিজস্ত্রী গেল নীচঘর।
খাইয়া অসৎ-ভাত, মাতায় মুছিল হাত,
তাহে শিবরামের বৈঠর॥
হাত ঘুরায়ে মুলো কয়, এ সব কথা সত্য নয়,
তা হলে যবন হতো বামন।
ঐ দেখ ঘ্রাণে পীরালি, লোকে করে ঠেলাঠেলি,
শূদ্রেও না করে গমন॥
অলীক কথা, ছেচাঁ জল, কবে কোথা থাকে প্রবল,
কেশব বিষ্ণু কুলের কমল।
দেব-অংশ প্রশংস্য তারা, লক্ষ্মী সরস্বতীই দারা,
তারা ত্রিসংসারে পূজ্য প্রবল॥

তাড়পাশার মহাশয় নারায়ণদাসী (পান-পানি-দুষ্ট)। গোটপাড়ার মহাশয় কি শ্রোত্রিয়, কোন্ গ্রামবাসী, তাহার ঠিকানা নাই।

চাঁদবল্লভী বর্ণন।

বিশো-কুলে ক্ষণজন্মা বল্লভ আর চাঁদ।
দেখহ নামের ছাঁদ দুই কুলে ফাঁদ॥
বাণী সিকদার সহ বিশ্রামেতে কুল।
তিন ভাই কুলে কৃতী হৃদয়ের মূল॥

হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী'র কন্যা বিবাহ।

চট্ট, গাঙ্গ আদি বংশ তাহাতে পড়িল।
যজ্ঞেশ্বর, রামদেব তাহাতে মজিল ॥
ধনো চট্ট, রামনাথ কুলবৃত্তি হয়।
উদয়ের রামনাথ পরেতে উদয় ॥
বাণীজ সহিত যবে মিলিল ভবানী।
মথুরা-সম্বন্ধে কিছু গন্ধর্ব্ব-কাহিনী ॥
কুলের প্রায়শ্চিত্ত কুল, যদি কুলে চলে।
পাপের প্রায়শ্চিত্ত পুণ্য, শাস্ত্রে ইহা বলে
বল্লভের সুত গৌরী নারায়ণী ভাব।
সহোদর বাণীনাথে তুল্য ধনো-লাভ ॥
নারায়ণ নারায়ণে লাগে যদি ভান।
বৈদ্যনাথী নারায়ণ গন্ধর্ব্বেতে যান ॥
এই যে নারাণ হয় গৌরীকান্ত সুত।
নামের সহিত দাস-শব্দটী সংযুক্ত ॥
চাঁদসুত কাশী আদি হয় পাঁচ জন।
কাশীশ্বর নাম কাশী কুলের ভাজন ॥
কাশীতে বিশ্রাম যবে নারাণ বাঁড়ুরী।
মুরহর একা পড়ি যান গড়াগড়ি ॥
নারায়ণ যবে চলি চাঁদেতে মিশিল।
ফুলিয়ার ফুল-কুল চলিতে লাগিল ॥
রঘুসুত নারায়ণ ফুলিয়ার ঘর।
যাহার আশ্রয়ে ছিল মুখ্য মুরহর ॥
পুত্রসত্ত্বে নারায়ণ কাশীতে চলিল।
রত্নেশ সে সুত-সুত, কেশরে মিশিল ॥

সেই সে সময়ে কুলে এই গেল লেখা।
দোসর সোসর নহে মুরহর একা॥
আনাই-তনয় রঘু, শুন পরিচয়।
রঘুর তনয় গিয়া কাশীতে লুকায়॥
রাঘবেন্দ্র, কাশী, বিশু, গোপাল, গোপীনাথ।
রঘু লক্ষ্মী লৈয়া তারা কুলে হয় সাথ॥
এ হেতু হইল কাশী নীলের সমান।
রাঘবেন্দ্র-সুত নীল ফুলিয়ায় মান॥
সেই কালে কুলাচার্য্য এই কথা ভাষি।
ফুলিয়ায় নীলকণ্ঠ, খড়দহে কাশী॥
চাঁদের তনয় কাশী নামের ভাজন।
কামেতে বল্লভ চাঁদ, যোগে নারায়ণ॥
চাঁদের উদয় দেখি হৃদয়-আকাশ।
কাটিয়া মেঘের অংশ হইল প্রকাশ॥
যদ্যপিহ সন্ধি পরে চাঁদের উদয়।
কুলাচার্য্য এই চাঁদে কুলেরে দেখায়॥
ইহাতেই দেখা যায় বহুবিধ লোক।
বন্দ্য মথুরাতে মুখ যাদবেন্দু যোগ॥
জ্যেষ্ঠা, মূলা, মুখ্য ফুল্যা তাহে চলি যায়।
রাধার সহিত কত অনুরাধা ধায়॥
কাশী চট্ট সহ তথা রমাকান্তে পাই।
কেশরে বলাৎ হেতু তাহাতে লাগাই॥
রজনীর চাঁদ দেখ ইহারি ঈর্ষায়।
কলঙ্ক হৃদয়ে ধরি কাঁদিয়া বেড়ায়॥

কায়ের বংশেতে চাঁদ উদয়ের ডর।
ছুঙ্গুটে কণ্টকে পড়ে চট্ট দিনকর॥
খড়দহে তিন থাকে কাশ্যপী প্রধান।
লোকাংশে উপমা নাই, চাঁদের সমান॥
আর দুই থাকে এত লোক নাহি থাকে।
কাশ্যপ কাঞ্জিক, আর ত্রিদোষীয় থাকে॥
কতগুলি লোকে এই বিতর্কতা পায়।
ফুলিয়া খড়দা হয় বাধ্যতার দায়॥
খড়দা হইলে ফুলে, ফুলে ত ডাকে না।
তারা বুঝি জন্মাবধি চাঁদেরে দেখে না॥
হরি, কৃষ্ণদাস যবে ছাড়ে ফুলদল।
খড়দা ফুলের বাধ্য সন্ধিকাল বল॥
এই স্থানে ফুলে যদি খড়দা হইত।
খড়দহ মেলি তবে ফুলিয়া ডাকিত॥
উভয় বর্জ্জনে চাঁদবল্লভীর থাক।
কেহ নাহি পায় কায়, স্বতন্ত্রক ডাক॥
দেখ দুইমেলী লোক একথাকী হল।
চন্দ্রকবল্লভী নাম ডাকিয়া উঠিল॥
বিশো-কুল-মধ্যে চাঁদ-বল্লভ উদয়।
দুকুল করিছে আলো হৃদয়-তনয়॥
চক্রবর্ত্তি-অংশ ইহা করিল বর্ণন।
বুঝিলে কুলজ্ঞ হয় কুলীন-নন্দন॥
বিশো = বিশ্বেশ্বরাচার্য্য, মুং উৎসাহ-পৌত্র।
বং সাগর ঝানী-সিকদার-সুত মথুরা।

বং সাগর চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাথা।

মুং বি কামদেব-পণ্ডিত-সুত শ্রীধর, তৎসুত হৃদয়, তৎসুত চাঁদ, বল্লভ ও কৃষ্ণদাস।

মুং বি যোগেশ্বর পণ্ডিতের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামনারায়ণ।

রাধা = রাধাকান্ত ঠাকুর, বিষ্ণু ঠাকুরের ভ্রাতা।

চং চৈ মহেশ-সুত কাশীশ্বর, উদয়-কুলবর-প্রপৌত্র।

চং চৈ দিনকরের ক্ষেং বং কাং দেবাই।

বং গ গৌরীকান্ত-সুত বৈদ্যনাথ, পৌত্র নারায়ণদাস।

বং গ রঘুনাথসুত নারায়ণ।

কি কব যাদুর কুল, তিতে করলে আধা মূল,
শ্রীধর সমান ছিল ডাক।
বিধি কুলে হইল বাম, নৈলে কেন জয়রাম,
এখন কুলের এক থাক॥
তিন তুলসী কুশমোড়া, খেয়ে রামেশ্বরের হুড়া,
কুলের কুণ্ডুলী ভেঙ্গে গেল।
ডাক দিয়ে মুলো কয়, তেজীয়ান্ ন দোষায়,
উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পলো॥

বলাই মাজির নৌকাখানা, গুণ টানে তার গুপে
রঘো গিয়ে ফেলে দিলে কেশেড়ার ঝোপে॥
ঝোপে পড়ে নৌকাখানা, প্রলয়ের ঝড়।
দেবীর দুর্যোগ দেখে দেবা দিল রড়॥
টানাটানি করে গুপে লাগাইল কূল।
হাত ঘুরায়ে মুলো বলে, বেঁকেছে মাস্তুল॥

অলির কাব্যচ্ছলে কুলপ্রশংসা।

মধুকর, মধুপর, হইয়া আসক্ত।
দিনমান, মধুপান, করে অতিরিক্ত॥
মিহির-গমন-পর, নিশির উদয়।
মনে হয়, যেতে হয়, এখন বাসায়॥
দৃষ্টিহীন, মধুলিন্, না পায় দেখিতে।
উড়িলেন, পড়িলেন, গোময়-পর্ব্বতে॥
বহু কীট, চিট পিট, করিছে তথায়।
ভয় হয়, পাছে তায়, পাখা কেটে লয়॥
নিজসম, অনুপম, তাহে এক কীট।
ঘুরিছেন, বেড়িছেন, ব্যাপি সেই বিট॥
দেখিলেন, কহিলেন, শুন মহাশয়।
পথিক অতিথি আমি, তোমার আলয়॥
নিজকুল, হবে মূল, ভাবিয়া অলিরে।
প্রাণপণে, নিশামানে, সেবিল তাহারে॥
দেখে নীত, বিশঙ্কিত, সমস্ত রজনী।
করে রক্ষা, তার পক্ষা, জাগিয়া আপনি॥
তুষ্ট হয়, অলি তায়, দেয় নিমন্ত্রণ।
মম স্থান, মধুপান, করহ গমন॥
ইহা বলি, সেই অলি, আনিল উহারে।
নব-দলে, সুকমলে, বাসা দেয় তারে॥
অনুদিতে, সুমুদিতে, আছিল কমল।
দ্বিজবরে, তুলে তারে, লয়ে অবিকল॥

কুলোপরে ফুলে করে, নকুলেরে দান।
নাই কুল যাহা হতে, সেই কুল পান॥
উদ্যমে হইল তার, মধুপান-ভোগ।
দক্ষের জামাই সহ, বিশ্রামেতে যোগ॥
সেই ফলে, কীট চলে, কৈলাস-ভবন।
কুলসঙ্গ, এই রঙ্গ, বুঝ বিচক্ষণ॥
লোহারে করয়ে সোণা, পরশের ধর্ম্ম।
অসতেরে, সৎ করে, কুলীনের কর্ম্ম॥ কুলার্ণব।

উৎপত্তির্মম গোবিশোহননরতঃ সঙ্গঃ সুভৃঙ্গৈঃ সহা-
নীতং দত্তনিমন্ত্রণং নিজগৃহে পানায় পাদ্মং মধু।
যৎপদ্মে চ মম স্থিতির্দ্বিজবরৈস্তচ্ছিন্নশম্ভোঃ শিরঃ
সত্ত্বস্তেন পরাঙ্গতিং পরমিতঃ সৎসঙ্গতঃ স্বর্গতিঃ॥ উদ্ভট।

উক্তি-প্রত্যুক্তি-চ্ছলে ব্রাহ্মণ্য-বিচার।

শুন রাঢ়ী বারেন্দ্রে, সাতশতী বিচার।
কেহ আগে, কেহ পাছে, এইমাত্র সার॥
কহে সাতশতীগণে, সে ব্রাহ্মণ পেয়ে।
কান্যকুব্জের বিবাহে, সাতশতী মেয়ে॥
অতএব সাতশতী, হেয় নয়, মান্য।
সুবুদ্ধিতে এই কথা, নাহি গণে অন্য॥
কর্ম্ম করে প্রকৃতি, পুরুষ হয় ধন্য।
সৎপাত্রে কন্যাদানে, পায় মাত্র পুণ্য॥
তবে এক কথা আছে, তাহা হয় যুক্ত।
সতের কাছে অসৎ, দোষ পায় মুক্ত॥

অবস্তু বস্তু হয়, ভাল বস্তু সনে।
সব ভাল, সব মন্দ, শ্রেষ্ঠ দোষ গুণে॥
অবস্তু হতে যে বস্তু, কে বা নাহি জানে।
তুষ বিনা বীজ কোথা, অঙ্কুরোৎপাদনে॥
তুষ বীজের কে বড়, কহ সত্য কথা।
ছালে দেহ রক্ষা করে, আছে চিরপ্রথা॥
তাই কি কেহ তুষেরে, করে গণ্য মান্য।
ভস্মে মেজে ধাতু হয়, মলিনতা-শূন্য॥
লৌহ প্রবল ধাতু, যোড়া লাগে কাদায়।
সোণা রূপা যোড়া দেয়, বিন্দু সোহাগায়॥
সূতায় সচ্ছিদ্র সূচী, ছিন্ন বস্ত্র যোড়ে।
কিন্তু বস্ত্র ফেলে কে বা, সূচী অঙ্গে বেড়ে॥
শোণিত শুক্রেতে জীব, এ কে বা না জানে।
কিন্তু জীব ত্যজে কে বা, উহা পূত মানে॥
পঙ্কেতে জনমে পদ্ম, জ্ঞাত সবাকার।
সর্ব্ব রত্ন হতে রত্ন, দেব-উপহার॥
তথাপি তাহার যোনি, কর্দ্দমে কে করে।
যথোচিত সমাদর, নর বা অমরে॥
নিজের মহত্ত্ব নিজ, কৃতিত্বে প্রকাশ।
স্ফটিক মণিই নয়, সবাকার ভাস॥
ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, পঞ্চমে আকাশ।
ইহার মধ্যে কেবল, বারি নয় ভাস॥
যে যার আপন গুণে, লোকে হয় বড়।
অন্যের সাহায্যমাত্র, নিজগুণে দড়॥

পরাশর ক্রীড়া করে, নীচ স্ত্রীর সনে।
সে গর্ভের সন্তানে, সকলে ধন্য গণে॥
শূদ্রার গর্ভে জাত, নারদ দেবঋষি।
বশিষ্ঠও ঐরূপ, তথাপি মহর্ষি॥
চন্দ্র শিবের মাথায়, রয়ে তবু ক্ষীণ।
কপাল-গুণে আর তা, নাহি হয় ভিন॥
ফণি মণি ধরে, বলে, সদা সর্ব্বজন।
মৃত্যু ভিন্ন ভাবে তারে, কে অমূল্য ধন॥
অস্থি-ভস্মে হীরা*-ভস্ম, কে বা মাখে গায়।
শরীর মলিন করে, তাই ঠেলে পায়॥
বিন্দু দধি, দুগ্ধে করে, আপন আকার।
কিন্তু তাই কি দুধের, যায় অন্তঃসার॥
অচল সচল হয়, সচলের কাছে।
চুম্বকের গুণে লোহ, যায় আগে নেচে॥
যোগে কার্য্যসিদ্ধি, বিয়োগেতে না দেখি।
পৃথকে আপন ভাব, এই সদা পেখি॥
হীরকে উজ্জ্বল করে হীরাই কেবল।
ভাঙ্গে যে ভেড়ার শিঙ্গে, সে বজ্র প্রবল॥
মুলো বলে, প্রথা আছে, লয় অতি যত্নে।
নীচ হতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, দুষ্কুল স্ত্রীরত্নে॥ প্রথম কারিকা।

---

* বৃত্রাসুর-বধোদ্দেশে দধীচি মুনির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হয়। বজ্র ও হীরক এক পদার্থ। যথা—বজ্রোঽস্ত্রী হীরকে পবৌ। অমরকোষ।

দ্বাদশপ্রকার ব্রাহ্মণ।

গৌড়ী আদি দশ দ্বিজ, কান্যকুব্জ খ্যাত।
মথী আর চোবে দুই, বিধির কল্পিত॥
অব্রাহ্মণ্যের তীর্থে, কান্যকুব্জ নিয়োগ।
তথা তারা ব্রাহ্মণ্যের, করয়ে প্রয়োগ॥
যে দেশে নাই ব্রাহ্মণ্য-আচার-প্রচার।
তাদের আছে তথায় গমনাধিকার॥
এদের মধ্যে কেবল, যারা বেদ পড়ে।
তাহাদেরই মাত্র, বৈদিক নামে গড়ে॥
গয়ার গয়ালী আর, মথুরার চোবে।
কেবল আপন তীর্থে, ব্রাহ্মণ্যেতে সেবে॥
তীর্থভ্রষ্ট মথী আর, চোবের দ্বিজত্ব।
নাহি মানে কান্যকুব্জ-মত শুদ্ধ-সত্ত্ব॥
কান্যকুব্জ স্পর্শমণি, ধরয়ে যাহায়।
তাহারে করয়ে স্বর্ণ, লৌহ রত্ন হয়॥
আদিশূরের যজ্ঞের, পূর্ব্বাবধি যারা।
এ দেশে বিরাজিল, দশ শ্রেণীতে তারা॥
সে দশের নাম শুন, শুদ্ধবুদ্ধি বল।
সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল॥
মৈথিল, বিন্ধ্য-উত্তর-দেশবাসী দ্বিজ।
পঞ্চেরে গণিল বিধি, পঞ্চগৌড়ী বীজ॥
কর্ণাট, তৈলঙ্গ, অন্ধ্র, দ্রাবিড়ী, গুর্জ্জর।
বিন্ধ্যের দক্ষিণে পঞ্চ, বিপ্রের নির্ভর॥

এ দশের সাধারণ, নাম কান্যকুব্জ।
তারাই বেদ-পাঠে বৈদিক বিপ্র-অব্জ॥
সৃষ্টি স্থিতি নাশ করে, যে অনায়াসে।
অকার্য্য দেখি তার, মূঢ়ে তা কর্ত্তে আসে॥
দেবতা মুনির কার্য্যে, নিন্দা করা নয়।
ক্ষতি বৃদ্ধি তাঁদের কি, মূর্খ পায় লয়॥
শঙ্কর শিষ্য-পরীক্ষা, করে অগ্নি খেয়ে।
শিষ্য বলে, জ্ঞান হলো, ঠিক দণ্ড পেয়ে॥
তেজীয়ান্ অগ্নি সম, নাহি কোন দোষ।
দেব, গুরু, ঋষি কার্য্যে, কে বা করে রোষ॥
অকার্য্য সুকার্য্য তাতে, সব পায় লয়।
অগ্নিমুখে যাহা দেও, ক্ষণে হয় ক্ষয়॥
অতএব সুবোধ, শুন জ্ঞানের কথা।
হিত-উপদেশ-বাক্য, না কর অন্যথা॥
কান্যকুব্জ তেজীয়ান্, লয় সাতশতী।
মূর্খ নিন্দক দেখুক, তায় যে কি ক্ষতি॥
সাতশতীর প্রভা, কান্যকুব্জের আভা।
মণি-কাঞ্চন-নিভা, স্ফটিকে জবা-শোভা॥
হাত ঘুরায়ে বলে মুলো, শুন দ্বিজেন্দ্র।
সব শ্রেণীতে আছে, পূর্ব্বাস্থিত বিপ্রেন্দ্র॥ দ্বিতীয় কারিকা।

এই পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠের টীকা দেখ।

কলিকাতা-নিবাসী দুর্গাচরণ পিতুড়ী সংগৃহীত, মুলো-পঞ্চানন-লিখিত গোষ্ঠীকথা, বুড়োনের প্রাণনাথ চৌধুরীর সভায় পঠিত, বর্দ্ধমান জিলার পাঁচড়া নিবাসী ঘটক-বিশারদ ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রদত্ত।

মেলের স্থান-নির্ণয়।

১ ফুলিয়া-মেল—নদিয়া জিলার ফুলিয়া ও উলা; হুগলীর বলাগড়ী, হরিপাল; যশোহর জিলার লক্ষ্মীপাশা, কাশীপুর, জঙ্গল বাধাল, কামালপুর, প্রতাপকাঠী; ও খুলনা জিলার সেনহাটী গ্রামেও ফুলিয়া মেলের নিকষ কুলীন বাস করেন। বর্দ্ধমান জিলার জোগ্রাম ও কুলীনগ্রামও ফুলিয়া ও খড়দার প্রধান আবাসস্থান বলিয়া গণ্য। অন্যান্য স্থলে কিয়ৎপরিমাণে বিমিশ্রভাবে সকল মেলেরই কুলীন দেখা যায়।

নদিয়া জিলার ফুলে বেলগড়িয়া গ্রামই ফুলিয়া মেলের সূতিকাগৃহ বা আদিস্থান (অথবা খনি); বাঙ্গালা চলিত কথায় খান-জায়গা বলে। ফুলিয়া মেলের প্রকৃতি মনোহর মুখটীর পৈতৃক বাসস্থান ফুলিয়া গ্রাম। অনুগঙ্গ প্রদেশের ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে প্রায় ফুলিয়া মেল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২ খড়দহ—২৪ পরগণার হালিসহর, খাসবাড়ী; খুলনা-জিলার সেনহাটী; হুগলি জিলার চুঁচড়া, বালী, উত্তরপাড়া গ্রামাদি; নদিয়ার উলা, শান্তিপুর; যশোহরের কাশীপুর প্রভৃতি স্থল খড়দার খনি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ সকল স্থলে খড়দহ মেলের নিকষ কুলীন দেখা যায়।

খড়দহ মেলের উৎপত্তিস্থল খড়দহ। খড়দহ চানকের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানে যোগেশ্বরাদির বাস্তুবাটী ছিল।

৩ বল্লভী—শান্তিপুর, ২৪ পরগণার কাদিহাটী, ফুটিগোদা; যশোহরের রাইগ্রাম অঞ্চল; খুলনা জিলার সেনহাটী অঞ্চল; হাওড়া জিলার শিবপুর ও কোন্নগরেও বল্লভী মেলের নিকষ কুলীন আছেন। তথায় ফুলিয়াও দুষ্প্রাপ্য নহে।

বল্লভী মেলের আকরস্থান শান্তিপুর। যশোহর জিলার জয়পুর লক্ষ্মীপাশায় ফুলে ও খড়দা মেলের পাল্‌টি প্রকৃতি অনেক আছেন। তদ্রূপ খুলনার মহেশ্বরপাশা ও সেনহাটী, ফরিদপুর জিলার অধিকাংশ সমাজস্থলে এবং বরিশালের কিয়দংশে বল্লভী মেলের কুলীন বিদ্যমান আছেন। বল্লভী মেলের মূলপ্রকৃতি দুর্গাবর পণ্ডিতের অধস্তন বংশীয়গণ তদীয় শান্তিপুরের বাস্তবাটীতে বিরাজ করিতেছেন। হুগলী জিলার কোন্নগরাদি স্থানেও বল্লভী মেল দৃষ্ট হয়।

৪ সর্ব্বানন্দী—নদিয়া জিলার বিল্বগ্রামে, শান্তিপুরে, ও ২৪ পরগণায় বড়িশা অঞ্চলে অধিক পরিমাণে অবস্থান করেন।

সর্ব্বানন্দী মেলেরও আকরস্থান শান্তিপুর। পাটুলী, বিল্বগ্রাম, আড়িয়াদহ, ধর্ম্মদহ, গোবরডাঙ্গা, বেহালা প্রভৃতি স্থানে অনেক পাল্‌টি প্রকৃতি আছেন।

অন্যান্য জিলায় অল্প পরিমাণে এই চারি মেলের নিকষ কুলীন অবস্থান করেন। তাঁহারাও নিজ নিজ পরিচয়-কালে ঐ সকল প্রধান স্থানের পরিচয় দিয়া পূর্ব্ব বংশ ও আবাসভূমির কীর্ত্তন করেন।

সুরাই মেল—২৪ পরগণার কুটীগোদা অঞ্চল, কেদেটী, কলিকাতা, মহেশ্বরপাশা, সেনহাটী, ইতিনা, খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থল সুরাই মেলের নিকষ কুলীনের প্রধান আড্ডা। জয়দিয়া, পুরন্দরপুর, সুঁতি, বোধখানা ও মহেশপুরে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভঙ্গ। এতদ্ভিন্ন যেখানে যত সুরাই আছেন, সমুদায়ই প্রায় ভঙ্গ বা বংশজ।

এই কয়েকটী মেল ব্যতীত অন্যান্য মেলের কুলীনগণ

কোন একটী বিশেষ স্থলে বিশেষ বিস্তৃত নহেন। কিন্তু রাঢ়-দেশ অপেক্ষা পূর্ব্ব বঙ্গে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান দেখা যায়। রাঢ়দেশে এক্ষণে যে সকল শ্রোত্রিয় বাস করেন. তাঁহাদিগের অধিকাংশই প্রায় নিঃস্ব, সুতরাং অনেকের পক্ষেই পূর্ব্ব-গৌরব রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সেইহেতুবশতঃই অনুগঙ্গ-প্রদেশস্থ ও পূর্ব্ববঙ্গের শ্রোত্রিয়গণের সহিত সমকক্ষতা দেখা-ইতে সমর্থ নহেন। নতুবা বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম, মেদিনীপুর ও হাবড়া জিলার ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের শ্রোত্রিয়গণ কুলক্রিয়া-হীন নহেন। শক্তি থাকিলেই সৎকুলীনে কন্যা-দান করেন; তদ্বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহেন। অনেকেরই চতুঃসাগরী ও চারি মেলে কন্যা-সম্প্রদান দেখা যায়। এই হেতু রাঢ়দেশে উচ্চঃশ্রেণীর নিকষ কুলীন অপেক্ষাকৃত অল্প।

৫ আচার্য্যশেখরী—বরিশাল জিলার অনেক স্থানে এই মেলের কুলীন আছেন। যশোহরের ইতিনা, কাশীপুর, বালা. সরগুনা, আফুরা, সেখহাটী, বাজোডাঙ্গা, নিমতা, এবং খুলনা জিলার মহেশ্বরপাশায় এই মেলের নিকষ কুলীন অন্য স্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছেন।

পণ্ডিতরত্নী—বালী উত্তরপাড়া, নবদ্বীপ, বৰ্দ্ধমান জিলার কাটোয়া অঞ্চল ও হুগলী জিলার পশ্চিম-দক্ষিণ বিভাগে এই মেলের কুলীন অধিক পরিমাণে আছেন।

৬ বাঙ্গালপাশ—এই মেল স্বতন্ত্রভাবে বড় বেশী নাই, মিশিয়া গিয়াছে। নবদ্বীপ, বারাশত, শিবপুর ও বালীতে কিয়ৎ পরিমাণে আছে।

৭ ছায়ানরেন্দ্রী—এই মেল এক্ষণে স্বতন্ত্রভাবে প্রায় নাই,

সুরাই মেলের সঙ্গে এই মেল মিশিয়া সুরাই মেলের ছায়া থাক হইয়াছে।

৮ মাধাই—রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুঁড়ী গোপালপুরের জমীদারেরা মাধাই মেল, কিন্তু ভঙ্গ মাধাই, কেহ নিকষ নাই। নদিয়া জিলার উত্তর ভাগে ও বর্দ্ধমানের কালনা অঞ্চলের স্থানে স্থানে দুই এক ঘর দেখা যায়।

৯ পারিহাল—নদিয়া জিলার অন্তর্গত গোঁসাই দুর্গাপুরে এই মেলের কুলীন অনেক আছেন।

১০ শ্রীরঙ্গভট্টী—এই মেল এক্ষণে স্বতন্ত্র আছে কি না, তাহা সন্দেহস্থল। অন্যান্য অনেক মেলে মিশ্রিত হইয়াছে, এজন্য সেই সেই মেলে শ্রীরঙ্গভট্টী দোষ হইয়াছে।

১১ চন্দ্রবতী (চন্দ্রশেখরী)—এই মেলও অন্যান্য মেলের সঙ্গে মিশিয়াছে। বর্দ্ধমানের উত্তরাংশে, গ্রাম কালনায় ও ধাত্রীগ্রামে অতি অল্প স্বতন্ত্রভাবে আছে।

শুভরাজখানি—এই মেল যশোহর জিলার শতখালীতে আছে। কুলীনগণ রায়-উপাধি-বিশিষ্ট।

শতানন্দখানি—বোধখানা ও তৈলকুপীর রায়।

অন্যান্য মেল পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ও অনুগঙ্গ প্রদেশে পরিশুদ্ধভাবে দেখা যায় না, পশ্চিম রাঢ়ে কিয়ৎ পরিমাণে স্বতন্ত্রভাবে আছে। রাঢ়-শব্দে বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, সিংহভূম, মানভূম ও মুর্সিদাবাদ বুঝিতে হইবে।

শ্রোত্রিয়দিগের স্থান-নির্ণয়।

পালধি—বৰ্দ্ধমানের চুপী ও রাজগাছী মামুদপুর, রঙ্গপুর জিলার কুঁড়ী গোপালপুর, নদিয়া জিলার উলা ও ডাঁইহাট মেটিরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান ও হুগলী জিলার ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান সকল।

ত্রিবেণী-নিবাসী, বিবাদ-ভঙ্গার্ণব-প্রণেতা, প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান্, বিখ্যাত পণ্ডিত, প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, পালধি-বংশের কুলতিলক-স্বরূপ। ইহাঁর বুদ্ধির নিকট ইংরাজের বুদ্ধিও পরাভূত হইয়াছিল। চুপীর দেওয়ান মহাশয়, যাঁহার গীত অতি প্রসিদ্ধ, সেই প্রসিদ্ধ রঘুনাথ রায় পালধি-বংশের শ্রোত্রিয় ও বাঙ্গালীর গীতের আদর্শস্থল।

পাকড়াশী—বিখ্যাত সর্ব্ববিদ্যা-বংশ পাকড়াশী-গোষ্ঠী। খুলনার অন্তর্গত সেনহাটী, ঘাটভোগ, বেন্দাগ্রাম এবং ত্রিপুরা জিলার মেহারে সর্ব্ববিদ্যা-সন্তান বাস করেন। পাবনা জিলার স্থল বসন্তপুরের পাকড়াশীরা বিখ্যাত। কিন্তু ঘটকের গ্রন্থে সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া ঘোষণা আছে। নদিয়া জিলার হবিবপুরের পাকড়াশী অতি প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যশোহর, মুর্সিদাবাদ ও বৰ্দ্ধমানেও অনেক দেখা যায়।

শিমলায়ী—খুলনা জিলার সেনহাটী, বাগপুরের বিদ্যাবাগীশ-সন্তান, নদিয়া জিলার কৃষ্ণনগরের ও মামজোয়ানীর সরকার-গোষ্ঠি অতি প্রসিদ্ধ। হুগলি জিলার শ্রীবরাম ভট্টাচার্য্যও বিশেষ খ্যাত।

নদিয়ার মামজোয়ানীর পূজ্যপাদ ৺ শ্যামাচরণ সরকার স্বয়ং সিদ্ধবিদ্য। তৎকৃত ব্যবস্থাদর্পণ অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। রাজা

রামমোহন রায় অপেক্ষা নানা ভাষার জ্ঞান-বিষয়ে ইনি কোন অংশে ন্যূনকল্প ছিলেন না। পারসী ও ইংরাজী ভাষায় তদপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান্ ছিলেন। ইনি হাইকোর্টের প্রধান ইণ্টরপ্রেটর ও অনুবাদক পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে ঐ পদে আর কোন বাঙ্গালী লব্ধপ্রবেশ হয়েন নাই। ইহাঁর বার্ষিক আয় ন্যূনকল্পে অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রা ছিল। কিন্তু তৎসমস্তই কলিকাতার বিদ্যার্থিগণের ও দেশস্থ নিরুপায় ও নিরন্ন ব্যক্তিবর্গের হিতার্থ ব্যয়িত হইয়া আসিয়াছে। তেমন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি কাশ্যপগোত্রীয় প্রসিদ্ধ কেশব ভারতীর বংশের নাম-গৌরবের যথার্থ পাত্র এবং শিমলায়ী-বংশের রত্ন-স্বরূপ। কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু ছিলেন।

বটব্যাল—বরিশাল জিলার নাগপাড়া, নদিয়া -জিলার মেটিরী, বাঁকা দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান বিশেষ খ্যাতাপন্ন।

কুশারি—খুলনা জিলার ঘাটভোগ, ঢাকা জিলার পিঠাভোগ ও যশোহরের হুদা, ইহাঁদিগের দ্বারা প্রসিদ্ধ।

কুসুমকুলি—বৰ্দ্ধমান ও মুর্সিদাবাদের উত্তরাংশে অনেক আছে। নদিয়া জিলাতেও কম নাই। অন্যান্য জিলায় কিছু কিছু আছে। মেদিনীপুরের স্থানে স্থানে অধিক আছে।

মাষচটক—যশোহর জিলার সেখহাটী ও কলিকাতার তালতলা; বৰ্দ্ধমান ও হুগলীরও অনেক স্থানে দেখা যায়।

অম্বুলী—ত্রিপুরা জিলার বিদ্যাকোট গ্রামে অনেক অম্বুলী বাস করেন। উত্তর রাঢ়েও দেখা যায়।

কোঁয়াড়ী—যশোহর জিলার আফরা গ্রামে রাঢ়ীশ্রেণী বলিয়া কোঁয়াড়ী শ্রোত্রিয় বাস করেন।

পারি—যশোহর জিলার মল্লিকপুর গ্রামের মল্লিক-গোষ্ঠী পারি শ্রোত্রিয়। নদিয়া জিলার গোস্বামী দুর্গাপুর পারির আকরস্থান।

কাঞ্জারী—যশোহর জিলার সারল কাঞ্জারীর আদিস্থান। নদিয়ার রাজগুরু ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠী কাঞ্জারী শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মদহ, বহিরগাছী, শিমলা ও বাঘ-আঁচড়া ইহাঁদিগের নিবসতি-স্থান। খুলনা জিলার সেনহাটী গ্রামে অনেক কাঞ্জারী আছেন। অম্বিকা কালনার ভট্টাচার্য্যগণ এই বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন।

কাঞ্জারী-বংশ বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য, সদাচার ও সৎক্রিয়ার জন্যই বিশেষ খ্যাত। এই বংশের রঘুমণি বিদ্যাভূষণের দত্তক-চন্দ্রিকা দ্বারা ইংরাজগণ বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্র সমস্ত সভ্য দেশের ব্যবহার-শাস্ত্র অপেক্ষা অতি বিশদ। রঘুমণি নদিয়ার রাজগুরু ভট্টাচার্য্য। মহোমহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য অম্বিকার বাঙ্গাল-ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠী-সম্ভূত, এবং এই বংশের পরিচয়ে প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

শিমলাল—নদিয়া জিলার মহেশপুরের ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠী অতি প্রসিদ্ধ। অন্য স্থানেও অনেক আছেন। কিন্তু নদিয়া জিলার ঘাসাশ্বর বেজপাড়ার হাজরাগণ মহেশপুরের ভট্টাচার্য্য-দিগের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত।

বাৎস্যগোত্রের কি কুলীন, কি শ্রোত্রিয়, সকলেই আবহমানকাল বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে প্রসিদ্ধ। এই গোত্রে যে কত বিদ্বান্, কত কবি, ও কত কৃতী পুরুষ জন্মিয়াছেন, তাহার সীমা করা কঠিন। অতিপ্রসিদ্ধ মহাত্মগণের মধ্যে এই গোত্রেই অধিক সংখ্যা দেখা যায়। পূর্ব্বতন কালের কথায় প্রয়োজন

নাই; অধুনাতনের কথাই বলা উদ্দেশ্য। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শিমলাল-কুলের ও হিন্দুর ইন্দুস্বরূপ। তৎকৃত নাট্য-পরিশিষ্ট নাটক নামক অন্তর্ব্যাকরণ অতি প্রসিদ্ধ। উহাতে একাধারে নাটক ও ব্যাকরণের সূত্র, বৃত্তি ও উদাহরণ সমাবেশ করিতেছে। শব্দ-প্রয়োগের চাতুর্য্যে এমন দ্বিতীয় কবি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি কেবল শব্দশাস্ত্রে পণ্ডিত ও কবি ছিলেন, এমন নহে; দর্শন-শাস্ত্রেরও অদ্বিতীয় গ্রন্থকর্ত্তা। ইহাঁর কৃত শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা-পরিশিষ্ট দ্বারা দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনার পথ সুপরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহাঁর প্রণীত অলঙ্কার-শাস্ত্র দেখিয়া পণ্ডিতবর্গ মোহিত হইয়া থাকেন। ইনি অতিদীর্ঘ জীবন পাইয়াছিলেন। ৯৭ বৎসর অতিক্রম করিয়া স্বর্গা-রোহণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তও ধীশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। ইনি নদিয়া জিলার মহেশপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠী-সম্ভূত ৺রামলোচন তর্কসিদ্ধান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই বংশ পূর্ব্বাবধি বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য, সদাচার ও নিস্পৃহতা জন্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত। সেই-হেতু-বশতঃ নদিয়ার রাজগুরু ভট্টাচার্য্যেরা পূর্ব্বাবধি এইবংশীয়দিগকে গুরুত্বে বরণ করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মদহ, বহিরগাছী, শিমলা ও বাঘ-আঁচড়ার গুরু ভট্টাচার্য্যগণ চিরকাল মহেশপুরের ভট্টাচার্য্য-দিগের বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য ও সদাচার রক্ষার জন্য যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহাদিগের দত্ত বৃত্তি দ্বারা মহেশপুরের ভট্টাচার্য্যগণ নিশ্চিন্ত-ভাবে বিদ্যা অর্জ্জন ও বিদ্যা দান করিতেন। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। কাঞ্জারীগণও বাৎস্যগোত্রীয়।

দীঘল—কলিকাতার (চোরবাগানের) বিখ্যাত বিন্‌কার নন্দলাল দীঘল-বংশীয়।

পুশিলাল—ঢাকা জিলার বজ্রযোগিনীর পুশিলাল বিখ্যাত। ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ এইবংশীয়। নদিয়া জিলার জিয়োরথীও অপ্রসিদ্ধ নহে, কিন্তু সন্দিগ্ধ-দোষে দুষ্ট।

পোড়ারী—খুলনা জিলার আক্কোগাড়া গ্রামে এই শ্রোত্রিয় আছে। হুগলী জিলার শিমলাগড়ীর জমীদার রায় চৌধুরী বিশেষ খ্যাত।

কেশরগ্রামী—কৃষ্ণনগরের রাজা ও তদীয় জ্ঞাতিবর্গ। দিগম্বরপুর, গোটপাড়া, বড়গাছী, বাগুয়ান, জয়রামপুর, কুড়ালিগাছী, ফতেপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, সুখসাগর, আনুলে,* শিবনিবাস, হরধাম, হবিবপুর ও বাদকল্লা প্রভৃতি স্থান কেশর-গ্রামী দ্বারা বিশেষ বিখ্যাত। ইহাঁরা ভবানন্দ মজুমদারের সন্তান।

ডিংসাই—রাঢ়দেশের সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।

মহিন্তা—যশোহর জিলার তিমির অট্টালিকা গ্রাম (আঁধার-কোঠা), কলিকাতার বৌবাজারের মতিলাল ও বিক্রমপুর পরগণার মহিন্তা প্রসিদ্ধ।

গুড়—নদিয়া জিলার মহেশপুরের রায় চৌধুরী গোষ্ঠী। নড়ালের নিকট বিছালী গ্রামের গুড়-বংশ কুল-ক্রিয়ার জন্য বিখ্যাত। যশোহরের চেঁউটে পরগণা গুড়ের আদিস্থান।

* অন্য স্থানের কেশরগ্রামিগণ ভট্টনারায়ণ-সন্তান অথবা নীপ-বংশ বলিয়া পরিচিত।

পিপ্‌লাই—শান্তিপুরের উড়ে গোস্বামী, হালিসহরের পিপ্‌লাই, বরিশাল জিলার নাগপাড়া গ্রামের পিপ্‌লাই অবিরাম কুল-ক্রিয়া দ্বারা বিখ্যাত।

হড়—নদিয়া ও ২৪ পরগণার ইছাপুর ও গোবরডাঙ্গার হড়-শ্রোত্রিয় কুল-ক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ। ইহাতেই কুলীন মধ্যে হড়-সিদ্ধান্তী দোষ হইয়াছে। যশোহরের গদখালিতেও হড় শ্রোত্রিয় আছেন। খুলনা জিলার সেনহাটী এবং কালিয়া (যশোর) গ্রামে হড় শ্রোত্রিয় বাস করেন।

গড়গড়ি—বর্দ্ধমান জিলার রাইগ্রামের চৌধুরী, এবং মেদিনীপুর, মানভূম ও সিংহভূমের অনেক স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে দেখা যায়।

নন্দিগ্রামী—বাঁকুড়া জিলার চাঁচর, হুগলী জিলার বাজুয়া, মেদিনীপুরের জাড়া প্রভৃতি গ্রামে নন্দিগ্রামী শ্রোত্রিয় অধিক পরিমাণে আছে।

সাহরী—সাহরীগ্রামী শ্রোত্রিযগণের অনেকেই বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে হীন নহেন। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত চূড়ামণি শূলপাণি মহোদয় সাহরিয়াল শ্রোত্রিয়। ইহাঁর বংশ পশ্চিম রাঢ়ের অনেক স্থলেই বিদ্যমান আছেন।

বসুয়ারী—বর্দ্ধমান জিলার রায়গ্রাম-মামুদপুর, পাটী বিষ্ণুপুর, ধাত্রীগ্রাম ও বাধাগাছীর বসুয়ারিগণ কুলকার্য্যে বিশেষ খ্যাত। ইহাঁদিগের উপাধি রায়।

নবগ্রহ শ্রোত্রিয়-দোষ।

১ চাঁচকুণ্ডা—এই স্থলের কুশারি অপ্রসিদ্ধ।

২ পঞ্চসার—ভূরিষ্ঠাল অপ্রসিদ্ধ ও আধুনিক।

৩ উলান—শিমলায়ী অতি আধুনিক ও অপ্রসিদ্ধ।

৪ বাগপুর—এই স্থলের শিমলায়ী আধুনিক ও অপ্রসিদ্ধ।

৫ শালনগর—চাকলানবীশ বটব্যাল সিন্দুরামল্ল-সন্দেহ।

৬ চুচঁড়া—ডিংসাই ভট্টাচার্য্য (ডিণ্ডী) অতি অপ্রসিদ্ধ, সন্দিগ্ধ।

৭ শ্চানক— ঐ ঐ ঐ

৮ বালী— ঐ ঐ ঐ

৯ বাগঝাঁপা—বটব্যাল (বড়াল) অপ্রসিদ্ধ (সন্দিগ্ধ)।

প্রসিদ্ধ গোষ্ঠীপতি সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের আবাস-নির্ণয়।

কাঞ্জারী (কেঁজেরী)—সারল, কুন্দরসী ও সেনহাটী।

কুশারি—পিঠেভোঁগ ও কয়কীর্ত্তন, ঢাকা জিলা।

মাষচটক—তন্ত্রসার ও বিক্রমপুর।

বড়াল (বটব্যাল)—বেগে, জিলা ঢাকা।

শিমলায়ী—বাগপুর।

শিমলাল—রসবতী (রসুই বেড়ালা), মুর্শিদাবাদ।

পাকড়াশী—হবিবপুর, জিলা নদিয়া।

পালধি—জামদহ (বর্দ্ধমান), হালিনহাটী মেটিরী (নদিয়া)।

ধর্ম্মদহ, বহিরগাছী, শিমলা ও বাঘ-আঁচড়ার কেঁজেরা ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠী সারলের কাঞ্জারী। মহেশপুরের ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠী রসবতীর শিমলাল-বংশসম্ভূত।

কতকগুলি শ্রোত্রিয় মার্জ্জিত বা উত্থাপিত।

পূর্ব্বে যে সকল শ্রোত্রিয় সিদ্ধতা প্রাপ্ত হয়েন নাই, অধুনা প্রাপ্ত হইয়া সমাজে গোষ্ঠীপতিদিগের সমকক্ষভাবে চলেন, তাঁহাদিগের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

পাবনা জিলার স্থলের (বসন্তপুর) ভট্টাচার্য্য পাকড়াশী।

বরিশাল জিলার সর্ব্বমঙ্গলার পলশায়ী।

ঐ খেলে ফতেজঙ্গের ডিংসাই এবং বড়দিয়ার চৌধুরী।

নদিয়া জিলার মহৎপুরের শিমলায়ী মল্লিক।

ঐ বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের পণ্ডিত রায়ের সন্তান।

ঐ জয়রামপুরের মল্লিক পুষলীগ্রামী ও গোষ্ঠীপতি।

মুর্শিদাবাদের শিমলায়ী, সয়দাবাদ ও বোরাকুলীর গোস্বামী।

বর্দ্ধমান জিলার সিঙ্গুর পলশায়ী রত্নেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মার্জ্জিত বা উত্থাপিত।

ঢাকা জিলার কাঁচাদিয়ার বড়াল (বিক্রমপুর)।

যশোহর জিলার বাগমারার কেঁজেরী কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, রামগোপালের বিবাহে মার্জ্জিত।

বাঘাতাজীর আচার্য্য কয়া বিন্নানের কেঁজেরী ও রঘুরাম সন্তানে উত্থাপিত।

নন্দিগ্রামী-চাদকুল্লার রায়। মেদিনীপুরের জাড়ার রায়-গোষ্ঠী ও নন্দিগ্রামী।

বাঘমারা (ঢাকা জিলা) কেঁজেরী মঘ-দোষ-দুষ্ট, চন্দ্রশেখরী মেল দ্বারা মার্জ্জিত।

কেলেবেঁদার সর্ব্ববিদ্যা-সন্তান শিমলায়ী যোগী অপবাদগ্রস্ত, চন্দ্রশেখরী মেল দ্বারা উত্থাপিত।

মাজিপাড়া (ঢাকা জিলা) চৌধুরী পূর্ব্বগ্রামী ভুলাই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। ঐ স্থানের মোহন রায়ের সন্তানগণ কেশরকুনী-অপবাদগ্রস্ত, তথাপি চন্দ্রশেখরী মেল দ্বারা উত্থাপিত। যথা—

"মঘযোগী ভুলায়িশ্চ কেশরস্তু চ মোহিনী।
এতৈর্দোষৈশ্চ পতিতো মেলশ্চন্দ্রস্তু শেখরী॥"

নদিয়া জিলার বাগুয়ানের বড়াল, মেটিরীর মুনসী চক্রবর্ত্তী নারায়ণ ঠাকুর দ্বারা উত্থাপিত।

টুঙীর ঘোষলী অধিকারী চৈতল চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার-সন্তান ও শিবাচার্য্য-সন্তানের দ্বারা উত্থাপিত।

পূর্ব্বগ্রামী শ্যামকুণ্ডের সমাজদার বা সম্বাদার বিষ্ণু সন্তান শ্যামের ধারায় শিবচন্দ্রে উত্থাপিত।

হুগলী জিলার আঁক্না ও মেড়ে, বর্দ্ধমান জিলার জৌগ্রাম ও কুলীনগ্রামের সেয়ুকগণ শিবাচার্য্য-সন্তানে মার্জ্জিত।

হুগলী জিলার অনেক স্থলে চোংখণ্ডী আছেন।

২৪ পরগণার হালীসহর (কুমারহট্টের) দীঘলগাঁই, বীরভূমের বটেশ্বরের ডিংসাই প্রভৃতি শ্রোত্রিয়গণ কোন না কোন মেলের কুলীনে কন্যা-দান করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারাও সেই সকল কুলীন ঠাকুরদিগের আশ্রয়স্থল। সমস্ত শ্রোত্রিয়ই কোন না কোন কুলীনের আশ্রয়স্থল অর্থাৎ সুমেরু তুল্য। শ্রোত্রিয়গণ শরীর, কুলীনেরা আত্মা বা দেবতা।

রাঢ়ী-সমাজে চলিত সাতশতী।

ডাইয়া—খুলনার নিকট আজোগাড়া গ্রামে ডাইয়া শ্রোত্রিয় অনেক আছেন।

পিতাড়ী—হুগলি জিলার পাতুন, বর্দ্ধমানের সন্ধিপুর, কলিকাতার বৌবাজার, ও ২৪ পরগণার জয়নগর, পলাবাড়ী ও ফুটিগোদা গ্রামে পিতাড়ী শ্রোত্রিয় আছেন।

দান্দুড়ী—খুলনার নিকট শ্রীফলতলার দান্দুড়ী কুল-ক্রিয়ার জন্য মান্য।

কাটানী—খুলনা জিলার সেনহাটী গ্রামের কাটানী-বংশ কুলক্রিয়া দ্বারা বিখ্যাত। সাতক্ষীরার জমীদার ৺প্রাণনাথ চৌধুরী এইবংশীয় ছিলেন।

সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়-সংখ্যা।

পাকড়াশী, পালধি, কাঞ্জারী, শিমলাল।
কুশারি, মাষচটক, শিমলায়ী, বটব্যাল॥ ১॥
গৌণ * ত্যজে শ্রোত্রিয় যে বসুর আলয়।
কুলাচলে অষ্টবসু মেরুচূড়া কয়॥ ২॥
সাধ্যমধ্যে বাপুলিই সর্ব্বের প্রধান।
কুশারি-বদলে কভু সিদ্ধ পায় স্থান॥ ৩॥

---

* দীর্ঘাঙ্গী কুলভিঃ পারিঃ সদৃশৌ রায়িকেশরী।
ঘণ্টা ডিণ্ডী পীতমুণ্ডী মহিন্তা গুড়পিপ্পলী।
হড়ো গড়গড়িশ্চৈব ইমে গৌণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

কাঞ্জারী, শিমলাল, বাৎস্যে ত্রৈবিদ্য-সিদ্ধ।
পাকড়াশী, পালধি, শিমলায়ী তদ্বিদ্য ॥ ৪ ॥
বটব্যাল, কুশারি, মাষচটক তেমন।
এ আট ঘর সিদ্ধ দানাদানে সুজন ॥ ৫ ॥
প্রথম চারি মেল, সাগর-চতুষ্টয়।
সদা এদের প্রার্থনায় কাল করে ক্ষয় ॥ ৬ ॥
শ্রোত্রিয় সুমেরু বা কল্পতরুর কায়।
কেহ পাদ, কেহ শির, কেহ মর্ম্মে যায় ॥ ৭ ॥
তার মধ্যে আট ঘর কল্পতরুর ফুল।
অথবা সুমেরুর চূড়া, গুণে সমতুল ॥ ৮ ॥
কৈলাস বৈকুণ্ঠাদি দেবাধারে পরিচয়।
কয়কীর্ত্তনে কুশাবি পিঠেভোগে রয় ॥ ৯ ॥
তন্ত্রসারে মাষচটক জানহ নিশ্চয়।
বেগের বটব্যালে বড়াল নাম কয় ॥ ১০ ॥
নদিয়া যশোরাদি বটব্যাল-কোটর।
শাণ্ডিল্যে বড়াল নামে মাত্র যে কঠোর ॥ ১১ ॥
কাঞ্জারীর নিজবাস যশোর সারল।
নদিয়ার রাজগুরু, শ্রোত্রিয় প্রবল ॥ ১২ ॥
কুন্দরসী গ্রামে বাস, শিমলায়ী-গাঁই।
সেনহাটী ও শ্রীবরা কাশ্যপেতে পাই ॥ ১৩ ॥
শিমলার্ল রসবতী রসুই বেড়ালা।
রাঢ়েতে মধুসূদন-সন্ততি প্রবলা ॥ ১৪ ॥
ডাঁইহাট মেটিরী পালধির আলয়।
যথায় রামেশ্বরের জ্যাস্তে পিণ্ড দেয় ॥ ১৫ ॥

ফুলের বাগানে সদা হবিঃপূর গন্ধ।
পাকড়াশী আশে হরি ষষ্ঠী বিষ্ণুর দ্বন্দ্ব ॥ ১৬ ॥
আর সাধ্য শ্রোত্রিয় যতেক আছে গাঁই।
গন্ধরাজ মল্লিকা ফুলের গন্ধ পাই ॥ ১৭ ॥
ইন্দীবর, কুমুদ, গোলাপ, শতদল।
স্বীয় স্বীয় গন্ধে হয় সর্ব্বত্র প্রবল ॥ ১৮ ॥
কাঞ্জারী শিম্বলী, বাৎস্য গোত্রে জাত।
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে উভয়ে তুল্য যশে খ্যাত ॥ ১৯ ॥
মহেশপুরে শিম্বলী গুরুত্বে আবাস।
শিষ্য রাজগুরু ধর্ম্মদহে প্রকাশ ॥ ২০ ॥
পূতিতুণ্ড-কুলচন্দ্র-ঘটক-ভণিতি।
সব শ্রোত্রিয় দেখ কিবা সতের নীতি ॥ ২১ ॥

কুলক্রিয়ায় পঞ্চবিংশতি কুলঘাতক-দোষ।

১ অকৃতী (আদান-প্রদান রহিত), ২ রণ্ডিকা গমন, ৩ জীবিতে পিণ্ডদান, ৪ স্বজন, ৫ ক্ষিপ্ত, ৬ অগ্নিদগ্ধা, ৭ বলাৎকার, ৮ পোষ্য-পুত্র-গ্রহণ (দত্তক), ৯ ব্রহ্মহত্যা, ১০ জন্মান্ধ, ১১ কুষ্ঠ, ১২ খঞ্জ, ১৩ নীচ-বিবাহ, ১৪ নাস্তিক, ১৫ ত্যাজ্যপুত্র, ১৬ বিপর্য্যায়, ১৭ অন্যপূর্ব্বা, ১৮ বয়োজ্যেষ্ঠা, ১৯ মাতৃনাম, ২০ সগোত্র, ২১ দুষ্টা কন্যা, ২২ অঙ্গহীন, ২৩ কাণ, ২৪ কুব্জ, ২৫ বাগ্‌জড়।*

---

* "কন্যাপুংসোরভাবে চ রণ্ডিকাগমনাদপি।
জীবিতে পিণ্ডদানেন স্বজনঃ ক্ষিপ্ত এব চ ॥

২ রণ্ডিকা—ইহা ত্রিবিধ ; কন্যাভাব, কুলাভাব ও রণ্ডিকা-(রাঁড়)-গমন।

"কন্যাভাবাৎ কুলং রণ্ডঃ কুলাভাবাত্তথৈব চ।
রণ্ডিকা-গমনাৎ রণ্ডস্ত্রিভী রণ্ডোঽপি জায়তে॥"

স্মৃতিতে অন্যবিধ।

৬ অগ্নিদগ্ধা—যাহার কেহ নাই।

১৬ বিপর্য্যয়—ইহা ত্রিবিধ ; কৃতিপুত্রবর, পুত্রপশ্চাৎ ও ভ্রাতৃপশ্চাৎ।

————————'বিপর্য্যয়ঃ কৃতিপুত্রবরেণ চ।
ভ্রাতৃপশ্চাৎ পুত্রপশ্চাৎ বিপর্য্যয়াস্ত্রয়ো মতাঃ॥'

ফুলিয়া মেলের বিশেষ কথা।

ফুলিয়া গ্রামের মুখোপাধ্যায়দিগকে লইয়া কুল নিষ্পন্ন হয়, এইজন্য ইহার নাম ফুলিয়া মেল।

নাধা, ধাঁদা, বারুইহাটী ও মুলুকজুড়ি দোষে ফুলিয়া মেল বন্ধন হয়। পরে অন্য দোষও সংস্পৃষ্ট হইয়াছে।

তত্র পিণ্ডে ভবেদ্দোষঃ পতিতঃ কুলপণ্ডিতৈঃ।
অগ্নিদগ্ধা নীচোদ্বাহো বলাৎকারস্তথৈব চ॥
পোষ্যপুত্রো ব্রহ্মহত্যা জন্মান্ধঃ কুষ্ঠরোগিণঃ।
খঞ্জেনাপি কুলং তদ্বৎ নীচোদ্বহে চ নান্দিকে॥
ত্যাজ্য পুত্রো বিপর্য্যয়ঃ কুলজ্ঞদোষসম্মতঃ।
অন্যপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনাম্নী সগোত্রিকা॥
দুষ্টা কন্যাঙ্গহীনা চ কাণকুব্জোঽপি বাগ্‌জড়ঃ।
পঞ্চবিংশতিদোষশ্চ নিশ্চিতঃ কুলঘাতকঃ॥"

প্রথমে যে যে দোষে মেলবন্ধন হইয়াছে, পরে সেই সেই দোষের সহিত অন্য দোষ প্রায় প্রত্যেক মেলেই প্রবেশ করিয়াছে।

নাধা—নাধা-নামক স্থানবাসী বন্দ্যঘটীয়গণ বংশজ ছিলেন। গঙ্গানন্দের পিতা মনোহর মুখোপাধ্যায় এই বংশজ-কন্যা বিবাহ করিয়া বংশজ হন। মনোহরের কুলরক্ষার নিমিত্ত ঘটকেরা নাধার বাঁড়ুরীদিগকে মাষচটক নামে শ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত করেন। তাহাতে মনোহরের কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা হয়। ইহা নাধা-দোষ।

ধাঁদা—শ্রীনাথ চাটুতির দুই অবিবাহিতা কন্যা ধন্দনামক ঘাটে জল আনয়নার্থ গমন করে। হাঁসাই খানদার নামক জনৈক মুসলমান বলপূর্ব্বক ঐ দুই কন্যার জাতিপাত করে। এই কথা বিপক্ষেরা রটনা করে, বস্তুতঃ সত্য নহে। উহার এক কন্যা কংসসুত পরমানন্দ পূতিতুণ্ড, অন্য কন্যা গঙ্গাবর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। এই গঙ্গাবরের সহিত নীলকণ্ঠ গাঙ্গের আদানপ্রদান হয়। নীলকণ্ঠ গাঙ্গের সহিত আদান প্রদান দ্বারা গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ও এইরূপ মিথ্যা-অপবাদযুক্ত যবন-দোষে দূষিত হন। ইহার নাম ধাঁদা-দোষ।

"অনাথ-শ্রীনাথসুতা ধন্দঘাটস্থলে গতা।
হাঁসাই-খানদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্দুস্থানগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টাত্মজা।
যবনেন তু সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ॥"

"নাথাই চট্টের কন্যা হাঁসাই খানদারে।
সেই কন্যা বিভা করে বন্দ্য গঙ্গাবরে॥" মেলমালা।

ইহা মিথ্যা অপবাদ।

বারুইহাটী—বারুইহাটী গ্রামে ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের জাতিভ্রংশ ঘটিত; কাঁচনার মুখুটী অর্জ্জুন মিশ্র ঐ গ্রামে ভোজন করিয়া জাতিভ্রষ্ট হন। শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহিত আদান প্রদান করেন। এই শ্রীপতি বন্দ্যোর সহিত আদান প্রদান দ্বারা গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ও সেই দোষে দোষী হন। ইহার নাম বারুইহাটী।

মুলুকজুড়ি—গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (ভট্টাচার্য্যের) ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য, মুলুকজুড়ি (সাতশতী)-কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভ্রষ্ট ও সাতশতী-ভাবাপন্ন হন; পরে শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন। ইহা মুলুকজুড়ি দোষ।

মনোহর মুখুটী, শ্রীপতি বন্দ্যঘটী ও গঙ্গানন্দ চাটুতি মুখপাতস্বরূপ। পরে খড়দহ মেলের নারায়ণ চট্টো ও শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলি ফুলিয়া মেলে প্রবেশ করেন।

ভট্টনারায়ণ-বংশ।

ভট্টনারায়ণের ষোল পুত্র। যথা—আদিবরাহ ১, রাম ২, নীপ ৩, নানো ৪, বিকো ৫, সাহ বা সাঢ়ু ৬, শুভ ৭, নিপো ৮, গুঁই ৯, মধু ১০, গুণ ১১, বটুক ১২, গুণ্ড ১৩, বিভু (দেব) ১৪, কাম বা শুভ ১৫, মহীপতি ১৬। ইহাঁদিগের মধ্যে আদিবরাহ বন্দ্য-বংশের মূল পুরুষ।

আদিবরাহ-বংশ যথা—পুত্র বৈনতেয়, পৌত্র সুবুদ্ধি, প্রপৌত্র বিবুধেশ, বৃদ্ধপ্রপৌত্র গুঁই, অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র গঙ্গা-

ধর, বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র সুহাস। ইহাঁর পুত্রের নাম শকুনি, ইনি ভট্টনারায়ণ হইতে ৯ম। ইহাঁর পুত্র মহেশ্বর ১০ম; ইনিই কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ইহাঁর সহিত বন্দ্যবংশের আরও চারিজন কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের নাম যথা—জাহ্লন, দেবল, বামন ও ঈশান (২৭৪ পৃঃ দেখ)।

মহেশ্বরের পুত্রের নাম মহাদেব (১১শ)। ইহাঁর তিন পুত্র যথা—তিকু, পূতি ও দুর্ব্বলী। ইহাঁরা ভট্ট হইতে ১২শ।

দুর্ব্বলীর পাঁচ পুত্র যথা—অনন্ত, হরি, ভাস্কর, নারায়ণ ও সঙ্কেত (১৩শ)।

(১৩শ) হরি, তৎপুত্র বিষ্ণুমিশ্র (১৪শ), তৎপুত্র পৃথ্বীধর ও ধ্রুবানন্দ (১৫শ)। পৃথ্বীধর-পুত্র গঙ্গাধর (১৬শ), তৎপুত্র ভগীরথ (১৭শ)। ভগীরথের পাঁচ পুত্র যথা—মনোহর, জিতামিত্র, দেবানন্দ, শ্রীমন্ত ও শ্রীপতি (১৮শ)। ধ্রুবানন্দকৃত কুলরমার নাম মিশ্রীগ্রন্থ। ধ্রুবানন্দের উপাধি মিশ্র।

মনোহরো জিতামিত্রো দেবানন্দস্ততঃ পরঃ।
শ্রীমন্তঃ শ্রীপতিশ্চৈব ভগীরথসুতা ইমে॥ মিশ্রী।

(১৮শ) শ্রীপতির পুত্র দুর্গাদাস (১৯শ)। সাগরদিয়া গ্রামে বাস নিবন্ধন তাঁহার উপাধি সাগর হয়। দুর্গাদাসের চারি পুত্র; রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর,* রাঘব ও রামকান্ত (২০শ)। ইহাঁরা চারি চক্রবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধ ও বন্দ্যবংশে সাগরদিয়া নামে বিশেষ

* আসীদ্রামেশ্বরাখ্যঃ কুলকুলতিলকো নির্ম্মলো রাঢ়বঙ্গে
সদ্বৃত্তৈঃ সদ্বিচারৈঃ সমকুলসদৃশো নাস্তি কশ্চিৎ কুলীনঃ।
শ্রীগোপীনাথনাম্না অজককুলবরৈস্তুল্যগোবিন্দমুখ্যৈ-
র্বিগ্রামে সঙ্গকীর্ত্তিঃ কুলদলবিজয়ী সাগরে সেতুবন্ধঃ॥

খ্যাত। সাগরের এই চারি অংশ যে কুল পবিত্র করিয়াছেন, তাহার নাম চতুঃসাগরী। যথা—

সাগর পূর্ব্বেতে ছিল মীনের আলয়।
অদ্ভূততত্ত্বাব এতে আছয়ে প্রত্যয়॥
মেলবন্ধ-কালে যাতে সাগরের অংশ।
পড়িল, তাহারা কুলে হইল প্রশংস॥
সে কালে সাগর ছিল গাঙ্গবংশে যোগ।
তথা হইতে গঙ্গানন্দ পাইল সংযোগ॥
সমবারি-ভাবে তাহা সুচট্টেতে যায়।
গাঙ্গুলি-সম্বন্ধ যবে খড়দহে পায়॥
চট্টবংশে মিশ্রিত হয় গাঙ্গুলির কুল।
পরম্পরা-সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বানন্দে মূল॥
বল্লভীতে এই মতে আছে তার অংশ।
চতুঃসাগরী ব'লে যে হইল প্রশংস॥
স্বাধিকার-নিষ্ঠাভাব চারি মেলে পায়।
অন্যথা-সিদ্ধতা-ভাব ঘটক না লয়॥
এই চারি মেল যেই শ্রোত্রিয়ের ঘরে।
শুদ্ধক শ্রোত্রিয় বলি তাহারে বিচারে॥ কুলচন্দ্রিকা।

(২০শ) রাঘবের পুত্র জয়রাম (২১শ)। ইহাঁর তিন পুত্র; রুদ্ররাম, রঘুরাম ও কেশবরাম (২২শ)।

এখানে কেহ কেহ বলেন যে—

"এক রাম প্রসবিল কৌশল্যা ধন্যা।
তিন রাম প্রসবিল কুমুদের কন্যা॥" মেলমালা।

কুমুদ ন্যায়ালঙ্কার সারজবাসী কাশ্যিয়াদী-গোষ্ঠী সম্ভূত।

সারল যশোহর জিলার অন্তর্গত। নিম্নে রঘুরামের বংশের একদেশ দেখান গেল।

রঘুরাম (২২শ) মূল (১)। আদিবরাহ হইতে পুরুষগণনা হয়, সুতরাং ভট্টনারায়ণ হইতে রঘুরাম ২২শ পুরুষ অন্তর। দুর্গারাম (২৩শ) পুত্র (২)। রামশরণ (২৪শ) পৌত্র (৩)। কৃষ্ণশরণ, কৃষ্ণপ্রাণ ও গোবিন্দ (২৫শ) প্রপৌত্র (৪)। রাধানাথ (২৬শ) বৃদ্ধপ্রপৌত্র (৫)। তারকনাথ ও চন্দ্রনাথ (২৭শ) অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র (৬)। নীলমণি (২৮শ) বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র (৭)।

রঘুরাম প্রপৌত্র গোবিন্দ (২৫শ)। তৎপুত্র রাধাকিশোর (২৬শ)। তৎপুত্র দ্বারকানাথ, উমাচরণ, গিরিশ, শ্রীশ, চন্দ্র-শেখর, হরকুমার ও হরিশ (২৭শ)। নিম্নে কেশবরাম চক্রবর্ত্তীর বংশের একদেশ দেখান গেল।

কেশবের পুত্র (২৩শ) আনন্দীরাম বিদ্যালঙ্কার। তৎপুত্র (২৪শ) রাধাগোবিন্দ। তৎপুত্র (২৫শ) বিশ্বনাথ। তৎপুত্র (২৬শ) কালীনাথ। তৎপুত্র (২৭শ) কেদার, জগদ্বন্ধু ও যদুনাথ। জগদ্বন্ধুর পুত্র (২৮শ) কুমুদ, বিনোদ ও লালবিহারী। বিনোদের পুত্র (২৯শ) ফণি ও বিভূতি। নিবাস জয়পুর, জিলা যশোহর। ফুলের মুখুটী কৃষ্ণজীবন সন্তানের সহিত পাল্‌টী-প্রকৃতি-ভাব।

জয়রাম (২১শ)। জয়রামের সহিত ফুলের মুখুটী রতি বিষ্ণুর যোগে কুল। জয়রাম জগাই নামে প্রসিদ্ধ।

"জগাইয়ের যোগরঙ্গ, পাইয়ে রতির সঙ্গ,
হড়, গুড়, পোড়ারির দোষে।
রামদেব বলে খুড়া, কি হলো কুলের গোড়া,
ত্রিদোষ বলিয়া লোকে ঘোষে॥" মেলমালা।

রামকৃষ্ণ (২০শ)। রামকৃষ্ণের পুত্র গোপীনাথ (২১শ), ফুলিয়া মেলের রমণ ঠাকুরের সহিত কুল। পরিশিষ্ট দেখ।

রামেশ্বর (২০শ)। তৎপুত্র গোপীনাথ, রামদেব, রঘুদেব, রামনারায়ণ, রামনাথ, লক্ষ্মণ ও কামদেব এই সাত জন (২১শ)।

ফুলিয়ার মুখুটী রমণ রাজবল্লভের সহিত রামদেব ও রঘুদেবের কুল। মধুসূদন তর্কালঙ্কারের সহিত রামনারায়ণের পাল্টী-প্রকৃতি-ভাব। জঙ্গলব্যদাল-নিবাসী ফুলের মুখুটী রঘুনন্দনাদির সহিত রামনাথ ও লক্ষ্মণের কুল। জঙ্গলবাদাল যশোহরে।

রঘুরাম ত্যজে পিণ্ড, গোপীনাথে খায়।
অবশেষে সেই পিণ্ড জগতে না পায়॥

গোপীনাথ রামদেব যোগ, লক্ষ্মণ রামনাথ যোগ,
রঘুদেব কামদেব যোগ। কুলপঞ্জিকা।

(২২শ) রুদ্ররায় পোড়ারী দোষ হেতু ফুলের মুখুটী রঘুকেশবের দলে প্রবিষ্ট হয়েন।

(২১শ) রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে অন্তিমকালে নবদ্বীপাধিপতি কেশরকুনী প্রাপ্ত করান। পূর্ব্ববঙ্গে সে দোষ অগ্রাহ্য বলিয়া উপেক্ষিত হয়। তদনুসারে মধুসূদন তর্কালঙ্কারের সহিত ইহাঁর কুল-বন্ধন হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিবর্গ সাগরদিয়া বাঁড়ুরী বলিয়া খ্যাত। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ গয়ঘড়ী বন্দ্য বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ।

গয়ঘড়।

মহাদেবের পুত্র দুর্ব্বলী ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ১২শ। ইহাঁর পুত্র হরি, অনন্ত ও ভাস্কর (১৩শ)। অনন্ত-বংশের

যাদবেন্দ্র গয়ঘড় গ্রামে বাস করিতেন। তাহা হইতে গয়ঘড়ী নামের উৎপত্তি। নীলকণ্ঠ ঠাকুর হইতে ফুলিয়া মেলের মুখুটীর সঙ্গে ইহাঁদিগের যোগ হয়। যথা—

লবণযবনযোগাৎ সাগরো দগ্ধসারঃ
কুসুমকুলকুলারিঃ কালকূটঃ কুলারিঃ।
ইতি বিষমসময়ে নীলকণ্ঠোঽপি কুণ্ঠঃ
গড়ঘড়কুলকেতুঃ কেবলং ত্রাণহেতুঃ॥ মিশ্রী।

(১২শ) দুর্ব্বলীর বংশাবলী।

(১৩শ) অনন্ত সঙ্কেত হরি নারায়ণ ভাস্কর
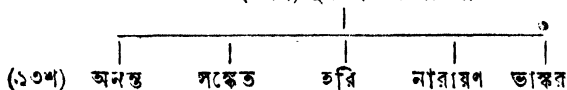
অনন্ত হইতে গয়ঘড়। সঙ্কেত হইতে সাগরদিয়া।

(১৩শ) অনন্তের বংশাবলী।
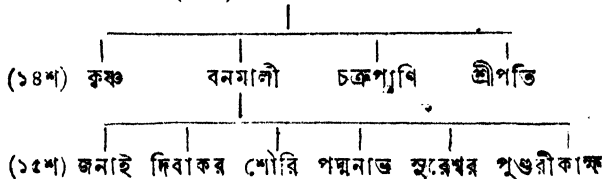
(১৪শ) কৃষ্ণ বনমালী চক্রপাণি শ্রীপতি

(১৫শ) জনাই দিবাকর শৌরি পদ্মনাভ সুরেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ

(১৬শ) সুধাকর নিধাকর জয়পতি

(১৭শ) বসু বল হরি

(১৮শ) ধরাই শত্রুঘ্ন হিরণ্য (ইনি পরম মান্য)

(১৯শ) আনাই শিবানন্দ তপন বিদ্যানন্দ

(২২শ) রামচন্দ্রের পুত্র যাদবেন্দ্র, শিবরাম, মহাদেব ও পঞ্চানন।
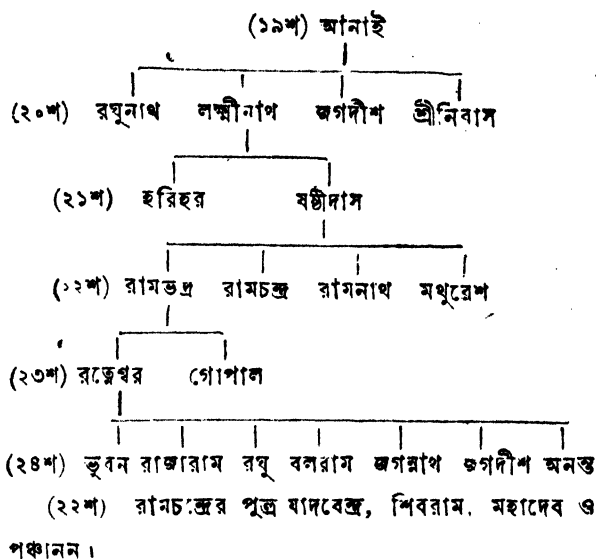
গয়ঘড় যাদবেন্দ্র বৈমাত্রেয় ভিত্তু (২২শ) শ্রীধর-দৌহিত্র। (২৩শ) কুলীন দৌহিত্র যাদবেন্দ্রের পুত্র শ্রীনারায়ণ (২৪শ)। তৎপুত্র জয়নারায়ণ, নরনারায়ণ ও প্রেমনারায়ণ (২৫শ)।

জয়নারায়ণ-সুত কৃষ্ণানন্দ (২৬শ)। তৎসুত হরনাথ ও গৌরীনাথ (২৭শ)। হরনাথ সুত আদ্যনাথ ও যদুনাথ (২৮শ)। আদ্যনাথ-সুত পঞ্চানন (২৯শ)। যদুনাথ-সুত পাঁচু (২৯শ)। পঞ্চানন-সুত শ্রীশিবদাস (৩০শ)।

নরনারায়ণ-(২৫শ)-সুত রামশরণ (২৬শ)। তৎসুত কাশীনাথ (২৭শ)। তৎসুত কামাখ্যানাথ (২৮শ)। তৎসুত চন্দ্রনাথ (২৯শ)। রামশরণের (২ শ) বৈমাত্রেয় বৈদ্যনাথ (২ শ)। তৎসুত কেশব ও ভবনাথ (২৭শ)।

প্রেমনারায়ণ (২৫শ) বংশ জিলা নদিয়া কুসুমপুরে বিরাজ করিতেছেন।

(২২শ) মথুরেশের পুত্র মধুসূদন, রামদেব, রতিকান্ত, বামদেব ও রামচরণ।

কাঁটাদিয়া।

কাঁটাদিয়া—কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটীর আদিপুরুষ দাসু (১০ম), তৎসুত বনমালী (১১শ), তৎসুত ভীম ও ভব। ইহা হইতে কাঁটাদিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। (১২শ) ভব। ইহাঁর ধারাবাহিক অধস্তন পুরুষগণের একদেশমাত্রের নাম যথা—জীয় ১৩। দিগম্বর ১৪। ভরত ১৫। মহেশ ১৬। দুর্গাদাস ১৭। রত্নেশ্বর ও রামেশ্বর ১৮। রামেশ্বরের বংশ আনুদপুরে আছে, ইহাঁরা পণ্ডিতরত্নী মেলে গত। ভব কাঁটাদিয়া গ্রামে বাস করিতেন।

কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটীর মধ্যে বৈদ্যনাথ, গৌরীকান্ত, রামভদ্র, রতিকান্ত, রামচন্দ্র, রামদেব ও রামকৃষ্ণ বল্লভী মেলে গত। পরিশিষ্ট দেখ।

বন্দ্যঘটী ত্রি-হিরণ্য, তাহে এক অগ্রগণ্য,
কুল-কুল-কেতু গয়ঘড়ী।
অন্য দুয়ে নাহি পুণ্য, বাঙ্গাল ও কুল-শূন্য,
বেণে-বাড়ী শেষ গড়াগড়ি ॥*

---

* কুলশূন্য—অর্থাৎ বংশজ, শেষ—অর্থাৎ ছোট হিরণ্য দাসুবংশ। ১ম—বসুসুত গয়ঘড়; ২য়—নারায়ণসুত; ৩য়—অর্থাৎ শেষ।

বাঙ্গাল হিরণ্য ঘৃণ্য, নারায়ণ-সুত।
কাঁটাদিয়া হিরণ্য নিন্দ্য, দাসুবংশ-ভূত ॥
দুয়ে বন্ধু ধোপা হাড়ী বেণে পরিবাদে।
সঙ্গে বীরভূয়ে বসন্ত-পত্নী থাঁজুরিদে ॥ ক্রোধমালা।

বেণেনীর রূপ-ছটা, শেষের বড়ই ঘটা,
সে রূপে ব্রহ্মতেজো লুকায়।
সমাজেতে ঠেলাঠেলি, হিরণ্যে বড়ই গালি,
এবে বেণেনী লয়ে পলায় ॥
বেণেনীর পরিচয়, বাপের নাম লুকায়,
ইথে দায়াদ হইল কাল (কাঁটাদিয়া দাস-বংশ)।
হিরণ্যের দেশে থাকা, তাহে অকথা কুকথা,
নানাবিধ ধরিল জঞ্জাল ॥
পাইয়া জাতির হুড়া, একবারে দেশ-ছাড়া,
বর্দ্ধমানে বেণেনীর সঙ্গে।
ভৈরব-ভৈরবী-বেশে, ক্রীড়া করে নানা রসে,
কত লোক জোটে কত রঙ্গে ॥
শিবের কুচনী সতী, কৃষ্ণের গোপ-যুবতী,
সেইমত হইল হিরণ্যে।
বেণেনীর গর্ভজাত, সন্তান হইল সাত,
পুত্র এক, তাহে ছয় কন্তে ॥
চক্রেতে বিবাহ দেয়,* জাতির কি আছে ভয়,
লোকে তান্ত্রিক বামণ কয়।
হিরণ্য মরিয়া যায়, পুত্রাদির সাহস হয়,
দ্বিজ বলি দিতে পরিচয় ॥

* সংপ্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮০ ॥
নাত্র জাতিবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্।
চক্রমধ্যগতা বীরা মম রূপা ন চান্যথা ॥ ১৮১ ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ৮ম উল্লাস।
বয়োবর্ণবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাং ভর্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ ॥ ঐ। ৯।২৭৯।

পুত্রের সন্ততি অষ্ট, পুত্র সপ্ত, কন্যা জ্যেষ্ঠ,
দ্বিজে কন্যা দিতে নাহি ভয়।
তন্ত্র-কাজে হৈল পটু, সে দেশে তান্ত্রিক বটু,
তবু সুদ্বিজে কন্যা নাহি লয়॥

পাপী দ্বিজে বিভা করে, পতিত-বামণ-ঘরে,
নীচ-কন্যা বর পায় ভাল।
পতিত উত্থিত হয়, অচলের এ সময়,
নাহি কোন প্রকার কুচাল॥

সাত পৌত্র সাত ঋষি, তুল্য সপ্তর্ষি দেবর্ষি,
তবু সুব্রাহ্মণে না চায়।
পুত্রপৌত্রাদিক্রমে, নানা দেশ পরিভ্রমে,
পাল্টী-প্রকৃতি করিতে যায়॥

মেয়ে বেচা, মেয়ে কেনা, বামণ পেয়েত দানা,
আছে তার কত মত ধারা।
তাদের সঙ্গে বিভায়, কিছু কাল্ল গত হয়,
যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা॥

পচা বংশজের ঘরে, আদান প্রদান করে,
বলে আদি বংশজ আমরা।
পণ্ডিতরত্নী,বাঙ্গালপাশী, সুখনাশী, আশীবিষী,
ধোপা-বিলাসী যত পামরা॥

পুত্রের সন্ততি যত, বিদ্যায় গীষ্পতিমত,
নানা দেশ ভ্রময়ে কথায় (পুরাণ কথা)।
ক্রমে পুত্রাদি-যাজন, প্রথা আছে ত যেমন,
আস্তে আস্তে উঠিল সভায়॥
বিদ্যার গৌরবে লোকে, পাঠ পড়িতে ডাকে,
এই হৈল ব্রাহ্মণ্যের গোড়া।

শূদ্রযাজী দ্বিজ ডাক, হিরণ্যের এক থাক,
কেহ না পায় কুলের সাড়া॥
পঞ্চানন মুখো কয়, সাড়ীর দোষ অক্ষয়,
বৈলে চিকিৎসে কর্ত্তো জুড়ে।
নিয়ে দোপোড়া, তেপোড়া, খেজ আর দু চার পোড়া,
হিরণ্যের খাদি যেত উড়ে॥

গোষ্ঠী-কথা—বর্দ্ধমান জেলার পাঁচড়া-নিবাসী ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর কুলাচার্য্য-প্রদত্ত।

খড়দহ মেল।

খড়দহ গ্রামে বাস বলিয়া নাম খড়দহ।
আদৌ খড়দা, ফুলিয়া শেষঃ।
ফুলিয়া খড়দা নাস্তি বিশেষঃ॥ *

যোগেশ্বর পণ্ডিত হইতে খড়দহ মেল ধরা যায়। ইনি আহিত-সহোদর মহাদেবের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র। মহাদেব শ্রীহর্ষ হইতে ১৪শ পুরুষ অন্তর। মহাদেবের দুই পুত্র; ঈশ্বর ও বিশ্বেশ্বর (১৫শ)। মহাদেবের পিতার নাম উৎসাহ। মহাদেবের সহোদরের নাম আহিত, অভ্যাগত, কামদেব, চক্রপাণি প্রভৃতি দশ জন। পরিশিষ্ট দেখ।

---

* এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, (২১শ) যোগেশ্বর পণ্ডিত (২৩শ) মনোহর মুখোপাধ্যায়ের খুল্লপিতামহ, সুতরাং তিনিই অগ্রগণ্য। মনোহর ভ্রাতুষ্পৌত্র, কাজে কাজেই পশ্চাদ্বর্ত্তী।
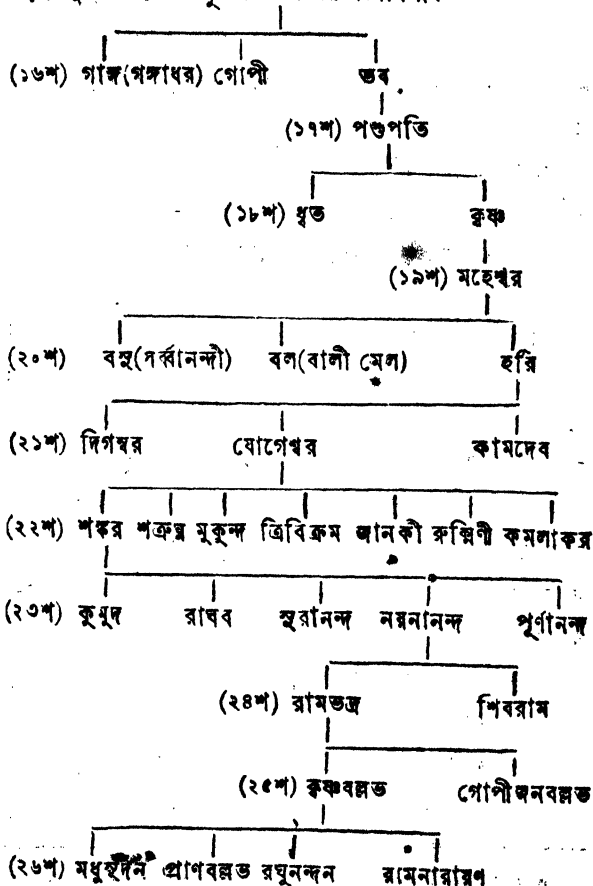
রামনারায়ণের সহিত রামাচার্য্য ও শিবাচার্য্যের সমান সম্বন্ধ, অর্থাৎ ইহাঁরা তিন জনেই শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২৬শ পুরুষ। কৃষ্ণবল্লভের সহোদর গোপীজনবল্লভ।

যোগেশ্বর পণ্ডিত রামনারায়ণের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ। যোগেশ্বর ও কামদেব পণ্ডিত খড়দহ মেল প্রাপ্ত হন। রাম-নারায়ণ কাশ্যপ-কাণ্ডারী দোষ-দুষ্ট। দিগম্বরও খড়দহ-মেল-প্রাপ্ত।

খড়দা মেলের কাশ্যপকাণ্ডারীতে যে ১৮ জন কুলীন সং-সৃষ্ট হয়েন, তাঁহাদিগের নাম ও বংশ যথা।—

আদৌ গাঙ্গচতুষ্টয়ং ধনযুগং ধন্যাঞ্চ বন্দ্যাদ্বয়ং
সন্তানামপি চৈতলী ত্রয়মুখো এতে চ অষ্টাদশ। মেলমালা।

গাঙ্গ-বংশে—রামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও রঘুনাথ (২২) এই চারি সহোদর, বেগের গাঙ্গুলি। ধন—চাটুতি-বংশের কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণজীবন, এই দুই ব্যক্তি। বন্দ্য-বংশে—কৃষ্ণচরণ ও রামদেব, এই দুই ব্যক্তি। সপ্ত চৈতলী—রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, নারায়ণ, রমাপতি, মধুসূদন ও গোবিন্দ, এই পাঁচ ব্যক্তি রামচন্দ্র-তনয় (২৩); এবং যদু ও রঘু এই দুই ব্যক্তি সমেত সাত জন (ইহাঁরা রামনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র)। মুখবংশে—রামনারায়ণ, রঘুনন্দন ও মধুসূদন। *

সত্যবানের দুই সুত, লোহাই (লয়াই), শুভাই (সবাই)।
মুকুন্দ শুভাই-সুত, বিবাহ ডিংসাই॥
রায়ের দোষে বিসম্ভাষে পড়ে সত্যবান্।
সেই কালে যোগেশ্বর মধু চট্ট পান॥

---

* সপ্ত চৈতলীতে কোন কোন পুস্তকে বিদ্যাধর সার্ব্বভৌম, রাধাবল্লভ বিদ্যালঙ্কার, লক্ষ্মীনারায়ণ সার্ব্বভৌম ও রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম দেখা যায়।

মধু চট্ট শিরে ধরি ভরদ্বাজ মুনি।
যোগেশ্বর অবতার শিব শিব গণি॥
আর গাঙ্গ চিন্তামণি চাঁদের চিয়ায়।
ত্রিদোষে পড়িয়া মলেন চট্ট মাধাই॥

কামদেবসুতাঃ সপ্ত, দামোদরসুতাবুভৌ।
যোগেশ্বরসুতাঃ সর্ব্বে মধুদোষেণ ঘূর্ণিতাঃ॥ মেলমালা।

যোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা হরি মুকটী গড়গড়ি-কন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপ্লাই-কন্যা, বিবাহ করেন। এবং মধু চট্টোপাধ্যায়ও ডিংসাই রায় পরমানন্দের কন্যা-বিবাহে দুষ্ট। যোগেশ্বর এই মধু চট্টকে কন্যাদান করেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিত, কামদেব পণ্ডিত, মধু চট্ট, নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলি ও ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খড়দহ মেলের প্রধান।

"গড়শ্চ পিপ্পলিশ্চৈব সুথনাগী মধুস্তথা।
ডিঙীরায়স্য সম্পর্কাৎ খড়দা মেল্ল উচ্যতে॥"
"খড়দহ মহাকুল, যোগেশ্বর যার মূল,
ডিঙী-দোষ বলি শূল, যাহাতে জন্মিল।"

খড়দা মেলের কতিপয় কুলীন মধ্যে পঞ্চানর্থী দোষ আছে। যথা—১ বিষ্ণুঃ কুশারির্যবগ্রামী বা (সাতশতী) সন্দেহঃ। মধু চট্টের যজ্ঞেশ্বরের কন্যা-বিবাহ।

২ বন্দ্যবৈদ্যসিদ্ধান্তকহরিঃ। বাণীবরে রজনীকরঘটকস্য কুন্যাবিবাহী সন্দিগ্ধঃ শ্রোত্রিয়ঃ কাশ্যপকাঞ্জারী (সাতশতী) সন্দেহঃ।

৩ বঞ্চকঃ পূর্ব্বগ্রামী ঘোষালো বা। আচার্য্যশেখরী বিষ্ণুঃ।

৪ সনাতনঃ পিপ্পারী গাঙ্গুলির্বা।
৫ শৃগালঃ পালধিশ্চট্টো বা। *

কাশ্যপ গোত্রে দক্ষ-বংশ।

(১) দক্ষ-পুত্র সুলোচনাদি ১৬ জন। সুলোচন চট্টোপাধ্যায়-কুলের মূলপুরুষ (২)। সুলোচন-পুত্র বাসুদেব ও মহাদেব (৩)। মহাদেবের সুত হলধর (৪)। তৎসুত নাম্নিদেব, কৃষ্ণদেব ও রূপদেব (৫)। নাম্নিদেব-পুত্র হাড়, হর্ষ ও লালো (৬)। লালোসুত গরুড়ধ্বজ ও ভরত (৭)। গরুড়-পুত্র শ্রীকণ্ঠ ও হিরণ্য (৮)। শ্রীকণ্ঠ-সুত বাঙ্গাল (৯) †। গরুড় কাশ্যপগোত্রের বহুরূপাদি পঞ্চজন কুলীনের অন্যূন কল্প। বাঙ্গাল-সুত কীত (১০)। কীত-পুত্র নৃসিংহ (১১)। তৎসুত আভো (১২)। তৎপুত্র স্বপন (১৩)। স্বপন-সুত চৈতলী (১৪)। তৎসুত রঘু (১৫)। তৎসুত শ্রীবৎস (১৬)। তৎপুত্র বলভদ্র (১৭)। তৎপুত্র উদয় (১৮)। ইনি উদয় কুলবর নামে প্রসিদ্ধ। কুলবর কুলপতি-সদৃশ উপাধি ‡। উদয় কুলবর তদীয় বৃদ্ধপ্রপিতামহ

---

* মধোর্যজ্ঞেশ্বরোহনর্থো, বৈদ্যসিদ্ধান্তকো হরিঃ।
রজনী চ তথা বিষ্ণুঃ, কাশ্যপে বঙ্ককঃ, সনা।
আচার্য্যশেখরশ্চৈব পঞ্চানর্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ মেলমালা।

† বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥ ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

‡ মুনীনাং দশসাহস্রং যোহন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ স বৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥ স্মৃতিশাস্ত্র। ধ্রুবানন্দ।

চৈতলীর নামে আপনার কীর্ত্তি খ্যাপন করিতেন। সেইহেতু উদয়-সন্ততিমাত্র চৈতলী বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণদেব-সুত বরাহ (৬)। বরাহ-সুত শ্রীধর, মহাবুদ্ধি, সুজো ও পিথাই (৭)। শ্রীধর-সুত বহুরূপ (৮)।

(১৪) চৈতলীর পৌত্র রঘু-সন্তান ঈশ্বর (১৬); ইনি শ্রীবৎস-সহোদর। তৎপুত্র দিনকর, ত্রিপুরারি ও পুরন্দর (১৭)। পুরন্দর বল্লভী মেল-প্রাপ্ত।

চৈতলীর পুত্র কিশো, বিশো, নিশো, মহী, রঘু, কুশো ও ধুশো (১৫) এই সাত জন। তন্মধ্যে রঘু চৈতলী বলিয়া খ্যাত, মহী চন্দ্রপতি ও কুশো ভাটাকুলিয়া বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ভাটাকুল গ্রাম বর্দ্ধমান জিলায়।

চং চৈ ত্রিপুরারি দিনকর-সহোদর (১৭)। ত্রিপুরারি-পুত্র অমর ও গোরাই (১৮)। অমর-সুত দৈবকী, কামাই ও লক্ষ্মীনাথ (১৯)। লক্ষ্মীনাথ-সুত গোপী ও গৌরী (২০)। গোরাই পণ্ডিতরত্নী মেলে গত। গোপী ও গৌরীর ফুলের মুখটী রাঘবেন্দ্র, কাশী, বিশু, গোপাল ও গোপীনাথের এক-যোগে পাল্‌টী-প্রকৃতি ভাব হয়।

(৮) বহুরূপের পুত্র গোবিন্দ, বাসুদেব, রাজো, মধু, ঈশ্বর, কুশলী ও গাহী (৯)। গাহীর পুত্র সর্ব্বেশ্বর (১০)। সর্ব্বেশ্বর অবসথ যজ্ঞ করিয়া অবসথী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। (১১) সর্ব্বেশ্বর-পুত্র অচ্যুত, বামন, দোকড়ী, তেকড়ী, ছকড়ী ও সম্পত্তি (১২)। (১২) দোকড়ী-সুত গোবর্দ্ধন, পান্থ, শিরো, জয়পতি, শূলপাণি, ঈশ্বর, লখ, পুর, গণ ও ধন (১৩)। গোবর্দ্ধন-সুত তপন (১৪)। তৎপুত্র কানাই, শ্রীকণ্ঠ

ও সত্যবান্ (১৫)। সত্যবান্-সুত নয়াই ও শুভাই (১৬)। শুভাই-সুত অয় ও মধু (১৭)। মধু-সুত অনন্ত, বিশ্বনাথ, নরহরি, জগদীশ ও রঘুনাথ (১৮)। (১৮) অনন্ত-সুত কাশী-বল্লভ, দেবিদাস ও কানাই (১৯)। (১৯) কাশী-সুত ঈশ্বর ও রামনাথ (২০)। (২০) ঈশ্বর-সুত বল্লভ ও ঈশান (২১)। (১৭) মধু চট্টোর দ্বারা খড়দার মূলপ্রকৃতি যোগেশ্বরে দোষ ঘটে। যথা—যোগেশ্বরের যোগ-ভঙ্গ, পাইয়ে মধুর সঙ্গ ইত্যাদি।

(১৩) চট্টো অবসথী তেকড়ী-বংশ। তৎপুত্র সিধো, বিদো, নন্দ, গোপাল ও প্রভাকর (১৪)। সিধো-সুত লখো (লক্ষ্মীধর), মার্কণ্ডেয়, বশিষ্ঠ, দামোদর ও সাধু (১৫)। লক্ষ্মীধর-সুত হরি, দিগম্বর ও বিভাকর (১৬)। দিগম্বর-সুত পুরাই, হরাই, গুণ, শুভাই, প্রিয়ঙ্কর, রাঘব, সর্ব্বানন্দ, জগন্নাথ ও দুর্গাবর (১৭)। (১৭) পুরাই-সুত লোহাই ও বিজয় (১৮)।

(১৭) জগন্নাথ-সুত চিত্রাঙ্গদ, মালাধর, কালিদাস, গোপী, কেতন, শ্রীগর্ভ ও মধু (১৮)। শ্রীগর্ভের সময় মেলবন্ধন হয়। ইনি মেলবন্ধনের কুলীন। শ্রীগর্ভের পুত্র পঞ্চানন, ভগবান্, কেশব, কামদেব, কুমুদ, চন্দ্রশেখর (বা ঈশ্বর) (১৯)। (১৯) ভগবান্-সুত ষষ্ঠীদাস, দেবিদাস, নারায়ণ ও গঙ্গানন্দ (২০)। (২০) ষষ্ঠীদাস-পুত্র পূর্ণানন্দ, রাজেন্দ্র ও যাদবেন্দ্র (২১)।

(২০) গঙ্গানন্দের পুত্র গোপীশ্বর, রামকৃষ্ণ, বিশ্বেশ্বর, জনার্দ্দন, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণবল্লভ (২১)। (২১) রামকৃষ্ণ-সুত রামদেব, মধু, গোপীশ্বর, নন্দকিশোর, বাসুদেব ও মদন (২২)।

(২১) বিশ্বেশ্বর-সুত রামনাথ, রাজারাম, প্রাণবল্লভ, রাম-দেব, রামগোপাল, রমাবল্লভ ও কৃষ্ণকিঙ্কর (২২)।

বহুরূপ-বংশে শ্রীকর খনিয়ার চাটুতি। গুণাকর পাটুলিয়া। পাটুলীর চাটুতি কৃষ্ণ, ইনি সর্ব্বানন্দী মেলে গত। পুরো নাদোর চাটুতি বলিয়া খ্যাত। বিশ্বম্ভর বেতড়ায় প্রসিদ্ধ। কাশ্যপ-কাণ্ডারী থাকে খড়দার যে দুইজন ধনোর চাটুতি সংসৃষ্ট হয়েন, সেই দুইজন ধন-বংশের কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণজীবন।

দক্ষ-বংশে চট্টোপাধ্যায়-কুলে মহাদেব-পুত্র মহী, চলহ, শ্যামল ও হলধর প্রভৃতি দক্ষের প্রপৌত্র, সুতরাং অধস্তন চতুর্থ। দক্ষের বৃদ্ধপ্রপৌত্র কৃষ্ণদেব (৫)। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র বরাহ (৬)। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীকর অধ্বর্য্যু (৭)। তৎসুত বহুরূপ (৮)। মহারাজ বল্লাল সেনের নিকট যে উনিশ মহাত্মা কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন, বহুরূপ তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য।

(৮) চট্ট অরবিন্দ-প্রপৌত্র (১১) পভো (প্রভু)। তৎপুত্র শিব ও হিম (১২)। শিব-পুত্র (১৩) সুরেশ্বর।

(১১) চট্ট বিভো (বিভু)। তৎসুত নরসিংহ, বিশু, কুশো, ঈশান, মার্কণ্ডেয়, নিত্য ও পদ্মনাভ (১২)। (১২) নরসিংহ-(নৃসিংহ)-পুত্র বাসু, বামন, কামদেব, শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ, কানাই, ও নিধো (১৩)। (১৩) বামন-পুত্র লম্বোদর ও শুক্লাম্বর (১৪)। লম্বোদর-পুত্র বাণী, বিনোদ, হিরণ্য ও মুকুন্দ (১৫)।

(১১) চট্ট মনো-পুত্র জীয়ো, বাঢ়ো, গোবিন্দ, বনমালী, দুর্য্যো, সুযো (সূর্য্য) (১২)। দুর্য্যো-পুত্র চাঁদ (১৩)। তৎসুত তপন (১৪)। তৎপুত্র হরিদাস (১৫)। হরিদাস-সুত জগন্নাথ ও গৌরীদাস (১৬)। গৌরীদাস-সুত রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহেশ, মাধব, শিব ও বিশ্বেশ্বর (১৭)। এই মাধব নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা। ইনি বীরভদ্রের সহোদরা গঙ্গাকে বিবাহ করেন। নিত্যানন্দ

সন্ন্যাস-গ্রহণ-হেতু প্রথমে উদাসীন ছিলেন। পরে ভেক-ছলে নীচজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার গর্ভে গঙ্গা ও বীরভদ্রের জন্ম হয়। তদবধি নিত্যানন্দ বান্তাশী বলিয়া নিন্দিত হয়েন। সেই হেতু শেষাবস্থায় সংসার পরিত্যাগ করেন। পুত্র বীরভদ্র সামাজিক ব্যাপার রক্ষা করেন।* সেই কারণে তাঁহার নামেই নিত্যানন্দ-বংশে বীরভদ্রী দোষ হয়।

গরুড়-সহোদর ভরত, মতান্তরে নাগান্তর সামন্ত চট্টোপাধ্যায়, লৌলিকের পিতা। লৌলিক দক্ষ হইতে অধস্তন ৭ম পুরুষ। ইহাঁর পুত্র শুচ, অরবিন্দ ও উষাপতি (৮)। প্রথম দুই ব্যক্তি আদি কুলীনের অন্তর্নিবিষ্ট। (৮) অরবিন্দ-সুত আহিত (৯)। তৎসুত দ্যাকর (১০)। দ্যাকর-সুত পভো, ধনো, মনো ও বিভো (১১)। ধনো-সুত উৎসাহ, রাম, রঘু, গণ, জয় ও শ্রীপতি (১২)। আর একটী পুত্রের নাম বঙ্গভঙ্গক; কেহ কেহ ইহাঁকে হলায়ুধও কহিয়া থাকেন।

(১২) গণপতি-সুত ব্যাস, বশিষ্ঠ ও নারায়ণ (১৩)। ব্যাস-সুত আনাই ও জনাই (১৪)। আনাই-সুত বিজয়, চতুর্ভুজ, নাথাই, লথাই ও মাধাই (১৫)। নাথাইয়ের প্রকৃত নাম শ্রীনাথ, কিন্তু এই অপভ্রষ্ট নামেই ইনি প্রসিদ্ধ। ইহাঁর কন্যা দ্বারাই ধন্দ-দোষ ঘটে। সেই কন্যা গঙ্গাধর বন্দ্য বিবাহ করেন। এই ধন্দ-দোষ দ্বারা ফুলিয়া মেল হয়।

* পিতা বর্ত্তমানে পুত্রগণ অকৃতী, অর্থাৎ ভগিনী-দানে তাহাদিগের অধিকার নাই। পিতা বিদ্যমানে সকলেই সমান; তাঁহার অবর্ত্তমানাবস্থায় যে যেরূপ দোষ বা গুণ করে, সে নিজেই তাহার ভাগী।

(১৫) নাথাই-পুত্র গঙ্গাদাস ও গোবিন্দ (১৬)। গঙ্গাদাস-পুত্র ভুবন (১৭)। ভুবনের পুত্র রামনাথ ও রতিনাথ (১৮)। রামনাথের পুত্র রূপনারায়ণ ও রাঘব (১৯)। রতিনাথের পুত্র রামচন্দ্র, নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও রমাকান্ত (১৯)। (১৯) রামচন্দ্র-সুত কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণজীবন (২০)।

(১৯) ভগবানের পুত্র গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় (২০)। ইহাঁকে অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও বলে। ইহাঁর পুত্রগণের নাম যথা—বিশ্বেশ্বর, গোপীশ্বর, রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণবল্লভ, রামচন্দ্র ও জনার্দ্দন (২১)।

(৮) বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচজন বল্লালের নিকট কৌলীন্য প্রাপ্ত হন (১২০ পৃষ্ঠ দেখ)।

(১০) সর্ব্বেশ্বর* হইতে অবসথী সংজ্ঞা হয়।

(১৭) মধু চট্টো খড়দা। (২০) গঙ্গানন্দ চট্টো ফুলে।

---

(১৪) চৈতলীর বংশ।

চৈতলীর শ্রেষ্ঠ অংশ উদয় কুলবর (১৮)। উদয় কুলবরের সহিত ফুলের মুখটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের যোগ হয়। উদয় চট্টের পুত্র হরিদাস, শঙ্কর, নারায়ণ, শ্রীনিবাস ও কৃষ্ণদাস (১৯)। কৃষ্ণদাসের পুত্র মহেশ, মাধব ও চন্দ্রশেখর (২০)। মহেশের পুত্র কাশীশ্বর, রামেশ্বর, মহাদেব (বা রত্নেশ্বর) ও বিশ্বেশ্বর (২১)। রামেশ্বরের পুত্র যাদবেন্দ্র (২২), যাদবেন্দ্র সুত

---

*নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো দানৈঃ কল্পমহীরুহঃ।
অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞাবসথপালনাৎ॥ ধ্রুবানন্দ।

বেচারাম (২৩), তৎসুত কেবলরাম (২৪)। কেবল-সুত শিবানন্দ (২৫), তৎসুত বিশ্বম্ভর (২৬), তৎসুত ইন্দ্রকুমার (২৭), তৎসুত যোগেন্দ্র ও উপেন্দ্র (২৮)। যোগেন্দ্রসুত ধীরেন্দ্র (২৯), উপেন্দ্রসুত রবীন্দ্র (২৯)।

(২১) মহাদেবের পুত্র রুদ্র (২২), পৌত্র কালিদাস (২৩), প্রপৌত্র রামচরণ (২৪)।

(২১) বিশ্বেশ্বরের পুত্র হরি (২২), পৌত্র জগন্নাথ ও সদানন্দ (২৩)। সদানন্দের পুত্র কৃষ্ণানন্দ (২৪)।

(২০) মাধব-বংশ—পুত্র মধুসূদন (২১), পৌত্র নারায়ণ বাচস্পতি (২২), প্রপৌত্র রঘুরাম (২৩), বৃদ্ধপ্রপৌত্র কালী-শঙ্কর (২৪)।

(২০) চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার-বংশ—রামচন্দ্র, রামনাথ ও রামদেব তর্কভূষণ পুত্র (২১)। রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার পৌত্র, ইনি রামচন্দ্রের পুত্র (২২)। তাঁহার পাঁচ পুত্র যথা—রঘুনন্দন, সন্তোষ, রামনারায়ণ, রাজারাম ও রামকৃষ্ণ (২৩)। (২৩) সন্তোষের পুত্র বিশ্বেশ্বর (২৪), পৌত্র হরেকৃষ্ণ (২৫), প্রপৌত্র শ্যাম (২৬)।

(২৩) রামকৃষ্ণের পুত্র পদ্মলোচন (২৪), পৌত্র রামসুন্দর (২৫)।

(২১) রামনাথের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সার্ব্বভৌম (২২), পৌত্র রঘুনারায়ণ বাচস্পতি (২৩)।

(২১) রামদেব তর্কভূষণের পুত্রগণের নাম যথা—যাদব, গোবিন্দ ও মধুসূদন (২২)। ইহাঁদিগকে ফুলিয়া, খড়দা, উত্তর মেলেই দেখা যায়।

চৈতলী—রজনীকরী থাকে—রুদ্র চট্টোপাধ্যায়ের (২৩) নাম প্রসিদ্ধ, ইনি উদয় কুলবর হইতে ছয় পুরুষ অন্তর। ইহাঁর পিতা কৃষ্ণদেব (২২), পিতামহ রতিকান্ত (২১), প্রপিতামহ রামরাম (২০), বৃদ্ধপ্রপিতামহ শ্রীনিবাস (১৯), অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ উদয় কুলবর (১৮)।

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়-বংশের রামকৃষ্ণের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র শম্ভুরাম, এবং বিশ্বেশ্বরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মদন, রাজারাম ও কৃপারাম প্রভৃতি রজনীকরী প্রাপ্ত। ইহাঁদিগের সহিত কুলের মুখটী সুসেন বংশের হরি, পরমানন্দ ও রামকেশব; এবং রামেশ্বর-সন্ততির কৃষ্ণের পুত্র শঙ্কর, শ্রীবল্লভ প্রভৃতির কুল।

রজনীকরী থাকে খড়দা মেলের যোগেশ্বর পণ্ডিতের বাগেশ্বর বংশের কৃষ্ণশরণ, আত্মারাম ও দর্পনারায়ণ প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

ধন চাটুতি বল্লভী-মেল-প্রাপ্ত বিজয়-বংশ।

(১৪) আনাই-সুত (১৫) বিজয়-পুত্র শ্রীহর্ষ, মুকুন্দ ও পুরুষোত্তম (১৬)। মুকুন্দ-সুত বনমালী ও নিমাই (১৭)। নিমাই-সুত রাঘব, কৃষ্ণ, নয়ন ও কুমুদ (১৮)। রাঘব-সুত নারায়ণ, মথুরেশ, শ্রীবল্লভ ও রমাকান্ত (১৯); কাঁটাদিয়া গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-সন্তান নারায়ণ বাঁড়ুয্যের সহিত পাল্‌টী।

অরবিন্দের প্রপৌত্র ধন চাটুতি (১১)। ধন চাটুতি, এই থাকে গঙ্গাদাস (১৬), ভুবন (১৭), রতিনাথ (১৮), রামচন্দ্র

(১৯), কৃষ্ণবল্লভ, কৃষ্ণজীবন, রামনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র (২০) প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ। ইঁহারা খড়দা প্রাপ্ত। শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ যথা—

দানে কর্ণ, জ্ঞানে গুরু, দেবে শ্রেষ্ঠ হরি।
কুলেতে কল্পতরু ভুবন ভুবনোপরি॥ মেলমালা।

মুকুন্দ, নিমাই, রাঘব, রামকান্ত, মধুসূদন, গোপীশ্বর, ইন্দ্রনারায়ণ, অযোধ্যারাম ও রামপঞ্চানন বল্লভী-মেল-প্রাপ্ত। রতিনাথ, নারায়ণ, রঘুদেব, রামবল্লভ প্রভৃতি ফুলিয়া, খড়দা, উভয়-মেল-প্রাপ্ত।

"ফুল-কুলে ভাল জীয়ে গঙ্গানন্দ ভট্ট।
কাছা ধরে বেড়ায় যার উদয় নামে চট্ট॥" মেলমালা।

সাবর্ণি গোত্রে বেদগর্ভ-বংশ (৩৫০ পৃষ্ঠ দেখ)।

(৮) শিশু গাঙ্গুলি বেদগর্ভ হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ, ইনি বল্লালের নিকট কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ইঁহার পিতা কুলপতি উপাধিতেই প্রসিদ্ধ। ইনিও পিতৃ-উপাধি-সদৃশ কার্য্য করিতেন বলিয়াই কুলপতি শিশু গাঙ্গুলি বলিয়া লোক-বিখ্যাত (৩৩৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

(১৮) নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলির সময় মেলবন্ধন হয়। শ্রীপতি নীলকণ্ঠের পুত্র (১৯)। শ্রীপতির পুত্রদ্বয়ের নাম রামনাথ ও জানকীনাথ (২০)।

ইঁহাদিগের সহিত গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য, ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় বংশের পাল্টী-প্রকৃতি-ভাব।*

(২১) রাঘব গাঙ্গুলি বেগে গ্রামে বড়াল-(বটব্যাল)-কন্যা বিবাহ করেন। এই বড়াল-কন্যার গর্ভে রামচন্দ্র, রঘুনাথ, রামকৃষ্ণ [illegible] এই চারি

---

* গঙ্গা আর্জ্জি ভগীরথ, গঙ্গাধরের শিরে।
নীল আর্জ্জি গঙ্গানন্দ, তারে ধরে শিরে॥ মেলমালা।

পুত্র জন্মে (২২)। বল্লালদিগের এই চারি দৌহিত্র হইতেই বেগে গ্রাম অতিশয় প্রসিদ্ধ হয়। ইহাঁদিগের সন্তান-পরম্পরা হইতেই বেগের গাঙ্গুলির নাম সম্ভ্রম। এই সময় হইতেই কাশ্যপকাঞ্জারী-সংসৃষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত ইহাঁদিগের সংস্রব ঘটে। বেগে ঢাকা জিলার অধীন বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত। রামচন্দ্রের পুত্র হরিরাম, পৌত্র আত্মারাম, প্রপৌত্র রাজারাম (২৫)।

সাবর্ণি গোত্রের বেদগর্ভ-সন্ততির কুন্দগ্রামী বংশের রোষাকর বল্লালের নিকট কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু দেবীবরের সময় তদীয় অধস্তন বংশের সন্ততিগণ বংশজ-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। যথা—

কুন্দগালে কুলং নাস্তি ন কুলং রগুপিণ্ডয়োঃ। মেলমালা।

চৈতলী।

চৈতলীর দলে দেখি বিদলে উদয়।
উদয়*-সম্বন্ধ-বন্ধ দেখি ফুলিয়ায় ॥ ১ ॥
হরি-কৃষ্ণ-রূপ পরে নয়নে লাগিল।
তার পর পূর্ণানন্দ ভাবেতে মিশিল ॥ ২ ॥
ফুলের বাগানে ছিল চৈতলীর মূল।
স্তবকে স্তবকে কত ফুটিয়াছে ফুল ॥ ৩ ॥
গোপী, গৌরী আদি সেই ফুলে সাক্ষী দেয়।
এই হেতু রামেশ্বর গোবিন্দেরে পায় ॥ ৪ ॥
যজ্ঞেশ্বর খড়দা কুলের সমবায়।
কুলের উদ্যানে তার বংশ বদ্ধ রয় ॥ ৫ ॥
শঙ্কর, নারায়ণ আর শ্রীনিবাস দলে।
না ত্যজে চৈতলী তারা অভ্যাবৃত্তি-বলে ॥ ৬ ॥
ফুলের উদ্যানে ছিল বড়ই বাহার।
উদ্যম বিশ্রামে হলো উহা ব্যবহার ॥ ৭ ॥

---

* উদয় কুলবর।

হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাটে চৈতলী বিকায়।
মনোহর-ফুলে-ফুলে চৈতলী উদয় ॥ ৮ ॥
যখন আছিল ফুলে চৈতলীর মান।
ঘটক ষট্‌পদ কবি করে গুণ গান ॥ ৯ ॥
বীরভূঁয়ে বসন্ত আসি ফুলেতে উঠিল* ।
মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল ॥ ১০ ॥
পঞ্চানথী হয় পঞ্চশরের সমান।
ঘটক কোকিল মিলি হানে পঞ্চবাণ ॥ ১১ ॥
খড়দা মধু মিলে যজ্ঞেশ্বরে অমর্থী।
বৈদ্যসিদ্ধান্তকে হরি নহেন আর্ত্তি ॥ ১২ ॥
রজনীর বিষ্ণু তাহে, কাগুপে বঞ্চক।
সনাতন আচার্য্যশেখরে মেলক ॥ ১৩ ॥
এ পঞ্চ ব্যক্তি খড়দা অনর্থের মূল।
নবগ্রহ এই সঙ্গে কুলে হয় শূল ॥ ১৪ ॥
তথাপি ফুলিয়া হতে চৈতলী ছাড়ে না।
সঙ্গী কি সঙ্গকে ছাড়ে, ইহা কি জান না ॥ ১৫ ॥
রজনী অবসথী ফুলের থাকে পাই।
তাহাতেও কিছু কিছু চৈতলী বসাই ॥ ১৬ ॥
রজনীর ক্ষেত্র হয় গঙ্গার কানাই†।
তাহাতেও মাঝে মাঝে চৈতলী লাগাই ॥ ১৭ ॥
কেবল চৈতলী ফুলে নহে ফুলগন্ধ।
মধুর সহিত তাহে রজনী সম্বন্ধ ॥ ১৮ ॥
যেহেতু চৈতলী-অংশে ঈশ্বর উদয়।
সেই হেতু পায় মান বশিষ্ঠ‡-সভায় ॥ ১৯ ॥
যাহার প্রসাদে তিঁহ আর্ত্তিতা পাইল।
চৈতলীর বলে তিঁহ মস্তকে উঠিল ॥ ২০ ॥

---

* জুনিদ খাঁ-সংস্রব। † ছোট্ ঠাকুর। ‡ নপাড়ী সর্ব্বানন্দী।

মুরহর-বংশে কিছু তার অংশ পাই।
রঘুনাথ তার পুত্র, সেই কুলে গাই ॥ ২১ ॥
উভয় কুলেতে দেখি চৈতলী সাজায়।
ধ্রুবানন্দ অংশ এই রূপক কহায় ॥ ২২ ॥ মেল-পরিচয়।

বল্লভী মেল।

"রণ্ডপিণ্ডাদি-দোষৈরিদানীং যা চ কুলশ্রীঃ, সা বল্লভী।"

"ডুগু মনু দুটী ভাই, যা নিয়ে কুল গাই, ফুলের ভিতর ॥"

শ্রীহর্ষের অধস্তন ২১শ পুরুষ লক্ষ্মীধর। ইহাঁর দুই পুত্র; একের নাম দুর্গাবর, অপরের নাম মনোহর। দুর্গাবর পণ্ডিত হইতেই বল্লভী মেল গণনা করে। দুর্গাবর ও মনোহরের অপভ্রংশ বা সংক্ষিপ্ত নাম যথাক্রমে ডুগু ও মনু। পরিশিষ্ট দেখ।

বল্লভাচার্য্যের* নামানুসারে বল্লভী মেল নাম হয়; এইরূপ মেলমাত্রেরই প্রকৃতির নামানুসারে নাম হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্যের পিতার খাড়ীমুখ বিবাহ, নিজের পিণ্ড-প্রাপ্তিরূপ দোষ, সর্ব্বানন্দ ঘোষালের সহিত কুলকার্য্যে পোড়ারি, বিপর্য্যায় ও পুনঃপ্রাপ্তি দোষ (অর্থাৎ পুনর্জীবন)।

"খাড়ীমুখঃ পোড়ারিশ্চ বিপর্য্যায়স্তথৈব চ।
পিণ্ডদ্বয়েন সম্পর্কাৎ মেলোঽভূদ্বল্লভী যতঃ ॥"

---

* বল্লভাচার্য্য বন্দ্য নপাড়ী বনমালি-সন্তান। ইহাঁর সহোদরের নাম বন্দ্য নপাড়ী [illegible]। পিতার নাম অনন্ত। অনন্ত হইতে বন্দ্য বিনায়ক ঊর্দ্ধতন পঞ্চম, অর্থাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহ। বিনায়কসুত বৈ, আপী ও বাপী। বৈ-সুত ঈশান। ঈশান-সুত রাম ও লক্ষ্মণ। রাম-সুত অনন্ত। ভট্টনারায়ণবংশ-পরিশিষ্ট দেখ।

---
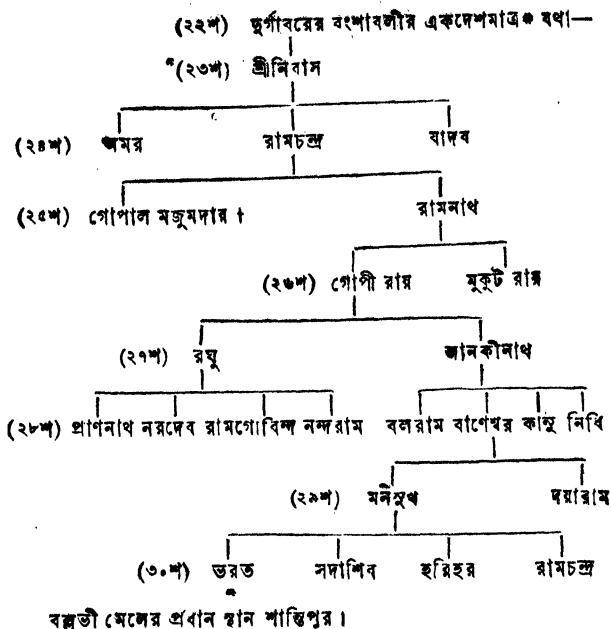
* সম্পূর্ণ বংশাবলী পরিশিষ্টে দেখ।

† *(২৫শ) গোপাল মজুমদার-বংশের একদেশ যথা—(২৬শ) হরিমোহন ন্যায়ালঙ্কার। (২৭শ) কৃষ্ণবল্লভ ন্যায়বাগীশ। (২৮শ) যদুনন্দন বিদ্যালঙ্কার। (২৯শ) গৌরীচরণ ও কালীপ্রসাদ। (৩০শ) দীননাথ। (৩১শ) উপেন্দ্র। (৩২শ) উপেন্দ্র-সুত, নাম অজ্ঞাত; নিবাস, কলিকাতা পটোলডাঙ্গা। চট্টোপাধ্যায় বংশের ধন-চাটুতি বিজয়-সন্তানের সহিত ও বন্দ্য কাঁটাদিয়ার বৈদ্যনাথ-বংশের সহিত পাল্টী-প্রকৃতি-ভাব।

সর্ব্বানন্দী মেল।

"সর্ব্বানন্দী মহিন্তয়া।"

মহিন্তা গৌণ বটে, নহে সর্ব্বানন্দে।
মহিন্তায় যায় তারা পরম আনন্দে॥ মেলমালা।

মুখ-বংশের মৃত্যুঞ্জয় হইতে ধারাবাহিক অধস্তন সপ্তম পুরুষ সর্ব্বানন্দী মেলে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন। যথা মৃত্যুঞ্জয় ১। রাম ২। রাজীব ৩। রঘুনন্দন ৪। দুর্গারাম ৫। দুর্গাদাস ৬ ও রাঘব ৭।

রিশড়াতে দুর্গারামের সহোদর মহাদেবের বংশাবলী আছে। মহাদেবের পুত্রের নাম দুর্গাদাস, পৌত্রের নাম শ্রীনারায়ণ।

সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটী নাম সর্ব্বানন্দী।
মহিন্তা কুল-অরি মূল জগদানন্দী॥ মেলমালা।

"পূর্ব্বং পঞ্চাননে রণ্ডঃ পিণ্ডং দত্বা দীনস্য চ।
বলাৎকারে বিপর্য্যায়ে মহিন্তাসদৃশো মতঃ॥"

রাঘব গাঙ্গুলিকে যখন সর্ব্বানন্দ প্রাপ্ত হন, তখন নিম্নস্থ দোষগুলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—রণ্ড, পিণ্ড, বিপর্য্যায়, মহিন্তা ও শুকনালী।

না পারি বশিষ্ঠ-সুতের মহিন্তারে বিয়া।
রাঘব গাঙ্গুলি করেন আনন্দিত হ'য়া॥
রণ্ড, পিণ্ড, বলাৎকার, বিপর্য্যায় পা'য়া।
কাঁদিতেছে সর্ব্বানন্দ ভূমিতে পড়িয়া॥
সর্ব্বানন্দী বলি তারে দেবীবর বলে।
রাঘব গাঙ্গুলি পাল্টী রাঘাই হইল পরে॥

ধান্দু বামন বিশো চট্টো বর্ণসঙ্কর।
আর যত আছে তারা অন্য-মেল-চর॥ মেলমালা।

পরে রবিকর চট্টোপাধ্যায়, পৃথ্বীধর মুখোপাধ্যায় ও কংসারি ঘোষাল ইহাতে প্রবেশ করেন। পরিশিষ্ট দেখ।

সর্ব্বদ্বারী বিবাহ রহিত হইলে ছান্দড় বংশের ঘোষালকেও সর্ব্বানন্দী মেলে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। *

ঘোষাল-বংশ।

ছান্দড় ১। সুরভি ঘোষাল ২। পিঙ্গল ৩। শির ৪। উর্ধ ৫। কোঁচ ৬। আভ ৭। তৎপুত্র গদ, পশু, গোঁথো, মার্কণ্ডেয়, গোপী, পীতাম্বর, পূয়ো ও নথ ৮। পশুপতি-সন্তান তেঁই, রুদ্র ও হিঙ্গল ৯। বংশাবলী পরিশিষ্টে দেখ।

আঁড়িয়াদহের ঘোষালগণ সর্ব্বানন্দী মেলের কুলীন। এই স্থানে চক্রপাণি ঘোষালের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র কানাই ঘোষালের বংশ আছে। পরিশিষ্ট দেখ।

চক্রপাণির পুত্রের নাম হরিহর, পৌত্র রাম তর্কবাগীশ, প্রপৌত্র শিবদেব, বৃদ্ধপ্রপৌত্র জগন্নাথ, অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র কানাই। কানাইয়ের পিতৃব্যের নাম কেশব। পরিশিষ্ট দেখ।

* সুরভিস্তত্র ঘোষালঃ কাম্পিলালঃ কবিস্তথা।
রবিঃ পুতিশ্চ চোৎখণ্ডী ভানুর্ভানুরিবাহভবৎ॥ মেলমালা।

বন্দ্য নপাড়ী লক্ষ্মণের প্রপৌত্র সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বানন্দী মেলের মূল্য প্রকৃতি। সর্ব্বানন্দের পিতা যাদব। পিতামহ হরি। প্রপিতামহ লক্ষ্মণ। ব্যাস, বশিষ্ঠ, জগন্নাথ ও পরমানন্দ ইঁহার পিতৃব্য। সর্ব্বানন্দ-সুত বলভদ্র। তৎসুত অনন্ত, জানকী, কাশী, শ্রীনিবাস, সুধাকর ও গুণানন্দ খাঁ (গুণানন্দ-খানী দোষ)। অনন্ত-সুত শিব, শঙ্কর ও গৌরীকান্ত।

নদীয়া জিলার বিল্বগ্রামে রাম তর্কবাগীশের পুত্র রঘুদেবের পৌত্র দয়ারামের বাস। দয়ারামের পিতার নাম মধুসূদন। পরিশিষ্ট দেখ।

পাটুলীর চাটুতি কৃষ্ণের সন্তানগণ সর্ব্বানন্দী মেলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। দক্ষবংশ ও পরিশিষ্ট দেখ।

সর্ব্বানন্দী মেলের উৎপত্তিস্থল মহিন্তা, সুতরাং মহিন্তা এই মেলের প্রধান শ্রোত্রিয়। পরিশিষ্টে মেলপ্রকরণ দেখ।

"আনাইশ্চ বিভাইশ্চ সত্যবাণস্তুতো মতঃ।
লভ্যো বাণেশ্বরো বন্দ্যো গৌরীবরো যথোচিতঃ।
ন্যূনোচিতঃ শতানন্দো বট্ ক্ষেম্যান্ ক্রমশঃ শৃণু॥
চণ্ডীবরো বিদ্যাধরস্তেজাইশ্চ বিভাকরঃ।
সবাইশ্চ জিতামিত্রো ডিণ্ডীন্দ্রপরিবর্জ্জিনঃ॥
মহিন্তা জগদানন্দো দক্ষ গাটী গজেন্দ্রকঃ।
ডিণ্ডী চ পরমানন্দস্ত্রয়ো রায়াঃ কুলাস্তকাঃ॥ মেলমালা।

সুরাই বা (সুরায়) মেল।

"পূতিতুণ্ডে সুরানন্দে প্রভাকরতনূদ্ভবে।
ছায়ান্যপূর্ব্বপিণ্ডৈশ্চ সুরায়ো মেল উচ্যতে॥" মেলমালা।
অন্যপূর্ব্বাগৃহীতে চ মেলশ্চৈব সুরাইকঃ। ঐ।

হড় ও গুড় সুরাই মেলের উৎপত্তিস্থল, এ জন্য ঐ দুই ঘর কষ্ট শ্রোত্রিয় ইহাঁদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান।

হড় গুড় সুরাযোগে প্রভা করে সুরা।
কভু হড় ত্যজে নাহি, ত্যজে গৌড়ী তারা। মেলপ্রকাশ।

বাৎস্য গোত্রের ছান্দড়-বংশসম্ভূত ভূধরের পৌত্র সুরাই,

সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র করিলেন, কিন্তু নিজে অপবিত্র হইলেন বলিয়া তৎসংসৃষ্ট কুলীনমাত্র সুরাই নামে খ্যাত। সুরাই পূতিতুণ্ডের পিতার নাম প্রভাকর। যথা—

"চট্ট বসি ভাবে ঘরে, বলে কে বা লবে মোরে,
পরে তার উপায় করিল।
ভূধর-তনয়-বর, পূতিরাজ প্রভাকর,
তার সুত সুরাই বাথানি।
সদাশিব আসি পরে, কন্যা দিল শুনি বরে,
প্রভাকর-সংজ্ঞা কুলে জানি॥
সুরাই বসিয়া ভাবে, কে বা আজি মোরে লবে,
অন্যপূর্ব্বা-দোষেতে দূষিত।
বরাই নিতাই সুত, আনাই তাহার যুথ,
ছায়া-দোষে তারা যে ভাবিত॥
সুরাই তাহাতে যায়, ছায়া দোষ পেলে তায়,
এই হেতু সুরাই ডাকিল॥" মেলমালা।

সুরাই মেলের মধ্যে কংসারি-তনয় পরমানন্দ পূতিতুণ্ডের নাম অতি বিখ্যাত। পূতিতুণ্ড বংশের প্রথম কুলীন গোবর্দ্ধনাচার্য্য। মহাকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্যের ছয় পুত্র; যথা—উদয়ন, গুণ, শিক, যোগী, নৃসিংহ ও ঋষি। পরিশিষ্টে বংশাবলী দেখ।

এক্ষণে পূতিতুণ্ড-বংশকে পণ্ডিতরত্নী ও ভৈরব-ঘটকী প্রভৃতিতেও দেখা যায়। যথা—চক্রপাণি-সুত ভূধর, জটাধর, শম্ভু ও শশী ভৈরব-ঘটকী। পূতিতুণ্ড প্রভাকর-সন্তানগণ পণ্ডিতরত্নী-মেলগত।

এক্ষণে কাঁচনার মুখুটী হ্যাকর, খনের চাটুতি শ্রীকর, সুলোচন ও ত্রিলোচন, এবং কাঁটাড়িয়া বন্দ্য দাসুবংশের বাঙ্গালপাশী নিত্যানন্দ-সন্তানের সহিত পাল্‌টী-প্রকৃতি-ভাব। বোধখানা, সুঁতি ও মহেশ্বরপাশায় সেনহাটীর হ্যাকর-সন্তান প্রসিদ্ধ। কাঞ্জিলাল-বংশ আদিম প্রকৃতি। ফরিদপুর জিলায় হরিদাসপুরের কালিদাস-বংশ কাঞ্জিলালের শ্রেষ্ঠ। যশোহরের পান্তাপাড়ার কাঞ্জিলালগণ কালিদাস-সন্তান। বন্দ্যবংশে রাজা রামমোহন রায় প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভঙ্গ। কাশ্মীর-রাজের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় হ্যাকরবংশীয়, কিন্তু ভঙ্গ।

বোধখানার রায়বংশে পীরালী অপবাদ আছে। মহেশপুরের গুড় চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষ নরেন্দ্র রায় পীরালী-সংসৃষ্ট ছিলেন। তখন তাঁহার বাস চেঁউটে পরগণার নরেন্দ্রপুরে ছিল। হ্যাকর-বংশীয় রায়রেঁয়ে গোপীনাথ রায়ের পুত্র রাম রায় নরেন্দ্রের কন্যা বিবাহ করিয়া দুষ্ট হয়েন। তদবধি বোধখানার রায়গোষ্ঠীতে রাম রায় দোষ হয়। মহেশপুরের গুড় চৌধুরীগণ গুড়গ্রামী মণ্ডলেশ্বর হওয়াতে নানাবিধ যজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্ত ও কুলক্রিয়া দ্বারা তাঁহাদের সে দোষ পরিপাক হইয়া গিয়াছে।

সুরাই মেল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—ছায়া ও বাণ। কিন্তু আচার্য্যশেখরী মিশ্রিত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই কুলাচার্য্যগণ কহেন, এক সুরা তিনপ্রকার; অর্থাৎ গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী। এ শ্লেষের অর্থ ঘটকেরাই বিশেষ জানিতেন, তথাপি যতদূর জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা এই—মুখ, চট্ট ও বন্দ্য এই তিন-গোষ্ঠী-সম্ভূত

তিন বাণেশ্বর শর্ম্মা বন্ধুত্বভাবে বিরাজ করিতেন; তন্মধ্যে একজন কুষ্ঠী, দ্বিতীয় মদ্যপায়ী, তৃতীয় মোদকাদি প্রস্তুত করাইয়া নবাব-সেনার রসদ যোগাইতেন। ব্রাহ্মণ-সমাজে এই ত্রিবিধ-দোষ-দুষ্ট ব্যক্তিই পতিত। পতিত ব্যক্তির কুল থাকে না। কিন্তু ইহাঁরা দল বাঁধিয়াছিলেন, নিকষ কুলীন ছিলেন, এবং কিছু ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতাও ছিল; এবং তিন গোত্রে তিন জন পৃথক্‌বংশসম্ভূত হওয়ায় আদান-প্রদানের কোন অসুবিধা ঘটিল না দেখিয়া তাঁহারা দলবদ্ধ হইলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে বন্দ্যঘটীয় বাণেশ্বর কাঁটাদিয়া দাসু বন্দ্যোর বংশীয়। কাঁটার অপভ্রংশে বাঙ্গাল ঘটকেরা কাটা করিয়া ফেলিয়াছেন। তদবধি সুরাই মেলের বন্দ্য বাণেশ্বর কাটা বাণ নামেই প্রসিদ্ধ। এ কথার সত্যাসত্যের প্রমাণ থাকুক আর নাই থাকুক, কিংবদন্তী এইরূপ। কাটা বাণ সম্বন্ধে অন্যপ্রকার জনশ্রুতিও আছে। বাণেশ্বরের ভবনের নিকটবর্ত্তী কোন বংশজ-ভাবাপন্ন চট্টোপাধ্যায়ের অনূঢ়া কন্যাকে তিনি নাত্‌নী সম্বোধন করিতেন। এক দিন পরিহাস-চ্ছলে তাহার গলায় নিজের মালা দিয়া কহিলেন, তোর সঙ্গে আজি আমার মালা-বদল হইল; তুই আজি হইতে আমার গৃহিণী হইলি। তাঁহার মাতাও শুনিয়া কহিলেন, তবে আমি এই সময় একটু হুলুধ্বনি করি। বিপক্ষেরা অমনি বাণেশ্বর বন্দ্যোর কুলচ্যুতি রটনা করেন। অলীক কথা হেতু উহা গ্রাহ্য হইল না সত্য, তথাপি কুলে কাঁটা পড়িল বলিয়া তাঁহার নাম কাঁটা বাণ হইল।

কুলাচার্য্যদিগের মেলমালার কারিকায় যাহা লিখিত আছে, তাহা অন্যপ্রকার। যথা—

সুরাই ভাঙ্গিয়া ছায়া, মেল করে যারে ল'য়া,
ভাবি ব্যস্ত তাহার কারণ।
নিত্যানন্দ বন্দ্যপাণী, রঘু-সুত তারে ভাষি,
শুন তবে তার বিবরণ॥
অবসথী-বংশ সদা, শিব যেয়ে আনে তদা,
কহে, কর কুলের বিধান।
তোমার তনয় সবে, কন্যা দিব, কুল হবে,
কিন্তু জান হইল বাগ্দান॥
শুন বলি তার পর, খনিয়াকুলেতে ঘর,
বৃহস্পতি উধোর সন্তান।
গুঙ্গো-বংশ বিভা করি, গড়* পর্য্যা স্বরাত্বরি,
যায় যথা দ্বিসন্ধির স্থান॥
রাম-বংশ স্বল্প ফুলে, তার পরিচয় পেলে,
কুৎসিত বলাই গাঙ্গ তায়।
সুতার মঙ্গল জানি, তাহারে ভুঁয়ারে আনি,
বৃহস্পতি গাঙ্গে কন্যা দেয়॥
এই সব দোষে দোষী, বৃহস্পতিকে সকলে ভাষি,
নরেন্দ্র তাহার সুত হৈল।
সেই নরেন্দ্রকে জানি, নিত্য-সুত-ন্দ্ররে আনি,
বলে ধরি ভগ্নী তারে দিল॥
পরে ভ্রাত বন্দ্য নিতু (নিত্য), কুৎসিত পর্য্যায় হেতু,
জ্যান্তে পিণ্ড পুত্র নাম ধরি।

সর্ব্বানন্দ গড়গড়ি।

এহেতু নরাই দোষী, ভাবিছে কত যে বসি,
তাহে আছে মনে কোপ করি॥
পরে শুন বন্দ্য নিত্য, কুল হবে শুদ্ধ সত্ব,
কথা আছে সদাশিব সনে।
নিত্যসুত নর শুনি, চট্টসুত নর আনি,
পরামর্শ করে কোপ মনে॥
পিতা মোর নিত্যানন্দ, মোরে থুলা করি মন্দ,
বরাই আদি ভাই সু হবে।
নিকট বসতি করে, সদাশিব চট্টবরে,
তার সঙ্গে পিতৃকুল রবে॥
শুন ভাই চট্ট নর, আমার বচন ধর,
সহোদরা ভগ্নী দেখ ঘরে।
তোমারে করিব দান, বাপের ঘাটাব মান,
ভাই সব মাৎসর্য্য না করে॥
বিবাহ-দিবস তার, নিশ্চয় করিয়া যায়,
ঘরে যেয়ে সুসজ্জিত হৈল।
ছায়ার মণ্ডপ করি, আনে দানের সামগ্রী,
হেন কালে চট্ট নর আইল॥
ছায়ার মণ্ডপে আসি, সশঙ্কিত হয়ে বসি,
বলে বিয়ে দাও ত্বরা করি।
বন্দ্য নর শুনি ইহা, ত্বরাত্বরি পায় যাহা,
তাহে ইন্দুমুখী ইচ্ছাবরী॥
নিত্যানন্দ ছিল দূরে, এ কথা শুনিল পরে,
বরাই আদি পুত্র ধাইল।

হতভম্ব চট্ট নর, ইন্দু কাঁপে থর থর,
মণ্ডপ হৈতে ঘরে আনিল ॥
তাই চট্ট নর-সুতে, অকস্মাৎ এই হৈতে,
ছায়া-দোষ কুলেতে ঘটিল।
বন্দ্য নিত্যানন্দ-সুত, নরেন্দ্র জ্যাস্তেই মৃত,
অন্য পুত্রে এ দোষ বসিল ॥
তার পর শুন কই, চট্ট সদাশিব বই,
আর নাহি পাত্র এ সমান।
দুষ্ট কথা যদা হয়, কাক-মুখে সদা ধায়,
সদাশিবে অন্যপূর্ব্বা-দান ॥
সদাশিব বিভা করি, দুশ্চিন্তায় মরি মরি,
পাইল পুতিতুণ্ডের সন্ধান।
ভূধর-তনয়বর, পূতি-সুত প্রভাকর,
তার পুত্র সুরাই নন্দন ॥
কত শত করি নয়, কন্যার্থ যে পরিণয়,
দেয় ধরি সুরায়ের করে।
শিবের হৈল প্রতোষ, কুলেতে সুরাই-দোষ,
ছায়া, অন্যপূর্ব্বা সহ ধরি ॥
তাহার কারণ এই, নিতুর পৌত্র আনাই,
তৎসুতে সুরাই কন্যা দেয়।
শ্রীধর কাঞ্জিরলাল, কন্যার ছিল জঞ্জাল,
বঙ্গপাশী কাশী-সুতে নেয় ॥
হড়, গুড়, পোড়ারির, কন্যা লয়ে যে অস্থির,
তাহে এক (মুখো) ভার্গবের বাণ।

দাসু-বংশ উমাপতি, কুলেতে সুত উৎপতি,
সেও হয় নামে বন্দ্য বাণ॥
তাহে পাটুলিয়ার, চট্ট উপাধি যাহার,
নারায়ণ নামে যার ধ্বনি।
তার সুত যেই হয়, বাণের তৃতীয় কয়,
ভয়ী কাটি কাটা নামে গণি॥
তিন বাণ এক ঠাঁয়, কুল শীল সব যায়,
সন্ধি পায় ডিঙী পরমানন্দ।
কন্যা-দানে মন্ত্র করি, গজেন্দ্র কুলের অরি,
আর মহিন্তা জগদানন্দ॥
রায়-রেঁয়ে তিন ভায়, ত্রিকুলে আছে পরিচয়,
তিন বাণে তিন কন্যা দান।
ধনে, মানে, কুলে, শীলে, আচার্য্যশেখরে মিলে,
শেষে গুড়িশরণে প্রস্থান॥
ভূধর পুতির রাজা, প্রভাকর তার প্রজা,
গুড়িশরণে লয় শরণ।
গুড় ধরি কেশব রয়, প্রভাকর তাতে যায়,
হড় গুড় সুয়ার কারণ॥
স্মরে কালীর চরণ, রামহরি পঞ্চানন,
ভাষে কুলাচার্য্য মেল-মালা।
নবদ্বীপ-অধিকারে, শান্তা-ডাঙ্গা গ্রামবরে,
সদা বাণী-সঙ্গে করে খেলা॥

ভরদ্বাজ-গোত্রে দ্যাকর-বংশ।

রাম, নৃসিংহ, দ্যাকর, তিন সহোদর।
কুলীন উৎসাহের বৃদ্ধপ্রপৌত্রবর॥ মেলমালা।

কাঁচনার মুখটী বংশের একদেশ দেখান গেল। শ্রীহর্ষের বংশাবলী এই পুস্তকে ও পরিশিষ্টে দেখ। মুখটী-বংশ প্রায় সকল মেলের প্রকৃতি।

১৭ দ্যাকর (কাচনার মুখটী; কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর কর্ত্তৃক যজ্ঞে আনীত শ্রীহর্ষের বংশায়)।

১৮ সারঙ্গ, বা (সারদা)।

১৯ ধর্ম্ম, কবি, বিজয় ও ব্রহ্ম।

২০ পুরুষোত্তম, পুণ্ডরীকাক্ষ, উমাপতি, জয়পতি, শঙ্কর, যদু, মাধব, কৃষ্ণ ঘটক, তেকড়ী ও কুবের।

২১ জগন্নাথ ঘটক।

২২ গোবিন্দ চতুর্ভুজ ও কংসারি ঘটক*।

২৩ পরমানন্দ, অনন্ত, বিদ্যানন্দ, কমলাকান্ত ও সুরানন্দ।

২৪ ভবনাথ, পূর্ণানন্দ, লোকনাথ ও রঘুনাথ*।

২৫ শ্রীকৃষ্ণ, গোপীনাথ রায়,* রাজীব, রূপনারায়ণ, ও বাসুদেব।

২৬ রাজারাম, মহাদেব ও জনার্দ্দন।

২৭ রামেশ্বর।

২৮ নন্দরাম, † যোগেশ্বর ও শ্যাম।

---

* প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

† এই মেলে দ্যাকর হইতে নন্দরাম (অধস্তন ১২ পুরুষ) পর্য্যন্ত সকলেই প্রসিদ্ধ।

২৮ নন্দরাম, যোগেশ্বর ও শ্যাম।
|
২৯ ব্রজরাম।
|
৩০ রামসুন্দর, নীলমণি ও রামধন।
|
৩১ হরচন্দ্র।
|
৩২ সারদাচরণ, চন্দ্রকুমার ও নবকুমার।
|
৩৩ যতীন্দ্র, নগেন্দ্র, ধীরেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র।*

কাঞ্জিলাল-বংশ।

কানু-কুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ। মেলমালা।

কাঞ্জিলাল-বংশের প্রথম কুলীন কানু, ইনি ছান্দড়ের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র, অর্থাৎ ইনি ছান্দড় হইতে ছয় পুরুষ অধস্তন। দেবীবরের সময় কানুর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ আচার্য্যকৃষ্ণ ও মধুসূদন কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। ইহাঁদিগের পিতার নাম নরপতি। কাঞ্জিলাল-বংশের আদি হইতে কৃষ্ণকিঙ্কর পর্য্যন্ত একবিংশ পুরুষের বংশাবলীর একদেশ দেখ।

বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড় ১। শ্রীধর কাঞ্জিলাল ২। বেদগর্ভ ৩। বেদগর্ভের দুই পুত্র—বীর ও বসুন্ধর ৪। বীর উত্তর-রাঢ়বাসী। বসুন্ধরের পুত্র হিঙ্গু ৫। ইহাঁর দুই পুত্র—কানু ও

* শ্রীহর্ষ-বংশের যে অংশে দৃষ্টি কর, সর্ব্বত্রই অধস্তন ৩৩, ৩৪, ৩৫ বা ৩৬ পুরুষ দেখিতে পাইবে।

কুতূহল ৬। ইহাঁরা উভয়েই কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। কানুর পুত্র চাঁদ ৭। চাঁদের চারি পুত্র--তেঁই, রুদ্র, হিঙ্গন, ও গণ ৮। তেঁই-পুত্র গোপী, তপন, ভীম ও গঙ্গাধর ৯। গোপীর দুই পুত্র—কুশল ও কৌতুক ১০। (৯ তপনের পুত্র বসু, মিত ও মাধব ১০)। কুশলের দুই পুত্র—একের নাম কাঞ্জিনর, অপরের নাম নরপতি ১১। নরপতির দুই পুত্র— প্রথমের নাম আচার্য্যকৃষ্ণ, দ্বিতীয়ের নাম মধুসূদন ১২। ইহাঁদিগের সময়েই মেলবন্ধন হয়। আচার্য্যকৃষ্ণের বংশাবলী যথা—ইহাঁর পুত্রদ্বয়ের নাম প্রজাপতি ও বিষ্ণু ১৩। প্রজাপতির পুত্রচতুষ্টয়ের নাম রামচন্দ্র, রামভদ্র, পুরুষোত্তম ও গঙ্গাধর ১৪। রামচন্দ্রের দুই পুত্র—শ্রীগর্ভ ও রত্নগর্ভ ১৫। রত্নগর্ভের পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ ১৬। তৎপুত্র হরি ১৭। ইহাঁর পুত্রত্রয়ের নাম ধীর, মার্কণ্ডেয় ও গঙ্গারাম ১৮। মার্কণ্ডেয়ের পুত্র গুণজ্ঞ ও হৃদয়ানন্দ ১৯। হৃদয়ানন্দের পুত্র শম্ভু ও গঙ্গারাম ২০। শম্ভুর পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর প্রভৃতি ২১। পরিশিষ্ট দেখ।

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত টগরবন্ধ ও পিঙ্গলিয়া গ্রামের কাঞ্জিলাল ও যশোহরের ইতিনার কাঞ্জিলালও প্রসিদ্ধ ও নিকষ কুলীন।

পুরন্দরপুর, মহেশপুর, মৃজাপুর ও কোঁচমালীতে কাঞ্জিলাল-বংশ আছে। প্রথম তিনটী স্থান নদিয়া জিলার অন্তর্গত। ছান্দড়-বংশের কানু ও কুতূহল, ছান্দড় হইতে ছয় পুরুষ অন্তর। শ্রীহর্ষ-বংশের উৎসাহ, শ্রীহর্ষ হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ অন্তর। বল্লালের কৌলীন্য-মর্য্যাদা-প্রদান-সময়ে কানুর সহিত উৎসাহ আট পুরুষ অধস্তন ছিলেন। এখনও শ্রীহর্ষের অধ-

স্তন চতুস্ত্রিংশ পুরুষ বিষ্ণু-সন্তান শ্যামের ধারায় রায় শ্যামাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত ছান্দড়-গোষ্ঠীর শিমলাল-বংশ-সম্ভূত অষ্টাবিংশ পুরুষ পাঁচু (তারাপদ) ভট্টাচার্য্যের ঐক্য কর, সাত পুরুষ অন্তর দেখা যাইবে। শ্রীহর্ষের বংশাবলী ২৯৭ ও ২৯৮ পৃষ্ঠে দেখ।

শিমলাল-বংশ।

ছান্দড়ের শিমলাল-গোষ্ঠীর একদেশমাত্র এখানে দেখান গেল। যথা—ছান্দড় (১)। কবি (শিমলাল) (২)। ভয়াপহ (৩)। কিরণ (৪)। গৌতম (৫)। কর্ণবাল, দয়া ও দশরথ (৬)। কর্ণবাল-পুত্র গঙ্গাধর, বিকর্ত্তন, রবি ও রজনী (৭)। গঙ্গাধর-পুত্র ভগীরথ, মহামণ্ডল, চন্দ্রচূড় ও শুক্লাম্বর (৮)। ভগীরথ-সুত রাম, অচ্যুত, ধর ও গোবিন্দ (৯)। রাম-সুত রুদাই বা রুদ্র, নবাই ও কুশাই (১০)। নবাই-সুত সাগর হাজরা (১১)। পৃথ্বীধর (১২)। বাণী ও বলাই (১৩)। বলাই-সুত জগাই ও সোমনাথ (১৪)। জগাই-সুত মদন, কেশব ও অঙ্গদ (১৫)। মদন-পুত্র গঙ্গারাম, গোবিন্দ ও কৃষ্ণ (১৬)। গঙ্গারাম-পুত্র রাজারাম, ভবানী, শিব ও দুর্গা (১৭)। রাজারাম-সুত নিধি (১৮)।

(১৪) সোমনাথ-পুত্র বাশু হাজরা (১৫)। রামকৃষ্ণ, রামহরি ও রাজারাম (১৬)। রামকৃষ্ণ-পুত্র শ্যাম, পাণ্ডু, কৃষ্ণ ও রাজু (১৭)। শ্যাম-সুত বেণী, মধু ও দ্বারকা (১৮)।

(১০) রুদ্র-সুত বিষ্ণু, চক্রপাণি, চতুর্ভুজ, শঠাই, লম্বোদর

ও অর্জ্জুন (১১)। বিষ্ণু-পুত্র শ্রীমান্ (১২)। মধুসূদন, * কৃষ্ণ ও দমনক (১৩)। মধুসূদনের পুত্র মকরন্দ, ন্যারায়ণ, ত্রিবিক্রম ও যদুনন্দন (১৪)। যদুনন্দন-পুত্র নিঃশঙ্ক ও সুবুদ্ধি (১৫)। নিঃশঙ্ক-পুত্র গোপাল, কমল, গোপী ও হাড় (১৬)। গোপাল অকৃতদার। কমল বিদেশস্থ। গোপী অপুত্রক। হাড় নির্ব্বংশ।

(১৪) মকরন্দ-সুত শ্রীরত্ন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগোবিন্দ (১৫)। শ্রীকৃষ্ণ-সুত শঙ্কর ও গন্ধর্ব্ব (১৬)। শঙ্কর-সুত কন্দর্প, মদন, রূপ ও শ্যাম (১৭)।

(১৬) গন্ধর্ব্বসুত রামজীবন, রামশরণ, হরিরাম ও অভিরাম (১৭)।

(১৪) নারায়ণ-পুত্র রামগোবিন্দ (১৫)। উদয়, রামদেব ও রামচন্দ্র (১৬)।

(১৪) ত্রিবিক্রম-সুত সুমেরু ও শিব (১৫)। শিব-সুত চাঁদ ও কার্ত্তিক (১৬)। চাঁদ-সুত রাজারাম, লক্ষ্মী, ইন্দ্র ও নারায়ণ (১৭)।

(১৫) সুমেরু-সুত কানু, শেখর ও ভগবান্ (১৬)। ভগবান্-সুত মাধব (১৭)। শ্রীগর্ভ ও কাশী (১৮)। শ্রীগর্ভ-সুত রাম-চন্দ্র (১৯)। রঘুনন্দন, রাজবল্লভ ও বলাই (২০)। রঘুনন্দন-সুত রাজারাম, অনন্তরাম, রামরাম ও রামশরণ (২১)। রাজা-রাম-সুত রত্নেশ্বর ও রূপরায় (২২)। রত্নেশ্বর-সুত শঙ্কর ও দয়ারাম (২৩)।

* "রাঢ়ে রসবতী ধন্যা যত্রাস্তে মধুসূদনঃ।" মেলমালা।

"(২২) রূপরায়-সুত ধরণীধর ও অনন্তরাম (২৩)। অনন্ত-রাম-সুত রামগোবিন্দ, মহাদেব ও রামকিশোর (২৪)। রাম-গোবিন্দ-সুত রাধাকান্ত, রামগোপাল, রামদুলাল, মাণিক ও রামজীবন (২৫)।

(২৪) মহাদেব-সুত কাশীনাথ (২৫)।

(১৫) সুবুদ্ধি-সুত উমাপতি (১৬)। গঙ্গাদাস (১৭)। অভয় ও লক্ষ্মী (১৮)। অভয়-সুত রামগোপাল (১৯)। তৎসুত রমাবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ (২০)।

"রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও কৃষ্ণবল্লভ সিদ্ধান্তবাগীশ নদিয়া জিলার মহেশপুর গ্রামে আবাস গ্রহণ করেন। তদবধি নবদ্বীপাধিপতির গুরুর অধ্যাপক হয়েন।

কৃষ্ণবল্লভের দুই পুত্র, রূপরাম ও গঙ্গাধর (২১)। রূপরাম-সুত ইন্দ্রনারায়ণ (২২)। রামনিধি, কালী ও কাশীনাথ (২৩)। রামনিধির পুত্র রামধন ও ভোলানাথ (২৪)। রামধনের পুত্র গোপাল (২৫)।' যজ্ঞেশ্বর (২৬)। (২৪) ভোলানাথের পুত্র বিজয় (২৫)।

(২৩) কাশীনাথ-সুত আনন্দ, গদাধর, মদন, গৌর, পরাণ ও মাধব (২৪)। আনন্দ-সুত উপেন্দ্র (২৫)।

(২১) গঙ্গাধর-সুত বলরাম, চন্দ্রশেখর ও রামকিশোর (২২)। বলরাম-পুত্র সদাশিব ও নীলমণি (২৩)। সদাশিব-সুত কৃষ্ণ-মোহন, বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণ (২৪)। কৃষ্ণমোহন-পুত্র বিহারী ও কালী (২৫)।

(২২) চন্দ্রশেখর-সুত হরকুমার (২৩)। গিরিশ (২৪)। (২২) রামকিশোরের পুত্র রামকুমার (২৩)। কালীপ্রসন্ন (২৪)।
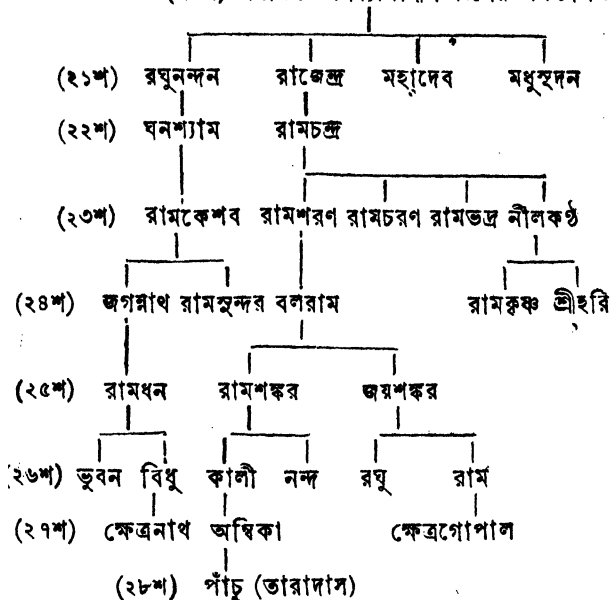
(২০) রমাবল্লভ-প্রমুখ রাজেন্দ্র-(২১)-বংশ—রামচন্দ্র (২২)। রামচন্দ্র-সুত রামশরণ, রামচরণ, রামভদ্র রামকান্ত ও নীলকণ্ঠ (২৩)। রামচরণ-সুত কাশীনাথ (২৪)। তৎপুত্র তারণ (২৫)। কন্যা সৌদামিনী (২৬)। দৌহিত্র ষষ্ঠীদাস বন্দ্যো (২৭)। কাশীনাথের সহোদর বিশ্বনাথ, শিবনাথ ও বৈদ্যনাথ (২৪)। (২৪) বিশ্বনাথ-সুত পীতাম্বর (২৫), পুত্র দুর্গানন্দ (২৬), পৌত্র নাম অজ্ঞাত (২৭)। (২৪) বৈদ্যনাথ-সুত কৃষ্ণমোহন (২৫)। পৌত্র শ্রীমন্ত (২৬)। প্রপৌত্র কুমারীশ (২৭)। (২৪) শিবনাথ অপুত্রক। (২৩) নীলকণ্ঠের পুত্র রামকৃষ্ণ ও

শ্রীহরি (২৪) (নিঃসন্তান)। রামকৃষ্ণের পুত্র গোবিন্দ বা তিতু (২৫)। তিতু সুত ধ্রুবানন্দ (২৬)। পুত্র জ্ঞানানন্দ, মনোমোহন ও সত্যানন্দ (২৭)। জ্ঞান-সুত (২৮) নাম অজ্ঞাত। রামভদ্র বা রামকান্তের পুত্র রামজয় (২৪) বংশাভাব।

(২০) রমাবল্লভ-বংশ—রঘুনন্দন, রাজেন্দ্র, মহাদেব ও মধুসূদন (২১)। (২১) মধুসূদন-সুত রামরাম (২২)। কালীশঙ্কর, রামলোচন, কমললোচন ও পদ্মলোচন (২৩)। কালীশঙ্করের পুত্র রামকিঙ্কর ও রাধামাধব (২৪)। রামকিঙ্কর-সুত ভোলানাথ, রামকানাই ও শ্রীনায়ক (২৫)। ভোলানাথ-সুত নৃসিংহ, হরিদাস ও যদু (২৬)। যদুর দুইটী পুত্র, নাম অজ্ঞাত (২৭)।

(২৪) রাধামাধব-সুত গঙ্গাদাস ও অঘোর (২৫)।

(২৩) রামলোচন-পুত্র কৃষ্ণানন্দ, পরমানন্দ, রমেশ ও শ্রীপতি (২৪)। শ্রীপতি নিঃসন্তান। কৃষ্ণানন্দের পুত্র কাশীপতি, উমাপতি ও সীতাপতি (২৫)। (২৪) পরমানন্দ-সুত রঘুপতি ও শীতলচন্দ্র (২৫)। শীতলচন্দ্রের পুত্র শশী ও কৃষ্ণ (২৬)।

(২৪) রমেশ-পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও লালমোহন (২৫)। পূর্ণচন্দ্র মৃতপুত্রক; ইহাঁর মৃত পুত্রের নাম ভূধর ও তারক (২৬)। পূর্ণচন্দ্রের কন্যা নির্ম্মলা দেবী। জামাতা লালবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, বিষ্ণু-সন্তান কৃষ্ণজীবন মুখোর পাল্‌টী, নিবাস জয়পুর, জেলা যশোহর। লালমোহনের বিশ্বেশ্বরাদি ছয় পুত্র (২৬)।

(২৩) কমললোচন-পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর, রাধামোহন ও কালিদাস (২৪)। কৃষ্ণকিঙ্করের দত্তক পুত্র কেদার (২৫)। কেদারের যামিনী প্রভৃতি পাঁচ পুত্র (২৬)। যামিনীর পুত্রের নাম

অজ্ঞাত (২৭)। যামিনীর সহোদর মাণিক প্রভৃতি (২৬)।

(২৩) রাধামোহন-পুত্র শ্রীধর (২৪)। বিধু, কালাচাঁদ, নিশি ও রাজেন্দ্র (২৫)। কালিদাস নিঃসন্তান। (২৩) পদ্ম-লোচন-পুত্র ব্রজমোহন, মদনমোহন, দুর্গাদাস ও চন্দ্র-মোহন (২৪)। (২৪) ব্রজের পুত্র হরি, গোপী, জগন্মোহন ও রাজমোহন (২৫)। হরির পুত্র ভব (২৬)। ভব নিঃসন্তান। (২৪) মদনমোহন-সুত পঞ্চানন (২৫)।

শ্রোত্রিয়গণ প্রায়ই দীর্ঘজীবী; এই বংশের অনেকেই দীর্ঘ জীবন পাইয়াছেন। কেহ শতাধিক বর্ষ বাঁচিয়াছিলেন। সে দিন রামলোচন তর্কসিদ্ধান্তের প্রথম পুত্র পরম পণ্ডিত ৺কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ৯৭ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে লোকা-ন্তরিত হইয়াছেন; ইহা অনেকেই অবগত আছেন। রামধন ও ভোলানাথ চিরকাল স্বচ্ছন্দ-শরীরে বিরাজ করিয়াছেন। উভয়েই নবতি বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব-ক্ষণ পর্য্যন্ত দিব্য-জ্ঞানে কথা কহিয়াছিলেন।

দেবীবরের মেল-বন্ধনের সময় হইতে যাঁহারা কুলীন, তাঁহারাই এক্ষণে কুলীন-পদ-বাচ্য; দেবীবরের পূর্ব্বের কুলীন অর্থাৎ যাঁহারা উৎসাহ, গরুড় বা বহুরূপাদির নামে পরিচয় দেন, তাঁহারা কুলীন নহেন। দেবীবর ছাঁটা-বংশজ।

পণ্ডিতরত্নী মেল।

থালকুলী জাতিগত দোষ, আনন্দ-ঘোষালী দোষ ও যবন দোষ। পুরো গাঙ্গের সুত গৌরীর গোলক দোষ। মুখটী উৎ-সাহবংশীয় দেবকীনন্দনের কুণ্ড দোষ; ইনিই মেলের প্রধান।

যোগেশের উপজায়া, প্রসবিল যোগ, ছায়া,
দৈবকীনন্দন, উধোর পত্নী।
দেবীবর-মতে কাজ, দুষ্ক্রিয়ায় নাহি লাজ,
কুণ্ড গোলকে পণ্ডিতরত্নী॥ মেলচন্দ্রিকা।
পঞ্চানন মুলো কয়, দৈব-দত্ত পিণ্ডচয়,
ক্ষেত্রী বীজী কেহ নাহি ছাড়ে।
পণ্ডিতের বুধ খ্যাতি, নহ্যমূলা জনশ্রুতি,
উধোর পিণ্ডী পড়ে বুধোর ঘাড়ে॥

বাঙ্গালপাশী মেল।

শ্রীধর চট্টের পুত্র মুকুন্দ দ্বারা বাঙ্গাল মেল হয়। মুকুন্দের মদ্যপানাদি দোষ; নারায়ণ-সুত হিরণ্যের হেড়া-দোষে অন্ত্যজত্বপ্রাপ্তি; মুখো বিপ্রদাসের ধোপা-বাদ, পরিবেত্তাদি দোষ। মুকুন্দ, হিরণ্য বন্দ্যোর সহিত কুল করাতে হেড়া, রণ্ড ও মদ্য দোষ প্রাপ্ত হন। ইহাই বাঙ্গাল মেল।

"হেড়া হিরণ্যস্য মুকুন্দ-সঙ্গাৎ (প্রায়শ্চিত্তানর্হত্বাৎ)
রণ্ডাভিযোগাচ্চ বাঙ্গাল-মেলঃ।" মেলমালা।

পরিবেত্তা, পরিবিত্তি, আর কুণ্ড, গোলে।
হেড়া হিরণ্যের দোষে বঙ্গপালী বোলে॥ মেলচন্দ্রিকা।

বাঙ্গালপাশা মেল পণ্ডিতরত্নীর বাধ্য; সুতরাং পণ্ডিতরত্নী ও বাঙ্গালপাশা পরস্পর তুল্য-সম্বন্ধ।

বিজয়-পণ্ডিতী মেল।

কলু-বাদ, বলাৎকারে কুলচ্যুতি, ম্লেচ্ছ সংসর্গাদি ও গুড় দোষ। মহেশ্বর-বংশীয় বন্দ্য বিজয় পণ্ডিত প্রধান।

কলু-বাদ পরমাদ, সদাশিব-সঙ্গ।
বলভদ্র চট্ট-কুল বিজয়ের রঙ্গ॥

এ মেলে নিকষ নাই, লিপিমাত্র সার। মেলচন্দ্রিকা।

গোপাল-ঘটকী মেল।

বারুইহাটী, হেড়া-রুটী, অগম্যা-গমনাদি ও হড় দোষ। উৎসাহ-বংশীয় মুখ গোপাল ঘটক প্রধান।

গোপাল ঘটকের কুল নির্ম্মল ছিল।
পুত্রের কারণে সে'ও সব দোষ পেল॥ মেলপ্রকাশ।

আচার্য্যশেখরী মেল।

অকৃতি দোষ, গুড় দোষ, রায় দোষ ও যবন দোষ। মহেশ্বর-বংশীয় বন্দ্য ত্রিলোচন আচার্য্যশেখর প্রধান।

আচার্য্যশেখরে দোষ প্রধান যবন।
এ কুলে দেখি কুলীন নাহি একজন॥ মেলপ্রকাশ।

ছায়ানরেন্দ্রী মেল।

অকথ্য কুসঙ্গ, গুড় দোষ, শ্রীমন্ত খাঁর দোষ, পিণ্ড দোষ ও ছায়ামণ্ডপী দোষ। মহেশ্বর-বংশীয় নিত্যানন্দ, বন্দ্যো প্রধান।

ছায়ানরেন্দ্রীর মেল সুরায়ের বাধ্য।
ইহাতে মহাপাপ নাহি ছিল অসাধ্য॥ মেলমালা।

চাঁদাই মেল।

ব্রহ্মবধ, গুড় দোষ, অন্ত্যজ-জাতি-সম্পর্ক দোষ ও চোৎ-খণ্ডী। মহেশ্বর-বংশীয় চাঁদ বন্দ্যো প্রধান।

লম্বোদর-সুত দুই, চাঁদাই মাধাই।
ব্রহ্মহত্যাদি চোৎখণ্ডী দোষে না পাই ঠাঁই॥ মেলচন্দ্রিকা।

মাধাই মেল।

শ্রীমন্ত খাঁর দোষ ও পিণ্ড প্রভৃতি দোষ। মহেশ্বর-বংশীয় মাধব বন্দ্যো প্রধান।

চাঁদাই মাধাই দুই, দোষ কত কই।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপের সদা করেন বৈ॥ মেলপ্রকাশ।

বিদ্যাধরী মেল।

ছায়া দোষ, গুড় দোষ, নর্ত্তক-বৃত্তি দোষ ও ডিংসাই পরমানন্দ দোষ। বহুরূপ-বংশীয় চট্ট বিদ্যাধর পাঠক প্রধান।

অকথ্য বলাৎকারাদি দোষে মরি মরি।
বিদ্যাধরীকে সবাই করে ধরাধরি॥ মেলমালা।

পারিহাল মেল।

অসৎসংসর্গ, পারি-শ্রোত্রিয়-বিবাহ, স্বজন দোষ, সন্ন্যাসিত্ব ও বলাৎকার। বহুরূপ-বংশীয় রাঘব চট্ট, অবসখী দিগম্বর ও পঞ্জো-সুত নিধাই প্রধান। ভৈরবঘটক-সুত রাঘবের পারিহাল-কন্যা-বিবাহ।

পণ্ড-বন্দ্যো-বেটা পাঁচু, নানা দোষে দোষী।
রাঘব কন্যার দানে তারে কৈল খুসী॥ মেলচন্দ্রিকা।

শ্রীরঙ্গ-ভট্টী মেল।

ভাট-সংস্রব, মহিন্তা দোষ, কুলভি দোষ, অন্যপূর্ব্বা ও গুড় প্রভৃতি দোষ। পূতি গোবর্দ্ধন-বংশীয় শ্রীরঙ্গ ভট্ট প্রধান। পিতৃ-পর্য্যায়ে বিপর্য্যায়ে বিবাহ।

পিতৃপর্য্যা মাতৃসমা শ্রীরঙ্গের কথা।
মালাধরী ভাট-দোষে যার নাহি ব্যথা॥ মেলদোষ।

মালাধর-খানী মেল।

কুন্দলালে বিবাহ, অকৃতপ্রায়শ্চিত্তীর একান্ত সঙ্গ, দোপোড়া বিবাহ ও রায় দোষ। উৎসাহ-বংশীয় মালাধর খাঁ প্রধান।

অকথ্য অগম্যায় করে নানা রঙ্গ।
নিতাই হরিদাস মালাধরের সঙ্গ॥ মেলচন্দ্রিকা।

কাকুৎস্থী মেল।

খাঁড়ি দোষ, যবন দোষ ও বলাৎকার প্রভৃতি। বাঙ্গাল-বংশায় চট্ট চৈতল কাকুৎস্থ প্রধান।

খাঁড়ী-হাড়ী-সংসর্গে কাকুৎস্থের শেষে।
কাঞ্জিবিল্লী শাঁখারীর আরো দোষ ঘোষে॥ মেলচন্দ্রিকা।

হরি-মজুমদারী মেল।

অস্পৃশ্য-সংসর্গ, হড়, গড় ও চোৎখণ্ডী প্রভৃতি দোষ ও দোপোড়া বর্ণসঙ্কর বিবাহ। অরবিন্দ-বংশীয় বিভোর হরি চট্ট প্রধান। শ্রীনিবাস ঘোষাল ও সুদর্শন চট্ট সহযোগী।

হরি মজুমদারের কথা বড়ই অদ্ভুত।
দোপোড়া বিবাহ হরির জগতে বিদিত॥
পিতার ছিল হাড়ি, নিজ দোপোড়া পোড়ারি।
এই দোষে হৈল মেল হরি-মজুমদারী॥

মেলপ্রকাশ।

শ্রীবর্দ্ধনী মেল।

গোলক, অন্যপূর্ব্বা, পিণ্ড দোষ, যবন দোষ ও পিতাড়ী প্রভৃতি দোষ। উৎসাহ-বংশীয় শ্রীবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় প্রধান।

প্রমোদিনী-বাধ্য-কুল শ্রীবর্দ্ধনী মেল।
গোলক, অন্যপূর্ব্বা, সপ্তশতী শেল॥

মেলচন্দ্রিকা।

প্রমোদিনী মেল।

রণ্ডিকা, বিপর্য্যায় ও গুড় প্রভৃতি দোষ। উৎসাহ-বংশীয় জিতামিত্র মুখোপাধ্যায় প্রধান। বিপর্য্যায়ে পূতিতুণ্ড-বিবাহ।

বিজয় সুরাই-বাধ্য আর বিপর্য্যায়।
প্রমোদিনী রণ্ড-কুল কুলাচার্য্যে কয়॥

মেলচন্দ্রিকা।

দশরথ-ঘটকী মেল।

অকথ্য ও অগম্যা-গমন, ঘণ্টেশ্বরী বিবাহ ও বলাৎকার প্রভৃতি দোষ। উৎসাহ-বংশায় মুখো দশরথ ঘটক প্রধান।

দশরথে দশ দোষ, ঘটক-প্রধান।
সঙ্গদোষে দোষী হয় বাধ্য, নাহি আন ॥ মেলদোষ।

শুভরাজ-খানী মেল।

পিতাড়ী বিবাহ ও যবন-নীতা কন্যা-বিবাহে অকৃতপ্রায়শ্চিত্তী। বন্দ্য মকরন্দ-বংশীয় মাধব শুভরাজ খাঁ প্রধান।

আখণ্ডল-বংশে নাম মাধব বাঁড়ুরী।
শুভরাজ-খানী ছিল সে উপাধি-ধারী ॥
মাধবের বাপের বিয়ে পীতমুণ্ডী হয়।
গৌরীবর গাঙ্গ-যোগ পরেতে সে পায় ॥
গৌরীর যবন-দোষ প্রকাশ্য যে ছিল।
তার কন্যা কীর্ত্তি চট্টো বিবাহ করিল ॥
প্রজাপতি গাঙ্গ-সঙ্গে দোষে কুল হল।
যবন-দোষ, বলাৎকার, রণ্ডে লেগে গেল ॥ মেলমালা।

নড়িয়া মেল।

গজেন্দ্র রায় ও রণ্ড দোষ ও বর্ণসঙ্কর-বিবাহ। মাধব গাঙ্গুলির সুত গঙ্গাধর ও গোপাল প্রধান।

গুণাকরে অগুপ্তি দোষ, গুড় দোষ পেয়ে।
পিতৃ-বরে বিভা করে মাতৃ-তুল্যা মেয়ে ॥ মেলমালা।

রায় মেল।

ডিণ্ডী দোষ ও রণ্ডিকা-গমন-জনিত রণ্ড দোষ। কাঞ্জি-লাল কানু-বংশীয় সদানন্দ কাঞ্জি-প্রমুখ দুষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রায় মেল কেহ বলে, মহিন্তা, পীতমুণ্ডী।
পুত্র-দোষে দেবাই বন্দ্য বাণের রণ্ডী॥
চৈতল চট্টজ বিষ্ণু পশুপতি কয়।
ইহাতে মেল জানিহ রায়-বাধ্য হয়॥
গ্রাম-দোষে থালকুলে, জাতি-দোষ আর।
পারী-বালী-বাধ্য হয়ে করিল সঞ্চার॥ মেলমালা।

চট্ট-রাঘবী মেল।

হেড়া-রুটী দোষ, রায় দোষ ও বাঙ্গালপাশী সংস্রব। অরবিন্দ চট্ট-বংশে রাঘব চট্ট প্রধান। নড়িয়ার গঙ্গাধর ও পরমানন্দ চট্টের দোষ একত্র মিশ্রিত হয়।

নড়িয়া ও বাঙ্গাল রাঘু চট্ট মেল।
এই দলে ব্রাহ্মণ্য যা ছিল, সব ভেল॥ মেলচন্দ্রিকা।

দেহাটা মেল।

নিন্দিত স্থানে বিবাহ, স্বজনা দোষ, মদ্যপানাদি দোষ ও যবন দোষ। বহুরূপ-বংশে শ্রীপতি চট্ট প্রধান।

বহুরূপ-বংশে চট্ট ছিল শ্রীশ্রীপতি।
কারে না জিজ্ঞাসি, বিভায় হারাইল জাতি॥ মেলমালা।

ছয়ী মেল।

শ্রোত্রিয়-পরিণীত-কন্যা-বিবাহ, যবন-দোষ-দূষিত-কন্যা-বিবাহ, বলাৎকার, রণ্ড দোষ, খঞ্জ দোষ, ও কন্যা-গমন—এই ছয় দোষে ছয়ী। বহুরূপ-বংশে চট্ট ছয়ী প্রধান।

ছয়েতে হইল ছয়ী, ঘটকে যে কয়।
ইহাতে দোষ ছিল সব পূর্ণ মাত্রায়॥ মেলমালা।

খনিয়ার চট্টো বশিষ্ঠ-পুত্র ছয়ীর কন্যা শ্রোত্রিয়-পাত্রে প্রদত্ত হয়। সেই কন্যা আবার বন্দ্যবংশের সাগরদিয়া অর্ক বিবাহ করেন। ইহাতে দোপোড়া ও শ্রোত্রিয়ান্ত দোষ ঘটে। তাহাতে ছয়ীর নামে প্রথমে ছয় দোষ ঘটে। শেষে নানা দোষে এই মেল-বন্ধন হয়। যথা—

খনিয়া-বংশেতে ছয়ী বশিষ্ঠ-তনয়।
শৌণ্ড্য-দোষে কর্ম্মফলে শ্রোত্রিয় হয়॥
সৌদামিনী ছয়ি-কন্যা জানহ নিশ্চয়।
কংস-হাড়ী বাদে অর্ক দোপোড়া মেয়ে লয়॥
ছয়ীর ছয় সংস্রবে সব মেল চূর্ণ।
সম-দোষে সম-গুণে সব মেল পূর্ণ॥ মেলচন্দ্রিকা।

ভৈরব-ঘটকী মেল।

বলাৎকারাদি ও সপ্তশতী দোষ, গুড় দোষ ও পিণ্ড দোষ। মহেশ্বর বন্দ্য-বংশীয় বাবলা ভৈরব বন্দ্য ঘটক প্রধান।

ভৈরবের রব নাই, আচম্বিতা-বাধ্য।
এই মেলের না ছিল কিছু যে অসাধ্য॥ দোষমালা।

আচম্বিতা মেল।

গুড় দোষ ও স্বজনা দোষ। উৎসাহ-বংশীয় চক্রপাণি মুখো প্রধান। নানা দোষে দূষিত ব্যক্তিবর্গ মিলিয়া এই মেল হয়।

বালী মেলের বাধ্য হয় আচম্বিতা-কুল।
মহাপাপে পাপী তারা, সাধু-চক্ষু-শূল॥ মেলপ্রকাশ।

ধরাধরী মেল।

যবন দোষ প্রভৃতি কুসংসর্গ, গুড় দোষ, পীতাড়ী দোষ ও পিণ্ড দোষাদি। শিরো ঘোষাল বংশের ধরাধর ঘোষাল প্রধান।

ধরাধর ঘোষাল সগোত্রে পূতি-ধরা।
অকথ্য নানা দোষে ছিল জ্যান্তে মরা॥ মেলদোষ।

বালী মেল।

মহারোগগ্রস্ত দোষ, কেশরকুনী ও রায় দোষ, হেড়া-রুটী ও ম্লেচ্ছ দোষ। বহুরূপ চট্ট-বংশে কেশব চট্ট প্রধান।

কি কর খাসী খুসী, আমরা ঘোড়ার ঘাসী।
সুখনালী, পণ্ডিতরত্নী কুটুম্ বিপ্রদাসী॥
শ্রোত্রিয়াস্ত বালী মেল, কুষ্ঠী আর শূল।
তথাচ লইল লোকে, ভাগ্য তার মূল॥
চট্ট কেশব সহ না হয় সতের কুল।
সঙ্কেত-সুত আড়িয়া রাঘব যার মুল॥ মেলপ্রকাশ।

রাঘব-ঘোষালী মেল।

খালকুলী বিবাহ ও খাঁড়ি মুখটী বিবাহ দোষ। শিরো ঘোষাল-বংশে রাঘব ঘোষাল প্রধান।

অর্জ্জুনের পৌত্র বাসু, কাঁচনার মুখুটী।
রাঘব ঘোষাল মহাপাপী হয় পাল্‌টী॥ মেলমালা।

শুঙ্গো সর্ব্বানন্দী মেল।

পিণ্ড দোষ, গুড় দোষ, পারিহাল দোষ ও বলাৎকার দোষ। উৎসাহ-বংশীয় সর্ব্বানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধান।

অষ্ট কুলে অষ্ট দোষ পেয়ে মেল-সন্ধি।
পারিহালে বলাৎকারে শুঙো সর্ব্বানন্দী॥ মেলদোষ।

সদানন্দ-খানী মেল।

কেশরকুনী দোষ, রজক পরিবাদ ও খালকুলিয়া দোষ। উৎসাহ-বংশীয় সদানন্দ খাঁ প্রধান।

পণ্ডিতরত্নী-বিদ্যাধরী-বাধ্য সদানন্দী।
দোষ কব কি বা, নিত্য দোষে সদানন্দী॥ দোষমালা।

চন্দ্রপতি বা চন্দ্রশেখরী মেল।

ঘোষালী, শ্রোত্রিয়াস্ত দোষ, জ্যেষ্ঠা-সত্ত্বে কনিষ্ঠা-বিবাহ ও গজেন্দ্র রায় দোষ। (মঘ, যোগী, ভুলাই ও কেশর দোষ-দুষ্ট) উৎসাহ-বংশে চন্দ্রপতি মুখোপাধ্যায় প্রধান।

মঘ, যোগী, ভুলাই দ্বিজে চন্দ্রশেখর মজে।
তাই কেশরী অজের কুল ধর্ম্মে বিরাজে॥ মেলমালা।

কোথা হড়. কোথা গুড়, কোথা দেখি ডিঙী।
কোথা বা মহিন্তা দেখি, কোথা বা চোৎখণ্ডী ॥
ছত্রিশ মেলিতে দেখি এই সব কথা।
দেবীবর এক ক্ষুরে মুড়াইল মাথা ॥
কিন্তু চারি মেলে দেখি সাগরের অংশ।
চতুঃসাগরী বলি হইল প্রশংসা ॥ মেলমালা।

ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের শেষ কথা।

মেল-বন্ধনের অনেক পরে যে স্থানের শ্রোত্রিয়গণ গোষ্ঠী-পতি বলিয়া বিশেষ মান্য, তাঁহাদিগের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। এই সকল স্থলে ফুলিয়া, খড়দহ, এই উভয় মেলেরই পাল্‌টী-প্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

গ্রাম	বংশ	জিলা	পরগণা	মন্তব্য
কোলা	মাষচটক	ঢাকা	বিক্রমপুর	
কাঁকড়	পাকড়াশী	ঐ	ঐ	হবিবপুরী শ্রেষ্ঠ
সর্ষুনা	ঐ	ঐ	ঐ	দ্বিতীয় কল্প

ঘাটভোগ, স্থল, নকীপুর, বেঁদা ও সেনহাটীর পাকড়াশীগণ সর্ষুনার পাকড়াশী।

থলসিনী, ইছুগ্রামপুর, মিনাজপুর, কলাবাড়ী, গোপালপুর প্রভৃতির শিমলায়ী ; চাঁদপ্রতাপের পুষীনাল (পুষলী) ; ফরিদ-পুর জিলার কালামের্দ্ধার দীঘল ; বটেশ্বর, আমগাঁ ও খেলের ডিংসাই ; ঢাকা জিলার কুকুটিয়ার চৌধুরী ; মুলুকজুড়ী হারীত-

গোত্র সাতশতী—এই সকল স্থলে ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের কুলীনগণ মাতামহাশ্রয় বলিয়া বসতি করেন।

তাড়পাশার মহাশয়গণ ভুলাই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, চোৎখণ্ডী বা দীঘল সন্দেহ। প্রথমে চন্দ্রশেখরী মেল দ্বারা উত্থাপিত, পরে বিষ্ণু-সন্তান সীতারাম ও সাগরদিয়া কেশব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মার্জ্জিত; পরে বিষ্ণু-সন্তান নারায়ণের একান্ত আশ্রয়স্থান হইয়া পড়ে। নারায়ণের বংশ নিম্নে দেখ।

বিষ্ণুঠাকুর-প্রমুখ নারায়ণ (২৯)। সুত রামকান্ত, কৃষ্ণ-কিঙ্কর, মুলুকচাঁদ, নিমাই (বা শঙ্কর) (৩০)। রামকান্তের পুত্র রামসুন্দর, রামকিশোর ও রামকানাই (৩১)। রামসুন্দর-সুত কাশীনাথ, হরিনাথ ও বৃন্দাবন (৩২)। মুলুকচাঁদ-সুত গোপাল (৩১)। পুত্র অন্নদাপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ ও বৃন্দাবন (৩২)।

এক্ষণে যেখানে যত বিষ্ণুসন্তান আছেন, তন্মধ্যে ইহাঁরা পাল্‌টী-প্রকৃতির শুদ্ধতায় আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মান্য ব্যক্তি জ্ঞান করেন। শিবপ্রসাদ ও বৃন্দাবন তাড়পাশার মহাশয়দিগের দৌহিত্র। মাতামহাশ্রয়ে বাস জন্য এক্ষণে তাড়পাশা-বাসী। অন্নদা-সুত হরিপ্রসন্ন, হরপ্রসন্ন, তারাপ্রসন্ন, আনন্দপ্রসন্ন, নন্দপ্রসন্ন ও সর্ব্বপ্রসন্ন (৩৩)।

বিষ্ণুঠাকুর-প্রমুখ রামদেব-সন্ততি—শ্যামের (৩০) বংশ প্রধানতঃ ফুলিয়া-(স্বস্থান)-বাসী। সীতারামের (৩০) বংশ যশোহরের কামালপুর, নদিয়ার বহিরগাছী ও মহেশপুর নিবাসী। কৃষ্ণজীবনের (৩০) বংশ প্রধানতঃ ফুলিয়া (স্বস্থান), কলিকাতার বৌবাজার, আহিরীটোলা, হাতীবাগান ও দর্জ্জীপাড়া বাসী।

(৩০) কন্দর্প-বংশ বিক্রমপুর-নিবাসী। (৩০) খেলারামের বংশাভাব। (৩০) রাজকিশোরের বংশাভাব। (৩০) পাঁচু শালনগরে ও সারুলে নবগ্রহ-দোষ-দুষ্ট।

শালনগরে, সারুলে আগে গেল পাঁচু।

কুলাচার্য্যে ডেকে বলে, পাঁচু খেলে কচু॥ মেলমালা।

(৩০) কৃষ্ণজীবনের পুত্র মধুসূদন, রামদেব, রামগোপাল, নন্দগোপাল ও মদনগোপাল (৩১)। কৃষ্ণজীবন-সুত মধুসূদন দ্বারা দোস্তের শিমলায়িগণ উত্থাপিত, পরে কেশব চক্রবর্ত্তি-সন্তানে মার্জ্জিত। যথা—

দোস্তের গোস্ত খানা, খাটা তায় যে কদু।

সেই খানা খেয়ে গেল বেলগড়ের মধু॥ মেলদোষ।

দোস্তের রায়-বংশে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ রায় তৌর্য্যত্রিক-বিদ্যায় অদ্বিতীয়।

বিষ্ণুঠাকুর-প্রমুখ কৃষ্ণজীবনের বংশের একদেশ দেখান গেল—(৩১) মদনগোপাল। (৩২) হরনাথ। (৩৩) গুরুদাস, ঈশ্বর, কৈলাস ও ভুবন। গুরুদাস-সুত রাজকুমার (৩৪)। তৎপুত্র নলিনীকান্ত, শশধর ও প্রবোধ (৩৫)। ইহাঁদিগের পাল্‌টী জয়পুরের কেশব চক্রবর্ত্তি-সন্তানের সহিত।

ফুলিয়া মেলের গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের পুত্র রামাচার্য্য-সুত গোপীনাথের পুত্রের নাম কৃষ্ণ ঠাকুর (২৬)। পুত্র রূপনারায়ণ, রাধাকান্ত, রাধাবল্লভ ও রামচন্দ্র (২৭)। নদিয়া জিলার গৌরীপুরে (গরীবপুর) ও হুগলী জিলার জনাই গ্রামে কৃষ্ণ ঠাকুরের বংশ আছে। চৈতলী মহেশ ও মাধবের সন্তানে পাল্‌টী-প্রকৃতি ভাব। বেগের গাঙ্গুলি হরিরাম-সন্তান কৃষ্ণ

গাঙ্গুলি-বংশেরও সহিত পাল্‌টী-প্রকৃতি-ভাব-নিবন্ধন ইহাঁদিগকে ফুলিয়া ও খড়দহ, উভয় মেলেই দেখা যায়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষগণের সময় হইতে ফুলিয়া মেলে ত্রিকুলে পাল্‌টীর হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তৎকালে যাঁহাদিগের ত্রিকুলে পাল্‌টী ছিল, তাঁহাদিগের গৌরব কিছু অধিক দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কুলের গৌরব বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

শ্রীগোপাল ছোট সবে কুলের মুখুটী।
আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পাল্‌টী॥

ত্রিকুল শব্দে বন্দ্যবংশের মকরন্দের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্ততি বিশ্বেশ্বরের বংশ, চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালের অধস্তন ত্রয়োদশ মথুরানাথ-সন্ততি ও মুখো উৎসাহের অধস্তন ত্রয়োদশ নন্দন-সন্ততিকে বুঝিতে হইবে। এই তিন ব্যক্তির সময়ে ত্রিকুলে পাল্‌টীর সুব্যবস্থা হয়। বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে চট্টোপাধ্যায়-কুলের সহিত পাল্‌টী প্রকৃতি-ভাব রহিত হইয়াছে। কেবল বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের সহিত পাল্‌টী-প্রকৃতি-ভাব আছে।

(২৬) কৃষ্ণ-ঠাকুর-প্রমুখ (২৭)—রামচন্দ্র-সুত কন্দর্প, ঘনশ্যাম, অভিরাম ও রাজারাম (২৮)। ঘনশ্যাম-সুত সীতারাম (২৯)। তৎসুত রামজয় (৩০)। তৎসুত রামধন (৩১)। পুত্র নৃসিংহরাম (নসীরাম), রাজনারায়ণ ও হীরালাল (৩২)। নসীরাম-সুত হরিপ্রসন্ন এম্.এ.,বি.এল্. ও চন্দ্রভূষণ (৩৩)। চন্দ্রভূষণের পুত্রের নাম নকুল (৩৪)। রাজনারায়ণ-সুত কালী-

প্রসন্ন ও রামনাথ (৩৩)। কালীর পুত্র আদ্যানাথ, প্রমথনাথ, কালাচাঁদ ও বিশ্বনাথ (৩৪)। রামের পুত্র নরেন্দ্র (৩৪)।

শ্রীহর্ষ-বংশে যে-দিকে দৃষ্টি করা যায়, সর্ব্বত্র ৩৩।৩৪ পুরুষের কম দেখিতে পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র-শ্রেণীতে দত্তক পুত্র গ্রহণদ্বারা দুই এক পুরুষ অধিক দেখা যায়। ঐ শ্রেণীতে ৩৭।৩৮ পর্য্যন্ত হইয়াছে।

পূতিতুণ্ড-বংশাবলীর একদেশ।

বাৎস্যে (১) ছান্দড় মূল। (২) রবি। (৩) জৈমিনি। (৪) লক্ষ্মীধর। (৫) বল। (৬) অংশুল। (৭) বল্লভ। (৮) নীলাম্বর [উৎসাহাচার্য্য (৮)]। (৯) পূতি গোবর্দ্ধন।

পূতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ। মেলমালা।

শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ। গীতগোবিন্দ।

(১০) গোবর্দ্ধন-পুত্র শিক প্রভৃতি চারি জন। (১১) পীতাম্বর। (১২) রাম, তৎসহোদর মাধব ও চক্রপাণি প্রভৃতি। মাধব-পুত্র (১৩) আদিত্য প্রভৃতি। আদিত্য-সুত সুকণ্ঠ (১৪)। সুকণ্ঠসুত (১৫) কংসারি। কংসারি-পুত্র পরমানন্দ মিশ্র (১৬)। পূতিতুণ্ড পরমানন্দ (নাথাই) শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা।

ধন্দঘাটগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টজাত্মজা।

যবনেন সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ ॥ মেলমালা।

(১৩) চক্রপাণির বংশ—চক্রপাণির পুত্র পূরো, ব্যাস, বশিষ্ঠ, জট, শশী, ভূধর, শম্ভু, ধূসর ও পুণ্ড্র (১৪)। পুণ্ড্র-সুত গোপাল (১৫)। তৎপুত্র শ্রীরঙ্গ ভট্ট (১৬)। ইনি শ্রীরঙ্গ-ভট্টী

মেলের কুলীন। পুণ্ড্র-সহোদর পূরো প্রভৃতির বংশ শ্রোত্রিয়াঙ্ক বংশজ ; কিন্তু বরিশাল অঞ্চলে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত।

চক্রপাণি-সুত (১৪) বশিষ্ঠ-বংশ—(১৫) কাক। (১৬) তরণি। (১৭) মধু। (১৮) পিথো বা পৃথ্বীধর। (১৯) আনন্দরাম। (২০) কৃষ্ণকান্ত। (২১) জগচ্চন্দ্র। (২২) মদন। (২৩) হরানন্দ। (২৪) বৈদ্যনাথ। (২৫) রমাকান্ত। (২৬) লক্ষ্মীনারায়ণ। (২৭) কৃষ্ণদেব। (২৮) দুর্গারাম। (২৯) রামহরি। (৩০) শম্ভুনাথ। (৩১) রামকুমার। (৩২) গিরিশ। (৩৩) যতীন্দ্রনাথ (দত্তক পুত্র)।

রামকুমারের পুত্র গিরিশকে ধরিলে ছান্দড় হইতে পূঁতি-তুণ্ডবংশ-পর্য্যায়ে ৩২ পুরুষ হয়। এই গোত্রের অন্য বংশের পর্য্যায় মিলন করিলে এই বংশে অনেক ঊর্দ্ধ সোপান দেখা যায়। পুতিতুণ্ড-বংশের কতক বংশজ, কতক শ্রোত্রিয় ; এ রহস্তের মর্ম্ম ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন ও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার।

পরিশুদ্ধ কৌলীন্য-নিবন্ধন গোবর্দ্ধনাচার্য্যের বংশে বাল্য-বিবাহের আধিক্য হইয়াছিল। সেই হেতু ছান্দড়-বংশের অধস্তনে ৩২শ পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

সারলবাসী কুমুদ ন্যায়ালঙ্কার-বংশ।

এক রাম প্রসবিল কৌশল্যা ধন্যা।
তিন রাম প্রসবিল কুমুদের কন্যা॥ মেলমালা।

এই কুমুদ কে ? ইনি সারল-বাসী কাঞ্জারি-গোষ্ঠী-সমুদ্ভূত কুমুদ ন্যায়বাগীশ। ইহাঁরই কন্যার নাম কৌশল্যা। কুমুদের

দৌহিত্র রুদ্ররাম, রঘুরাম ও কেশবরাম চক্রবর্ত্তী (সাগরদিয়া)। কুমুদ ন্যায়বাগীশ বাৎস্য-বংশাবতংস ছান্দড় হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ।

এই স্থলে নবদ্বীপাধিপতির গুরু ধর্ম্মদহ বহিরগাছী-নিবাসী কাঞ্জারি ভট্টাচার্য্য-বংশের একদেশ দেখান গেল। ইহা দ্বারা এই বংশের ধারাবাহিক ব্যক্তিবর্গের বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এবং কুলীনগণের অনেকেই নিজ নিজ পরিচয় বুঝিতে পারিবেন।

যথা—(১) কুমুদ ন্যায়বাগীশ। (২) পুত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্ত-বাগীশ, ইনি নবদ্বীপাধিপতি রাজা রুদ্ররামের গুরু। ইনি প্রথম রাজগুরু। (৩) পৌত্র কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ। (৪) প্রপৌত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। ইহাঁর চারি পুত্র—(৫) রাম-ভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, রামগোপাল তর্কসিদ্ধান্ত, রামকেশব তর্কা-লঙ্কার ও রামশরণ তর্কসিদ্ধান্ত। বৃদ্ধপ্রপৌত্রগণের মধ্যে রামভদ্র জ্যেষ্ঠ এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইষ্টদেব।

এই চারি সহোদর ক্রমান্বয়ে বহিরগাছী, ধর্ম্মদহ, বাঘ-আঁচড়া ও শিমলা-নিবাসী। প্রত্যেক ব্যক্তির সন্তানই রাজ-গুরু ভট্টাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং রাজ-পরিবারবর্গের এক-তমের গুরু। ইহাঁদিগের সন্তানগণ স্বীয় স্বীয় আবাসস্থানে বিরাজ করিতেছেন।

রামভদ্রের পুত্র (৬) রামরাম তর্কবাচস্পতি, রামেশ্বর সার্ব্বভৌম, রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, রামহরি তর্কসিদ্ধান্ত, রাম-গোবিন্দ বিদ্যাবাগীশ, রামানন্দ ন্যায়রত্ন ও রঘুরাম তর্ক-বাচস্পতি। (৭) রামশঙ্কর বিদ্যানিধি। তর্কবাচস্পতির পুত্র

রুক্মিণীনাথ, রাধানাথ ও রুদ্রনাথ (৮)। ইহাঁদিগের উপাধি ক্রমান্বয়ে শিরোমণি, ন্যায়পঞ্চানন ও বিদ্যাবাচস্পতি। এই পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি যে বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার উপাধি তদনুসারে হইয়াছিল।

রাধানাথের পুত্র গোপীনাথ বিদ্যারত্ন (৯) রাজা শ্রীশ-চন্দ্রের গুরুদেব। গোপীনাথের মধ্যম পুত্র লক্ষ্মীকান্ত তর্কা-লঙ্কার (১০) রাজা সতীশচন্দ্রের গুরু। লক্ষ্মীকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র স্মৃতিরত্ন (১১) শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্রের গুরু। ক্ষিতীশ তনয় শ্রীমান্ ক্ষৌণীশচন্দ্র অক্ষয়ের কুমারের কুমার হইবেন।

(১২) রামভদ্র-প্রমুখ রামরাম তর্কবাচস্পতি সুত রঘু-রাম (১৮)। কালীকান্ত, নীলকান্ত ও শ্রীকান্ত (১৯)। নীল-কান্তের পৌত্র ক্ষেত্রনাথ (২১)। (১৯) শ্রীকান্তের পুত্র মধুসূদন তর্কপঞ্চানন কবি (২০)। (২১) পুত্র কুঞ্জবিহারী প্রভৃতি।

রামভদ্র-প্রমুখ রামেশ্বর-বংশ—রঘুনন্দন ও রঘুদেব (১৮)। রঘুনন্দন-সুত রামতনু, রামকুমার, রামকিঙ্কর ও রাম-মোহন (১৯)। রামকিঙ্কর-সুত রামগোপাল (২০)। রামমোহন-সুত কাশীপতি (২০)। তৎসুত রাধামোহন (২১)। তৎসুত নবীন ও উমেশ (২২)।

রামভদ্র-প্রমুখ রামকান্তের বংশ—রামনিধি ও রাম-সুন্দর (১৮)। রামনিধি-সুত অন্নদা (১৯)। তৎসুত সর্ব্বে-শ্বর (২০)। রামসুন্দর-সুত কালীপ্রসাদ (১৯)। তৎসুত নিমাইচাঁদ (২০)। তৎসুত তিনকড়ি ও কামাখ্যা (২১)।

রামভদ্র-প্রমুখ রামগোবিন্দ-বংশ—শ্রীনাথ ও দীননাথ (১৮)।

রামভদ্র-প্রমুখ রামহরি-বংশ—রামলোচন, রাজবল্লভ ও রামরত্ন (১৮)। রামলোচন-সুত হারাধন ও কৃষ্ণধন (১৯)। রাজবল্লভ-সুত জগন্মোহন ও দ্বারকানাথ (১৯)। জগন্মোহন-সুত ক্ষেত্রনাথ (২০)। দ্বারকানাথ-পুত্র যোগীন্দ্র ও উপেন্দ্র (২০)।

রামভদ্র-প্রমুখ রামানন্দ-বংশ—রঘুমণি বিদ্যাভূষণ (১৮)। দত্তক-চন্দ্রিকাগ্রন্থ ইহাঁরই কৃতি। তৎসুত কাশীশ্বর (১৯)। ইহাঁর পুত্র বিশ্বেশ্বর, চন্দ্রকান্ত ও শ্যামাচরণ (২০)। রঘুমণির সহোদর—রঘুপতি ও কালীপ্রসাদ ন্যায়বাগীশ (১৮)। রঘুপতি-পুত্র বৈদ্যনাথ, শ্যামাচরণ ও নীলকমল (১৯)। বৈদ্যনাথ-সুত হরিমোহন, যদুনাথ ও নবীন (২০)। শ্যামাচরণ-সুত রাধিকানাথ (২০)। নীলকমল-সুত বিনোদ (২০)।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের গুরু রামশঙ্কর চূড়ামণি। রাজা শিবচন্দ্রের গুরু রামরাম তর্কবাচস্পতি।

কুমুদ ন্যায়বাগীশের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

ছান্দড় (মূল) (১)। তৎসুত নারায়ণ, কাঞ্জারি-বংশের আদিপুরুষ (২)। ইনি ছান্দড়ের নিকট 'হরিনারায়ণ' এই নামে আখ্যাত হইতেন। এবং নিজের-সাত্বিক ক্রিয়া ও সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি জন্য 'মাধব' এই রাশ্যাশ্রিত নামেও কীর্ত্তিত হইতেন। ইনি সেই জন্য হরি, নারায়ণ ও মাধব এই

তিন নামেই প্রসিদ্ধ। পুত্র বিশ্বম্ভর (৩)। পৌত্র গুণাকর (৪)। প্রপৌত্র শৌরি ও ধোয়ী (৫)। শৌরি-সুত জীর (বা জীব) (৬)। তাঁহার তিন পুত্র যথা—সাহ (সাঢ়), গুড়াকেশ ও বিকর্ত্তন (৭)। বিকর্ত্তন-সুত মহাদেব (৮)। মহাদেব-সুত হিরণ্যাক্ষ, বেদগর্ভ, কমলাক্ষ ও মনোহর (৯)। হিরণ্যাক্ষ-সুত নিধিপতি (১০)। তৎপুত্র গুণার্ণব (১১)। গুণ-সুত যদুনন্দন বিদ্যালঙ্কার ও রঘুনাথ বিদ্যানিধি (১২)। বিদ্যানিধির বংশধরগণ সেনহাটীতে বিরাজ করিতেছেন।

যদুনন্দনের এক পুত্র কবি গোপাল (১৩)। গোপাল-পুত্র শ্রীনারায়ণ তর্কবাগীশ, কুমুদ ন্যায়বাগীশ ও শ্রীরাম পঞ্চানন (১৪)। ছান্দড় হইতে কুমুদ ন্যায়বাগীশ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ পুরুষ। অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র কালীপ্রসন্ন, কুমুদ ন্যায়বাগীশ হইতে ধারাবাহিক অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। এবং কুমুদ হইতে ছান্দড় উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ। সুতরাং কাশ্যপ-বংশের কোন গোষ্ঠীতেই অদ্যাপি ২৭ বা ২৮ পুরুষের অধিক হয় নাই। ছান্দড় মহোদয় যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন, ইহা তাহার একটী দেদীপ্যমান প্রমাণ।

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার ছান্দড় হইতে ১৬শ পুরুষ অধস্তন। তৎপৌত্র রঘুরাম বিদ্যানিধির (১৮) বংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

গোপীনাথের বংশ—(২০) চন্দ্রকান্ত তন্ত্ররত্ন, লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার, রতিকান্ত, দ্বারকাকান্ত, সূর্য্যকান্ত ও গঙ্গাকান্ত এই ছয় সহোদর। লক্ষ্মীকান্তের পাঁচ পুত্র—অক্ষয়, কেদার ও যোগেন্দ্র বর্ত্তমান, বীরেশ্বর ও শশধর মৃত (২১)। রতি-

কান্তের পুত্র মদনাদি (২১)। দ্বারকাকান্তের পুত্র নীলমণি ও রোহিণী (২১)। গঙ্গাকান্তের পুত্র রজনী ও বসন্ত (২১)।

রামভদ্র-প্রমুখ ধর্ম্মদহ-নিবাসী রামগোপালের বংশের গোপীমোহন, কালীবিলাস ও কেদার ধর্ম্মদহের গুরু ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠীর দিবাভাগের দীপশিখা-মাত্র। গোপীমোহন পুরাণ-পাঠ ব্যবসায়ী। ইহাঁর পুত্রগণ ইংরাজী-ব্যবসায়ী।

বাঘআঁচড়ার রামকেশবের বংশে যে কয়েকটীমাত্র পুরুষ আছেন, তাঁহারাও নিঃস্ব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন।

শিমলার রামশরণ-বংশের ধন, মান, বিদ্যা ও গৌরব অনেক দিন ছিল; এক্ষণে নির্ধনতা-হেতু পূর্ব্ব গৌরব লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

রামশরণের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় তর্কভূষণ ও রামজয় বিদ্যালঙ্কার (১৭)। মৃত্যুঞ্জয়-সুত ষষ্ঠীদাস তর্কবাগীশ ও নিমাইচাঁদ শিরোমণি (১৮)। ষষ্ঠীসুত পূর্ণানন্দ, অরুণানন্দ ও যদুনন্দ (১৯)। পূর্ণানন্দ-সুত পঞ্চানন (২০)। নিমাই-সুত অশোকজীবন (১৯)। রামজয় (১৭)-বংশে কয়েকটীমাত্র সন্তান আছে। কাণ্ডারি-বংশে ছান্দড় হইতে ২৩।২৪ পুরুষের অধিক হয় নাই।

ভট্টনারায়ণ-প্রমুখ কেশর-গ্রামি-বংশ।

ভট্টনারায়ণ-প্রমুখ কেশরগ্রামী নীপ-বংশের একদেশ দেখান গেল। ইহাদ্বারা কেশরগ্রামীদিগের (কেশরকুনীদিগের) বংশ কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা অনুমিত হইবে। ধারাবাহিক অধস্তনে ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত করা গেল।

(২) নীপ। (৩) হলায়ুধ। (৪) হরিহর। (৫) কন্দর্প। (৬) বিশ্বম্ভর। (৭) নরহরি। (৮) নারায়ণ। (৯) প্রিয়ঙ্কর। (১০) ধর্ম্মানন্দ। (১১) তারাপতি। (১২) কামদেব। কামদেবের চারি পুত্র, তন্মধ্যে বিশ্বনাথ (১৩) জ্যেষ্ঠ। ইনিই নবদ্বীপের প্রথম রাজা। এইখানেই জ্যেষ্ঠাধিকার প্রবর্ত্তিত হয়। কামদেব পর্য্যন্ত ১২ পুরুষ কেশর-গ্রামে অবস্থান করেন।

ক্ষিতীশ-বংশাবলীতে ভট্টনারায়ণ নিজেই ভূস্বামী বলিয়া উল্লিখিত আছেন। বিশ্বনাথের পুত্র (১৪) রামচন্দ্র। (১৫) সুবুদ্ধি। (১৬) কংসারি। (১৭) ত্রিলোচন। (১৮) ষষ্ঠীদাস। (১৯) কাশী-নাথ। এই সাত পুরুষ কাঁকদী পরগণার জমীদার বা রাজা ছিলেন। কাশীনাথ রাজস্ব অনাদায় হেতু দিল্লীর কারাগারে রুদ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

তৎকালে তাঁহার পত্নী আসন্নপ্রসবা ছিলেন। তিনি বাদ-সাহ ও নবাবের ভয়ে নিজ আবাস পরিত্যাগ করিয়া বাগুয়ান পরগণার অন্তর্গত আন্দুলিয়ার ভূম্যধিকারী হরিকৃষ্ণ সমাদ্দারের শরণাপন্ন হয়েন। তিনি তাঁহাকে নিজ তনয়াসদৃশ জ্ঞানে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। কিছুদিন পরেই কাশীনাথ-পত্নী এক পুত্র প্রসব করিলেন। হরিকৃষ্ণ নিতান্ত প্রাচীন ও অপুত্রক হেতু নবপ্রসূত কাশীনাথ-সন্তানকে পরমা-নন্দের সহিত নিজ সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করিলেন। তখন তাঁহার নাম রাম হইল। সমাদ্দারের উত্তরাধিকারী হইয়া-ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রাম সমাদ্দার হইল (২০)।

রাম সমাদ্দারের চারি পুত্র—ভবানন্দ, জগদীশ, হরিবল্লভ ও সুবুদ্ধি (২১)। ভবানন্দ জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় ঢাকার

নবাব ইস্মাইল খাঁর নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর, এই চারি সুবার কানন্‌গুই-ভার প্রাপ্ত হয়েন, তজ্জন্য তাঁহার উপাধি মজুমদার হয়। তদুপলক্ষেই তিনি রাজ্য বিস্তার করেন।

ভবানন্দের ভ্রাতা (২১) হরিবল্লভ ফতেপুরে, (২১) জগদীশ কুড়ালীগাছীতে, ও (২১) সুবুদ্ধি পাটিকাবাড়ীতে বাস করেন। ইহাঁদিগের বংশধরগণ ঐ সকল স্থানে বিরাজ করিতেছেন। সুবুদ্ধি-সন্তানের কতক অংশ রাঢ়ীপাড়া, বার্দ তেহট্ট ও বড়গাছী গ্রামে বিস্তৃত হইয়াছেন।

(২১) ভবানন্দের তিন পুত্র—গোপাল, গোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ (২২)। গোপাল নবদ্বীপের রাজা, গোবিন্দ দেব দিগম্বরপুরের জমীদার, শ্রীকৃষ্ণ রাজার বৃত্তিভোগী। (২২) শ্রীকৃষ্ণের সন্ততিবর্গ শ্রীকৃষ্ণপুর, শিবালয়, সন্তোষপুর ও কোঁড়কদী গ্রামে আবাস গ্রহণ করিলেন।

দিগম্বরপুরের জমীদার (২২) গোবিন্দ দেবের তিন পুত্র—রাঘবেন্দ্র, যাদবেন্দ্র ও রাজারাম (২৩)। গোবিন্দ দেব গোটপাড়া গ্রামে গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। বর্গীর হঙ্গাম-ভয়ে দিগম্বরপুরের কাছারী-বাটীতে সপরিবারে অবস্থান করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবেন্দ্র দিগম্বরপুরের বাটীতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। গঙ্গাস্নান ও পর্ব্বাহ উপলক্ষে সময়ে সময়ে গোটপাড়ায় যাইতেন। রাঘবেন্দ্রের চারি পুত্র—রামদেব, শ্যামদেব, কৃষ্ণদেব ও হরিদেব (২৪)।

(২৪) রামদেব-পুত্র রামগোবিন্দ (২৫), পৌত্র কমলাকান্ত, হরপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ ও চণ্ডীপ্রসাদ (২৬)। কমলাকান্তের

ধারায় মতিলাল-পুত্র বারাণসী ও জিতেন্দ্রিয় ভট্টনারায়ণ হইতে (২৯)। (২৬) হরপ্রসাদের ধারায় কৈলাস ও যদুনাথের পুত্রগণ (২৮)। দুর্গাপ্রসাদের ধারায় কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র কানাই (২৮)। ভৈরব-সুত উমাশঙ্কর ও নবকুমার (২৭)।

(২৪) কৃষ্ণদেব প্রমুখ শম্ভুনাথের পৌত্র কৈলাসচন্দ্রের দত্তক ইন্দ্রের সুত (৩০)। দেবীচরণের বংশে গণেশ (২৮), পূর্ণচন্দ্রের দত্তক কমলেশ (২৭)। কামদেব-প্রমুখ ভৈরব-বংশের কিনুর পুত্র ক্ষেত্র (২৯)। হরিদেব-প্রমুখ ভবানীশঙ্করের পৌত্র রমেশের পুত্র বিহারী-সুত (২৯)।

নবদ্বীপাধিপতির রাজ্যে যে ব্রাহ্মণ রাজদত্ত ব্রহ্মত্র ভূমি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য নহেন। রাজ-জ্ঞাতিগণও সুব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। রাজ-জ্ঞাতি-প্রদত্ত ব্রহ্মত্র-ভোগী বিপ্রগণও বিশেষ মান্য বটেন। রাজা তাঁহাদিগকেও বিশেষ সম্মান করিতেন।

নবদ্বীপাধিপতি গোপাল (২২)। রাঘব, রামেশ্বর ও নরেন্দ্র (২৩)। রাঘবের পুত্র রাজা রুদ্ররাম রায় (২৪)। ইঁহার সহোদর প্রতাপনারায়ণ রায় (২৪)।

রাজা রুদ্ররায় রায় বাদসাহ আলমগিরের নিকট হইতে প্রজারঞ্জন-জন্য প্রশংসা সহ 'রাজাধিরাজ' এই মহাসম্মান-সূচক উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তৎসহ কতকগুলি অনন্য-সাধারণ ক্ষমতাও প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁর পূর্ব্বে কোন বঙ্গীয় ভূপতিই বাদসাহ হইতে ঐরূপ সম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই। অন্য ভূপতিগণ ইহাঁর পরবর্ত্তী বাদসাহের নিকট হইতে ঐরূপ সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কেহই

এই বংশের ভূপতিগণ অপেক্ষা উচ্চ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

রাজা রুদ্ররামের দুই পক্ষে দুই পুত্র। প্রথম পক্ষে রামকৃষ্ণ, দ্বিতীয় পক্ষে রামজীবন। (২৫) রামকৃষ্ণের যাদৃশ সদ্‌গুণ ছিল, অসদ্‌গুণও তদপেক্ষা অল্প ছিল না। তথাপি তিনি নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর উন্নতি-কল্পে অর্থ দিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই চির-স্মরণীয় থাকিবেন। ঐ বৃত্তি নবদ্বীপের কালেক্টার সাহেবের অধীনে আছে। নবদ্বীপের বিদেশীয় ছাত্রগণ ঐ বৃত্তি ভোগ করেন। পিতৃপুরুষের বা নিজের দানের কীর্ত্তন করিলে পুণ্যক্ষয় হয় বলিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে ঐ সম্বন্ধে কোন কথা ঘুণাক্ষরেও কীর্ত্তন করান নাই।

রামকৃষ্ণ সহোদর রামজীবনকে জাহাঙ্গীরের কারাগারে রুদ্ধ করেন। পরে অনুতপ্ত হইয়া একটা অলীক অপবাদ আত্মশিরে বিন্যাসপূর্ব্বক বাদসাহের কারাগারে নীত হইয়া রুদ্ধ হইলেন। ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। রামজীবন কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নবদ্বীপের রাজা হইলেন।

রামজীবনের পুত্র রঘুরাম, রাজারাম, কৃষ্ণরাম ও রাম-গোপাল (২৬)। রঘুরাম-সুত মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজেন্দ্র বাহাদুর অগ্নিহোত্রী ও বাজপেয়ী (২৭)। ইনি তৎ-কালে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম কখন শ্রীনগর, কখন বা কৃষ্ণনগরে থাকিতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় আবাসস্থান শিবনিবাস; কৃষ্ণনগর রাজধানী। শিবনিবাসে রাজাধিরাজের অধিককাল

বাস হেতু সমস্ত গুণিগণ ও পণ্ডিতবর্গ তথায় অবস্থান করিতেন এবং সকলেই রাজদত্ত ভোজ্য পাইতেন। তজ্জন্যই এই প্রবাদ রচিত হয়। যথা—

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী, ধন্য নদী কঙ্কণা।"

ভবানন্দ-প্রমুখ গোপাল-পুত্র নরেন্দ্রের (২৩) উত্তরাধিকারিবর্গ নবলা, শ্রীনগর, শিমলে, আমুলে, দুর্গাপুর ও শালিগ্রামে অবস্থান করেন। রামেশ্বরের (২৩) বংশীয়েরা বেড়ী পলতায় অবস্থান করেন। রাঘবের দ্বিতীয় পুত্র প্রতাপনারায়ণের সন্ততিগণ বাগোয়ানে যাইয়া আবাস গ্রহণ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের পাঁচ পুত্র, ইহা পূর্ব্বেই স্থানান্তরে উল্লেখ করা গিয়াছে। শিবচন্দ্র জ্যেষ্ঠ, মধ্যম পুত্র শম্ভুচন্দ্র (২৮)। ইহাঁর পুত্রাদি হরধামের রাজা। তৃতীয় পুত্র ঈশানচন্দ্রের বংশধরগণ আনন্দধামের রাজা। চতুর্থ ভৈরবচন্দ্রের দৌহিত্র-সন্ততিবর্গ, এবং পঞ্চম মহেশচন্দ্রের পৌত্রের দৌহিত্র-সন্তানবর্গ কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কে বিরাজ করিতেছেন। শিবচন্দ্রের সন্তানগণই শিবনিবাসের রাজা। রাজা গঙ্গেশচন্দ্র হইতে শিবনিবাসের বংশ লোপ হইয়াছে; দৌহিত্র-বংশ আছে।

ভৈরবচন্দ্রের দৌহিত্র-বংশে রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর অতি-প্রসিদ্ধ, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সদাশয় বলিয়া বিশেষ খ্যাত ছিলেন। ইহাঁর সহোদর কুমারনাথ, কৃষ্ণনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূনকল্প নহেন। বিদ্যা, বিনয়, মর্য্যাদা, সভ্যতা ও ভদ্রতা বিষয়ে ইহাঁরা জ্যেষ্ঠের নিকট শিক্ষিত। ইহাঁরা চৈতল চট্ট-বংশাবতংস চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার-সন্তান। এই বংশ শিষ্টপ্রকৃতি বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত।

রাজা রামকৃষ্ণের সন্তানবর্গ আশাগর (আসন্ননগর) অধিকার করেন। তদবধি রামকৃষ্ণের বংশাবলী আশাগর গ্রামেই অবস্থান করেন।

রামজীবন-প্রমুখ রামগোপালের সন্তানবর্গ কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত শালিগ্রাম দোগাছিয়াতে বাস করেন। জয়রামপুর ও বাদকুল্লার কেশরকুনীগণও ভবানন্দ-বংশের গোবিন্দ দেবের শাখা-প্রশাখামাত্র। এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলের কেশরগ্রামিবর্গ ভট্টনারায়ণ-সন্ততি বলিয়া পরিচয় দেন। ঊর্দ্ধতন পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নগণই ভট্টনারায়ণ-সন্তান বলিয়া পরিচিত।

গুড়-বংশের পরিচয়।

অধিকাংশ মেলেই গুড়-দোষ দৃষ্ট হয়, সুতরাং গুড়গ্রামী মণ্ডলেশ্বরদিগের বংশের একদেশ দেখাইলে পঞ্চ মহর্ষির মধ্যে দক্ষের অধস্তন পুরুষে গুড়বংশ কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে। ধারাবাহিক অধস্তনে ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত করা গেল। যথা—(১) দক্ষ, (২) ধীর গুড়গ্রামী, (৩) তরণি, (৪) বিকর্ত্তন, (৫) শরণি (বা শরণ), (৬) কুশধ্বজ, (৭) শ্রীদত্ত, (৮) ভবদত্ত (অথবা বামন খাঁ), (৯) কার্ত্তিকপণ্ডিত। ইহাঁর সাত পুত্র—(১০) রঘুপতি, জয়পতি, ভূপতি, সভাপতি, পৃথ্বীপতি, বাণীপতি ও শ্রীপতি।

(১০) রঘুপতির কনকদণ্ডী গ্রামে বাস-নিবন্ধন তৎসন্ততিবর্গ কনকদণ্ডী গুড় বলিয়া খ্যাত। রঘুপতির উপাধি আচার্য্য; রঘুপতি-সুত কাশীপতি, রমাপতি ও গণপতি (১১)। রমাপতির

পুত্র সর্ব্বানন্দ ও জ্ঞানানন্দ (১২)। তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ ব্রহ্ম-চারী (১৩)। তৎসুত রামবল্লভ ও হরিবল্লভ (১৪)। হরি-সুত কামদেব ও জয়দেব (১৫)। জয়-সুত গৌরীদাস (১৬)। গৌরী-সুত বল্লভ রায় বা নরেন্দ্র রায় (১৭)। ইঁহারা যশোহর জেলার চেঁউটে পরগণার জমীদার ছিলেন। নরেন্দ্র রায়ের পারালী সংস্রব থাকায় তথায় পতিত থাকেন। পরে বাদ-সাহের রায়রেঁয়ে সুরাই মেলের রায় গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রাম রায়কে কন্যা সম্প্রদানপূর্ব্বক তৎসাহায্যে মহেশপুরে আগমন করেন। এখানে আসিয়া নানা মেলে কন্যা ও পৌত্রীর বিবাহ দিয়া এবং নানাবিধ সৎক্রিয়া, দান, ধ্যান, প্রায়শ্চিত্ত ও যজ্ঞ করিয়া পরিশুদ্ধ হয়েন। সেই কারণে অধিকাংশ মেলে গুড়-দোষ দেখা যায়। *

নরেন্দ্রের পুত্র শরণি বা শরণ (১৮)। ইনি কুলক্রিয়ায়

---

* রঘুরামে যেমন গোড়ারী-দোষ ঘটে, কেশব চক্রবর্ত্তীতে সেইপ্রকার গুড়-দোষের আক্ষেপ হয়। আবার রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীতে পিশু-দোষ স্পর্শে; তাহার কারণ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কুচক্র। রমাকান্ত ভ্রাতাকে কুলে খাট করিবার জন্য জ্যেষ্ঠের (রামেশ্বরের) মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেন। শ্রাদ্ধ-দিনে রামেশ্বর মেটিরীতে উপস্থিত হইলেন। সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নবদ্বীপাধিপতির নিকট রমাকান্তের কুব্যবহার বর্ণন করেন। রাজা রাঘব রায় রমাকান্তের অন্তিম কালে তদীয় ভাগিনেয়ী যাদবেন্দ্র ঠাকুরের কন্যার সহিত বলপূর্ব্বক বিবাহ দিয়া রমাকান্তের দর্প চূর্ণ করেন। তদবধি নবদ্বীপাঞ্চলের কুলাচার্য্য ও কুলীনগণ রমাকান্ত-বংশকে কেশর-দোষ-দুষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদেশের কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ইহা বলাৎকার বলিয়া উল্লিখিত হয়।

প্রসিদ্ধ। শরণির পুত্রগণ ক্রমে চেঁউটে পরগণা আপন অধিকারে আনয়ন করেন। শরণি-সুতগণের মধ্যে রামবল্লভ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। তিনি মহেশপুরেই অবস্থান করিলেন।

হরিবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ চেঁউটে পরগণায় পুনঃ প্রবেশ করিয়া লোকান্তরিত হইলেন। ইহাঁরা উভয়েই কন্যা-মাত্রের জনক ছিলেন ও পিতৃ-জীবন-কালেই গতাসু হয়েন। কন্যাগণ পিতামহ শরণ কর্ত্তৃক কুলীন পাত্রে প্রদত্ত হইল। শরণ বন্দ্য ভগীরথ বংশের গোবিন্দ শিকদারে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সুরাই মেলের প্রধান শ্রোত্রিয় হইলেন। সুরাই মেলের উৎপত্তি এই গুড়িশরণ হইতে।

শরণ-সুত রামবল্লভ (১৯)। রামবল্লভ-সুত জগন্নাথ মজুমদার (২০)। তৎসুত শ্রীমন্ত, কন্দর্প, চন্দ্রশেখর ও রতিনাথ (২১)। শ্রীমন্ত-সন্তানগণ মৃজাপুরে অবস্থান করেন। কন্দর্প প্রভৃতি সুলতানপুর, যোগিনীদহ, সূর্য্যাদিয়া, মহেশপুর ও হলদা পরগণা প্রভৃতি নানা পরগণার জমীদার হইলেন। এই জমীদারীকে জেলে রাজার জমীদারী কহিত। এই সময় হইতে ইহাঁরা রায়চৌধুরী নামে প্রসিদ্ধ। চন্দ্রশেখর নিঃসন্তান। রতিনাথের বংশে পাঁচ পুরুষ ক্রমান্বয়ে এক এক সন্তান জননহেতু পঞ্চম পুরুষে কন্যা-সন্তানে বিষয় সংক্রামিত হয়। কন্দর্পের পুত্র রামচন্দ্র, রামেশ্বর ও কেশবচন্দ্র (২২)। কেশব প্রবল-পরাক্রান্ত জমীদার। তথাপি নবদ্বীপাধিপতি রুদ্ররায়ের নিকট পরাস্ত হয়েন। রুদ্ররায় কেশবের ভাগিনেয়। কেশব-সহোদর রামেশ্বর। রামেশ্বর অপুত্রক হেতু তৎপ্রাপ্য এক-তৃতীয়াংশ তদীয় ভাগিনেয় রাজা রুদ্ররায় তাঁহার মাতামহী কন্দর্পরায়ের

পত্নীর নিকট হইতে যৌতুকস্বরূপ গ্রহণ করেন। তন্নিবন্ধন হলদা পরগণা নবদ্বীপাধিপতির অধিকৃত হয়। পরে তিনি মহেশপুরাদিরও অধিকাংশ ক্রমে ক্রমে ছলে, বলে, কলে ও কৌশলে অধিকার করেন। ইতিপূর্ব্বে মহেশপুরের পূর্ব্ব ভাগে নবদ্বীপাধিপতির অধিকার ছিল না।

(২২) রামচন্দ্রের সন্তানগণ তালুকদার নামে খ্যাত। ইহাঁর অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র চন্দ্রভূষণ দক্ষ হইতে অধস্তন (২৭শ)।

(২২) কেশব রায়চৌধুরীর দুই পক্ষে আট পুত্র জন্মে। প্রথম পক্ষে রামরাম ও রামকৃষ্ণ (২৩)। দ্বিতীয় পক্ষে রাঘবেন্দ্র, রামদেব, রামনারায়ণ, রূপনারায়ণ, মধুসূদন ও সন্তোষ (২৩)। রামরাম ও রামকৃষ্ণ সাত আনী। অবশিষ্ট ছয় সহোদর নয় আনী। কিন্তু রামকৃষ্ণ সমস্ত রাজ্যের এগার পাই অধিকার করেন, এইজন্য ইহাঁর সন্ততিবর্গ সাত আনী-গোষ্ঠীর এগার পাই বলিয়া খ্যাত।

ক্রমান্বয়ে এক এক ব্যক্তির বংশের এক একদেশ দেখান গেল। (২৩) রামরাম, (২৪) রামজীবন, (২৫) পুরুষোত্তম, (২৬) গোকুলচন্দ্র, (২৭) সভাচাঁদ ও মোহনচাঁদ। সভাচাঁদ-সুত ঈশানচন্দ্র (২৮)। (২৯) নীলচন্দ্র, অজিতচন্দ্র, কৃষ্ণ, তিলক, কীর্ত্তি, কামদেব ও রাজ। অজিত-সুত (৩০) বিপ্রদাস ও সহায়-রাম। বিপ্র-সুত প্রফুল্ল (৩১), তৎসন্ততি দক্ষ হইতে (৩২)। মোহনচাঁদ-সুত (২৮) প্রসন্নচন্দ্র ও বিষ্ণুচন্দ্র। প্রসন্ন-সুত (২৯) অমরেশ। তৎপুত্র কালাচাঁদ মৃত, তৎ পত্নী ইন্দুমতী দেবী। কালাচাঁদের পিতৃভাগিনেয় পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় গয়ঘড় ফুলিয়া। বিষ্ণুচন্দ্র নির্ব্বংশ ও নির্ব্বিষয় হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েন।

(রামরায়-প্রমুখ ইন্দ্রনারায়ণ-সুতদিগকে পঞ্চপাণ্ডব বলে। এই ধারায় শৌরেশ-পুত্র অতীন্দ্র (২৯)। কেশবরায়-প্রমুখ রামকৃষ্ণের বংশে প্রেমচন্দ্র রায়ের পৌত্র রাজকৃষ্ণ-পুত্র অরুণ (২৮)। কেশবরায়-প্রমুখ রাঘবেন্দ্রের বংশে রতিকান্তের পুত্র গিরিজানাথ প্রভৃতি কেশবরায় হইতে অধস্তন ৬ষ্ঠ অর্থাৎ দক্ষ হইতে (২৮)। কেশবরায়-প্রমুখ সন্তোষ-পুত্র জয়কৃষ্ণের পৌত্র (২৯)। অপরাংশ পরিশিষ্টে বংশাবলীতে দেখ।

এরূপ প্রবাদ আছে যে বল্লাল সেন, পুত্র লক্ষ্মণকে পাইয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশজন্য সূর্য্য মাজীকে যে ভূসম্পত্তি নিষ্কর প্রদান করেন, তাহাই হলদা ও মহেশপুর। এই দুই পরগণার সঙ্গে আর যে দুই পরগণা ছিল, তাহার একের নাম যোগিনীদহ, অপরের নাম সুলতানপুর। সূর্য্য মাজীর অধস্তন ৫ম পুরুষ সুলতান মাজী সূর্য্যদিয়ার শেষ ভূম্যধিকারী। জোর (বল) যার, মুল্লুক (রাজ্য) তার, এই প্রবাদের বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমান ভূপতিগণের প্রথম অধিকার সময়ে রায়চৌধুরীগণ সূর্য্যদিয়া, যোগিনীদহ, সুলতানপুর, মহেশপুর ও হলদা এই পাঁচ পরগণা অধিকার করেন, এবং ধীবর-রাজকে সবংশে ধ্বংস করেন।

ইতি সম্বন্ধনির্ণয়ে বিশেষকাণ্ড সমাপ্ত।

উপসংহার।

রাঢ়ীয় ষট্‌পঞ্চাশৎ গ্রামীণের কুলীন-শ্রোত্রিয়াদি নির্ণয়-পত্র।

শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ-বংশ	কাশ্যপ গোত্রে দক্ষ-বংশ	ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ-বংশ	বাৎস্য গোত্রে ছান্দড়-বংশ	সাবর্ণি গোত্রে বেদগর্ভ-বংশ
* বন্দ্য	* চট্ট	* মুখুটী	* কাঞ্জিলাল * ঘোষাল * পূতিতুণ্ড	* কুন্দ * গাঙ্গুলি
† বটব্যাল † মাষচটক † কুশারি	† পাকড়াশী † পালধি † শিমলায়ী		† শিমলাল † কাঞ্জারী	
১ কুসুম ২ ঘোষলী ৩ কুলকুলী ৪ সেয়ুক } ‡	১ অম্বুলী ২ তৈলবাটী ৩ ভূরিষ্টাল ৪ পূষলী } ‡	সাহরী ‡	বাপুলী ‡	১ পুংসিক ২ নন্দিগ্রামী ৩ সিয়ারিক ৪ সাটেশ্বরী } ‡

* কুলীন। † সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। ‡ সাধ্য শ্রোত্রিয়।

শাণ্ডিল্যে	কাশ্যপে	ভরদ্বাজে	বাৎস্যে	সাবর্ণিতে
৫ আকাশ ৬ বসুয়ারি ৭ করাল } ‡	৫ মূলগ্রামী ৬ কোয়ারী ৭ পলশায়ী ৮ ভট্টাচার্য। } ‡	ডিণ্ডী বা ডিংসাই (শত) } ‡		৫ দায়ী ৬ নায়েরী ৭ পারিহাল ৮ বালী ৯ সিদ্ধর্ল } ‡
১ দীর্ঘাঙ্গী ২ পারিহাল ৩ কুলভি ৪ গড়গড়ি ৫ কেশরী } §	১ পোড়ারি ২ হড় ৩ গুড় ৪ পীতমুণ্ডী } §	১ ডিংসাই (জন) ২ রাই } §	১ মহিন্তা ২ পিপ্‌লাই } §	ঘণ্টেশ্বরী §

‡ সাধ্য শ্রোত্রিয়।

§ কষ্ট শ্রোত্রিয়।

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়—পূর্ব্বদেশে কেঁজেয়ারি, দক্ষিণে গদাই।
পশ্চিমে মধুসূদন, উত্তরেতে নাই ॥ } মেলমালা।

রাঢ়ে রসবতী ধন্যা যত্রাস্তে মধুসূদনঃ। মধুসূদন হাজরা বাৎস্যে শিমলাল। ঐ।

মেলসংক্রান্ত বচন।

মেলসংক্রান্ত কয়েকটী বচন এখানে উদ্ধৃত করা গেল। ইহা দেখিলে সমাজের পূর্ব্বাবস্থা জানা যায়।

"পোড়ারির ভাব অন্য কুলে নাহি হেরি।
কেশব রঘুর ভাই রুদ্রক পোড়ারি ॥ ১ ॥
দীর্ঘাঙ্গী নাম শুনি, সে নহে দীর্ঘাঙ্গ।
বড় খাট ভাবে তারা কুলেতে আসঙ্গ ॥ ২ ॥
চতুর্দ্দশ গৌণ কুল ভাব লেখা গেল।
কেশর অপেক্ষা এরা সকলি অচল ॥ ৩ ॥
কুন্দগ্রামী ছাড়ি কুল শুনি সাত গাঁই।
তার মধ্যে তিন গাঁই সগোত্রেতে পাই ॥ ৪ ॥
কাঞ্জি, পূতি, ঘোষাল, ছান্দড়ের তিন অংশ।
পূর্ব্বাপর হইল যে কুলীনের বংশ ॥ ৫ ॥" কুলচন্দ্রিকা।

"নাধা, ধাঁদা, বারুহাটী আর মুলুকজুড়ী।
কুলের প্রধান যাতে পড়ে হুড়োহুড়ী ॥
মনোহর বিয়ে করে নাধার বাঁড়ুরী।
পরে কুলে ভেঙ্গে পায় শোঁধার আকুঁড়ী ॥
এই সব দোষ যদি যথার্থ হইত।
চারি মেলে কুল আর কোথায় রহিত ॥
অপভ্রংশ লোকে মাত্র অপবাদ দেয়।
রামেশ্বরের কুলে* যথা পিণ্ড-দোষ পায় ॥

---

* রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী ভট্টনারায়ণ হইতে ২২শ পুরুষ অধস্তন। ইহার সাত পুত্র, যথা—গোপীনাথ, রামনারায়ণ, লক্ষ্মণ, রামনাথ, রঘুদেব,

ঘ্রাণমাত্র পীর আলি দেখে সর্ব্ব জন।
সাক্ষাৎ যবন-স্পর্শে কি হয় আচরণ॥
মাথাই চট্টের কন্যা হাঁসাই থানদারে।
সেই কন্যা বিভা করে বন্দ্য গঙ্গাধরে॥
হাঁসাই থানদারের কথা সত্য সত্য নয়।
চট্ট-সুতা ঝড় দেখি লইল আশ্রয়।
ব্যাজ দেখি যত সখী কাব্য-কথা কয়॥
আইলা আইসো, বসো বসো, বুঝিলাম অই।
ছল করি থানদারী ভেটা আইলা সই॥
তাহা শুনি কাণাকাণি বিপক্ষেতে করে।
এদেশ ওদেশে অন্য দেশেতে সঞ্চরে॥
সেই হইতে বিপক্ষেতে ধাঁধা ধাঁধা কয়।
কিন্তু জানি মিশ্র মানি পরমার্থ নয়॥
মিথ্যা বলি যদি গালি মহতের হয়।
মহিমার হানি তার জানিহ নিশ্চয়॥ ৪ ॥" মেলমালা।

রামদেব ও কামদেব (২৩)। এখানে গোপীনাথের বংশের ধারাবাহিক অধস্তনের একদেশ দেখান গেল। যথা—গোপী-বংশে কৃষ্ণরাম (২৪), তমু-রাম (২৫), জয়নারায়ণ (২৬), শ্যামচাঁদ (২৭), চন্দ্রকান্ত (২৮)। চন্দ্রকান্ত-সুত নিত্যগোপাল, রামগতি ও কালীপদ (২৯)। নিত্যগোপাল-সুত কালীকৃষ্ণ, তারাকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র (৩০)। রামগতি-সুত বিজয়কৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ ও কুমদকৃষ্ণ (৩০)। কালীপদ-সুত খগেন্দ্র, নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র ও যোগেন্দ্র (৩০)। কালীকৃষ্ণ ও তারাকৃষ্ণের পুত্রদিগকে ধরিলে রামেশ্বর-বংশধরেরা ভট্টনারায়ণ-বংশে ৩১ পুরুষ হইয়াছে বলিতে হয়।

দত্তপুলের ঠাকুরদাস চট্ট বলি তায়।
রামেশ্বরপুরের শ্যাম কুটুম্বিতা-দায় ॥
উলোর মধ্যে শিবশঙ্কর সপ্তশতী পায়।
বুড়োনের বিষ্ণুরাম ভাগ্য বলি ধায় ॥ ৫ ॥ মেলমালা।
আর গঙ্গ চিন্তামণি চাঁদেরে চিয়াই।
ত্রিদোষে পড়িয়া মলেন চট্ট মাধাই ॥ ৬ ॥
গুড়মহিষী, অমাধব সর্ব্বানন্দী।
জগ ঘোষলী, থানি গুণানন্দী ॥ ৭ ॥ কবিতা।
গুপ্তিপাড়া সমাজে কিসের হুলাহুলী।
বল্লভ বাঁড়ুরী, আর রূপ কুসুমকলি ॥ ৮ ॥
কেহ হড়, কেহ কেশর, কেশব গুড় ধরি।
নির্ব্বংশ হরিহর পুত্র বিদ্যমান করি ॥ ৯ ॥
এক বাপের দুই বেটা শুন পরিপাটী।
রাম হলেন ডিঙ্গী-সাঁই গোপাল মুখটী ॥ ১০ ॥
রূপকূপে ত্রয়ো মগ্নাঃ ষড়্ দগ্ধা দগ্ধমন্দিরে (পোড়ারি)।
সুগন্ধিত্বং সমাসাদ্য পতিতঃ কুলকুঞ্জরঃ ॥ ১১ ॥
যদি ভবতি নিতান্তং বারিধির্ব্বারিশূন্যো
যদি হয়গজয়োর্ব্বা দৃশ্যতে শৃঙ্গসৃষ্টিঃ।
রবিকরনিকরশ্চেৎ শীতভাবং প্রয়াতি
তদপি নহি পিতাড়ীমিশ্রিতা সৎকুলশ্রীঃ ॥ ১২ ॥
আনাই! কি কব তোমার কুল, কাশীনাথ-সমতুল,
রামনাথ পাছে পাছে ধায়।
আছিল বাপের পুণ্য, কুলে হলো অগ্রগণ্য,
রামাচার্য্য করিয়া সহায় ॥ ১৩ ॥

পণ্ডিতরত্নী মেলে কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটীর রত্নেশ্বরের বংশের রামরাম, বাসুদেব, কৃষ্ণদেব ও কৃষ্ণদেব-পুত্র রামনাথ বিশেষ প্রসিদ্ধ। রত্নেশ্বরের পিতার নাম দুর্গাদাস, পিতামহ মহেশ, প্রপিতামহ ভরত, বৃদ্ধপ্রপিতামহ দিগম্বর, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ জীব, বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ভব।

এই মেলের কুলীনগণ হুগলী জিলার উত্তরপাড়া ও নদীয়া জিলার তেঘরীতে অধিক; পশ্চিম রাঢ়েওকম নাই।

নিত্যানন্দের বংশ-মর্য্যাদা।

ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ রাম॥
মাঘ মাস শুক্ল পক্ষ ত্রয়োদশী দিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা-নাম গ্রামে॥
হাড়াই পণ্ডিত-নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব-পিতা তারে করি পিতা-ব্যাজ॥
রাঢ়দেশে একচাকা-নামে আছে গ্রাম।
যথা অবতীর্ণ হৈল নিত্যানন্দ-ধাম॥ চৈতন্য-ভাগবত।
নিত্যানন্দের অপত্য গঙ্গা আর বীরু।
মাধব গঙ্গার পতি সর্ব্বশাস্ত্র-গুরু॥ কুলচন্দ্রিকা।

ফুলের মুখুটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের পৌত্র পার্ব্বতীনাথ বীরভদ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তদবধি পার্ব্বতীনাথে বীরভদ্রী দোষ স্পর্শ করে। নিত্যানন্দের কন্যার নাম গঙ্গা, ইঁহার সহিত মাধব চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। নিত্যানন্দের পুত্র

কন্যা উভয় বংশই প্রসিদ্ধ। পুত্রের বংশের নাম নিত্যানন্দ-গোষ্ঠী বীরভদ্র-বংশ, গঙ্গা-সন্ততির নাম নিত্যানন্দ-গোষ্ঠী গঙ্গা-বংশ।

হাড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরী। বীরভদ্রের সন্তানগণ শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া পরিচয় দেন। হাড়াই পণ্ডিতের অন্য বংশের সন্তানগণ, যাহাঁরা রাঢ়দেশে আছেন, তাঁহারা সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরীর সন্তান বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। *

* (১) সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরী সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয়; নিবাস একচাকা গ্রাম, বর্দ্ধমান জিলা।

(২) হাড়াই পণ্ডিতের পুত্রের নাম নিত্যানন্দ। ইহাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। ইনি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে অনেক মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।

(৩) সন্ন্যাসাশ্রমের পর আর আশ্রম নাই। কিন্তু নিত্যানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পরে ভেকে এক অজ্ঞাতকুলশীলের লাবণ্যবতী কন্যাকে গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে অম্বিকা-নিবাসী সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা জাহ্নবীকে বিবাহ করেন ও তাঁহার বসুধা ও ঠাকুরাণী নাম্নী কন্যাদ্বয়কে যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন।

(৪) বীরভদ্রের পিতা নিত্যানন্দের সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া পরিচয় দিবার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। কেবল তিন স্থানে তিনটী মঠ ছিল; যথা—নোতা, মালদহ ও খড়দহ। প্রবাদ আছে, এক কলুর কন্যা সর্পাঘাতে মরে। নিত্যানন্দ ঐ কন্যাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। যাহাদিগের কন্যা, তাহারা পেত্নিনী বলিয়া ঘরে লইল না। ঐ কন্যার বন্ধুগণ যখন উহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন নিত্যানন্দ একবার তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। দৃষ্টি করিবামাত্র তাহার রূপে ভুবন আলোকিত হইল;

এবং প্রত্যাদেশ হইল যে, এই কায়াতে স্বয়ং লক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়াছেন। উঁহাকে দাররূপে পরিগ্রহ করায় নিত্যানন্দের কোন প্রত্যবায় বা পাতক ঘটিবে না। তিনি দৈববাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভেকে ঐ ললনার পাণি-গ্রহণ করেন। তখন তিনি গৃহস্থাশ্রম-ত্যাগী, সুতরাং স্বজাতি-বিজাতি-ভেদ-জ্ঞান-রহিত মহাপুরুষ; সুতরাং যে কোন জাতির কন্যা ভেকে গ্রহণ করিতে অধিকারী। কিন্তু নিজে যাহার জীবন দান করিলেন, তাহাকে বিবাহ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর পুনর্ব্বার গৃহস্থাশ্রম-প্রবেশে বান্তাশী হইতে হয়। তিনি তৎকালে সংসার-সম্বন্ধে মৃতকল্প ব্যক্তি-মধ্যে গণ্য। মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহার সমুদয় দোষ মার্জ্জিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রে দোষ স্পর্শিল। নিত্যানন্দের পুত্রের নাম ভদ্র। নিত্যানন্দের তান্ত্রিক মতে বীরাচারে শেষ-পত্নী-গ্রহণ হইয়াছিল বলিয়া সামাজিক দোষে পুত্রের বিশেষণ বীর হয়। বীরভদ্রের তিন পুত্র; যথা—গোপীবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র।

(৫) গোপীবল্লভ (নোতা) জিলা বর্দ্ধমান, থানা সাহেবগঞ্জ। রামকৃষ্ণ (মালদহ); রামচন্দ্র (খড়দহ)।

গোপীবল্লভের বংশাবলীর একদেশ দেখান গেল। যথা—

(৬) যাদবেন্দু, মাধবেন্দু, সর্ব্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বম্ভর ও জনার্দ্দন।

(৭) গোবিন্দানন্দ। (৮) কৃষ্ণানন্দ। (৯) স্বরূপলাল।

(১০) নন্দলাল (মোহনপুর, জিলা বর্দ্ধমান, থানা সাহেবগঞ্জ)।

(১১) প্রেমলাল, ব্রজলাল, মোহনলাল, পতিততারণ, শিবচন্দ্র, নিত্যানন্দ, জগত্তারণ, কানাই, বলাই, শ্রীদাম ও মোহনলাল।

(১২) নবলাল ও নবদ্বীপ।

(১৩) যজ্ঞেশ্বর, যুগলকিশোর ও রামকিশোর।

(১৪) ক্ষেত্রমোহন, বিজয়গোপাল, রমণীমোহন, কালাচাঁদ ও কুলচন্দ্র।

বীরভদ্রের ভগিনীর নাম গঙ্গা। গঙ্গার সহিত মাধব চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। হুগলী জিলার অন্তর্গত জিরেটের গোস্বামিগণ গঙ্গা-বংশ বলিয়া বিশেষ পরিচিত, কিন্তু বীরভদ্রী-দোষ-দুষ্ট।

ব্রাহ্মণ্য ও কৌলীন্য লোপ।

হিন্দুর রাজত্ব-কালে, সর্ব্ব সুখ ছিল ভালে,
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে সর্ব্বপ্রধান।
হিন্দু-সূর্য্য অস্তমিত, অজ্ঞানান্ধ আবির্ভূত,
লক্ষ্মী সরস্বতী অন্তর্ধান॥ (রাঢ়দেশী পুস্তক।)
(শ্রুতশীলতা করে প্রয়াণ॥ পূর্ব্ব-দেশী-পুস্তক।)
সদাচার-শূন্য দেশ, দ্বিজ শূদ্র এক-বেশ;
অর্থের প্রতি একান্ত স্পৃহা।
প্রবৃত্তির সোজা পথে, দাস বিপ্র একসাথে,
ধর্ম্ম-নাশে নাহি বলে আহা॥
সবে ধন-বশীভূত, সদাচার-বহির্ভূত,
নামে মাত্র কুলীন শ্রোত্রিয়।
কুলীনেতে কুল-ক্রিয়া, শ্রোত্রিয়-শব্দের প্রিয়া,
বিদ্যাশূন্য সকল-গোত্রীয়॥
সংজ্ঞা আছে ভট্টাচার্য্য, ধন-কথাই বিচার্য্য,
রজস্তম বিশেষ প্রবল।
অর্থ, কাম, পুরুষার্থ, অপবর্গ অযথার্থ,
ধর্ম্ম্য-কর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বল॥
কেন্দ্র হয় যবনের, সুবিশ্বস্ত লবণের,
প্রধান অমাত্য কর্ম্মকর।
প্রধান দাসত্ব পেয়ে, বলায় যে রায়-রেঁয়ে,
সেই ত অনর্থের আকর॥

গাই বন্ধু রায়-রেঁয়ে, দস্যু-কার্য্যে দেশ ছেয়ে,
জল-পন্থে স্থল-পন্থে বীর।
পাতশার সৈন্যগণে, স্বেচ্ছামত রসদ্-দানে,
গো-ব্রাহ্মণ-হত্যাতেও সুস্থির॥
এইরূপে শুদ্ধ বংশ, অসৎ-ক্রিয়ার অংশ,
পেয়ে একবারে জ্ঞান-হীন।
জ্ঞান যদি হলো গত, সবে মন্দ কার্য্যে রত,
বিপ্র হয় দস্যুর প্রবীণ॥
কেহ দোষ-পরিপাকে, কুলীন-তনয় ডাকে,
গো-হিরণ্য-সহ কন্যা-দানে।
পাপ-কার্য্যে প্রায়শ্চিত্ত, কলির দান সদ্‌বৃত্ত,
দোষ ঢাকে অন্ন বিসর্জ্জনে॥
অসৎ-সুত, কুলীন পাপ-পঙ্কে নিপতিত,
ধেনুবৎ চির অবসন্ন।
পাপ-পঙ্ক হতে দূর, ঘরে বিবাহ দস্যুর,
তাহে আরো অজ্ঞান-আচ্ছন্ন॥
শ্রুতশীল কুলীনজ, নহে এরূপ নিস্তেজ,
তারা নিষ্পাপীর কন্যা লয়।
স্পৃহা-শূন্য ধন্য মান্য, কুলে হয় অগ্রগণ্য,
সৎপুত্র-জন্য স্বদারে রয়॥
শ্রুতশীল সৎ-শ্রোত্রিয়, গন্ধ-পুষ্পে আরত্রিয়,
দেবে করে কন্যা-সম্প্রদান।
স্বস্তি বলি ধরে কর, পত্নী প্রসবে অমর (বুধ),
আশীর্ব্বচন 'হও সাবিত্রী-সমান'॥ (রাঢ়দেশীপুস্তক, রামনাথ)

(মনে ভাবে সাবিত্রীর সমান ॥ কুলচন্দ্রের পাঠ।)

সে শ্রোত্রিয় ও কুলীন, সুখে কাটয়ে যে দিন,
সৎ-পুত্র-জননের তরে।
জন্মিলে উভয় কুল, পরস্পর অনুকূল,
পবিত্র করে যে বিশ্বম্ভরে ॥
পঞ্চানন মুলো কয়, সার্ব্বভৌম কবে হয়,
পিতৃ-মাতৃ-সুকৃতি-ব্যতীত।
অতএব শুন সবে, শ্রোত্রিয় কুলীন দেবে,
হও নবগুণে সুপ্রথিত ॥

কিছু কাল হতে রাঢ়ে চলেছে কুপ্রথা।
উপবীতে কতি দ্বিজে শূদ্রে দেখে মাথা ॥
শূদ্রার প্রথম ভিক্ষা, ভিক্ষা-মাতা হয়।
নামে দ্বিজ, কাজে ভ্রষ্ট, বিপ্র-পরিচয় ॥
ব্রাহ্মণ-লক্ষণে পৈতা কেবল দেখায়।
পাচকতা নীচতা, পিষ্টকাদি বিক্রয় ॥
নানা অকার্য্যে ভিক্ষার ধনে উচ্চ কয়।
বলে পঞ্চ-ঋষি-সুত, না কর সংশয় ॥
অকথ্য অনাচারে না হয় কভু ভীত।
এ সকল দ্বিজ চির সমাজে পতিত ॥
কুপ্রথা যত নিকৃষ্ট দ্বিজাভাসে দেখি।
সদ্বংশ-সম্ভূত বিপ্রে কভু নাহি পেখি ॥
কদাচারী বিপ্র ত্যাজ্য বিভা ব্যবহারে।
কন্যাদানে কুল নষ্ট, কুলজ্ঞে প্রচারে ॥
দেবীবর ছাঁটা দ্বিজ বিপ্রাভাস মাত্র।

সর্প বটে, বিষে ঢোঁড়া, গতি যত্র তত্র ॥
পঞ্চাননঁ নুলো কয়, অজ্ঞ ত ডরায়।
বিজ্ঞেরও ভঁয়ে রজ্জুতে সর্পের নিশ্চয় ॥

কুলক্রিয়ান্বিত প্রসিদ্ধ বংশজ-সমাজ।

কতকগুলি বংশজের সমাজ কুলক্রিয়ার প্রসিদ্ধ আছে; বস্তুতঃ কুলীনের কুল ভঙ্গ করাই তাঁহাদিগের মূল উদ্দেশ্য। কুলধ্বংস-বিষয়ে যাঁহারা একান্ত কৃতসঙ্কল্প ও যাঁহাদিগের শাখা প্রশাখা বহু বিস্তৃত, তাঁহাদেরই কতিপয়ের বিবরণ লেখা গেল।

আথগুলের বংশ—নলডাঙ্গা ও সুঁতিতে আছে (জেলা যশোহর)। ইহাঁরা রায়-উপাধি-বিশিষ্ট। নলডাঙ্গার আথগুলেরা আপনাদিগের উপাধির পূর্ব্বে দেব রায় এই উপাধি সংযোজনা পূর্ব্বক নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহাঁরা শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়।

শোভাকর-বংশ—কাশ্যপ—গুপ্তিপাড়ার ভট্টাচার্য্য, নদীয়া জেলার হরিপুরের ও ব্রহ্মশাসনের ঘটক। যশোহর জেলার ঝাঁপার ঘটক-সন্তান ও জয়দিয়ার চৌধুরীগণ শোভাকর-বংশীয় চট্টোপাধ্যায়-কুল-সম্ভূত। শোভাকর ভট্টাচার্য্য দেবীবরের গুরু-দেব। ইনি অবসথী সর্ব্বেশ্বরের প্রপৌত্র। ইহাঁর পিতার নাম মদন। পিতামহ অচ্যুত, প্রপিতামহ সর্ব্বেশ্বর; ইনি চট্ট-কুলের গাহীর পুত্র। গাহীর পিতার নাম বহুরূপ; ইনি কাশ্যপ গোত্রের প্রথম কুলীন এবং দক্ষ হইতে অধস্তন নবম (৭০০ পৃষ্ঠ এবং পরিশিষ্ট দেখ)। দেবীবর কর্ত্তৃক শোভাকর নিষ্কুল হয়েন।

বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী—ইহাঁরা সাবর্ণি-গোত্রীয়, গাঙ্গুলি। আমাটের গাঙ্গুলি, শিবের সন্তান। বাঘনাপাড়ার গোস্বামীরা

পাটুলির চাটুতি কৃষ্ণের সন্তান, সর্ব্বানন্দী মেল; শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পারিষদ রমাই-বংশায়। বাৎস্য গোত্রে—কলিকাতার ঘোষালগণ পশুপতির সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের মধ্যে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বংশজগণ ফুলের মুখুটী রামনৃসিংহ-সহোদর দ্যাকরের (দিবাকর) সন্তান, এবং বন্দ্যোপাধ্যায়গণ কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটী দাগু বাঁড়ুয্যের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। চট্টোপাধ্যায়গণ থনের চাটুতি শ্রীকরের সন্তান, ও গাঙ্গুলিগণ আমাটের গাঙ্গুলি শিবের সন্তান। বাৎস্য গোত্রের কতকগুলি কাঞ্জিলাল কানুর সন্তান ইত্যাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষের পরিচয়ে পরিচিত হইয়া আপনাদিগের আভিজাত্য খ্যাপন করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা কুলচ্যুতির লক্ষণ অনায়াসে অনুমিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা মেলবন্ধনের কুলীনে অসংসৃষ্ট ও পালটী-প্রকৃতিতে বর্জ্জিত, সেই সকল ব্যক্তিবর্গ কুল-ভঙ্গ-নিবন্ধন বংশজ। এবং পূতিতুণ্ড-বংশ ও সাবর্ণি গোত্রে কুন্দগ্রামবাসী বংশের সমুদয় সন্তান এক্ষণে বংশজ। ইহাঁরা সকলেই কুল ভঙ্গ করিয়া থাকেন। নিকষ কুলীনের দর্প চূর্ণ করাই ইহাঁদিগের মহতী ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা। ইহাঁদিগের প্রলোভনেই কুলীনগণের অধঃপতন হইয়াছে ও হইতেছে। এই কয় বংশের কতিপয় ব্যক্তি নবাবের রায়রেঁয়ে ও সৈন্যদিগের রসদ্-দাতা ছিলেন। ভঙ্গ কুলীনেরাই বহুবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী। কালীঘাটের হালদারেরা আবার স্বকৃতভঙ্গকে পুনর্ভঙ্গ করেন, অর্থাৎ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার নরক দর্শন করাইবার জন্য উৎসৃষ্ট করেন। এইখানে মুলো পঞ্চাননের কারিকাটী বলিলে মন্দ হয় না যথা—

বাসুদেবে তিন শিষ্য, চৈয়ে রঘোদ্বয়*।
নদের লোকে এদের নামে জীয়ে রয়॥
চৈয়ে ছোঁড়া বড় দুষ্ট, নিমে তার নাম।
রঘো বেটা মোটাবুদ্ধি, ঘটে করে ধাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড়, নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধরে যে করেছে মাথ॥
তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায়, স্মৃতি, ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গোতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত॥
শচী-ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়।
মাতা, পত্নী, দুই ত্যাগী, সন্ন্যাসেতে দড়॥
এইকালে রাঢ়ে রঙ্গে পড়ে গেল ধূম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম॥
কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর, লোকে যারে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ †॥
দোষ দেখে কুল করে, এ কি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীন-পুত্র কুলে হয় সার॥
দেবীবর যাহা বলে, লিখে যাই তায়।
মেলমালা বলি লোকে পাবে পরিচয়॥

---

* রঘুনন্দন ও রঘুনাথ। † ছত্রিশ মেল।

হাত ঘুরাইয়ে বলে মুলো, আ মরি এই কি তোমার কুল।
দেখ, ছিল ঢেঁকী, হলো তুল, আরও পরে হবে যে নির্ম্মূল॥*

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের নূতন গাঁই-সৃষ্টি।

উদয়নাচার্য্য-মতে কুলীন-শ্রোত্রিয়-বিভাগ।

আদৌ মৈত্রস্তথা ভীমো রুদ্রঃ সংযামিনী তথা।
লাহিড়ির্ভাদুড়িশ্চৈব ভাদড়া পঙ্‌ক্তিপূরকাঃ॥
উদয়নাচার্য্য।

বারেন্দ্র শ্রেণীর সাত ঘর কুলীন। সেই সাত ঘর মধ্যে সাধু বাগ্‌চির নাম এই কারিকা-মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ধরিতে গেলে, পীতাম্বরের তিন পুত্র—সাধু, রুদ্র ও লোকনাথ,—এই তিন সহোদরেই কৌলীন্য-মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

পীতাম্বর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ ভট্ট হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ অধস্তন ব্যক্তি।

ভাদড় গ্রামীণেরা কুলীন নহেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে কৌলীন্য খ্যাপন করিয়া থাকেন। অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে, ভাদুড়ী-গ্রামী যখন কুলীন, তখন ভাদড় অকুলীন হইবেন

* জাতে ব্যাকরণং হতং কলিযুগে শ্রীবোপদেবে কবৌ,
জীমূতপ্রভৃতৌ কলৌ কলিভটে নষ্টা স্মৃতিঃ শাশ্বতী।
গঙ্গেশপ্রভৃতৌ প্রলুপ্তমপি তন্ন্যায়াদিশাস্ত্রং পরং,
শ্রীমদ্ভাগবতে কুবিন্দকবিনা খ্যাতে পুরাণং হতম্॥ উদ্ভট।

এই কবিতা দৃষ্টে উপরি উক্ত উদ্ভট গাথা মুলো পঞ্চানন কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে।

বোন? তাহারা মনে করে, ভাদড় ও ভাদুড়ী এই দুইটী এক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। কারিকা অনুসারে ভাদুড়ীর কৌলীন্যের নিত্যত্ব আছে। ভাদুড়ী কাশ্যপ-গোত্রীয়; ভাদড় ভরদ্বাজ-গোত্রীয়; সুতরাং উভয়ে এক-প্রকৃতিক নহেন। ভাদড়ের কৌলীন্য বৈকল্পিক। বস্তুতঃ প্রকৃত কুলীনের নিকট ভাদড়ের কৌলীন্য অসিদ্ধ, ভাদড় পদটী কারিকার পঙ্‌ক্তিপূরক মাত্র। বহু পূর্ব্বে শ্রীহট্ট অঞ্চলে ভাদড়ের কৌলীন্য ছিল। বারেন্দ্র-দিগের ৯৩ গাঁই শ্রোত্রিয় মধ্যে আট ঘর সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। অবশিষ্ট ৮৫ গাঁইর কতক সাধ্য ও কতক অরি।

রাজা কংসনারায়ণের সময় এই বিভাগ হয়। যথা—

করঞ্জো নন্দনাবাসী ভট্টশালী চ লাড়ুলী।
চম্পটী ঝম্পটী চৈব আদিত্যঃ কামদেবতা॥ উদয়নাচার্য্য।

কাশ্যপে	... ...	করঞ্জ।
শাণ্ডিল্যে	... ...	চম্পটী ও নন্দনাবাসী।
বাৎস্যে	... ...	ভট্টশালী।
ভরদ্বাজে	... ...	লাড়ুলী, ঝম্পটী বা ঝামান, আদিত্য ও কামদেবতা।

আদিত্যকে আতুর্থিও বলে।

বারেন্দ্র শ্রেণীর গাঁই-সংখ্যার কারিকা অনুসারে আদিত্য (আতুর্থি) ও কামদেবতা নির্দ্দিষ্ট শত-সঙ্খ্যকের অতিরিক্ত হয়। শাণ্ডিল্যে যে চতুর্ব্বিংশতি গাঁইর সংখ্যা আছে, তাহা হইতে দুই ঘরকে বাদ না দিলে এই দুই গাঁইকে চতুর্ব্বিংশতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে না। নচেৎ অতিরিক্ত স্বীকার করিতে হয়। বারেন্দ্রের কুলজ্ঞেরা কহেন, এখনও

নূতন নূতন গাঁই স্থষ্টি হইতেছে। এই দুই ঘর যখন সিদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তখন ইহারা পূর্ব্ব হইতেই শত-সঙ্খ্যকের অন্তর্নিবিষ্ট। নূতন গাঁই-কল্পনা স্বীকার করিলে সাতশতী-সংস্রব অনিবার্য্য হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় বারেন্দ্রের সামাজিকতায় নবীনের প্রাচীনত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু নব্যের অর্ব্বাচীনতা চিরপ্রসিদ্ধ। যখন কৌলীন্য-সংখ্যার অতিরেক অগ্রাহ্য, তখন শ্রোত্রিয়-সংখ্যার আধিক্য ও নূতনত্ব কিপ্রকারে স্বীকৃত হয়, ইহা সামান্য বুদ্ধির অগম্য। সাঙ্কর্য্য ব্যতীত নূতনত্ব জন্মে না, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

শাণ্ডিল্যে সিদ্ধ, চম্পটী ও নন্দনাবাসী।
এই দুই ধন্য মান্য, আর সব ভুষী॥
কাশ্যপে করঞ্জ সিদ্ধ, আর যত অরি।
বাৎস্যে ভট্টশালী, এইমাত্র ধরি॥
ভরদ্বাজে ঝম্পটী, আর লাড়ুলী-কন্যা।
আদিত্য কামে নিয়ে কুলীন হয় ধন্যা॥
সাবর্ণে বর্ণ-ব্রাহ্মণ প্রায়শঃ বিদিত।
দুই এক ঘর আছে সমাজে চলিত॥
পাকড়ী ও সিংদেয়াড় মজুমদারে জানে।
নাটোর, মৈমনসিংহে সাবর্ণেরে মানে॥

নবদ্বীপাধিপতির সভাসদ্ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগর-প্রণীত, শতখালির লাহিড়ী গোষ্ঠীর পুস্তক দৃষ্টে কৃষ্ণনগর-নিবাসী কালীচরণ লাহিড়ী-প্রদত্ত কারিকা।

ক্ষিতীশ-তনয়দ্বয় নারায়ণ, দামু।
নারায়ণ-সুত ষোল, তার আদি রামু॥
কেহ বলে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ ওঝা হন আদি।
কেহ কহে বরাহই শ্রেষ্ঠ সর্ব্ববাদী॥
আদি-সুত জয়মণি ক্ষিতির প্রপৌত্র।
তৎপুত্র হরিকৃষ্ণ কুব্জ খ্যাত সর্ব্বত্র॥
তাঁহার তনয় শিব নামেতে আচার্য্য।
গণ্য মান্য কত পুত্র, খ্যাত সোমাচার্য্য॥
তার সুত পঞ্চ, জ্যেষ্ঠ হন উগ্রমণি।
তপোবলে সে পাইল সুত তপোমণি॥
বহু পুত্র তার, সিন্ধু সাগর প্রধান।
তাহার তনয়দ্বয় অতি জ্ঞানবান্॥
সভা জয় করি জ্যেষ্ঠ জয়ের সাগর।
ইহা হতে বারেন্দ্রের গাঞির আদর॥
বিদ্যা-দানে বিদ্যার ও সাগরের নাম।
বরেন্দ্র-ভূমি ত্যজি রাঢ়ে কৈল ধাম॥
রাঢ়ী বারেন্দ্র এই হতে হয় বিভাগ।
পদ্মার উত্তর ভূমি বরেন্দ্রেতে দাগ॥

কোঁড়কদীর রামধন তর্কপঞ্চানন সংগৃহীত বারেন্দ্র বংশাবলী, নবদ্বীপাধিপতির প্রধান অমাত্য দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায় মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

বারেন্দ্র-বংশের ভরদ্বাজ গোত্রের লাড়ুলী-গ্রামিগণের বংশের

একদেশ দ্বারা পঞ্চ মহর্ষির সন্তানগণ বঙ্গে আসিয়া ঐ শ্রেণীতে কত পুরুষ অধস্তন সোপানে অবরোহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট অনুমিত হইবে।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ধীর-(বা বীর)-সূনু মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ-সহোদর (১) গৌতমের ধারা (ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক অধস্তন অঙ্ক দেখ)। (২) বিভাকর। (৩) প্রভাকর। (৪) বিষ্ণু মিশ্র। (৫) কাকুৎস্থ। (৬) গোপীনাথ। (৭) বাচস্পতি। (৮) আকাশ-বাসী। (৯) অগ্নিহোত্রী বর্দ্ধমান। (১০) পৃথ্বীধর। (১১) শর-ভাচার্য্য। (১২) মাতঙ্গ। (১৩) জিহ্মানি। (১৪) ভাস্কর বৈদান্তিক। (১৫) সায়নাচার্য্য। (১৬) আরুণি। (১৭) যদুনাথ পণ্ডিত। (১৮) শ্রীপতি। (১৯) কুলপতি। (২০) বিভাকর। (২১) প্রভাকর। (২২) প্রভাকরসুত নৃসিংহ লাড়ুলী। (২৩) বিদ্যাধর। (২৪) ছকড়ি। তৎপুত্র (২৫) কুবেরাচার্য্য।

"কুবেরস্তস্য পুত্রোঽভূদগ্নিহোত্রী মহাতপাঃ।
পঞ্চাননতয়া খ্যাত আশ্বলায়নশাখিকঃ॥ অদ্বৈত-বংশাবলী।

কুবের-পুত্র (২৬) অদ্বৈত আচার্য্য।

শ্রীমানদ্বৈতাচার্য্যঃ প্রখ্যাতস্তস্য চাত্মজঃ।
মহেশ্বরাবতারো যো নির্ণীতস্তত্ত্ববিত্তমৈঃ॥ অদ্বৈত-বংশাবলী।

অদ্বৈত-পুত্র (২৭) কৃষ্ণ মিশ্র। (২৮) রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। (২৯) যাদবেন্দ্র। (৩০) রামদেব। (৩১) নন্দকিশোর। (৩২) কুঞ্জবিহারী। (৩৩) মোহনচন্দ্র। (৩৪) নবকান্ত। (৩৫) রাধাকিশোর। (৩৬) যদুনাথ। (৩৭) সচ্চিদানন্দ।

রাঢ়ীয় শ্রেণীতে শ্রীহর্ষের বংশাবলী ৩৫।৩৬ পুরুষ হইয়াছে। গৌতমের ধারায় দুই এক পুরুষ অধিক দৃষ্ট হইতেছে।]

কি রাঢ়ী-শ্রেণী, কি বারেন্দ্র-শ্রেণী, উভয় শ্রেণীতেই ভরদ্বাজ-বংশের ধারা অনেক নিম্ন সোপানে অবতীর্ণ হইয়াছে। শ্রীহর্ষ বা গৌতমের অন্য সঙ্গিগণের সন্ততির ধারা ২৬।২৭, ২৮।২৯, ৩০।৩১, ৩২।৩৩ পর্য্যন্তের অতিরিক্ত দেখা যায় না। সুতরাং শ্রীহর্ষ অতি বৃদ্ধবয়সে প্রপৌত্র প্রদৌহিত্রাদির মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক যে এখানে আসিয়াছিলেন, তৎপক্ষে সংশয় করা যায় না।

নাটোরের রাজা রামজীবনের দত্তক রাজা রামকান্ত, তৎ-পত্নী দানে অন্নপূর্ণা-সমা প্রসিদ্ধ রাণী ভবানী। তদীয় দত্তক রাজা রামকৃষ্ণের গোষ্ঠী, পুঁটিয়ার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের পত্নী রাণী শরৎসুন্দরীর দত্তক ও তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ-গোষ্ঠীর অধস্তন সন্তানগণকে ধরিলে এইপ্রকার সংখ্যাই দেখা যায়। কিন্তু বাৎস্য-গোত্রে রাঢ়ী-শ্রেণীদিগের মত অধিকাংশ বংশেই ২৮শ সোপানের নিম্নে নামে নাই। বারেন্দ্র-শ্রেণীতে দত্তকের কৌলীন্য বিদ্যমান থাকায় এবং ধনবানের অতি অল্প বয়সে বিবাহ হেতু রাঢ়ী শ্রেণী অপেক্ষা বারেন্দ্র শ্রেণীতে ২।৪ পুরুষ অধিক দেখা যায়।

রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের পিত্রাদির পরিচয়।

বাৎস্যগোত্রে ছান্দড় ও ধরাধর।

বাৎস্যে সুধানিধির্জাতশ্ছান্দড়স্তৎসুতাত্মজঃ।
ধরাধরো হৃষীকেশো বিভূতির্ভূতভাবনঃ॥ ১॥
দেবঃ কল্যাণমিত্রশ্চ ষড়েতে ভিন্নমাতৃকাঃ।
সর্ব্বেঽপি বিদ্যয়া রাজন্ পূজিতা বিদুষাং পুরঃ॥ ২॥

ছান্দড়স্তু সমানীত আদিশূরনৃপেশ্বরৈঃ।
পুত্রায়েষ্টিং সমাধাতুং পুত্রদারৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৩॥
পশ্চাদ্ধরাধরঃ স্থরিগৌড়রাজ্যং সমাগমৎ।
ধরাধরস্য স্নুনাং বেদো বেদাঙ্গপারগঃ॥ ৪॥
কুলপঞ্জিকা এবং বাচস্পতিমিশ্রধৃত কুলার্ণব।

সাবর্ণিগোত্রে বেদগর্ভ ও পরাশর।

কান্যকুব্জে দ্বিজাঃ পূজ্যাঃ পঞ্চগোত্রসমুদ্ভবাঃ।
শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যঃ সাবর্ণির্ভরদ্বাজকঃ॥ ১॥
সাবর্ণিগোত্রে সম্ভূতঃ সৌভরির্মুনিসত্তমঃ।
তস্যাপি বহবঃ পুত্রা লোকে বিখ্যাতপৌরুষাঃ॥ ২॥
পরাশরো রত্নগর্ভো বেদগর্ভস্তথাপরে।
তেষাঞ্চ নামতো রামো বিভুঃ সোমো মহাতপাঃ॥ ৩॥
তে কাশ্যপো বশিষ্ঠশ্চ সর্ব্বে বিদ্যাসু পারগাঃ।
বেদগর্ভো মহাপ্রাজ্ঞঃ সমানীতঃ সুতক্রতৌ॥ ৪॥
পশ্চাৎ পরাশরো ধীমান্ সংপ্রাপ গৌড়মণ্ডলম্।
পরাশরস্য পুত্রা যে তেষাং মহীপতির্বরঃ॥ ৫॥
কুলরমা এবং মহেশ্বর-ধৃত কুলপঞ্জিকা।

শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণ।

২৯১ পৃষ্ঠে ও পরিশিষ্টে ভট্টনারায়ণের বিষয়ে কুলরমার বচন দেখ। অবশিষ্ট এই—

আপালেনাদিশূরেণ ভট্টনারায়ণো ঋষিঃ।
যাজকত্বে সমানীতঃ শ্রীহর্ষপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ॥
কুলরমার বচন।

কাশ্যপগোত্রে দক্ষ ও সুসেন।

কাশ্যপগোত্র-সঞ্জাতঃ কৃষ্ণমিশ্রো মহাতপাঃ।
তন্মিশ্রস্তৎসুতো জাত ওঙ্কারস্তৎসুতোহভবৎ॥ ১॥
ওঙ্কারাৎ স্বর্ণকো জাতঃ জয়াখ্যস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।
বীতরাগস্ততো জাত আগতো গৌড়মণ্ডলম্॥ ২॥
তস্মাদ্দক্ষঃ সুসেনশ্চ ভানুমিশ্রঃ কৃপানিধিঃ।
সুভদ্রাগর্ভসম্ভূতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পারগঃ॥ ৩॥
অপরে সূনবো যে চ তেষাং পঞ্চ সুকীর্ত্তিতাঃ।
ইন্দ্রশ্চন্দ্রো মহেশশ্চ জীবঃ সোমঃ ক্রমাদ্বরঃ॥ ৪॥
সূরিশ্রেষ্ঠো ঋষির্দক্ষো গৌড়রাজ্যং সমাবিশৎ।
কান্যকুব্জেশ্বরামাত্যৈঃ সংপ্রেষিতঃ সুতাধ্বরে॥ ৫॥

কুলপঞ্জিকা এবং এড়ুমিশ্র।

সুসেনোহপি সমাগচ্ছৎ পশ্চাদ্‌গৌড়ং সুপূজিতঃ।
তস্যাপি বহবঃ পুত্রা ব্রহ্মাদ্যাঃ ষট্ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৬॥

ভরদ্বাজে শ্রীহর্ষ ও গৌতম।

আসীদ্ধীরে* ভরদ্বাজে মহামতির্দ্বিজোত্তমঃ।
তত্র জাতাঃ সুতাঃ সপ্ত সপ্তর্ষিসমতাং গতাঃ॥ ১॥

* বোম্বাই অঞ্চলের ছাপার পুস্তকে মেধাতিথির পিতার নাম "বীর" এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় হস্তলিখিত পুস্তকে মেধাতিথির পিতার নাম "ধীর" এই পাঠ আছে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নামে বীরত্ব-বোধক শব্দ-প্রয়োগ অপেক্ষা ধীরত্ব-বোধক শব্দ থাকাই সম্ভব।

সূর্য্যোঽভবৎ সুধাংশুশ্চ হংসো নীলো গুরুঃ কবিঃ।
মেধাতিথিঃ কনীয়াংস্তু ধীরপুত্রেষু সপ্তসু ॥ ২ ॥
অমাতৃকঃ সূরিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
স এব হীরো ভূষায়াং ধ্রিয়তে মুকুটে বুধৈঃ ॥ ৩ ॥
তস্যাপি বহবঃ পুত্রা আদ্যো মধ্যঃ সুবিশ্রুতঃ।
শ্রীহর্ষঃ সর্ব্বতো মান্যো ভ্রাতৃণাঞ্চ প্রধানকঃ ॥ ৪ ॥
কবীনাং সর্ব্বতঃ পূজ্যঃ সভায়াং তিলকং কৃতী।
গৌতমঃ শ্রীধরঃ কৃষ্ণঃ শিবো দুর্গা রবিঃ শশী।
হর্ষপ্রিয়ানুজা এতে জঘন্যাস্তু ধ্রুবাদয়ঃ ॥ ৫ ॥
গৌতমোঽপি সমাগচ্ছৎ শ্রীহর্ষং গৌড়মণ্ডলে।
বিভাকরাদয়ঃ সপ্ত পুত্রাস্তস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬ ॥ *

এড়ুমিশ্র এবং কুলরমা।

* এই সকল বচন দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে যে, রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বিভাগ প্রথমতই হইয়াছিল। বারেন্দ্রদিগের কুল-শাস্ত্রের বচনে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় নারায়ণ ভট্টের অধস্তন ১০ম পুরুষ জয়সাগর ও বিদ্যাসাগর, বাৎস্য-গোত্রীয় ধরাধর ভট্টের অধস্তন ধন ও শুক্র,সাবর্ণি-গোত্রীয় পরাশরের অধস্তন ৮ম অনিরুদ্ধ ও গুণার্ণব, কাশ্যপ-গোত্রীয় সুসেনের অধস্তন ১০ম স্বর্ণরেখ ও ভবদেব ভট্ট, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় গৌতমের অধস্তন ৯ম ভাস্কর ও পরাশর বৈদান্তিক, এই দশ ব্যক্তির সময়ে এই দশ ব্যক্তিকে লইয়া রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বিভাগ হয়, এই কথা কোনক্রমেই সঙ্গত ও প্রকৃত বলিয়া প্রতীতি হয় না। রাঢ়ীয়গণ ও বারেন্দ্রগণ প্রথম হইতেই পৃথগন্ন ও পৃথক্‌ক্রিয় হইয়াছিলেন। তবে এ কথা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যাবৎকাল কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয় নাই, তাবৎকাল-

অধস্তন বংশে শাণ্ডিল্য-গোত্রের বর্ণন-স্থলে মহেশ্বরের নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকায় অধস্তন পুরুষে শ্রেণীবিভাগ-বিষয়ে বিশেষরূপ লিখিত আছে।

ভরদ্বাজ-গোত্র-বর্ণন-স্থলে মহেশ্বর-বচন—

শ্রীহর্ষান্বয়সম্ভূতো বেদগর্ভ* ইতি স্মৃতঃ।
চত্বারস্তস্য সঞ্জাতাঃ পুত্রাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ॥
জনকো দিব্যসিংহশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
দিব্যসিংহো মধ্যদেশী রাঢ়ীয়া জনকাদয়ঃ॥

বাৎস্য-গোত্র-বর্ণন-স্থলে মহেশ্বর-বচন—

বেদগর্ভস্ততো জাতস্তস্মাদ্বিষ্ণুকদারধীঃ।
তস্মাচ্ছরণিশর্ম্মা চ ততোঽভূৎ কোলনামকঃ॥
কোলপুত্রাবিমৌ জাতৌ নাম্না ধীরধুরন্ধরৌ।
ধুরন্ধরো দাক্ষিণাত্যো রাঢ়ীয়ো ধীরসংজ্ঞকঃ॥
কাশ্যপে তু মহাদেবঃ সাবর্ণে প্রথিতো ভৃগুঃ।
তে দ্বে মিত্রে মধ্যদেশে জগ্মতুঃ স্বেচ্ছয়া স্বয়ম্॥ †

পর্য্যন্ত পরস্পর ভোজ্যান্নতা ও পরিণয়-সূত্রে কন্যাপাত্রের আদান প্রদানে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। পরবর্ত্তী সময় হইতে আদান প্রদান রহিত হয় এইমাত্র (২৯০ হইতে ৩০০ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ)।

* শ্রীহর্ষের অধস্তন পঞ্চম শত, তৎপুত্র বেদগর্ভ।

† ইত্যাদিপ্রকারে শ্রেণী-বিভাগ হইলেও বহুদিন পর্য্যন্ত পরস্পর ভোজ্যান্নতা ও বৈবাহিক-সূত্রে 'আদান প্রদান হইত, ইহা সহজে অনুমান করা যায়।

ব্রাহ্মণগণের বেদ-নির্ণয়।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ-মাতৃক ও পরস্পর ভ্রাতৃভাবাপন্ন। রাঢ়দেশ-নিবাসী বিপ্রগণ বরেন্দ্র-ভূম-নিবাসী ভ্রাতৃগণকে বঙ্গদেশীয় সাতশতী দ্বিজগণের দৌহিত্র বলিয়া ঘৃণা করেন। পরন্তু তদ্বিপরীতে বারেন্দ্রগণ রাঢ়ীয় শ্রেণীর বিপ্রগণকে ঐ প্রকারে এদেশীয় বিপ্রকন্যার সন্তান বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি করেন না। বস্তুতঃ প্রথমতঃ কোন পক্ষেই এদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যা গৃহীত হয় নাই। রাঢ়ীয়দিগের অধস্তন বংশে, এমন কি ২৪শ।২৫শ পুরুষেও সাতশতীর কন্যা গ্রহণ দেখা যায় না। মুখকুলের (২৪) শিবাচার্য্য মুলুকজুড়ী-কন্যা গ্রহণ করিয়া পতিত হয়েন এবং কুলচ্যুত হইয়াছিলেন। (ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত কুকুটিয়া গ্রামের চৌধুরী-বংশ হারীত-গোত্রীয় মুলুকজুড়ী, সারাবলীতে চতুর্ব্বেদী বলিয়া পরিচিত, সাতশতী)।

অর্জ্জুন মিশ্র (ব্যাকর-বংশীয়, ইনি কাঁচনার মুখটী) পিতাড়ী-কন্যা-বিবাহে কুল-মধ্যে অতি হেয় ও অপদার্থ বলিয়া গণ্য হয়েন। পিতাড়ীগণ ঋগ্বেদী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতেন (পরাশর গোত্র)।

অধুনা কুলীনগণের সাতশতী-কন্যা গ্রাহ্য দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ মহাপুরুষ এদেশে আসিয়াই রাজার অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া এদেশীয় বিপ্রগণের কতক-গুলি কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গর্ভে যেসকল সন্তান জন্মে, ভট্টনারায়ণাদি তাঁহাদিগকে লইয়া

রাঢ়দেশে বাস করিতে আসিলেন। তাহাতেই তৎক্ষণাৎ ৫৬ বা ৫৯টী গ্রাম রাজাকে অগত্যা দান করিতে হইল। এবং পক্ষান্তরে, ভট্টনারায়ণাদির পৈতৃক-বসতি-স্থলে যে সকল গৃহিণীগণ ও সন্ততিবর্গ ছিলেন, তাঁহারা তথায় পতিত রহিলেন। অযাজ্য-যাজকের পত্নী ও পুত্রাদি বলিয়া হেয়রূপে গণ্য হওয়ায়, অগত্যা তাঁহাদিগকেও বঙ্গদেশে বাসনিমিত্ত আসিতে বাধ্য হইতে হয়। ইহা বারেন্দ্রদিগের কথা।

অনভিজ্ঞ বারেন্দ্রগণ এই সকল কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য নানাপ্রকার ছল ও বিতণ্ডা করিয়া থাকেন।

১মতঃ বলেন, যদি শ্রীহর্ষাদি সাতশতী-কন্যা গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পাঁচটী পত্নীতে কি প্রকারে ৫৬টী পুত্র জন্মিল? যদি তাহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঐ ৫৬ বিবাহ জন্য আর ৫৬টী কন্যা আবশ্যক, সুতরাং পঞ্চ মহর্ষির প্রত্যেকের গড়ে ২৩টী সন্তান প্রসব করা আবশ্যক। পাঁচটী-মাত্র স্ত্রী কিপ্রকারে কন্যা-পুত্রে ১১২টী সন্তান প্রসব করিতে পারে? অতএব ভট্টনারায়ণাদি কাম-পরতন্ত্রতা হেতু এদেশীয়-পত্নী-গ্রহণে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সেই কারণে রাঢ়ীয়-কুলে অতি অল্পকাল মধ্যে ৫৬ বা ৫৯ গ্রামীণ সন্তান দেখা যায়।

এ প্রশ্নের উত্তর এই, ভট্টনারায়ণাদি কি নিতান্ত কামুক ও অর্ব্বাচীন ছিলেন? তাঁহাদিগের কি পূর্ব্ব পত্নী ও সন্তানগণকে মনে পড়ে নাই? তাঁহাদিগের কি ধর্ম্মভয় ছিল না? তাঁহারা বিনাপরাধে অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ ধর্ম্মপত্নী ও আত্ম-প্রাণ-প্রতিম পরম-স্নেহাস্পদ পুত্র-কন্যাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্নদেশীয়া,

বিভিন্ন-ভাব-ভাবিনী ললনাদিগকে পরম যত্নে ভার্য্যারূপে পরিগ্রহ করিতে কি কুণ্ঠিত হয়েন নাই? অথবা পাপভাগী হইবেন, মনে করেন নাই? যদি বলেন, বহুবিবাহ দোষাবহ নহে; তাহাতেই এই অকার্য্য ঘটিয়াছিল। এ কথা যদি স্বীকার কর, তবে পূর্ব্বেই স্বদেশে বহুবিবাহ করিয়াছিলেন, সেইখানেই পাঁচজনের ঔরসে অনেক পত্নীর গর্ভে অনেক পুত্র-কন্যা হয়। ১১২ জন কেন তদপেক্ষাও অধিক সন্তানের জন্ম-পরিগ্রহ বিষয়ে বিচিত্রতাই বা কি? বিশেষতঃ ভট্টনারায়ণাদির কেহই নিতান্ত তরুণ বয়সে যজ্ঞ করিতে এখানে আগমন করেন নাই।

পঞ্চ মহামুনি যখন বঙ্গে আগমন করেন, তখন শ্রীহর্ষের বয়ঃক্রম অন্যূন নবতি বর্ষ। ভট্টনারায়ণ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূনকল্প। দক্ষ মহোদয়ও তৎকালে বৃদ্ধমধ্যে পরিগণিত। বেদগর্ভ মহোদয় বিশেষ বৃদ্ধ নহেন বটে, কিন্তু বিবাহের কাল গত হইয়াছিল; তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশতের অধিক। কেবল ছান্দড় মহাশয় প্রকৃত যুবা পুরুষ, তিনিই বিবাহ করিলে হইত বটে; কিন্তু স্বয়ং গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী যাঁহাকে সর্ব্বদা প্রণয়-নয়নে দৃষ্টি করেন, তাঁহার কি অন্য দিকে দৃষ্টি পতিত হয়? কদাচ না। তাঁহাদিগকে যুবতীগণ কেনই বা মনোনীত করিবেন? বিশেষতঃ এদেশীয় কামিনীগণ ও কান্যকুব্জবাসী মহাপুরুষগণ এ উভয়ে এক প্রকার আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী ছিলেন না। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বপত্নীগণের প্রতি কিপ্রকারে বিরাগ জন্মিল? তবে যদি তাঁহারা পাঁচজনেই এককালে স্বীয় স্বীয় সহধর্ম্মিণীর ব্যভিচার ও পুত্রাদির মহাপাতকজনক দুষ্ক্রিয়া দেখিয়া থাকেন, তবেই হঠাৎ উহাঁদিগকে পরি-

ত্যাগ করিয়া সকলেই নবানুরাগে ও যুবতীর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইতে পারেন এবং পূর্ব্বতন পুত্রদিগকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে ও বিস্মৃত হইতে পারেন। নতুবা এরূপ অসদৃশ ব্যবহার তাঁহাদিগের পক্ষে শোভা পায় না।

২য় আপত্তি। বারেন্দ্রগণ কহেন, রাঢ়ীয়গণ যদি সাতশতী-দৌহিত্র না হইতেন, তবে কেন তাঁহাদিগের মধ্যে চতুর্ব্বেদের চর্চ্চা রহিত হইয়া গেল? অতএব অনুমান হয়, ভট্টনারায়ণাদি বিবাহ করিয়া কিছুকাল বঙ্গদেশে অবস্থান করেন। তৎপরে পূর্ব্ব-পত্নী ও পূর্ব্বের সন্তানগণের মমতা বিস্মৃত হইতে না পারিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করেন। তাহাতেই ভট্টনারায়ণাদির রাঢ়ীয় সন্তানগণ "সামবেদী সাতশতী" মাতুল কর্ত্তৃক উপনীত হওয়ায় সামবেদী হইয়া গিয়াছেন।

এই কথার উত্তর এই, যদি ভট্টনারায়ণাদি এদেশীয় পুত্রগণের প্রধান সংস্কার উপনয়নকালে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের এদেশে বিবাহ করিবার ও পুত্রোৎপাদনের প্রয়োজন দেখা যায় না। তৎকালীন লোকে কোনরূপ কাম চরিতার্থ জন্য দারপরিগ্রহ করিতেন না। তাঁহারা ধর্ম্মবুদ্ধিতে পুত্রের জন্য সজাতীয়-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। বিশেষতঃ, এক এক জনের ২২।২৩টী সন্তান জন্মিতে অনেক সময় গত হইয়াছে; এক আধ বৎসরে কখনই সম্ভব হয় না। যদি তাঁহাদিগের স্বদেশ যাত্রা স্বীকার কর, তাহা হইলেও ২৫।৩০ বৎসর এদেশীয় পুত্র-কলত্রাদির সহিত তাঁহাদিগকে বাস করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। এই দীর্ঘকাল-মধ্যে নিজ পুত্রাদির প্রধান বৈদিক সংস্কারাদি নিজের কুলাচার অনু-

সারে করিলেন না। পঞ্চ মহর্ষিই নিজের পৈতৃক নান্দীমুখ ও আভ্যুদয়িক-ক্রিয়ায় নিতান্ত বৈমুখ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক, অনভিজ্ঞ অবৈদিক শ্যালকগণের প্রতি ভার দিয়া, প্রত্যেকেই নিশ্চিন্ত-ভাবে বৃদ্ধ বয়সে পুনর্ব্বার কামোন্মত্ত হইয়া, স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম একবারে বিস্মৃত হইলেন! কি আশ্চর্য্যজনক কথা! ভট্টনারায়ণাদি কি বর্ব্বর ও পামর ছিলেন? তাই স্বীয় কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছিলেন? বস্তুতঃ সাতশতীগণ কান্যকুব্জদিগের আগমনের পর ইহাঁদিগের নিকট ত্রিবেদ অধ্যয়ন করিয়া ত্রিবেদী হইতে চেষ্টা করেন।

অপিচ আর্য্যজাতির আচার-ব্যবহার দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় যে, পত্নী বা পুত্র স্বামী ও পিতার অবাধ্য হইতে পারে না। স্বামী বা পিতাকে পরিত্যাগ করিতেও পত্নী বা পুত্রের ক্ষমতা নাই। যেথানে সে ক্ষমতা দেখা যায়, তথায় সে সকল স্ত্রী বা পুত্র মহাপাতকী ও পতিত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা সমাজে ঘৃণিত, অপাঙ্‌ক্তেয়, স্বামীর অবাধ্য ও পিতৃদ্বেষ্টা বলিয়া পরিত্যক্ত হইলেন, তাঁহারা লোক-সমাজে কিরূপে শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইলেন, তাহা সামান্য বুদ্ধির অগম্য। অতএব অনভিজ্ঞ বারেন্দ্রগণ আপনাদিগকে লূতার ন্যায় স্বকৃত জালে আবদ্ধ করিতেছেন। (তাহার প্রমাণ, বারেন্দ্রদিগের মধু মৈত্রেয়ের প্রথম পক্ষের পুত্রগণ পিতৃদ্বেষ্টা বলিয়া কুলচ্যুত হয়েন।) সাত-শতীরা বেদজ্ঞান-বিহীন। যাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ, তাঁহারা কি-প্রকারে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়ন, সাবিত্রী-গ্রহণ ও সমাবর্ত্তন-রূপ বৈদিক সংস্কার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতে পারেন?

(স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি? (সাধয়িতুমসমর্থঃ)। শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া।

সাতশতীগণের বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান ছিল না। তাহা হইলে আদিশূরকে কান্যকুব্জ হইতে বেদপারগ পুরোহিত আনাইতে হইত না। সুতরাং তাদৃশ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির আচার্য্য-পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করা কদাচ সম্ভবে না। তাহা হইলে অন্ততঃ উত্তরকালে অর্থাৎ বল্লালের সময় সাতশতীগণের কেহ কৌলীন্য-পদে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইতেন।

৩য় প্রশ্ন। বারেন্দ্রগণ কহেন, ভট্টনারায়ণাদির মৃত্যু ঘটিলে পূর্ব্ব-পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ স্বীয় স্বীয় পিতৃশ্রাদ্ধে তদ্দেশীয় জ্ঞাতি কুটুম্বকে প্রাপ্ত হয়েন নাই, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অগত্যা বাধ্য হইয়া এ দেশে আসিতে হয়। এদেশীয় বৈমাত্রেয়গণ নিকৃষ্ট-মাতৃজ-জ্ঞানে তাঁহাদিগের সংস্রবে বাস করা আপনাদিগের পক্ষে অসম্মানজনক বোধে রাজার নিকট বরেন্দ্র-ভূমে আবাস-গ্রামের প্রার্থনা করেন। ইহাঁরা ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত ও জ্যেষ্ঠ সন্তান, সুতরাং আপনাদিগের আত্মাভিমান রক্ষাপূর্ব্বক পৃথক্ থাকিবেন, ইহাই একমাত্র অভিলাষ। সেই কারণে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের পরস্পর আহার ব্যবহার নাই। এ কথা বলিলে বারেন্দ্রগণকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পঞ্চ মহর্ষির শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে তদীয় কান্যকুব্জস্থ পুত্রগণ বোধ হয় তথায় ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি ব্যাপারজনক সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন নাই। যদি করিয়া থাকেন, ২৫।৩০ বৎসর কাল তথাকার সমাজে স্থগিত ছিলেন।

এই বাক্যের উত্তর এই, যদি বারেন্দ্রগণ ভট্টনারায়ণাদির মৃত্যু-সংবাদে শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ না পাইয়া এ দেশে আসিয়া থাকেন এবং এদেশীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত ঐক্য-বাক্য ও আহার-ব্যবহার না করাই অভিপ্রেত জ্ঞান করিয়া এ দেশে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বঙ্গদেশে আগমনে ভ্রান্তি হইয়াছিল। যে পাঁচ ঘর কান্যকুব্জ এ দেশে আসিলেন, তাঁহারা এ দেশে না আসিয়াই সেই দেশের সেই পাঁচ ঘরে পরস্পর আদান প্রদান পূর্ব্বক বৈবাহিক সম্বন্ধে বিরাজ করিতে পারিতেন; এখানে আসিবার আবশ্যকতা কি ছিল? এখানেও পাঁচ জনের অতিরিক্ত লোকের সহিত সংস্রব করেন নাই। আর এক কথা, ভট্টনারায়ণাদির সকলেই কি এক সময়ে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন এবং একদিনেই কি তাঁহাদিগের পাঁচজনের পর্ণনরদাহপূর্ব্বক এক অমাবস্যায় অথবা এক কৃষ্ণৈকাদশীতে শ্রাদ্ধ হইয়াছিল? তাই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের অভাব ঘটিয়াছিল? এরূপ ঘটনা হয় নাই; সকলে এক-কালে মরেন নাই, বিভিন্ন কালে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; বিভিন্ন সময়ে শ্রাদ্ধ করিলে ঐ পাঁচ ঘরের মধ্যে ব্রাহ্মণের অভাব হইত না। বিশেষতঃ তাহারা কহেন, তাঁহারাই জ্যেষ্ঠ; তাঁহাদিগেরই পুত্র-পৌত্রাদি পরিবার-সংখ্যা অধিক। পরিবার অধিক হইলে বহু ব্যক্তির সহিত কুটুম্বিতা করিতে হয়। ভট্টনারায়ণাদির প্রত্যেকের দুইটী দুইটী মাত্র পুত্র নহে, তাঁহারা প্রত্যেকেই বহু পুত্রের পিতা। প্রমাণগুলি সংস্কৃতে লেখা আছে, দেখ।

শ্বশুর, মাতুল, বৈবাহিক, কেহই ইহাঁদিগের অনুকূল

হইলেন না। এবং কান্যকুব্জেশ্বর কেনই বা জানিয়া শুনিয়া ভট্টনারায়ণাদি মহাপুরুষদিগকে পতিত করিলেন? যদি বলেন, একজনের শ্রাদ্ধকালেই সমাজচ্যুতি দৃষ্টে ভীত হইয়া যুগপৎ-সমবেতভাবে সকলে এ দেশে আগমন করেন। তাহা হইলে এদেশীয় ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া কিছুকাল আদান প্রদান করিতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। *

আর এক কথা—ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ মহর্ষি ত্রিংশৎ বর্ষ মধ্যে একটী পুত্রেরও উপনয়ন-সংস্কার করিতে সমর্থ

* রাঢ়ী-বারেন্দ্রের কাশ্যপ-গোত্রের মূলপুরুষ বীতরাগ, তাঁহার বহু পুত্র। তন্মধ্যে দক্ষ, সুষেন, ভানুমিশ্র ও কৃপানিধি, এই চারি জন সুভদ্রা-গর্ভসম্ভূত। অন্য পক্ষে যে সকল পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে সোম, জীব, মহেশ, চন্দ্র ও ইন্দ্র বিখ্যাত। রাঢ়ী-বারেন্দ্রের বাৎস্য-গোত্রের মূলপুরুষ সুধানিধি, ইঁহার এক পক্ষে একমাত্র পুত্র ছান্দড়। অপর পক্ষে ছয় পুত্র; যথা—ধরাধর, হৃষীকেশ, বিভুতি, ভূতভাবন, দেব ও কল্যাণমিত্র। রাঢ়ী-বারেন্দ্রের সাবর্ণি-গোত্রের মূলপুরুষ সৌভরি, তিনি বহু পুত্রের পিতা। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে পরাশর, রত্নগর্ভ, বেদগর্ভ, রাম, বিভু, মহাতপ, কাশ্যপ ও বশিষ্ঠ বিশেষ বিখ্যাত। রাঢ়ী-বারেন্দ্রের ভরদ্বাজ-গোত্রের আদিপুরুষ মেধাতিথি, ইঁহার উপাধি মুকুটালঙ্কার-হীর। ইনি মনু-স্মৃতির ভাষ্যকার। ইঁহার পিতার নাম ধীর বা (বীর)। ধীরের পুত্রগণ-মধ্যে মেধাতিথি সর্ব্ব-কনিষ্ঠ এবং মাতৃহীন। মেধাতিথির পুত্রগণ-মধ্যে শ্রীহর্ষ জ্যেষ্ঠ। কনিষ্ঠ-দিগের মধ্যে গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি ও শশী বিশেষ বিখ্যাত; ধ্রুবাদি তাদৃশ বিখ্যাত নহেন। শাণ্ডিল্য-গোত্রে রাঢ়ীয়মতে ভট্টনারায়ণ, বারেন্দ্রমতে নারায়ণ ভট্ট, বস্তুতঃ এক ব্যক্তি। রাঢ়ীয়মতে জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিবরাহ, বারেন্দ্রমতে আদিগাঁই ওঝা, বস্তুতঃ এক ব্যক্তি।

হইলেন না, ইহা কি যুক্তিযুক্ত কথা? পুত্র-জনন-কার্য্য তৎকালে প্রতিনিধি দ্বারা হইত না; সুতরাং শেষ সন্তানটীর জননকাল পর্য্যন্ত ভট্টনারায়ণাদিকে এ দেশে থাকিতে হইয়াছিল। যদিই বা শেষ সাত আটটী সন্তানের সাবিত্রীগ্রহণ-সময়ে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও প্রথম পাঁচ সাতটী সন্তানের উপনয়ন-সংস্কার-কার্য্য তাঁহারা নিজেই সম্পাদন করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিতে হয়; নতুবা উপায়ান্তর দেখা যায় না। যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তানের সাবিত্রী গ্রহণ করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সংস্কারগুলি ভট্টনারায়ণাদির কুলক্রমাগত আচার অনুসারে সমাধা হইয়াছিল। প্রথম পুত্রে যে বিধান অনুসারে কার্য্য হয়, অন্যগুলিরও সেইপ্রকার হইয়া থাকে। তবে পিতৃমাতৃহীন অজ্ঞাতকুলশীল পুত্রাদিরই সংস্কার, সংস্কার-কর্ত্তার অভিলাষানুরূপ হইতে পারে। রাঢ়ীয়গণ কি তদ্রূপ অপহৃত ছিলেন? ভট্টনারায়ণাদির প্রত্যেকেই কি স্বকীয় আবাসে কেবল এক একটী পুত্রের জন্ম দিয়া এখানে সমাগত হইয়াছিলেন? অথবা বহু পুত্রের পিতা ও বহু পত্নীর পতি-রূপে তথায় অবস্থান করিতেন? কোন ব্যক্তিই কি পৌত্র-মুখ সন্দর্শন করেন নাই? অবশ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁরা বহুপত্নীক ও অনেক পুত্রের পিতা ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যখন এ দেশে আইসেন, তখন সদারাপত্যেই আসিয়াছিলেন; অপত্য শব্দে পুত্র-পৌত্রাদি বুঝায়। অতএব যৎকালে ভট্টনারায়ণাদির পুত্রেরা গ্রাম পাইলেন, তখন তাঁহাদিগের অনেকেরই পৌত্রাদি জন্মিয়াছিল। যাঁহারা তৎকালে অকৃতদার

ছিলেন, তাঁহারা এদেশে আগত পঞ্চ-মহর্ষি-পুত্র-কন্যার সহিত বৈবাহিক সূত্রে নিতান্ত সংসৃষ্ট হইলেন।

ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি আদিশূরের পুত্রেষ্টি-যাগের কর্ত্তা নহেন। তাঁহারা একবারমাত্র গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভই যজ্ঞকর্ত্তা। পরাশর, গৌতম, সুসেন, ও ধরাধরও যজ্ঞকর্ত্তা নহেন। ইহাঁরা সহোদর বা বৈমাত্রেয়; পুত্রেষ্টির বহু পরে গৌড়ে সমাগত। অন্য ভ্রাতৃগণ কান্যকুব্জে অবস্থিত ছিলেন।

ভট্টনারায়ণাদি চতুর্ব্বেদী, ত্রিবেদী বা দ্বিবেদী, অর্থাৎ চৌবে, তেওয়ারী ও দোবে হইলেও ইহাঁরা সকলেই প্রধানতঃ সামবেদী ছিলেন। (পরে প্রমাণ দেখ।) সেই কারণেই সমস্ত রাঢ়ীয়-শ্রেণীর মধ্যে প্রধানতঃ সামবেদীর ব্রাহ্মণই অধিক দেখা যায়। বারেন্দ্রগণও ইহা পৃথক্‌রূপে নিশ্চয়তা সহকারে দেখাইতে পারেন না যে, অমুক গোত্রের ব্রাহ্মণ অমুক-বেদী। যদি তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকিল, তাহা হইলে কিপ্রকারে বলা যায় যে, সেই পাঁচ জনের প্রত্যেকেই বিভিন্নরূপে এক বেদী ছিলেন? কিন্তু সকলেই প্রধানতঃ সামবেদী, ইহা কহিলে কোন দোষ দেখা যায় না।

"একাং শাখাং সকল্পাং বা" ইত্যাদি ১০ম পৃষ্ঠে দেখ।

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।

মনু, ৩য় অধ্যায়।

৪র্থতঃ। বারেন্দ্রগণ কহেন, সাতশতীগণ যেমন রাঢ়ী-শ্রেণীতে মিশিয়াছেন এবং ঐ শ্রেণীতে যেমন ধরা যায়, তেমন

বারেন্দ্র শ্রেণীতে নহে। সুতরাং রাঢ়ীয়গণ সাতশতী-দৌহিত্র।

ইহার উত্তর এই, সাতশতীগণের রাঢ়ীয়-শ্রেণীতে মিশিবার যো ছিল না। যদিও এক্ষণে মিশিবার উপায় হইয়াছে বটে, তথাপি উহাঁদিগের গুপ্ত থাকিবার উপায় নাই। ইহাঁদিগের গাঁই গোত্র নিতান্ত অসংখ্য নহে, এখনও নূতন সৃষ্ট হয় না এবং সংস্কৃত শ্লোকেও লেখা আছে, সুতরাং ধরা পড়ে। সাতশতীগণ বারেন্দ্র-কুলে একবারে অন্তর্ভাব হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং তথায় ধরা পড়িবার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না। যদি তদ্রূপে না মিশিতেন, তাহা হইলে কিপ্রকারে অল্পকাল-মধ্যে বারেন্দ্রদিগের পাঁচ জনের মধ্যে এক শত গ্রামীণ ব্রাহ্মণ হইলেন? এবং এখনও বারেন্দ্র-মধ্যে নূতন নূতন গাঁই-সৃষ্টি হইতেছে।

বারেন্দ্রগণের বিপক্ষে আবার রাঢ়ীয়গণ বলেন, বারেন্দ্রগণই সাতশতীগণের গর্ভজাত সন্তান। যে পাঁচ জন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামের সহিত বারেন্দ্রদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নামের ঐক্য নাই। এবং যে পাঁচ জন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিলেন, বারেন্দ্রদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই কেন? ভট্টনারায়ণাদির পূর্ব্বপত্নীজ হইলে ভৃত্যগণ অবশ্যই ইহাঁদিগের নামাদির পরিচয় দিতেন। আর যখন বারেন্দ্রগণ পুণ্যভূমি অনুগঙ্গ প্রদেশ রাঢ় অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রাপ্ত হয়েন নাই, তখন ইহাঁরাই সাতশতীর গর্ভজাত সন্তান। বস্তুতঃ এরূপ কথাও বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিণাম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? প্রকৃত পক্ষে পরস্পর বিভিন্ন স্থানে

বসতি নিবন্ধনই উভয়ের এত পার্থক্য ও অনৈক্য জন্মিয়াছে। সগোত্র রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ পরস্পর সহোদর বা বৈমাত্রেয়। উভয় শ্রেণীর যিনি যাহাই বলুন না কেন, উভয়েই পাশ্চাত্য-পত্নীজ সন্তান।

প্রথমে এই উভয়ের কোন কুলেই সাতশতী-সংস্রব ঘটে নাই। এক্ষণে উভয় শ্রেণীতেই সাতশতী লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। কান্যকুব্জ-প্রদেশে বসতি-কালে পরস্পর বিমাতৃ-গর্ভজাত হওয়াতেই বা বাধা কি? পূর্ব্বেও যে পরস্পর পার্থক্য-ভাব ছিল না, ইহা কে বলিতে পারে? নতুবা অন্য ভ্রাতৃগণ এখানে আসিলেন না কেন?

৫মতঃ। বারেন্দ্রগণ-মধ্যে ত্রিবেদের চর্চ্চা আছে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা স্পর্দ্ধা করেন যে, রাঢ়ীয়গণ-মধ্যে অধিকাংশ বংশে যখন এক সামবেদ ভিন্ন অন্য বেদের অনুষ্ঠান নাই, তখন উহাঁরাই সাতশতী-দৌহিত্র। পঞ্চ যাজ্ঞিক পুরুষ মধ্যে চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন; সুতরাং ঐ পাঁচ জনের সন্তান-মধ্যে চারি বেদের অনুষ্ঠান থাকাই সম্ভব। কিন্তু বারেন্দ্রগণ-মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিনের একতম মাত্র দৃষ্ট হয়; অথর্ব্ববেদের নাম গন্ধও দেখা যায় না। পঞ্চ যাজ্ঞিকের মধ্যে যিনি প্রধানতঃ অথর্ব্ববেদী ছিলেন, তাঁহার সন্তানগণ-মধ্যে বেদভ্রংশ ঘটিয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; নতুবা গত্যন্তর নাই। শ্রীহর্ষ প্রধানতঃ অথর্ব্ববেদী, তদীয় পিতা মেধাতিথিকে সুতরাং অথর্ব্ববেদী কহিতে হয়; তাহাহইলে তাঁহার পুত্রগণ অবশ্যই অথর্ব্ববেদী। তদনুসারে বারেন্দ্রকুলের ভরদ্বাজ-গোত্রীয় গৌতমকে অথর্ব্ববেদী বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিতে হয়।

সুতরাং ঐ শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রেও বেদভ্রংশ ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে; অতএব ভরদ্বাজ-গোত্রমাত্র সাতশতী। আরও দেখা যাইতেছে যে, বারেন্দ্রদিগের মধ্যেও এক গোত্রে এক বেদ নির্দ্দিষ্ট নাই। যখন তাহা নাই, তখন ঐ শ্রেণীতেও বেদভ্রংশ-দোষ ঘটিয়াছে, ইহা কখনই অস্বীকার করিবার উপায়ান্তর দেখা যায় না। যথা—বারেন্দ্র-শ্রেণীর ভরদ্বাজ ও বাৎস্য গোত্রের কতকগুলি ঋগ্বেদী ও কতকগুলি সামবেদী। কাশ্যপ গোত্রের অধিকাংশ যজুর্ব্বেদী, অল্পাংশ সামবেদী, কতক ঋগ্বেদীও দেখা যায়। শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রায়শঃ সামবেদী, অত্যল্পাংশ ঋক্ ও যজুর্ব্বেদী।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, বারেন্দ্রগণের পঞ্চ গোত্রেও পৃথক্‌রূপে বেদ নির্দ্দিষ্ট নাই, বেদভ্রংশ হইয়াছে। সুতরাং কে বেদভ্রষ্ট, কে বেদরক্ষক, তাহা বলিবার পথ দেখা যায় না। অতএব বারেন্দ্রগণ যে প্রমাণ-বলে রাঢ়ীয়দিগকে সাতশতী-দৌহিত্র কহিতেছেন, সেই প্রমাণেই তাঁহারা সাতশতী-দোষ-সংস্পর্শ হইতে কোনক্রমেই মুক্ত হইতেছেন না। সামবেদ-নিবন্ধন যদি রাঢ়ীয়গণকে সাতশতী-দৌহিত্র বলিতে হয়, তাহা হইলে সাতশতীগণকে সর্ব্বাদৌ সামবেদী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ সাতশতীরা বেদে অনভিজ্ঞ ছিলেন; যদি বেদজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে কান্যকুব্জ হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন জন্য গৌড়েশ্বরের ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা ছিল না। যৎকালে কান্যকুব্জ-সন্তানগণ নিতান্ত হীনবিদ্য ও হীনক্রিয়, তৎকালেই সহজ উপায়ে ধর্ম্ম্য ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই কারণে ষড়ঙ্গ বেদের চর্চ্চা রহিত

হইয়া আসিতে লাগিল। সামবেদের প্রশংসা অধিক দেখিয়া অনেকে তাহাই অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই স্থানে গতানুগতিক ন্যায়ানুসারে সামবেদীর ভাগ অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। সমস্ত ব্রাহ্মণ-মধ্যে সামবেদীরই ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ক্ষিতীশস্তস্য পুত্রোঽভূদাগতো গৌড়রাজ্যকম্।
তস্যামী বহবঃ পুত্রা জাতাঃ সর্ব্বে গুণান্বিতাঃ॥ *

ভট্টনারায়ণের ভ্রাতৃগণ-মধ্যে বারেন্দ্র-শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষ দামোদরের নাম দেখা যায়। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ঘটকের লেখার সহিত ঐক্য আছে। শাণ্ডিল্য ক্ষিতীশের গুণান্বিত বহু পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে দামোদর, শৌরি, বিশ্বম্ভর, শঙ্কর ও ভট্ট-

দামোদরস্তথা শৌরির্ব্বিশ্বম্ভর উদারধীঃ।
শঙ্করো লোকবিখ্যাতো ভট্টনারায়ণোঽপি চ॥

বাচস্পতি মিশ্র-কৃত কুলরমা।

দামোদরো হি বরেন্দ্রদেশে বসতিত্বাদ্বারেন্দ্র ইতি খ্যাতঃ। শৌরির্দাক্ষিণাত্যঃ। বিশ্বম্ভরো বেদবিহিতত্বাৎ বৈদিকঃ। শঙ্করো হি পাশ্চাত্যঃ। ভট্টনারায়ণো রাঢ়ী রাঢ়দেশে বসতিত্বাৎ।

মহেশ্বর-রচিত কুলপঞ্জিকা।

শাণ্ডিল্যে—দামোদরো হি বারেন্দ্রো বিশ্বরূপস্তু বৈদিকঃ।
দাক্ষিণাত্যোঽভবচ্ছৌরিঃ পাশ্চাত্যঃ শঙ্করাভিধঃ॥
অনুগঙ্গং সমুদ্বীক্ষ্য ভট্টনারায়ণো মুনিঃ।
সমাবিশদ্রাঢ়দেশং চতুর্ভিঃ সহযোগিভিঃ॥
কাশ্যপে তু মহাদেবঃ সাবর্ণিঃ প্রথিতো ভৃগুঃ।
তে দ্বে মিত্রে মধ্যদেশে জগ্মতুঃ স্বেচ্ছয়া স্বয়ম্॥

এড়ুমিশ্র।

নারায়ণ অতি প্রসিদ্ধ ও বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে লোক-বিখ্যাত। এইরূপ অন্য চারি জনের ভ্রাতৃগণ পরবর্ত্তী কালে এ দেশে আসিয়াছিলেন (প্রমাণ দেখ), এবং তৎকালে বরেন্দ্রভূমে আবাস-গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তন পুরুষে রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বিভাগ ও সংজ্ঞা হয়। প্রথমে উভয় কুলেরই কান্যকুব্জ আখ্যা ছিল। পরে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। এখনও এই উভয়েই কান্যকুব্জ বলিয়া অন্য ব্রাহ্মণের নিকট পরিচিত।

রামায়ণ, মহাভারত, মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে পৌণ্ড্রাদি দেশ অব্রাহ্মণ্য বলিয়া পরিগণিত আছে।

ব্রাহ্মণ্য-দেশ-সমুদ্ভব দ্বিজগণ (কান্যকুব্জাগত) কেন অনুগঙ্গ রাঢ়ভূম পরিত্যাগপূর্ব্বক অব্রাহ্মণ্য পৌণ্ড্রাদি দেশে (বরেন্দ্র ভূমে) বাসস্থান গ্রহণ করিবেন ? এইটী দৃষ্টেই অনভিজ্ঞ রাঢ়ীয়-গণ বারেন্দ্রগণকে এদেশীয় ব্রাহ্মণের দৌহিত্র মনে করেন; রাঢ়ীয়গণ কহেন, ব্রাহ্মণ্য-তীর্থেই কান্যকুব্জদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। অব্রাহ্মণ্য-তীর্থে বৈদিকগণ আবাস গ্রহণ করিতেন। তদনুসারে সাতশতীগণের পূর্ব্বপুরুষেরা বৈদিক বলিয়া সমাখ্যাত ছিলেন; পরে বৌদ্ধগণের প্রভাবে অবৈদিক ও লুপ্তক্রিয় হয়েন। কান্যকুব্জ-সন্তানগণের প্রভাবে তাঁহারা একেবারেই নিস্তেজ হইলেন এবং সাতশতী নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। উত্তর-কালে যখন অত্যন্ত ঘৃণিত হয়েন, তখন নবাগত সভ্য-শ্রেণীতে অন্তর্ভাব হইয়া আসিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর পুত্রেষ্টি-সময়ে তদধিকৃত রাজ্যের ব্রাহ্মণগণের দ্বারা তদীয় অভিলষিত ক্রিয়া সমাধা হইতে

পারে কি না, তজ্জন্য বঙ্গদেশীয় সমুদয় দ্বিজের সংখ্যা গ্রহণ করেন। গণনায় সাত শত ঘর হয়। তাহাতেই ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে কান্যকুব্জ-সন্তানগণ সাতশতী-সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা কেহই বেদজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন না। সকলেই অজ্ঞ ছিলেন; এবং পরস্পর পৃথক্-শ্রেণী ও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ছিলেন। পঞ্চ-গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বা পঞ্চ-দ্রাবিড়ীয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। বঙ্গভূমি পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের প্রধান উপনিবেশ-স্থান ছিল। কালক্রমে ঐ ঔপনিবেশিকেরা অধিবাসী হইয়া পড়িলেন। অধিবাসী হইলেন বলিয়া সকলেরই সাধারণ নাম বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইল বটে, কিন্তু কালক্রমে বেদচর্চ্চা লোপ হওয়ায় সামান্যতঃ সমস্তই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হয়েন। সকলে একশ্রেণী বা একরূপ আচার ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারিলেন না; স্ব স্ব বংশের পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার অনুসারে চলিতে লাগিলেন। এই হেতু-বশতঃ সাতশতীগণের মধ্যে নানাবিধ প্রভেদ দেখা যায়।

বারেন্দ্রগণের গাঁই বা আদি বসতিস্থান পদ্মানদীর উত্তর ধার এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর প্রদেশ সমূহ। যথা—মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও ঢাকা জিলার পশ্চিমাংশ ও সুসঙ্গ দুর্গাপুর প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশ। বারেন্দ্রগণের কুলপঞ্জিকার বচনানুসারে তাঁহাদিগকে বল্লালের নিকট গ্রাম গ্রহণ করিতে দেখা যায়, এবং তৎকালেই রাঢ়ী বারেন্দ্রের বিভাগ-কল্পনা। বল্লাল ও আদিশূর

পিতা-পুত্র-সম্বন্ধের ব্যক্তি নহেন। আদিশূরের অধস্তন ১০।১২ পুরুষের ব্যক্তি বলিলেও বিশেষ দোষ স্পর্শ করে না। এরূপ স্থলে অনভিজ্ঞ বারেন্দ্রগণ কিপ্রকারে বলিতে সাহসী হইতে পারেন যে, তাঁহারা পাশ্চাত্য-পত্নীজ এবং রাঢ়ীয়গণ সাতশতী-দৌহিত্র? রাঢ়ীয়গণ আদিশূরের নিকট বসতিস্থান পাইয়াছিলেন। ভিন্ন দেশ হইতে সদ্য সদ্য আগমন না করিলে বাসস্থানের অভাব হইবে কেন? অভাব হেতুই নিবসতি-স্থানের প্রার্থনার আবশ্যকতা হইয়াছিল। তদ্বিপরীতে যাঁহারা এদেশীয় ব্যক্তিবর্গের জামাতা বা দৌহিত্র, তাঁহাদিগের বাস-স্থান-প্রাপ্তি-বিষয়ে চিন্তা করিতে হয় নাই। যখন আপনা-দিগের মধ্যে অন্তর্বিচ্ছেদ ঘটে, তখনই নূতন বাসস্থানের প্রয়োজন হয়। সুতরাং বারেন্দ্রগণকে অন্তর্বিচ্ছেদ-কালেই বল্লালের নিকট গ্রাম লইতে হয়। রাঢ়ীয়গণ বল্লালের নিকট গ্রাম গ্রহণ করেন নাই, কেবল তৎপ্রদত্ত কৌলীন্য-সূচক মর্য্যাদা স্বীকার করেন। সুতরাং রাঢ়ীয়গণকে প্রথমাবস্থায় সাতশতী-সংসৃষ্ট বলিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। উত্তর-কালে রাঢ়ীয়-কুলে উহাঁরা মিশিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সাতশতী-সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের কুলে কলঙ্ক-লেখা আছে।

এখন ইহা একপ্রকার সপ্রমাণ হয় যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই উভয় কুলেই কিয়ৎ পরিমাণে সাতশতী-সংস্রব ঘটিয়াছে। অতএব বৃথা অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঘৃণা ও বিদ্বেষ-ভাব দেখান উচিত হয় না।

উভয় কুলই পরিশুদ্ধ ও সেই সেই মূলপুরুষের সন্তান, তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। "নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং

দুষ্কুলাদপি” এই বচনানুসারে পঞ্চ-ব্রাহ্মণ-সন্তানের পরস্পর যখন বাঙ্গালী-ভাবাপন্ন, তৎকালে সাতশতী-কন্যা-গ্রহণ দোষাবহ হয় নাই। আর এক কথা এই যে, উৎপত্তি-স্থানের লাঘব বা গৌরব অনুসারে সচরাচর মর্যাদা হয় বটে, কিন্তু যেখানে নিজের মাহাত্ম্য নাই, সেখানে পৈতৃক সম্মান রক্ষা হয় না। সমুদায়ই নিজের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে। দেখ, গঙ্গা বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা হইলেও সকল দেবের আরাধ্যা; এবং মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহ সামান্য জীব হইলেও তাহাদিগ হইতেই বেদের রক্ষা, পৃথ্বীর ধারণ ও প্রলয়-পয়োধি হইতে মেদিনীর উত্তোলন হইয়াছে। ঈশ্বর হীন-যোনিতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াও নিজের ঐশী শক্তি দেখাইয়াছিলেন। দেখ, ঈশ্বর মনুষ্যভাবেই দৈত্যদানবাদি অসুরদিগকে বধ করিয়া ভূমির ভার-হরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরশুরাম, বুদ্ধ, ব্যাস, নারদ ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির জন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ কর। আরও দেখ, অগস্ত্য কুম্ভসম্ভব, দ্রোণ দ্রোণীজাত, কর্ণ কানীন, পাণ্ডবেরা কুণ্ড; অথচ ইহাঁরাই সর্ব্বত্র মান্য। এবং বিশ্বামিত্রের জাতি ও পরাভব স্মরণ কর; দেখিবে, তিনি প্রথমে অপদস্থ হইয়াছিলেন; শেষে সেই বিশ্বামিত্রই ব্রাহ্মণগণের আদর্শ হইলেন। শুক্তির উদরে মুক্তার জন্ম। অন্ধকারময় খনির গর্ভে মণির উৎপত্তি। চন্দ্র মানব-নয়নে জন্মিয়াও দেবদেব মহাদেবের শিরোভূষণ হইয়া আছেন। আরও দেখ, মহাবৃক্ষ-প্রসূন (অতিক্ষুদ্র) শেফালিকা, বিল্বদল ও তুলসীর পত্র-পুষ্পাদি ভূপতিত হইলেও নিজ মাহাত্ম্যে দেবশিরোপরি উত্থিত হয়। কিন্তু শাল্মলী ও পারিজাত-পুষ্প গুণহীনতা-প্রযুক্ত মহাবৃক্ষ সম্ভব হইয়াও লোকের নিকট নিতান্ত

অগ্রাহ্য। আরও দেখ, পঙ্কসম্ভূত ইন্দীবর, কুবলয় ও কোকনদাদি নীচ লোক কর্ত্তৃক উত্তোলিত এবং পর্য্যুষিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন অবস্থাতেও স্বীয় সৌরভে সর্ব্ব সময়েই আদরণীয় হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিজের মাহাত্ম্যই ইহ সংসারে মর্য্যাদার প্রধান কারণ।

সদ্বংশ-প্রসূতদিগের জন্ম-স্থানের উচ্চতা নীচতা অনুসারে মর্য্যাদার লাঘব ও গৌরব হয় সত্য, কিন্তু তথায় অসদ্‌গুণ জন্মিবার সম্ভব অতি অল্পই বিদ্যমান থাকে। কারণ সৎপদার্থ-সম্ভব বস্তু দোষাশ্রিত হইলেও, দোষের দূরীকরণ হইবামাত্র পরিশুদ্ধ হয়। এবং অনেক সময়েই দেখা যায় যে, সদ্বংশ-প্রভব অবিদ্যাবান্ ব্যক্তিও প্রায়ই পৈতৃক বিনয়াদি গুণ-বিরহিত হয় না। এই জন্যই সৎকুল-প্রসূত সন্তানের এত আদর।

অসদ্বস্তুর গ্রহণে সর্ব্বভুক্ অগ্নির কখন দোষ জন্মে না বা মালিন্য হয় না। বোধ হয়, এই হেতুই কৌলীন্য ধারাবাহিক।

সলিল স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, পবিত্র, দ্রবময় ও শীতল। উহাতে কারণবশতঃ কাঠিন্য, উষ্ণতা ও আবিলতা দোষ জন্মিলেও দোষের হেতু দূরীভূত হইলেই উহা স্বীয় স্বাভাবিক গুণ পুনঃ প্রাপ্ত হয়। এই কারণেই সদ্বংশের গৌরব এত অধিক।

যাজ্ঞিক পঞ্চ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের বেদ-নির্ণয়।

ছান্দড়ো হি চতুর্ব্বেদী চতুর্ম্মুখ ইব স্বয়ম্।
স্যাৎ ত্রিবেদী দ্বিজো দক্ষঃ ক্ষিতৌ দ্বিতীয়কাশ্যপঃ॥ ১॥

অথর্ব্বাঙ্গিরসো হর্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পারগঃ।
বেদব্যাসঃ স্বয়ং ব্রহ্মা বেদগর্ভস্তথা বভৌ ॥ ২ ॥
কেভ্যোঽপি ন শ্রুতৌ হীনো ভট্টনারায়ণো মুনিঃ।
ক্রিয়াসু নিপুণা এতে সাগ্নি বিশ্রুতগৌরবাঃ ॥ ৩ ॥
অমীষাং পিতরঃ পূর্ব্বাঃ পুরা গৌড়ং সমাগতাঃ।
পিতুর্ব্বরপ্রসাদেন তেঽপি গৌড়ং সমাযযুঃ ॥ ৪ ॥
শুভাশিষে প্রযুক্তং যদমৃতমর্ঘ্যসংজ্ঞিতম্।
গৃহে বিলম্বনাদ্রাজ্ঞো মল্লকাষ্ঠে সমর্পিতম্ ॥ ৫ ॥
শুক্রমপ্যর্ঘ্যসংসর্গাৎ কাষ্ঠং সপদি জীবিতম্।
অলৌকিকমিদং দৃষ্ট্বা সর্ব্ব আশ্চর্য্যমাগতাঃ ॥ ৬ ॥
রাজা তৎ সংপরিজ্ঞায় নিজদোষং ন্যবেদয়ৎ।
পাদেষু পতিতঃ পশ্চাৎ গুরুপাদে যথা সুতঃ ॥ ৭ ॥

মহেশের কুলপঞ্জিকা।

তস্মৈ তে প্রদদুর্হর্ষমাশিষঞ্চ যথা পুরা।
নৃপোঽপি তৎ সমাদায় তানস্তাবীদ্‌যথাবিধি ॥ ৮ ॥
ভবতাং চরণন্যাসৈর্বচনৈশ্চ সুভাষিতৈঃ।
পূতং মে হৃদয়ং জাতং গৃহীতার্ঘ্যং প্রসীদত ॥ ৯ ॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং যন্ময়ি ভবদাশিষঃ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ॥ ১০ ॥
ক্ষমধ্বং কৃপয়া যূয়ং পাপং যদ্‌বন্ময়া কৃতম্।
পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং নশ্যন্তি ভবতাং গিরঃ ॥ ১১ ॥

সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ কুলচন্দ্র ঘটক-
ধৃত এড়ু মিশ্র-কৃত কুলার্ণবের বচন,
সারাবলী গ্রন্থ।

বেদবাণাঙ্কহিমে (৮৫৪) শাকে বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ।
ক্ষিতীশস্তিথিমেধশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ॥ ১॥
সৌভরিশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা পঞ্চদাসৈঃ সমন্বিতাঃ।
এতেষাং সূনবো যে তু তেষু পঞ্চ সুকীর্ত্তিতাঃ॥ ২॥
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছান্দড়ো হর্ষ এব চ।
চত্বারো বেদগর্ভেণ পঞ্চ বিখ্যাতকোবিদাঃ॥ ৩॥
বেদজ্ঞা যজ্ঞনিপুণাঃ প্রেষিতা গৌড়রাজ্যকে।
মনঃপ্রাণৈর্বিভিন্নাস্তু কার্য্যৈকত্বং সমাশ্রিতাঃ॥ ৪॥
পুত্রেষ্টি-করণার্থায় পুত্রদারৈঃ সমন্বিতাঃ।
ক্রিয়াসু নিপুণা রাজন্ সর্ব্বযজ্ঞেষু পারগাঃ॥ ৫॥
ছান্দড়ো হি চতুর্ব্বেদী সাম্নি বিশ্রুতগৌরবঃ।
বেদগর্ভশ্চ তত্তুল্যো বিশেষো নাস্তি তত্ত্বতঃ॥ ৬॥
ত্রৈবিদ্যবিদ্যো দক্ষঃ স্যাদ্ভট্টনারায়ণোঽপি চ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসো হর্ষো শ্রুতৌ বিধিরিব স্বয়ম্॥ ৭॥
আদিশূরেণ তে সর্ব্বে পূজিতাশ্চ যথাবিধি।
পিতুর্বরপ্রসাদাত্তু তে চ গৌড়ং সমাযযুঃ॥ ৮॥

সারাবলী গ্রন্থে নুলো পঞ্চানন-ধৃত কুলার্ণবের বচন, বর্দ্ধমান জেলায় অন্তর্গত পাঁচড়া-নিবাসী কুলাচার্য্য ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘটকচূড়ামণি-প্রদত্ত।

ভরদ্বাজ গোত্রে—শ্রীহর্ষান্বয়সম্ভূতো বেদগর্ভ ইতি স্মৃতঃ।
মধ্যদেশীয়ঃ সঞ্জাতঃ পুত্রাস্তস্য গুণান্বিতাঃ॥
জনকো শিবাসিংহশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
বেদগর্ভসুতা এতে সর্ব্বে বিখ্যাতপৌরুষাঃ॥

মহেশ্বর।

শ্রীহর্ষের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ শক্ত ডিংসাই, তৎপুত্র বেদগর্ভ (ভরদ্বাজগোত্র), তৎপুত্র দিব্যসিংহ, ইনি মধ্যদেশী।

দিব্যসিংহো মধ্যদেশী রাঢ়ীয়া জনকাদয়ঃ।

মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকায় বাৎস্যগোত্রের বর্ণনস্থলে।

দাক্ষিণাত্ত্যো ধুরন্ধরঃ। নির্দ্দোষ-কুলপঞ্জিকা।

রাঢ়ী বারেন্দ্রে বৈদিকে বিভা কভু বলে।
দেবী ধ্রুব উপহাসে উড়ায় যে ছলে॥
সমাজে না চালায় তিনেই এ প্রথা।
এড়ু হরি লেখেন বৃথা প্যাঁচালো কথা॥

পূর্ব্ব কথা শুনো কয়, দেবযানী-পরিণয়,
বিপ্র-কন্যা ক্ষত্রিয়ের ঘরে।
অঘটন ঘটেছিল, শাপে তারে বিড়ম্বিল,
কুপ্রথা কবে কে উল্টা করে॥

রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিভা আর বৈদিকে বলে।
সমাজের সৃষ্টি-কালে সব কার্য্য চলে॥
পৃথক্-অন্ন পৃথক্-ক্রিয়া ধর্ম্ম-হেতু।
ক্রমে মনের বিচ্ছেদে নষ্ট হয় ক্রতু॥
বিদ্বেষ-অনল হৃদি বিজাতের গতি।
ভ্রাতৃভাব পিতৃভক্তি নাশে সতী-মতি॥
এড়ু মিশ্র হরি মিশ্র লেখে বিভা-কথা।
সমাজ-সংস্কারে দেখি অনেক অন্যথা॥
আপামর সাধারণ যেইরূপে চলে।
তাহাকেই যথাযথ সুসংস্কার বলে॥

কোটি কোটি মানবের একে বাহা করে।
তাহাকে কভু কেহ সামান্য নাহি ধরে॥
একের কার্য্যাকার্য্য ভাবেই পার পায়।
নিন্দামাত্র সমাজের তারি অপচয়॥
যার পাদস্খলন, সে পিছুলে পড়ে মরে।
তারি নামে ত সমাজ আহা উহু করে॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রে অনৈক্য বিভা ব্যবহারে।
ছিল সমভাব পাক, যজ্ঞ ও আহারে॥
দূর-দেশে থেকে ক্রমে পরিচয়ে দূর।
পরস্পর-দোষে হয় বিচ্ছেদ প্রচুর॥
এমন সময়ে নাহি দেখি ঐক্য-ভান।
এড়ু মিশ্র লেখেন দু-শ্রেণী-মিল-গান॥
কিন্তু কবে কোথা কার কন্যা-পুত্রে বিভা।
কোন্ কুলে কে করিল এপ্রকার সভা॥
নাহি আছে তার কিছুমাত্র লেখা যোখা।
থাকিলে প্রমাণ গণ্য যথা স্বর্ণ-রেখা॥
ইত্যাদি প্রমাণ বিনা না হয় প্রত্যয়।
তায় মূলো বলে, আছে বিস্তর ব্যত্যয়॥
স্বকুলে মর্য্যাদাবান্ না হয় শ্রেণী-হারা।
মহেশ তাই না ভাঙ্গে শ্রেণী-রূপ কারা॥
দেবীবর যথা দেখে পরিচয়-দোষ।
তথায় সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় খালি, করে রোষ॥
ধ্রুবানন্দ তাহা দেখি করে নির্দ্ধারণ।
কেবল শূদ্রযাজীতে নাহি মহাজন॥

তাদেরই বংশ কেহ কোন ছল বলে।
করেছিল বিবাহ ভিন্ন-শ্রেণীর কুলে॥
এখনো যে না হয় তাহা, ইহা ত নয়।
অদলে বিদলে নিন্দা হয় পরিণয়॥

ফুলো পঞ্চাননের সারাবলী।

খড়দহ কামদেব-বংশ।

হরি-মিশ্র সুত যোগ, কাম, দিগম্বর।
সবাই পণ্ডিতে খ্যাত, খড়দহে প্রবর॥
যোগেশ্বরের যোগ-ভঙ্গ মধু চট্ট পেয়ে।
কামদেব-সুত-সপ্ত দোষী মধু খেয়ে॥
কামদেব-সুত-সংখ্যা রুদ্র-পরিমাণ।
তার সাতজন মধু-দোষে ঘূর্ণ্যমান॥ *
তথাপি তাদের ছিল বহুল পাণ্ডিত্য।
মৃত্যুর সাক্ষাতে ধর্ম্ম করিত যে নিত্য॥
ভ্রাতৃ-মধ্যে সবে বিজ্ঞ মধু ভট্টাচার্য্য।
নবধা কুললক্ষণে না ছিল অবর্জ্জ্য॥
মধু-সুত দ্বিতয়, সন্তোষ ও অনন্ত।
সৎকার্য্যে সন্তোষ মুকুটরায়ী জীবন্ত॥
সে হড়ে জড়িত হয়ে চট্ট-সুতা লয়।
সেই দোষে কৃষ্ণদাস-সুত মৃতপ্রায়॥ †

---

* কামদেবসুতাঃ সপ্ত মধুদোষেণ ঘূর্ণিতাঃ।

† হড়েন জড়িতাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণদাসসুতাস্ত্রয়ঃ।

পূতিতুণ্ডে কন্যাদানে গোষ্ঠী হন ভঙ্গ।
জ্যেষ্ঠ গোবিন্দের গুড়-কন্যায় আসঙ্গ ॥ মেলমালা।

কামদেব পণ্ডিতের এগার সন্তান মধ্যে সাত জনের সুধা-পান দোষ লেখে। ইহার মূল তান্ত্রিকতার বীরাচার। ইহা তান্ত্রিকতায় শাস্ত্রীয় ও বৈধ হইলেও উহা মত্ততার নিদান বলিয়া সাধু-পথ-বিগর্হিত। সে যাহাই হউক, পাণ্ডিত্য ও সৎক্রিয়া দ্বারা তৎকালে ইঁহারা লোকসমাজে কুলীন বলিয়া বিশেষ মান্য হইয়াছিলেন।

কামদেব পণ্ডিতের অধস্তন ১১শ সন্তান লোকবিখ্যাত প্রসিদ্ধ বিদ্বান্, পুণ্যবান্ ও বদান্য মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি. আই. ই. মহোদয়ের পুত্র গোবিন্দদেব ও মুকুন্দদেব পর্য্যন্তেও বিদ্যা-বিনয়াদি যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এখানে কামদেব পণ্ডিতের বংশের একদেশ এবং কারিকা দেখান গেল।

কামদেবের পিতা হরি মিশ্র শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২০শ পুরুষ। ধারাবাহিক অধস্তনে ক্রমিক সংখ্যা-পাত করা গেল। কামদেব (২১)। শ্রীধর, শ্রীকণ্ঠ, অনিরুদ্ধ, মধুসূদনাচার্য্য, ভাস্কর, ভরত, বাণীনাথ; মৃত্যুঞ্জয়, বৈকুণ্ঠ, সুধাকর ও সুনন্দ (২২)। মধু সুত সন্তোষ ও অনন্ত (২৩)। সন্তোষ-সুত রমাকান্ত, রাজীব ও চণ্ডিদাস (২৪)। রমাকান্ত-সুত গোবিন্দ, গোপীবল্লভ, রামচন্দ্র, মদন, রত্নেশ্বর, বাণেশ্বর, কাশী, শ্রীকৃষ্ণ ও নন্দ (২৫)। গোপীবল্লভ-সুত রামকানাই (২৬)। রামেশ্বর (২৭)। হরিনারায়ণ (২৮)। বিশ্বনাথ-রামায়ণ-প্রণেতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ (২৯)। সামাজিক প্রবন্ধাদি গ্রন্থ-প্রণেতা ভূদেব (৩০)। গোবিন্দদেব ও মুকুন্দদেব (৩১)। গোবিন্দ-সুত বটুকদেব, রাম-

দেব ও ভবদেব (৩২)। মুকুন্দ-সুত গণদেব, কুমারদেব ও সোমদেব (৩২)।

চোৎখণ্ডী, দীঘল ও পূর্ব্বগ্রামী, এই তিন ঘর শ্রোত্রিয় প্রথমে খড়দহে চলিত হয়। যথা—

পূর্ব্বগ্রামী ও দীঘল, চোৎখণ্ডী, তিন দল,
শ্রোত্রিয় বাৎস্যে ছান্দড়-সম্ভূত।
মূলে সিদ্ধ, সাধ্য, অরি, ইথে কোথা নাহি ধরি,
অরি-মিত্র শত্রু পরিচিত।
পঞ্চানন মুলো কয়, কাশ্যপে কাঞ্জারী হয়,
কেহ কি করে তার সন্ধান।
যথা দেখে বহু যোত্র, কুলীনের গতি তত্র,
লোভী কুলজ্ঞে সাধ্যে বন্ধান॥

জাতিগত নীচতা পরিহার-জন্য ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন—অনুলোম বিবাহে সপ্তম বা পঞ্চম পুরুষে ক্রমে জাতির উৎকর্ষ হয়; কিন্তু প্রতিলোম বিবাহে জাতির উৎকর্ষ হয় না, বরং তাহাতে অধমত্ব ঘটে। যথা—

জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ পঞ্চমে সপ্তমেঽপি বা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরম্॥
বর্ণজাতিপ্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য।

দোষ-পরীহার-বাক্য।

আচারো ব্যাসরূপে, বিনয়বরগুণো রামভূপে প্রসিদ্ধো,
বিদ্যা জীবে, প্রতিষ্ঠা সগরকুলসুতে যেন গঙ্গাবনীগা।

সঙ্গীণাগানতাবৈর্লসদমলমতৌ নারদে তীর্থদৃষ্টি-
নিষ্ঠাবৃত্তির্বশিষ্ঠে, ধ্রুব ইতি চ তপো, দানমেবৈক-কর্ণে ॥
নানাব্যক্তৌ প্রথিতনবগুণাধারচিহ্নাঃ কুলীনাঃ।

ধ্রুবানন্দ-ধৃত উদ্ভট কবিতা, রাণাঘাট-
নিবাসী কালীময় ঘটক-প্রদত্ত।

খ্যাতঃ শক্রো ভগাঙ্গো, বিধুরপি মলিনো, মাধবো গোপজাতো,
বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠঃ, সকৃপদযমঃ, সর্ব্বভক্ষ্যো হুতাশঃ।
ব্যাসো মৎস্যোদরীয়ঃ, সলবণ উদধিঃ, পাণ্ডবা জারজাতা,
রুদ্রঃ প্রেতাস্থিধারী, ত্রিভুবনবসতাং কস্য দোষো ন জাতঃ॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্র ধৃত উদ্ভট কবিতা।

বারেন্দ্র-কুলজী।

কাশ্যপগোত্রে ভাদুড়ী।

কাশ্যপে বীতরাগ কান্যকুব্জ-সন্তান।
বিখ্যাত অনেক পুত্র, সুসেন প্রধান ॥ ১ ॥
তৎপুত্র ব্রহ্ম ওঝা, পৌত্র হন দক্ষ।
সতীর পিতা বটে, নহে যে অপ্রত্যক্ষ ॥ ২ ॥
তৎসুত শান্তনু, পৌত্র পীতাম্বরে জান।
পীতাম্বর-সুত হয় হিরণ্য মহামান ॥ ৩ ॥
ভূগর্ভ, বেদগর্ভ, হিরণ্য-পুত্র-পৌত্র।
ক্রমে দেখ জগন্মণি তাঁহার প্রপৌত্র ॥ ৪ ॥
জগন্মহামণির পুত্র স্বর্ণ ও ভব।
বারেন্দ্র স্বর্ণরেখ, রাঢ়ীয় ভবদেব ॥ ৫ ॥

স্বর্ণরেখ-পুত্র সিন্ধু চির অপুত্রক।
বংশরক্ষা-হেতু করে গরুড়ে দত্তক ॥ ৬ ॥
গরুড়-ঔরস দুই, ক্রতু আর মতু।
বল্লাল-কৌলীন্যে ভাদুড়ী হন ক্রতু ॥ ৭ ॥
মৈত্র-গ্রাম লয় মতু কৌলীন্য-ব্যঞ্জক।
সপ্ত-কুলীন-মধ্যে সর্ব্বের যে রঞ্জক ॥ ৮ ॥
ক্রতুর তনয় হয় সঙ্কর্ষণ মুনি।
ভল্লুক আচার্য্য হন পৌত্র মহাজ্ঞানী ॥ ৯ ॥
যোগেশ আদি-সুত পায় যে পিতৃবর।
ভল্লুকের দুই পুত্র, যোগেশ, দিবাকর ॥ ১০ ॥
তাহাতে হৈল কুলীন প্রধান ভাদুড়ী।
দিবাকর স্থানভ্রষ্ট, করঞ্জে আনাড়ী ॥ ১১ ॥
দিবাকর সন্তান শ্রোত্রিয়ের প্রধান।
কৌলীন্য না থাকায় হৈল ম্রিয়মাণ ॥ ১২ ॥
ভাদুড়ী-যোগেশের পুত্র যে পুণ্ডরীক।
তৎসুত বৃহস্পতি, প্রসিদ্ধ যাজ্ঞিক ॥ ১৩ ॥
উদয়ন বংশধর বৃহস্পতি-সুত।
কুসুমাঞ্জলি-করণে কুলে হৈল পূত ॥ ১৪ ॥
উদয়ন বারেন্দ্রের মর্য্যাদায় হেতু।
পরিবর্ত্ত বার্ত্তা রাখি কুলে বাঁধে সেতু ॥ ১৫ ॥
তাঁহার পক্ষদ্বয়, সুয়া আর যে দুয়া।
দুয়া স্ত্রীর গর্ভে বহু পুত্র, এক সুয়া ॥ ১৬ ॥
সুয়া-পুত্র পশুপতি পিতৃবৎ কুলীন।
দুয়া-পুত্র আঢ্য কাপ কৌলীন্যে মলিন ॥ ১৭ ॥

ভূ, ভবানী, চণ্ডী, গৌরী, রুদ্রাণী ও শচী,
সকলের নামে পতি, কুলচ্যুত অশুচি ॥ ১৮ ॥
পশুপতি-সুত সপ্ত, আগাই অগ্রমণি।
অন্যে অপুত্রক, তিনি বংশে শিরোমণি ॥ ১৯ ॥
আগাই-সূনু বলাই, অংশুমান্ পৌত্র।
মুকুন্দ প্রপৌত্র, ধন্য মান্য যে সর্ব্বত্র ॥ ২০ ॥
শ্রীকৃষ্ণ ইহার পুত্র, পাপে হৈল মগ্ন।
দর্পনারায়ণী অবসাদে মনে ভগ্ন ॥ ২১ ॥
শ্রীকৃষ্ণের তিন পুত্র, সুবুদ্ধি, কেশব।
তৃতীয় জগদানন্দ অতুল বিভব ॥ ২২ ॥
প্রথম দ্বিতীয় পান নবাবী আখ্যান।
এই হৈতে ব্রাহ্মণে যবন-সংজ্ঞা-দান ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগর-কৃত বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা, ফরিদপুর জিলায় বেলেকাঁদীর গোপীনাথ মৈত্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

কাশ্যপে মৈত্রেয়-গাঁই।

মৈত্রে মধু, স্থিরাচার্য্য পুত্র-মধ্যে খ্যাত।
দোী (দো্যা) পৌত্র, প্রপৌত্র-রূপে মহানিধি জাত ॥ ১ ॥
বৃদ্ধপ্রপৌত্র ভিক্ষুক আর বৃহস্পতি।
ভিক্ষুক বিদ্যাশূন্য, বর্ণ-ব্রাহ্মণে গতি ॥ ২ ॥
বৃহস্পতি-সুত দুই, সবল, কোপন।
ওঝা উপাধি দুয়ের না ছিল গোপন ॥ ৩ ॥

সবল থাকে সাতোটা, মধ্যগ্রামে কুপ।
ভ্রাতৃদ্বয়ে প্রীতি বড়, মন্দ কাজে চুপ ॥ ৪ ॥
কুপের পুত্র দুই, গণ্ডক আর নসে।
নরসিংহ-সুত ছয়, শুকী পিতৃবাসে ॥ ৫ ॥
বুকী, মনো, তপস্বী, হিঙ্গু, আর যে লেংটা।
বুকী খাজনা, মনো বাউলা, তপস্বী মণ্ডলটা ॥ ৬ ॥
শুকী-সুত দুই, ইচ্ছা ও মধু প্রধান।
মধুর প্রথম-পক্ষ-পুত্র কাপে যান ॥ ৭ ॥
আনাই, অর্জ্জুন, রক্ষিত, আনন্দ ও নন্দ।
গদ, মাধু, এই সপ্ত কাপে সদানন্দ ॥ ৮ ॥
দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র লাড়ুলী-দৌহিত্র।
কুলে শীলে অগ্রগণ্য, বংশের পবিত্র ॥ ৯ ॥
কাশ্যপে করঞ্জ গাঁই, মঙ্গল ওঝা আদি।
আমাটে বাহিরবন্দ মাগুলী বামন্দী ॥ ১০ ॥
বেতড়া নারিটীর চক্রবর্ত্তী ও ভট্ট।
করঞ্জে সুষেন-বংশে দিবাকর শ্রেষ্ঠ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী-কৃত বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা,
ফরিদপুর জিলায় বেলেকাঁদীর গোপীনাথ
মৈত্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

শাণ্ডিল্য-গোত্র।

শাণ্ডিল্যে জয়সাগর বারেন্দ্রের কবি।
মাধব, মৌন, স্বর্ণ, পীতাম্ কুল-রবি ॥ ১ ॥

মাধব চম্পটীগ্রামী, মৌন ভট্ট নন্দনা।
শ্রীহরি স্বর্ণরেখ, সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ে মন্ত্রণা॥ ২॥
সাধু, রুদ্র, লোক, তিন পীতাম্বর-পুত্র।
বাকৃচীতে দুই, লোকে লাহিড়ীর সূত্র॥ ৩॥
বল্লাল-দত্ত কৌলীন্য তিনেই সমান।
সাধু-পৌত্র চক্রপাণি, পুত্র ত লবাণ॥ ৪॥
রূপ ওঝা, ঋষি দীক্ষিত, ক্রম-নিম্ন-সম্বন্ধ।
কুলীনের কুল-মধ্যে কাশ্যপে সুবন্ধ॥ ৫॥
ঋষির সন্তান পাঁচ, জানে ত সবাই।
আহু, গুহি, গদা, শিয়াই, বিয়াই॥ ৬॥
বিয়ায়ের চারি পুত্র, হরি যে প্রধান।
শ্রীকণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, আর মন্দারকে পান॥ ৭॥
হরিহর-সুত অষ্ট, বলাই ত শ্রেষ্ঠ।
তৎপুত্র ধেঁয়ী বাগচী মানেতে গরিষ্ঠ॥ ৮॥
ধেঁয়ী-সোদর বামন-বংশে বৎসাচার্য্য।
তদীয় অধস্তনে রামচন্দ্র সংমার্জ্য॥ ৯॥
পুঁটিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর প্রধান।
ইচ্ছা পাঁচুড়িয়া-দোষ করে তিরোধান॥ ১০॥
রুদ্র বাগচী দলে লোক বিখ্যাত অনেক।
কিন্তু বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে শ্রেষ্ঠ হন এক॥ ১১॥
জিগুনি ওঝা রুদ্রের অধস্তন ষষ্ঠ।
ধনে মানে কুলে শীলে সবাকার শ্রেষ্ঠ॥ ১২॥
লোক-সুত ভূতনাথ শাণ্ডিল্যের বংশ।
তৎসূনু দিগম্বর, চ্যুত তারি অংশ॥ ১৩॥

চ্যুত-পুত্র তিন জন, হলী, বলী, বল্ল।
হলী নিন্দ্য, বলী মধ্য, বল্ল ধেঁয়ী-তুল্য ॥ ১৪ ॥
হলী অযাজ্য-যাজনে বর্ণের ব্রাহ্মণ।
বলীর ক্রিয়াকাণ্ডে থাকে বিপ্র-লক্ষণ ॥ ১৫ ॥
বল্লভাচার্য্য মান্য গণ্য উদয়-জামাতা।
করণে লীলাবতীর পাণির গ্রহীতা ॥ ১৬ ॥
লীলাবতীর পুত্র সব কুলেতে মান্য।
লাহিড়ী-কুলে কেশব দনুজার্ক ধন্য ॥ ১৭ ॥
ভাদুড়ী-দোষে দনুজ থাকে যে চয়ড়া।
অর্ক হন ঢাক ঢোল, কেশব নকড়া ॥ ১৮ ॥

বারেন্দ্র-বংশাবলী, কৌঁড়কদীর
পদ্মলোচন সান্যাল-সংগৃহীত,
শশিশেখর লাহিড়ী-প্রদত্ত।

শাণ্ডিল্যে নন্দনাবাসী।

মৌন-বংশে নন্দনাবাসী কুল্লূক তিলক।
যাঁর বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে ভূলোক দ্যুলোক ॥ ১৯ ॥
সে বংশে আর না পাই আজি মহাজন।
তদীয় ভ্রাতার বংশে দেখি একজন ॥ ২০ ॥
দিবাকর যে নন্দনাবাসীর অগ্রগণ্য।
গুরুত্বে যে হয় লোকে স্বীয় যশে ধন্য ॥ ২১ ॥
তাঁহারো অধস্তনে বিদ্যার বিলোপ।
তাহা দেখি ধর্ম্মের যে হয় অতি কোপ ॥ ২২ ॥
দিবার অধস্তন সপ্তম কামদেব।
ভট্টাঘাতে দগ্ধ করে কামে মহাদেব ॥ ২৩ ॥

কামের পৌত্র উদয়ে বাহির-ভাব সৃষ্টি।
একালে যে এখানে নিরাবিলে শ্রীদৃষ্টি ॥ ২৪ ॥
তদবধি উদয় নন্দনাবাসী-রাজা।
হৃদয়, জীবন, হরি, আত্মতুল্য প্রজা ॥ ২৫ ॥
সকলের নাম-শেষে যুক্ত নারায়ণ।
হরিসুত ভট্ট রাজা কংসনারায়ণ ॥ ২৬ ॥
ভট্ট কংসনারায়ণ বারেন্দ্র-তিলক।
কাপ, কুলীন, শ্রোত্রিয়-মর্য্যাদা-রক্ষক ॥ ২৭ ॥
কংসনারায়ণ হন শ্রোত্রিয়-ভূপতি।
বিষয় বিভবে তাহিরপুরে বসতি ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী-কৃত বারেন্দ্র-বংশাবলী, কোঁড়কদীর পদ্মলোচন সান্যাল-সংগৃহীত, লোকনাথপুরের কুঠীর দেওয়ান নকড়ি সান্যাল-প্রদত্ত।

শাণ্ডিল্যে চম্পটী-গাঁই।

শাণ্ডিল্যে চম্পটী-গাঁই নন্দনা সমান।
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে ক্ষীণ, তবু পায় যে মান ॥ ২৯ ॥
স্বর্ণের কিঙ্কিণী শীহরি-সংস্থাপক।
পুত্র চলাচল দক্ষিণোত্তর-জ্ঞাপক ॥ ৩০ ॥

বারেন্দ্র-বংশাবলী।

বাৎস্য-গোত্রে সঞ্জামণি।

বাৎস্যগোত্রের আদি ধরাধর শর্ম্মা।
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে না ছিল কেহ তুল্যকর্ম্মা ॥ ১ ॥

পুত্র বেদ, পৌত্র সিধু, প্রপৌত্র দ্বিতয়।
বেদান্ত বারেন্দ্র, দামু রাঢ়ী-সংজ্ঞা পায় ॥ ২ ॥
বেদান্তের পুত্র পাঁচ, সবে মান্য গণ্য।
হরি, দিবো, জয়, শশী, আর লক্ষ্মী ধন্য ॥ ৩ ॥
সঙ্গামণির মূল সান্যালে হয় গণ্য।
পুণ্য-হেতু বল্লালীয় পায় যে কৌলীন্য ॥ ৪ ॥
লক্ষ্মীধর-অধস্তন সান্যাল শিকাই।
বারেন্দ্র-পরিবর্ত্তে সাধু ছিল একাই ॥ ৫ ॥
অধস্তনে আজো আছে বিদ্যার পরিচয়।
পুকুরের সান্যালে শ্রী দেখ নিঃসংশয় ॥ ৬ ॥
বাৎস্যে ভীমকালী ছিল গুণের আকর।
কীর্ত্তিতে পূর্ব্বপুরুষ তুল্য ধরাধর ॥ ৭ ॥
ভীমবংশ অবশেষে দোষের যে খনি।
চারি ভায়ের পাপের কি কব কাহিনী ॥ ৮ ॥
বাৎস্যে ভট্টশালী শ্রোত্রিয় প্রবল।
দানাদানে, কুলে, মানে আছে যে সবল ॥ ৯ ॥
এই বংশে সরস্বতী চির-দয়াবতী।
ময়ূর ভট্টের নামে বংশে ছিল খ্যাতি ॥ ১০ ॥
ময়ূর ভট্ট পূর্ব্ব কবি ময়ূর-সদৃশ।
আজো নাহি দেখি তার কিছু বিসদৃশ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী-কৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা, 'কাশীধাম-নিবাসী দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব সব-জজ্ গোবিন্দচন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

ভরদ্বাজ-গোত্র।

ভরদ্বাজে মহামতি গৌতম সুধন্য।
পুত্রে, যশে, ভোয়ে দেখি তাঁর আছে পুণ্য ॥ ১ ॥
গৌতমের অধস্তন ত্রয়োবিংশাপত্য।
মধু মৈত্রে কন্যা-দানে নৃসিংহই সত্য ॥ ২ ॥
নৃসিংহের প্রপৌত্র কুবেরাদ্বৈত-পিতা।
অদ্বৈত শিবাবতার, চৈতন্যের মিতা ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী কুলীনের সন্তান।
ভণিল বারেন্দ্র-দ্বিজ-বংশ-গুণ-গান ॥ ৪ ॥
তাহে দেন উপনাম রসের সাগর।
নবদ্বীপ-ভূপ, করি বহু সমাদর ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগর-কৃত
কুলপঞ্জিকা, কার্ত্তিকেয় রায়-প্রদত্ত।

আদি বা (আঢ্য) কাপ-পরিচয়।

উদয়ের আদি-পুত্র ছয়ে পিতৃ-শাপ।
ভূ, ভবানী, চণ্ডী, গৌরী, রুদ্র, শচী, কাপ ॥ ১ ॥
দ্বিতীয়-পক্ষ-পুত্র একাই পশুপতি।
পিতৃবরে কুলীন, ভাদুড়ী-কুলে স্থিতি ॥ ২ ॥
ধৌম্য বাগ্‌চী কহে, মধু কেন চিন্তান্বিত।
কুপুত্রে ত্যজি, ধর্ম্মে মন্ কর সমাহিত ॥ ৩ ॥
সচ্ছোত্রিয় স্পর্শমণি স্থিতিস্থাপক।
ত্রিপথগা-সুধা-সম চতুর্ব্বর্গ-ব্যাপক ॥ ৪ ॥
দৈব-বাণী লাহুলী-কন্যা ধন্যা জেনো পশ্চাৎ।
নৃসিংহ পণবিক্রয়ী যদা ছিল আপৎ ॥ ৫ ॥

নিষিদ্ধ বস্তু-বিক্রয়ী দ্বিজ হয় পাপী।
পর্ণ-বিক্রয়ে দোষ নাহি দেখি কদাপি ॥ ৬ ॥
দ্বিজে নিষিদ্ধ দুগ্ধাদি যে করে বিক্রয়।
রসদাতা তাহে গণ্য, পাপের সঞ্চয় ॥ ৭ ॥
আপতেও দাস্য ত্যজ্য, দ্বিজের পাতক।
আজি সে বিপ্রেও কেহ না করে আটক ॥ ৮ ॥
তারা সমাজে গণ্য মান্য, কুলে প্রধান।
লাড়ুলীর কন্যা লয়ে, তু হস্ অপমান ॥ ৯ ॥
আজি দেখি তোরে কে করে হেয়-জ্ঞান।
তোর ঔরসে লাড়ুলী-দৌহিত্র ভাগ্যবান্ ॥ ১০ ॥
আনাই, অর্জ্জুন, আজি হলো যে নিষ্কুল।
লাড়ুলী-ভাগ্যে শেষ-পক্ষে হবে মহাকুল ॥ ১১ ॥
নৃসিংহ-দৌহিত্র পাঁচ, কুলীন-প্রধান।
রক্ষ, আন্দ, নন্দ, গদ, আর ত মাধান ॥ ১২ ॥
মৈত্র-কুলে পাঁচ সভা, রক্ষ মধ্যগ্রাম।
আন্দের গুড় নই, নন্দা গাঙিল ধাম ॥ ১৩ ॥
গদ-স্থিতি বাক্যশরে, মাধু মাটিকোপ।
অন্যে না পায় কৌলীন্য যাহে পিতৃ-কোপ ॥ ১৪ ॥
রসসাগর কহে, জেনো পিতা ঈশ্বর।
পিতৃ-কোপে দ্বিজেরো ম্লেচ্ছত্ব, সে পামর ॥ ১৫ ॥

রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাড়ুড়ী-কৃত বারেন্দ্র-
বংশাবলী, শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীরাম ন্যায়-
বাগীশ-সংগৃহীত, হরলাল মৈত্র-প্রদত্ত।

গ্রহাচার্য্য বা দৈবজ্ঞ।

দৈবজ্ঞ, ভাট, মহান্ত, আর যে জুগী।
চারি জাতি অপভ্রংশ, পঞ্চমে বৈরাগী ॥ ১ ॥
দৈবজ্ঞের কথা শুন, কি বা পরিপাটী।
বলে পিতা চর্ম্মকার, মাতা ব্রহ্ম-নটী ॥ ২ ॥
সহোদরের বৃত্তি বাদ্যের বাদন।
নিজ-বৃত্তি জ্যোতির্ব্বিদ্যা গ্রহাদি গণন ॥ ৩ ॥
পাইয়া সদ্বৃত্তি, লয় দ্বিজের লক্ষণ।
ফলিত সিদ্ধান্তে গণে মুনির মতন ॥ ৪ ॥
তিথ্যাদি শুনায় বিপ্রে, সূর্য্যে অভিবাদি।
ব্রাহ্মণ ইথে নহে কভু যে প্রতিবাদী ॥ ৫ ॥
শান্তি-স্বস্ত্যয়নে পায় গ্রহ-পূজা-দ্রব্য।
মুচি-সুত-অপবাদ অকথ্য, অশ্রাব্য ॥ ৬ ॥
না হয় অনুমান অস্পৃশ্য ও অধম।
বরং দেখি ব্রহ্ম-বিদ্যা উচ্চারে ওঁম ॥ ৭ ॥
প্রণব-উচ্চারে যার আছে অধিকার।
না জানি কিসে হয় যে ব্রাহ্মণ্যে অনধিকার ॥ ৮ ॥
দ্বিজত্ব না থাকিলে, কি সে হয় গণক।
উপবীত ধরে হয় দ্বিজ-মাণবক ॥ ৯ ॥
ষড়ঙ্গ বেদ, জ্যোতিষ তার একখান। *
সে জ্যোতিস্তত্ত্বে কেমনে হয় জ্ঞানবান্ ॥ ১০ ॥

---

* ষড়ঙ্গ-বেদানাম্—শব্দশাস্ত্রং মুখং, জ্যোতিষং চক্ষুষী,
শ্রোত্রমুক্তং নিরুক্তঞ্চ, ছন্দঃ করৌ।
যা তু শিক্ষাস্ত বেদস্য সা নাসিকা,
পাদপদ্মদ্বয়ং ছন্দ. আদ্যৈর্বুধৈঃ ॥

অতএব শুন তার নীচত্ব-কারণ।
মনঃপ্রিয় গণনায় লোকের রঞ্জন ॥ ১১ ॥
তাহে সত্য ছেড়ে হয় মিথ্যার রচন।
নাক্ষত্রী দৈবজ্ঞ জনে অবাচ্য-কথন ॥ ১২ ॥
নক্ষত্র-সূচক হয়, শঠ, প্রবঞ্চক।
নিজ নিত্য-কর্ম্ম-ত্যাগী, সর্ব্বত্র যাচক ॥ ১৩ ॥
শাঠ্য প্রবঞ্চনাদি মন্দ-ক্রিয়া যতেক।
তাহে দ্বিজে দোষ জন্মে একেতে শতেক ॥ ১৪
লুব্ধ-নীচপ্রকৃতি দ্বিজে দোষ অপার।
নীচজন্মা দ্বিজ কভু পায় সদাচার? ॥ ১৫ ॥
নারী মূর্খ ভুলাইতে নক্ষত্র দেখায়।
মিথ্যুক, বঞ্চক, শঠ, ব্রাহ্মণ্য না পায় ॥ ১৬ ॥

বেদচক্ষুঃ কিলেদং স্মৃতং জ্যোতিষং দ্বিজাতেস্তু তথোক্তস্কন্ধাদিত্রয়-বেত্তৃরূপগণকস্য প্রশংস্যত্বাৎ।

সিদ্ধান্তসংহিতা হোরারূপস্কন্ধত্রয়াত্মকম্।
বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুর্জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষম্ ॥
বিনৈতদখিলং শ্রৌতং স্মার্ত্তকর্ম্ম ন সিধ্যতি।
তস্মাজ্জগদ্ধিতায়েদং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
অতএব দ্বিজৈরেতদধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ ॥
ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দৈববিদ্ দ্বিজঃ ॥

বাচস্পত্য অভিধান,
গ্রহাচার্য্য শব্দ দেখ।

সত্য, সারল্য, ক্ষমা, ব্রাহ্মণ-লক্ষণ।
নির্লোভ হয় বিপ্র, এ লুব্ধ সর্ব্বক্ষণ॥ ১৭॥
পঞ্চানন মুলো কয়, সত্ত্ব-গুণে দ্বিজ।
তমো-গুণে শূদ্রবৎ, না ভাব অন্ত্যজ॥ ১৮॥

নাটোর রাজ্যের অধীশ্বর আনন্দ-
নাথ রায়ের ডাক্তার ও সভাসদ্
চন্দ্রকুমার (রায়) মৈত্র-প্রদত্ত।

বৈষ্ণব।

বৈষ্ণব বৈষ্ণবী জেনো জুগীমত ধারা।
কেহ নেড়া, কেহ নেড়ী, ধরা দেখে সরা॥ ১॥
কিন্তু তারা কভু গোত্র প্রবর না চায়।
অযোগ্য হলে যোগ্য করি যে ভেক লয়॥ ২॥
বিষ্ণু সেবী ত্রিতয়, গিরি, পুরী, ভারতী।
নিমাত রামাত আদি, মাধু, আরো কতি॥ ৩॥
এরা সংসার-ত্যাগী কৌমার-ব্রত-ধারী।
যোগাভ্যাসে রত, যেন ঠিক্ ব্রহ্মচারী॥ ৪॥
বৈষ্ণবের সব জাতি সমান-প্রমাণ।
সম্প্রদায়-ভেদে কিছু উচু-নীচু-ভান॥ ৫॥
চৈতন্য-সম্প্রদায়ে প্রায়শঃ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।
তিনি পুরুষোত্তম, নদীয়া জন্মস্থান॥ ৬॥
তায় নদীয়ার ধামে স্বর্গতুল্য মানে।
লুপ্ত তীর্থ গুপ্ত বলি বৃন্দাবনে জানে॥ ৭॥

শ্রীচৈতন্য স্বয়ং বিষ্ণু, শান্তির অবতার*।
নেড়া তাঁর শুদ্ধ মত করে ছারখার ॥ ৮ ॥

পঞ্চানন মুলো কয়, শাক্ত, বৈষ্ণব, জাত নয়,
ধর্ম্ম-তত্ত্বে পৃথক্ পন্থাচয়।
শিব, শক্তি, বিষ্ণু, ভিন্ন জ্ঞানে পূজা হয় ছিন্ন,
সর্ব্ব দেব এক, ভিন্ন নয় ॥ ৯ ॥

নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

জুগী বা যোগী।

যোগ-ভ্রষ্ট ব্যক্তি যদি যোগী নাম ধরে।
মৃৎ, শিলা, কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিংহ, অজগরে ॥ ১ ॥
লোকে ডরাত ভয়ে কম্পিত-অন্তরে।
ডরান দূরে থাকুক, হাসে নিরন্তরে ॥ ২ ॥

চৌদ্দ শত সাত শক, মাসের ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হল শুভক্ষণ ॥
সিংহ রাশি, সিংহ লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্ট বর্গ, সর্ব্ব শুভক্ষণ ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর আর কিবা প্রয়োজন ? ॥
এত বলি রাহু চন্দ্রে করিল যে গ্রাস।

চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৩ পরিচ্ছেদ।

যোগভ্রষ্ট যোগীর নাম যে বান্তাশী।
মলবৎ ত্যক্ত বস্তুর কে হয় প্রত্যাশী॥ ৩॥
সংসার বিষ্ঠা-সম জ্ঞানেতে যে ত্যজে।
পুনঃ যে অমৃত ভেবে সুখে তাতে মজে॥ ৪॥
সে যে স্বর্গ হতে হঠে নরকেতে পড়ে।
উচ্চ হতে নীচে পড়্‌লে দুনো ব্যথা বাড়ে॥ ৫॥
সংসারত্যাগী হয় সদা সর্ব্বভক্ষক।
তাহে উচ্চ নীচ জাতি না থাকে লক্ষক॥ ৬॥
তার কাছে সুখ দুঃখ সম হয় জ্ঞান।
পুনঃ সংসারে আসে কি, সে হয়ে অজ্ঞান॥ ৭॥
তত্ত্বজ্ঞান ত্যজি জুগী ইন্দ্রিয়-নিরত।
অশেষ পাতকে পাপী, মনে অসংযত॥ ৮॥
এই হেতু পুত্র-কন্যা করে নীচ-বৃত্তি।
ডোম চণ্ডালমত তাদের যে কুকীর্ত্তি॥ ৯॥
কু আচার ব্যবহার পূর্ব্বাপর দেখে।
জাতিভ্রষ্টে ম্লেচ্ছ বলে শাস্ত্রেতে যে লেখে॥ ১১॥
নামে মাত্র যোগী সে যে, কাজেতে ভৈরব।
ভৈরবী নামে যোগিনী, কপাল-বৈভব *॥ ১১॥

---

* 'কপাল/বৈভব'-শব্দে মুর্দ্দাফরাশ। সুতরাং এই মতে যুঙ্গী হইতে জুগীর উৎপত্তি। যুঙ্গী (পুং) স তু বর্ণসঙ্কর-জাতি-বিশেষঃ। স তু গঙ্গাপুত্র-কন্যায়াং বেশধারিণো জাতঃ। যথা—

গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ।
বভূব বেশধারী চ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডম্। জুগী ইতি ভাষা। শব্দকল্পদ্রুমধৃত বচন।

নানা নীচ জাতি মিশে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী।
কুণ্ড গোলকে তেমন ভৈরব ভৈরবী ॥ ১২ ॥
যোগী-পুত্র শিব-গোত্র, শিবের বচন।
কাশ্যপে কন্যাগণ, ভৈরব-লিখন ॥ ১৩ ॥
সগোত্রে বিভা বাদ, দ্বিজে এই বিচার।
অন্ত্যজ জাতিভ্রষ্টে না দেখি সদাচার ॥ ১৪ ॥
জাতিভ্রষ্ট গর্ভস্রাব, গোত্র কোথা পায়।
একটা গোত্র নিয়ে সে জাত ধর্ত্তে চায় ॥ ১৫ ॥
শিব-বীর্য্যে কোঁচের যেমন শিব-গোত্র।
অধম চণ্ডাল ভিন্ন দ্বিজ বলে কুত্র ॥ ১৬ ॥
তাই কেহ জুগীর দ্বিজত্ব নাহি গণে।
কণ্‌ফট্ ওড়ংঘট্ট কানিপাদি জনে ॥ ১৭ ॥
আগম পুরাণ তন্ত্রে সন্ধান না পায়।
অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জুগী চতুর্থকে যায় ॥ ১৮ ॥
ভ্রষ্টের কি বল্‌বো কথা, বংশের উল্লেখ বৃথা,
এক-গোত্র শ্বশুর জামায়।
শ্বশ্রূ বধূর প্রবর, দুয়ে, এক গোত্র ধর,
সদা অন্ত্যজে এ প্রথা ধায় ॥ ১৯ ॥

জুগীদিগের নিজের প্রচারিত বল্লালচরিতে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে জানা যায় যে, জুগীরা যুগী হইতে পৃথক্ জাতি ; যে হেতু আশ্রমী যোগী-দিগের যে দশবিধ সংস্কার প্রচলিত আছে, তাহা বেদ-বিহিত ; যুগীদিগের ঐরূপ সংস্কার নাই। বৈদিক দশ সংস্কার এই—(১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকরণ, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়া-করণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমাবর্ত্তন ও (১০) বিবাহ। সুতরাং গুণো পঞ্চা-ননের লিখিত জুগীর সহিত দশবিধ-সংস্কার-সম্পন্ন যোগীর বিভিন্নতা আছে।

পঞ্চানন স্থলো বলে, ম্লেচ্ছ, দ্বিজ হবে কালে,
কলির সন্ধিমাত্র এখন।
মদ্য স্থদ্য সেব্য বটে, বারনারী চিত্তপটে,
গুরু ত্যাজ্য, যবন-পূজন ॥ ২০ ॥

বৰ্দ্ধমানাধীশ্বরের সভাসদ্ পদ্মলোচন নবরত্ন-সংগৃহীত, নবদ্বীপাধিপতির গুরুদেব লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার-প্রদত্ত।

জুগীদিগের অনুকূল বিষয় যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত পদ্মচন্দ্র নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বল্লালচরিতের বাঙ্গালা অনুবাদে ও মন্তব্যে যোগি-সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা দেখিতে পারেন। নিম্নে উহা অবিকল উদ্ধৃত হইল (৩২ পৃষ্ঠ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত)।

যোগিগণ সকলেই রুদ্র হইতে জন্মিয়াছেন; তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ লিখিত হইতেছে।—কণ্ফট্, অওঘড়্, মচ্ছেন্দ্র, শারঙ্গীহার, কানিপা, ডুরীহার, অঘোরপন্থী, সংযোগী * ও ভর্ত্তৃহরি

* ইহাঁদিগকে আশ্রমী যোগী কহে। নেপাল, দেরাদুন, বহর, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে ইহাঁরা অধিকাংশ বাস করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশ ব্যতীত উক্ত অন্যেক স্থানের যোগীরা পুর্ব্বপুরুষানুক্রমে যজ্ঞসূত্র, যোগপট্ট ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ, গৈরিক বস্ত্র পরিধান ও ললাটে রক্তচন্দন লেপন করিয়া থাকেন এবং গুরুর ন্যায় সর্ব্বস্থানে পুজনীয় হইয়া আসিতেছেন। কেবল বঙ্গদেশীয় যোগীরা বল্লালের অন্যায় শাসনে অগত্যা যজ্ঞসূত্রাদি ত্যাগ করিয়া আচার ব্যবহারে নীচজাতির ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন (পুনরায় ইহাঁরা ক্রমশঃ যজ্ঞসূত্রাদি গ্রহণ করিতেছেন, ইহার বিশেষ বিবরণ বল্লালচরিতের

—যোগি-জাতির এই সকল সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছেন। রুদ্রদিগের অনেকগুলি পুত্র ও অনুচর ছিলেন, (তাঁহারা সকলেই) শিবগোত্রীয়, * তাঁহাদিগের বিষয় পুরাণে যথাক্রমে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহান্ রুদ্রের ঔরসে সূর্য্যবতীর গর্ভে বিন্দুনাথ + জন্মগ্রহণ করিয়া-

ভূমিকার টীকায় দ্রষ্টব্য); কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও ইহাঁরা পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণবৎ দশরাত্রাশৌচ, অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার, পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধে অন্নের পিণ্ড, সামবেদোক্ত কার্য্যানুষ্ঠান, স্বয়ং চণ্ডীপাঠ, শিবপূজা এবং শালগ্রাম-শিলা স্পর্শপূর্ব্বক তাঁহার পূজা ও দেবদেবীকে অন্নের ভোগাদি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে ইহাঁরা রাজসংসারে চাকরি, চিকিৎসা ও ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

* যোগিমাত্রেরই 'শিব' গোত্র অথবা 'অনাদি' গোত্র এবং যোগিনী অর্থাৎ যোগীদিগের স্ত্রীমাত্রেরই 'কাশ্যপ' গোত্র। শিব অথবা অনাদি গোত্রে প্রবর ৫টী—শিব, শম্ভু, সরজ, ভূধর, আপ্লবৎ; কাশ্যপগোত্রে প্রবর ৩টী—কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।

\+ ইহাঁর দেহ ত্যাগ করিবার পর তাঁহার পুত্র আয়িনাথ (মতান্তরে আদিনাথ) পিতামহ ও মাতামহকে দেহ-সংস্কারের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে মহাযোগী মহারুদ্র বলিলেন, যোগি-দেহের সমাজ দিতে হইবে; কিন্তু মহামুনি কশ্যপ বলিলেন, তাহা নহে, বিন্দুনাথ সংসার-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার দেহ অগ্নি-সংস্কারে সংস্কৃত হইবে। তখন আয়িনাথ তাঁহার মাতা কৃষ্ণার অনুমতি লইয়া দেবর্ষি নারদকে আনাইয়া এই সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত করান; তাহাতে তিনি, মহারুদ্র ও কশ্যপ উভয়ের মান রাখিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন, যে, মৃতদেহ প্রথমে মন্ত্রপূত করিয়া মুখাগ্নি করিবে, তাহার পর তাহার সমাজ হইবে। তদবধি নারদ গোস্বামীর ব্যবস্থাই যোগীদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

ছিলেন; * তাঁহাদিগের (মহান্ ও সূর্য্যবতীর) এবং সেই যোগনাথ (বিন্দুনাথ) হইতে নাথবংশ বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে †। মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যোগসিদ্ধ পুরুষেরা সর্ব্বত্র সকলের পরিচিত; নাথবংশীয় সকল পুরুষেরই নামের শেষে 'নাথ' শব্দ দিয়া তাঁহাদিগের নাম বলা যায়।

পূর্ব্বে গঙ্গার গর্ভে, তদভাবে শ্মশানে ও শিবালয়ের মধ্যে সমাজ দেওয়া হইত; এক্ষণে ইংরাজের রাজ্যে গঙ্গার গর্ভে সমাজ দেওয়া রহিত হওয়ায় অধিকাংশ স্থলেই কশ্যপ মুনির ব্যবস্থাই চলিতেছে, অর্থাৎ মন্ত্রপূত করিয়া, মুখাগ্নির পর দেহ ভস্ম করা হয়।

* চন্দ্রাদিত্যপরমাগমের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, সূর্য্যবংশীয় সুধন্ব রাজার কন্যা সূর্য্যবতী মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার, এবং তদীয় ঔরসে পুত্রলাভ করিবার জন্য তপস্যা করেন। তাহাতে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তদীয় সমীপবর্ত্তিনী নর্ম্মদা নদীর তটে একটী পদ্মপত্রোপরি বিন্দু-পরিমাণ নিজ-শক্তি স্থাপন করেন। দৈবাৎ সূর্য্যবতীর পিপাসা হওয়াতে তিনি ঐ পদ্মপত্রপুটে নদীর জল পান করেন। তাহাতেই গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে একটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারই নাম যোগনাথ। মহাদেবের শক্তিবিন্দু হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তিনি বিন্দুনাথ বলিয়াও বিখ্যাত হন। স্বয়ং মহাদেব, আচার্য্য ও গুরু হইয়া তাঁহাকে উপনয়নাদি সংস্কার প্রদানপূর্ব্বক নিগম, আগম ও যোগ প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষা প্রদান করেন; তদ্দ্বারা ইনি সিদ্ধ হন।

† উপরিলিখিত বিন্দুনাথ কশ্যপ ঋষির সুরতি-(আগম-সংহিতার মতে কৃষ্ণা)-নাম্নী দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া তদীয় গর্ভে আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ, সচেতননাথ, কপিলনাথ, নানকনাথ, গিরিনাথ, পুরীনাথ, ভারতীনাথ, শৈলনাথ, নাগনাথ, সরস্বতীনাথ, রামানন্দিনাথ, শ্যামানন্দিনাথ, সুকুমারনাথ ও অচ্যুতনাথ—এই ১৬ পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাঁদের

(যোগী) আদিনাথ, * মৎস্যেন্দ্রনাথ, † সারদানন্দ, ভৈরব, ‡ চৌরঙ্গী,§ মীননাথ, গোরক্ষনাথ,¶ বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থান-ভৈরব, সিদ্ধবোধ,‖ কন্থড়ী, কোরগুক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কণেরি, ** পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালী, †† বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডীশ্বর, ময়, ‡‡ অক্ষয়, §§ প্রভুদেব, ঘোড়া-

---

মধ্যে প্রথম ৬ জন গৃহবাসী ও শেষোক্ত ১০ জন সন্ন্যাসী হন। ইহাঁরাই নাথবংশীয়দিগের আদিপুরুষ। যোগনাথের (বিন্দুনাথের) ঔরস-জাত বলিয়া ইহাঁদিগের 'যোগী' নাম হয়। ইহাঁরা ব্রাহ্মণদিগকে ভ্রষ্টাচার দেখিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

* আদিনাথ স্বয়ং মহাদেব। ইহাঁ হইতেই নাথবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। বিন্দুনাথের এক পুত্রের নামও আদিনাথ (মতান্তরে আগ্নিনাথ)।

† মৎস্যেন্দ্রনাথ আদিনাথের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে মৎস্যরূপী ছিলেন, আদিনাথ-কর্ত্তৃক পার্ব্বতীর নিকট বর্ণিত যোগোপদেশ শুনিয়া স্থিরভাবে থাকাতে আদিনাথ তাঁহাকে জল দ্বারা প্রোক্ষিত করেন। তাহাতেই তিনি দিব্যকায় লাভ করেন এবং সিদ্ধ হন।

‡ গ্রন্থান্তরে শাবর ও আনন্দভৈরব এইরূপ পাঠভেদ ও পদচ্ছেদ দেখা যায়।

§ চৌরঙ্গী প্রথমে হস্তপাদহীন ছিলেন, পরে মৎস্যেন্দ্রনাথের কৃপায় হস্ত ও পদ প্রাপ্ত এবং সিদ্ধ হন।

¶ গুরু গোরক্ষনাথ আদিনাথের পৌত্র এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র বলিয়া খ্যাত। কিন্তু বস্তুতঃ শিষ্য বলিয়াই বোধ হয়। ইনি হঠযোগ-বিষয়ে চারিটী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

‖ মতান্তরে সিদ্ধি ও বুদ্ধ নামে দুইজন সিদ্ধ পুরুষ।

** মতান্তরে কানেরী। †† মতান্তরে কপালী।

‡‡ কেহ কেহ ময়-নামক কোন সিদ্ধপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। §§ মতান্তরে অল্লাস।

চূণী, * টিণ্টিনী, ভল্লট, † নাগবোধ, ‡ খণ্ড, কাপালিক—এই সকল ব্যক্তি হঠযোগ § বলে বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ হইয়া যমদণ্ড খণ্ডনপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকেন।

কায়স্থের জাতি-বিচার।

কায়স্থ সচ্ছূদ্র, পাক-যজ্ঞ-অধিকারী।
শূদ্র বলিলে গালি, নয় অসদাচারী ॥ ১ ॥
স্মৃতির শাসন, বিচারে ত্যজ্য শূদ্র।
সে যে ধর্ম্মাসনে বসে লেখে হয়ে ভদ্র ॥ ২ ॥
কায়স্থ হ'ত যদি শূদ্র, পুরাণ তন্ত্রে।
অকৃতার্থ হ'ত, জ্যোতিষাদি ও মন্ত্রে ॥ ৩ ॥
মসীশ কায়স্থ-নাম, আর লিপিকর।
লিখনে নিপুণ চিত্রসেন-বংশধর ॥ ৪ ॥
জাতি-সাধারণ-বিদ্যা লিখন পঠন।
আগম, পুরাণ, তন্ত্রে দেখিবে বচন ॥ ৫ ॥
শূদ্রের পৌত্র বটে, নহে যে শোককারী।
কায়স্থ নাম মাত্র, দ্বিজ-শুশ্রূষাকারী ॥ ৬ ॥
কায়স্থের তিন পুত্র, জানে সর্ব্বজন।
বিচিত্র, চিত্রগুপ্ত, আর যে চিত্রসেন ॥ ৭ ॥

* মতান্তরে ঘোড়াচোলী। † মতান্তরে ভালুকী। ‡ মতান্তরে নারদেব।

§ প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ, করাকে হঠযোগ বলে। হঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার প্রক্রিয়া সকল সবিস্তর লিখিত আছে।

ব্রহ্মার আদেশে হয় ত্রিলোকে লেখক।
চিত্রগুপ্ত স্বর্গস্থিত, ধর্ম্মে প্রবর্ত্তক ॥ ৮ ॥
বিচিত্র পাতালবাসী, তথা বিচারক।
চিত্রসেন ইহ লোকে লিপি-নিয়ামক ॥ ৯ ॥
ইহা কি শূদ্রের কার্য্য, দেখ শূদ্র-জাতি।
নবগুণে কৌলীন্য, তাতেও পায় ভাতি ॥ ১০ ॥
আরো কত ছিল শূদ্র, বিনয়-ভূষিত।
কেন তারা নৃপ-কাছে না হল পূজিত ॥ ১১ ॥
আসনে বসিলে যার কটি কর্ণ নাশে।
সে শূদ্র-সাধ্য কি ব্রহ্ম-পাক-যজ্ঞ-আশে ? ॥ ১২
ব্রাহ্মণে করিত বিভা, চারি জাতি মেয়ে।
শূদ্রা-গর্ভে জাত শূদ্র, দেখ শাস্ত্র লয়ে ॥ ১৩ ॥
তেমনি ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-ঔরসেতে জাত।
ক্ষেত্রের প্রাধান্য হেতু শূদ্রজাতি খ্যাত ॥ ১৪ ॥
পৃথ্বীর নিঃক্ষত্রিয়া-কালাবধি কায়স্থ।
অনুপনীত ব্রাত্য সে শূদ্র অপদস্থ ॥ ১৫ ॥
ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-আচারে হয়ে প্রতিষিদ্ধ।
মহাসঙ্কটে ভার্গব-হাতে পরিরুদ্ধ ॥ ১৬ ॥
চন্দ্রকেতুর পুত্র, ক্ষত্রিয় হতে চ্যুত।
দাল্ভ্য মুনি ও ভার্গব-রাম-আজ্ঞা-মত ॥ ১৭ ॥
ব্রাত্যের ক্রিয়ার লোপ, মাসের অশৌচ।
বেদ যজ্ঞে হীন, না করে পূর্ব্বমত শৌচ ॥ ১৮ ॥
শিষ্টজন-প্রকৃতি নিষিদ্ধে নিবারণ।
মাসাশৌচ, না করে পূর্ব্বের আচরণ ॥ ১৯ ॥

কত অন্ত্যজ লয় অশৌচ দশ রাতি।
তায় কি তারা কায়স্থ-মত পায় ভাতি ?॥ ২০ ॥
দশ-রাত্রের শুদ্ধি শ্বপচ-চণ্ডালাদি।
আর্য্যা, শূদ্র মাতা, পিতা—ইহা সর্ব্ববাদী॥ ২১ ॥
বিলোমে অনার্য্যভাব, অনুলোমে আর্য্য।
সৎশূদ্র অনুলোমজ, সে না করে অকার্য্য॥ ২২ ॥
হাত ঘুরায়ে নুলো কয়, কলিতে ব্রাত্য।
ক্ষত্র-বীর্য্যে শূদ্রা-গর্ভে শূদ্রই ত সত্য॥ ২৩ ॥
হরি মিশ্র, এড়ু মিশ্র, আর ধ্রুবানন্দ।
জাতি-বিচার করি হয়েছিল সানন্দ॥ ২৪ ॥
তাই তাঁরা লিখেছেন, কায়স্থ সচ্ছূদ্র।
শূদ্রজাতি হলেও ব্যবহারে সুভদ্র॥ ২৫ ॥
কোথাও ক্ষেত্র, কোথাও বীজের প্রাধান্য।
শূদ্রার গর্ভজে ক্ষেত্র, বীজ অমান্য॥ ২৬ ॥
দেখ শাস্ত্র, ব্রহ্ম-বীর্য্যে শূদ্রা গর্ভ-জাত।
শূদ্র বলে সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব দেশে খ্যাত॥ ২৭ ॥
শূদ্র হলে ব্রাহ্মণ-পাদ-পদ্ম-সেবক।
স্বয়ং বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ পাদ-ধৌত-কারক॥ ২৮ ॥
ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা যাঁর পাদোদ্ভবা।
সে উপেন্দ্র দ্বিজভক্ত, করে পদ-সেবা॥ ২৯ ॥
দৈত্য, দানব, অসুর, দেব, নাগ, যক্ষ।
সকলি ব্রাহ্মণ-সুত, আরো দেখ রক্ষ॥ ৩০ ॥
অশান্ত প্রায়, অসুর-নামে পরিচিত।
গুণে আদিত্যগণ, দেবত্বে যে স্থাপিত॥ ৩১ ॥

দৈত্যকুল নিন্দ্য বটে, প্রহ্লাদ ভাগবত।
কারণ কেবল ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত ॥ ৩২ ॥
বিনয়াদি সদ্‌গুণে ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ্য।
অবিনয়ে সগর-যজাতিজ জঘন্য ॥ ৩৩ ॥
তাদের মধ্যে কেহ ঝল্ল, মল্ল, কিরাত।
চীন, হূন, শক, ম্লেচ্ছ, যবনাদি-জাত ॥ ৩৪ ॥
এরা পিতৃ-পরিচয়ে বলায় ক্ষত্রিয়।
দেব, দৈত্য, দানব, অসুর-বৈমাত্রেয় ॥ ৩৫ ॥
ঝল্ল, মল্ল, খস, শক, যবন, পারদ।
চীন, হূন, ভিল্ল, ম্লেচ্ছ, শবর, দরদ ॥ ৩৬ ॥
আর পুলিন্দ-আদি অন্ত্যজ যে জাতি।
সবাই বলে আমরা সগরের নাতি ॥ ৩৭ ॥
অথবা আমাদের পূর্ব্ব-পিতা যজাতি।
শূদ্রাচার-ব্যবহার, তবু ক্ষত্র-জাতি ॥ ৩৮ ॥
হাত ঘুঁরাইয়ে মুলো, কয় কথা সত্য।
যুগ যুগান্ত-কাল, হয়ে আছ ব্রাত্য ॥ ৩৯ ॥
শাস্ত্র দেখ, হতে পাবে নাহি আজি ক্ষত্র।
যে যা হয়ে আছ, পেয়ে, তুষ্ট থাক তত্র ॥ ৪০
তপ ও বীজ-প্রভাবে জাতির উৎকর্ষ।
জাতি ধর্ম্ম-নাশে হয় তার অপকর্ষ ॥ ৪১ ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দ্বিজ, ক্রমে হত শ্রোচ্চ।
আজি বিপ্রও হয় নীচ, না হয় উচ্চ ॥ ৪২ ॥
দ্বিজ-শুশ্রূষণ-পর শূদ্রের শূদ্রত্ব।
নষ্ট হয়, সদ্য তায় পায় সে মহত্ত্ব ॥ ৪৩

আর্য্য-সংস্রবে শূদ্রার গর্ভজ সন্তান।
আর্য্যভাব ধরে, সপ্ত জন্মে জ্ঞানবান্॥ ৪৪ ॥
জন্ম-স্থানের উচ্চ নীচ দেখে না কর।
নিজ নীচ উচ্চ কর্ম্ম দুষ্কর সুকর॥ ৪৫ ॥
প্রভাব থাকিলে লোক সদা হয় বড়।
তৈজস দহন-কার্য্যে লোকে দেখ দৃঢ়॥ ৪৬ ॥
অগস্ত্য কুম্ভসম্ভব, সাগর-শোষক।
দ্রোণ দ্রোণীজ, ধনুকে জগতে ব্যাপক॥ ৪৭ ॥
কাদ্রবেয়, কাশ্যপ সর্পজাতি, হিংসক।
দেবগণ-বৈমাত্রেয়, ত্রিলোক-পালক॥ ৪৮ ॥

স্কন্দপুরাণের রেণুকা-মাহাত্ম্য দেখ। বিদ্বৎকুলতিলক ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এল্. এল্. ডি.-সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

কৌলীন্য-দোষ-সমীকরণ।

হড়-কন্যা বন্ধ্যা বাণ, গুড় সুতা মুখো পান,
চট্ট বাণে অন্যপূর্ব্বা-দান।
তিনে তিন গৌড়ী, পৈষ্টী, আর মাধ্বী ধরে কুষ্টী,
হড় গুড়ে সুরার বাথান॥ ১ ॥
ব্রাহ্মণ্য-নাশ-কারণ, ম্লেচ্ছ যবন পরিজন,
কভু এ কথা না হয় সত্য।
নিন্দা, খলের খলতা, শত্রুরো আছে এ প্রথা,
জাতি পদার্থ নহে অনিত্য॥ ২ ॥

পরের দোষের কথা, করে যে পর্ব্বতপানা,
নিজ-তাল তিল, সিন্ধু বিন্দু।
নিন্দক-রসনা যত্র, কুৎসার গরল তত্র,
ক্রমে বৃদ্ধি যথা হয় ইন্দু॥ ৩॥
আর এক কথা শুন, সিন্ন দুগ্ধ ধান্য পুনঃ,
পাকে শুদ্ধ বলে যেই জন।
সে হয় আচার-ভ্রষ্ট, ম্লেচ্ছ তুল্য ধর্ম্ম নষ্ট,
যবনের দাসত্বে যবন॥ ৪॥
যেই করে দাস্য-বৃত্তি, বা আচারে শূদ্র-বৃত্তি,
সে তদ্ভাবাপন্নে পরিচয়।
তাই কোন বিপ্রকুলে, যবনাদি ব্যঙ্গ চ্ছলে,
দোষ লেখে কত অনিশ্চয়॥ ৫॥
যারা ছিল শুদ্ধসত্ব, না ছিল পর-আয়ত্ত,
কহে প্রভু-অন্ন-দাস-পেটে।
রূপা সোনা দবির্খাস, বিপ্রই ছিল নির্যাস,
দাসত্ব-হেতু যবন রটে॥ ৬॥
শাস্ত্র দেখে মুলো কয়, কদাচারে ম্লেচ্ছ হয়,
ধৌত বস্ত্রে যেন মসী-বিন্দু।
সাধুর চরিত্র-পটে, অণুরো মহত্ব ঘটে,
তিলে তাল, ভালে গিরি, সিন্ধু॥ ৭॥
মহতের দোষ কথা, ক্ষণে ব্যাপ্ত যথা তথা,
জলে তৈল বিন্দু সিন্ধু গ্রাসে।
ব্রহ্ম-নিষ্ঠ বিপ্র যত, ব্রহ্মাগ্নিতে প্রজ্বলিত,
দোষ ইন্ধন তুলবন্নাশে॥ ৮॥

পরগৃহ-পরিভ্রমে, সবিতারো মান কমে,
তুলোত্তীর্ণেও বিছে দংশায়।
ধনু মকরাতিক্রমে, কুম্ভামৃত-সমাগমে,
মানী মধু মাধব-পূজায় ॥ ৯ ॥
রত্নাকর, শক্র, সোম, অগ্নি, রুদ্র, কৃষ্ণ, যম,
বশিষ্ঠ আর পাণ্ডু-তনয়।
ব্যাসাদি ত্রিলোকবাসী, এক এক জন গুণরাশি,
তবু দোষী বলে বিনির্ণয় ॥ ১০ ॥ *
গরুড় ক্ষুধার জ্বালায়, নিষাদীর জারে খায়,
গলা জ্বলে ব্রহ্মহত্যা-পাপে।
ব্রহ্ম-অগ্নি-হলাহল, পিতৃ আজ্ঞা সুপ্রবল,
ম্লেচ্ছী বিপ্রে উগরে ব্রহ্মশাপে ॥ ১১ ॥
পঞ্চানন মুলো কয়, তাই দেবী মহাশয়,
দোষে গুণে করে পরিচয়।
কত দুধে কত জল, বর্ণ † রাখি হয় তল,
কতি গুণে কতি দোষ সয় ॥ ১২ ॥
মুলো পঞ্চানন-কৃত গোষ্ঠীকথা।

* ৫১৩ পৃষ্ঠে "খ্যাতঃ শক্রো ভগাঙ্গ" ইত্যাদি শ্লোক দেখ।

† বর্ণ—জাতি ও রঙ্।

বঙ্গজ কায়স্থের গুহ-বংশের পরিচয়।

বিরাট্ দাশরথি শ্রীহর্ষের কিঙ্কর।
সুত নারায়ণ, দশরথ-পৌত্রবর ॥ ১ ॥
প্রপৌত্র ভরত, বৃদ্ধ ত নীলাম্বর।
সাঞি অতিবৃদ্ধ, তপন ভাগু সোদর ॥ ২ ॥
তপন-পুত্র শঙ্কর, অংশুমান্ পৌত্র।
গজপতি প্রপৌত্র, বৃদ্ধ যে ছকুমাত্র ॥ ৩ ॥
প্রবৃদ্ধ যে রাম, তার ভব, গুণ, শিব।
পিতার নামে চন্দ্র, পুত্রে আনন্দ দিব ॥ ৪ ॥
ভব-পুত্র বিক্রম, গুণ-সুত বসন্ত।
বিক্রমে প্রতাপাদিত্য, ভারতে সম্ভ্রান্ত ॥ ৫ ॥
পুত্র মুকুট উদয়, মুকুটে রামেশ।
গুহের যশোহরে রাজত্ব এই শেষ ॥ ৬ ॥
প্রতাপ, বসন্ত, কচু, মান্য সর্ব্ববাদী।
বসন্তের সুত চাঁদ, আর রাঘবাদি ॥ ৭ ॥
ভাগু-সুত গুগু, নাতি উদয় একক।
পুত্র গোবিন্দ নরপতি, পৌত্র মেলক ॥ ৮ ॥
নরের পুত্র শ্রীনাথ, জিতামিত্র পৌত্র।
জিতের সৃষ্টি ঠাকুর, * ফিরিঙ্গী অমিত্র ॥ ৯ ॥

* জয় করিয়াই দিব্যরূপী হইয়া স্বর্গে গমন করেন। প্রেত না হইয়া সদাই ঠাকুরতা প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ ঠাকুরতা শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ঠাকুর হইতে পৃথকত্ব দেখাইবার জন্য উপাধিতে 'ঠাকুরতা' এই ভাবার্থে তা সংযোজিত করেন।

এই বংশ নৃপ-অংশ মহা-মান্যমান।
বঙ্গজ-কায়স্থে সদা কৌলীন্য পান ॥ ১০ ॥

রত্নেশ্বর-কৃত কায়স্থ-বংশাবলী, যশোহরের চাঁচড়া-রাজের দিনাজপুরের মোক্তার রাজচন্দ্র খাস-নবীশ (গুহ) প্রদত্ত। ইহা দেখিয়া পরিচয় মিলপূর্ব্বক ১৪৯ পৃষ্ঠের ভুল সংশোধন কর।

মুং ফুং মধুসূদন তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয় প্রপৌত্র কেশবের পরিচয়।

ফুলের রাজা মধুসূদন, গঙ্গাধর পাচ *।
রতি, বিষ্ণু সমভাব, আর সব কাচ ॥ ১ ॥
গঙ্গানন্দ-সুত রাম, আচার্য্য সুমতি।
তার সুত ছয়জন, কনিষ্ঠ পার্ব্বতী ॥ ২ ॥
রাঘবেন্দ্র, কাশী, বিশু, গোপাল, গোপীনাথ।
পারু, গোপী-বাদে সবাই ছিল একসাথ ॥ ৩ ॥
কাশী-সুত তিন, রমা, জগ, হরিহর।
রমার বিষ্ণু সিদ্ধান্ত, মধু তর্কালঙ্কার ॥ ৪ ॥
কাশী-প্রিয় রমানাথ, পৌত্র মধুসূদন।
বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্যে, কৌলীন্যে সভার পূজন ॥ ৫ ॥

---

* নীল-তনয় ও রামনাথ-সুত

জয়, শিব, মধুর পুত্রের শেষে রাম।
রুদ্রে, চরণে, জীবনে, অগ্রে রাম-নাম ॥ ৬ ॥
রাম, জগ, শ্যাম, লখ, জীবে পুত্র চারি।
জীবের আজ্ঞা-রক্ষায় প্রতিজ্ঞা সবারি ॥ ৭ ॥
জগন্নাথে অনন্ত, কেশব, হরিহর।
তিনের লোভী কেশব, ধরে গুড়-ঘর ॥ ৮ ॥
মধু-প্রপৌত্র কেশব, মধু-অভিলাষী।
দৈবে দেখিল কনকে গুড়ের কলসী ॥ ৯ ॥
কনকে গুড় বটে, মাতিয়ে সুরা-রাজ।
ভাবে সুরা-গ্রহণ, এ ত কেশবের কাজ ॥ ১০ ॥
অন্য দেবে * নাহি কয়ে, গুড়ের কন্যাকা লয়ে,
তাহে কেশব হল অজ্ঞান।
গুড়-কন্যা রমা, শ্যামা, কেশবের প্রিয়তমা,
চরণে ধরি তাঁরে চেতান ॥ ১১ ॥
পুত্রে পৌত্রে নাহি পেয়ে কনকেতে গুড়।
ধরি বেণাফুলে করে পেট হুড় হুড় ॥ ১২ ॥
সূর্য্যদ্বীপ যোগীন্দ্র, মহেশপুরে ধাম।
ভণে গোষ্ঠী-কথা পূতি কুলচন্দ্র নাম ॥ ১৩ ॥

সারাবলী, মহেশপুর-নিবাসী
শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ-প্রদত্ত।

জ্ঞাতি-ঠাকুরগণকে।

সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব সময়ে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ ঈশ্বরের শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভাব।

গৌড়ে বিদ্যার পুনঃ-প্রকাশ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু না হলে উদয়।
বঙ্গেতে ব্রহ্ম-বংশের হত যে প্রলয়॥ ১॥
ভ্রষ্ট-আচার দ্বিজ, শূদ্রই ক্রিয়ান্বিত।
প্রায়শঃ শূদ্র রাজা, বিপ্র দাস্যে সম্মত॥ ২॥
কলির প্রভাবে বিদ্যা, ঐশ্বর্য্যে নিরত।
এত ষড়ৈশ্বর্য্য নয়, গৌণার্থে চলিত॥ ৩॥
বিপ্র হলেও তাহে আজ্ঞা কি দুষ্কর।
কহে ধনমত্ত শূদ্র, সচিবো কিঙ্কর॥ ৪॥
অগ্রে তুচ্ছ করি, পরে প্রণমে অন্তরে।
হেতু তায়, কি জানি কি ঘটে শাপান্তরে॥ ৫॥
এইরূপে দ্বিজ শূদ্রে হল হেয় জ্ঞান।
পাদরজ লয়ে শিষ্ট শূদ্র রাখে মান॥ ৬॥
শূদ্র বলে, জুমর নন্দী ছিল যে তাঁতি।
শাস্ত্র-মূল ব্যাকরণ, তাতে তার ভাতি॥ ৭॥
বিক্রমের কালিদাস ছিল নবরত্ন।
কুলাল-শুশ্রূষায় ছিল তার যত্ন॥ ৮॥
চিত্রভানু তৈলিক, ভুলায় ভোজরাজে।
জ্যোতির্ব্বিদ্যায় ছিল না কেহ তদা সমাজে॥ ৯॥
ত্রিভুবনে কায়স্থ লেখক সুপ্রধান।
চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন, বিচিত্রে প্রমাণ॥ ১০॥

ইত্যাদি স্পর্দ্ধার কথা শুনিল শ্রীগৌর।
সংসার ত্যজি, কৌপীন ধরি, হল ক্ষৌর॥ ২১॥

* * * *

আত্মবৎ মানি, আমি নাহি মানি জাতি।
দ্বিজের দ্বিজত্ব ক্ষমা, আজো দয়াবতী॥ ২২॥
এস, কে আছ কোথা, ত্যজ সংসার-সুখ।
উচ্চ নীচ জাতি ভেবে পাও কেন দুখ॥ ২৩॥
দেখ, ধর্ম্মের নিকট সবাই সমান।
জন্ম, মৃত্যু, স্থিতি, লোকে একই প্রমাণ॥ ২৪॥

* * * *

বিদ্যাহেতু যাতায়াত বিদ্যার নগর।
পারাপারে ধরে গঙ্গা, হৃদি ইন্দীবর॥ ৩৫॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কি দিব উপমা।
ত্রৈলোক্যে কোথাও নাহি, যার দয়া-সীমা॥ ৩৬॥
ন্যায়-স্মৃতি, তন্ত্রে দেখ তার জ্যোতি।
তদবধি গৌড়ে দ্বিজে বিদ্যার উন্নতি॥ ৩৭॥
পূতি কুলচন্দ্র ভণে, আবার কি হবে।
নিমু, রঘু, রঘু, কৃষ্ণ,* হৃদি রাখিবে সবে॥ ৩৮॥

স্মার্ত্ত-চূড়ামণি নবদ্বীপ-বাসী
ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন-সংগৃহীত ও
প্রদত্ত।

---

* নিমু=নিমাই=শ্রীচৈতন্য। প্রথম রঘু=কাণা ভট্ট শিরোমণি, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। দ্বিতীয় রঘু=স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। কৃষ্ণ=আগমবাগীশ, তন্ত্রসার-গ্রন্থকার।

ফুলের মুখটী ও পীরালীর ঠাকুর উপাধির কারণ।

"শ্বশুর, ভাশুর, গুরু, বাপ, যে ঠাকুর।
নিকৃষ্টোৎকৃষ্ট দ্বিজ, আর মৃতো, যে ঠাকুর॥" মেলমালা।

শিবাচার্য্য মনোহর, মিশ্রার্জ্জুন গঙ্গাবর,*
পরানন্দ পূতি কংস-সুত।
নীলকণ্ঠ গাঙ্গ-কুলে, নাথু† লয়ে হয় ফুলে,
পঞ্চ তত্ত্ব-জ্ঞানে সুবিশ্রুত॥ ১॥

শিবাচার্য্য বেদ জ্ঞানে, অর্জ্জুন ভাব-ব্যাখ্যানে,
পরমানন্দ‡ কাব্যে কুশল।
নীলকণ্ঠ§ শিক্ষা, কল্পে, গঙ্গা-শ্রুতির অনল্পে,
অধ্যাপনায় ছিল প্রবল॥ ২॥

তাদের শিষ্য প্রশিষ্যে, কৃতার্থ ভাষে সভাষ্যে,
কোটি-সংখ্যা মান্য গণ্য দ্বিজ।
সমাজেতে সুসম্ভ্রান্ত, ক্রিয়া-কাণ্ডে পরাক্রান্ত,
যাহে বশ্য ছিল মনসিজ॥ ৩॥

নাথুর সে গ্লানি শুনি, সবাই একতা গুণি,
গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মেলে।
গুরু-পদ করি ধ্যান, স্মরি তদ্দত্ত সুজ্ঞান,
সবে অন্ন খান আসি ফুলে॥ ৪॥

সর্ব্বব্যাপী বিদ্যা দান, কোথা তাহে হেয়-জ্ঞান,
আত্ম-ত্যাগে তারা স্বয়ং ব্রহ্ম।

---

* গঙ্গাবর বন্দ্যো। † শ্রীনাথ ভট্ট।
‡ কবি গোবর্দ্ধন-বংশ। § গাঙ্গ কুলপতি-বংশ।

অর্জ্জুনাদি* শঙ্করের, অবতার এ যুগের,
গরল খেয়েও রাখে ধর্ম্ম ॥ ৫ ॥
ঠাকুরত্বের নিদান, বিষ্ঠা, পুষ্প সম-জ্ঞান,
তপ্ত লৌহ-পিণ্ড সুখে খায়।
সেই কার্য্যাকার্য্য দেখে, সাধু তত্ত্ব জ্ঞান শেখে,
ইথে থাকে জাতির অপায় ? ॥ ৬ ॥
পঞ্চানন মূলো বলে, জ্ঞানী করে ধনে ভুলে,
পাপ-ক্ষয় বিদ্যা অন্ন দানে।
রায়রেঁয়ে সুরূপণে, পীরালী দ্বিজ-নন্দনে,
অপকৃষ্টে ঠাকুরত্ব ভণে ॥ ৭ ॥

বর্দ্ধমান জিলার বহরকুলী ইছাপুর-নিবাসী রামধন বৃহস্পতি কুলাচার্য্য-সংগৃহীত, বর্দ্ধমানাধীশ্বরের সভাসদ্ তারকনাথ তত্ত্বরত্ন-প্রদত্ত।

* অর্জ্জুন মিশ্রের পরিচয় (২২৭ পৃষ্ঠে দেখ)।
ব্যাকর-সুত চক, হল, নীল, শার্ঙ্গ (শ্রীহর্ষ হইতে ১৮শ)।
নৃসিংহের ভাইপো, ইটী কুলের ব্যঙ্গ ॥
শার্ঙ্গ-সুত চারি, কবি, ধর্ম্ম, বীজ, ব্রহ্ম।
দেব-পিতৃ-বরে যেন তেজে স্বয়ং ধর্ম্ম (১৯শ পর্য্যায়) ॥
বীজের বিষ্ণু, মাধব, ভরত, অর্জ্জুন (২০শ পর্য্যায়)।
কর্ম্মফল শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিয়া নির্গুণ ॥
সে অর্জ্জুনে নিমন্ত্রিল বারুহাটী-পঞ্চ।
অন্ন-দোষে কুল-চ্যুত মিশ্রার্জ্জুন নিন্দ্য ॥ মেলমালা।

কর্ম্মফল পরিহরি, সর্ব্ব তীর্থে স্নান করি,
শেষে উপনীত শ্রীর ক্ষেত্র।
যথা রাম, কৃষ্ণ, দুয়ে, অন্ন দেন মোট বয়ে,
যাঁর সর্ব্ব জীবে সৌভ্রাত্র ॥ ১ ॥
কি কব ক্ষেত্র-মহিমা, দ্বিজ শূদ্র এক-সীমা,
পাতক নাশে প্রসাদ অন্নে।
সস্ত্রীক মিশ্র অর্জ্জুন, উপবাসী তিন দিন,
বাত্যা বৃষ্টি তিন রাত্রি অহ্নে ॥ ২ ॥
অনশনে নহে ক্লিষ্ট, সস্ত্রীকে ভাবেন ইষ্ট,
শিশুরূপী রাম-কৃষ্ণ কহে।
এই নে গো প্রসাদ মা, বাবা কেন মারে আমা,
দেখ রক্ত-ধারা অঙ্গে বহে ॥ ৩ ॥
পদ্মা পত্নী অর্জ্জুনের, আদ্যা শক্তি ঈশানের,
তাহে রাম-কৃষ্ণ নিবেদিল।
পদ্মা স্বয়ং ভগবতী, বাৎসল্যে মূর্ত্তিমতী,
কর-স্পর্শে খেদ মিটাইল ॥ ৪ ॥
মিশ্র আসি দেখে গৃহে, প্রভু স্বয়ং অন্ন বহে,
নিজ-সৃষ্ট জীবের কারণ।
পদ্মা কহে মার শিশু, আমার ফাটে যে অসু,
ছিলে না ত নিঠুর এমন ॥ ৫ ॥
পঞ্চানন মুলো ভণে, দেবত্ব ছিল অর্জ্জুনে,
ছলে প্রত্যক্ষ শ্রীনারায়ণ।
মিশ্র-সঙ্গে মিলিবারে, রাম-কৃষ্ণ আসে ঘরে,
যাঁর কটাক্ষে ভব-মোচন ॥ ৬ ॥

আরো কহে পঞ্চানন, ফলে যার অমনন,
সেই ঠাকুর, পুরুষোত্তম।
প্রভু তারি অন্ন বহে, শিশু-স্তন্য মাতৃ-দেহে,
বহ বহ বহ নরোত্তম ॥ ৭ ॥ *
ভাগ খেলে ঠাকুরালী, রায়রেঁয়ে পীর আলী,
ফুলের মুখে বসে ঠাকুর।
দেখো যেন তোমাদেরে, লোভ-হেতু সন্তানেরে,
দাসত্বে নাহি করে কুকুর ॥ ৮ ॥

শিবনিবাস-বাসী রাজা গঙ্গেশ-চন্দ্রের সংগৃহীত, উলা-নিবাসী প্রসিদ্ধ গুণগ্রাহী ও বদান্য ভূম্যধিকারী বামনদাস মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত।

অর্জ্জুন মিশ্র, আর যে মুখো মনোহর।
চট্ট নাথু, শিবাচার্য্য, বন্দ্য গঙ্গাবর ॥ ১ ॥
গাঙ্গ নীলকণ্ঠ, পরানন্দ পূতিতুণ্ড।
কার সাধ্য এ ছয়ের ক্রিয়া করে পণ্ড ॥ ২ ॥

---

* ভগবদ্গীতার "যোগক্ষেমং বহাম্যহং" এই অংশের টীকায় অর্জ্জুন মিশ্র 'বহামি' পদের 'বাহয়ামি' ব্যাখ্যা করেন, পরে যখন জগন্নাথ বলরাম প্রসাদ বহিয়া দিলেন, তখন টীকাতে 'বহামি বহামি, বহামি,' তিনবার লিখিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

মিশ্রার্জ্জুন সূর্য্য-তুল্য, দিবাকর-বংশ।
মনোহর ঐ কুলের নৃসিংহের অংশ॥ ৩॥
দানে শ্রীনাথ চট্ট সর্ব্বেশ্বর-সমান।
ষড়ৈশ্বর্য্যে শিবাচার্য্য তুল্য ভগবান্॥ ৪॥
বন্দ্য গঙ্গাবর বেদ-গানে মহেশ্বর।
জাহ্লনেশ বামদেব, পূর্ব্ব-পিতৃ-বর॥ ৫॥
বিদ্যা-দানে নীলকণ্ঠ কুলপতি-তুল্য।
পরমানন্দ গোবর্দ্ধনের ধন অমূল্য॥ ৬॥

মেলমালা, রাঢ়দেশী পুস্তক।

অর্জ্জুনাদির ব্রাহ্মণ্য, দেবত্ব প্রচুর।
তাই ফুলের মুখে বসিল যে ঠাকুর॥ ১॥
অর্জ্জুন মিশ্র ছিল পণ্ডিত-শিরোমণি।
যাঁর ব্যাখ্যায় ভারত তত্ত্ব-জ্ঞান-খনি॥ ২॥
শিবাচার্য্য তত্ত্ব-জ্ঞানে শঙ্কর-সমান।
দেব কি মানব ইথে সবে সন্দিহান॥ ৩॥
দানে নাথু, বহুরূপ, অরবিন্দ তুল্য।
জ্ঞানে শুচ, বঙ্গ, হলায়ুধ তুল্য-মূল্য॥ ৪॥
কংসারি-তনয় পরম আনন্দ পৃতি।
ষড়ৈশ্বর্য্যে মহেশ-সম যার বিভূতি॥ ৫॥
যাদের শিষ্য প্রশিষ্যে ভাবে ভগবান্।
তারে কেহ করিতে পারে কি হেয়-জ্ঞান?॥ ৬॥
পূজ্যপাদ শিরোধার্য্য সমস্তে ভাস্থর।
কুলশ্রেষ্ঠ, ফুলের মুখে বসে ঠাকুর॥ ৭॥

বিদ্যা অন্ন দানে ফুল্ল-মুখে ঠাকুরালী।
দাসত্বে কার্পণ্যে দ্বিজ-নন্দনে পীরালী* ॥ ৮ ॥

মেলমালা, বঙ্গ-দেশী পুস্তক।
কলিকাতা হাই কোর্টের চীফ ইণ্টারপ্রেটর ও ব্যবস্থা-দর্পণাদি গ্রন্থ-প্রণেতা স্বয়ং সিদ্ধবিদ্য শ্যামাচরণ সরকার-সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

নুলো পঞ্চাননের পরিচয়।

ইনি চট্টবংশাবতংস, বল্লাল-পূজিত বাঙ্গাল-বংশের দিনকরের পৌত্র। ইহার নামই পঞ্চানন, উপাধি নহে। হঠাৎ বোধ হয়, যেন পঞ্চানন পদটী উপাধি স্বরূপ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বিদ্যাবত্তাদিজ্ঞাপক কোন শব্দ না থাকিলে উপাধি বুঝায় না। তাঁহার হস্তে শক্তির অল্পতা ছিল বলিয়াই প্রথম বয়সে 'নুলো' বলিয়া উপহসিত হইতেন; কিন্তু শেষ কালে উহাই গৌরবান্বিত উপাধি হইয়াছিল। ইনি দেবীবরের মেলবন্ধন-সময়ে নিতান্ত

* ভক্তি-হেতু পূজা জনে নাম নাহি ধরে।
শুভাদৃষ্টে পত্নী-সংজ্ঞা প্রকাশ না করে ॥ ৪১ ॥
অভিশপ্ত মহাপাপী নাম নিতে মানা।
আর কৃপণের নামে, যাতে আছে ঘৃণা ॥ ৪২ ॥
অনর্হ-প্রায়শ্চিত্তী দ্বিজ পীরালী কৃপণ।
তাই না ধরিল নাম কোন মহাজন ॥ ৪৩ ॥
নিত্য বস্তু ব্রাহ্মণ্য লেশমাত্র থাকায়।
বিপ্রাভাসে পৈতা রাখে, ঠাকুর বলায় ॥ ৪৪ ॥ মেলমালা।

তরুণবয়স্ক এবং বিষ্ণু ঠাকুরাদির সময়ে অতি প্রাচীন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেবীবর, ধ্রুবানন্দ, যোগেশ্বরের পিতা হরি মিশ্রাদির কুল-ব্যবস্থার পরিণাম-পরিদর্শনে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই; এবং বিষ্ণু ঠাকুরাদির সময়ে কৌলীন্য-সমীকরণে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি দেখা যায় না। এই মহাপুরুষের বিষয়ে ধ্রুবানন্দ যাহা লেখেন, তাহা এই—

"যোগেশ্বরো দিনেশশ্চ হরির্ব্বংশধরস্তথা।
পঞ্চাননো সুসেনশ্চ ষড়েতে টেকমেলকাঃ॥" ধ্রুবানন্দ।

যোগেশ্বরাদির সঙ্গ, সুতরাং মেল খড়দহ। এখানে বংশধর শব্দে ভগীরথ বন্দ্যোকে বুঝায়। তাহার প্রমাণাদি ২৫৬ পৃষ্ঠে দেখ।

এখন কথা এই, পঞ্চাননের নিবাস কোথায়, এবং ইহাঁর বংশধরগণই বা কে, তাহা জানিতে লোকের বড় ইচ্ছা হয়; কারণ যিনি সমাজ-বিপ্লবের সময় জন্মিয়া সমাজের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ও ধর্ম্মবিপ্লবের সময় সমাজে বিশেষ আধিপত্য করিয়াছেন এবং দেবীবরের কৃত কার্য্যের নির্ভয়ে সমালোচন করিয়াছেন, তাঁহাকে একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, বিদ্বান্, বাগ্মী, তেজস্বী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা কালনার তিন ক্রোশ দক্ষিণাংশে স্থিত ইছাপুর বহরকুলীর চৈতল চট্টোপাধ্যায়েরা কহেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ নুলো পঞ্চানন। আরও কহেন, ঐ-গ্রামনিবাসী রামধন বৃহস্পতি কুলাচার্য্য পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ঊর্দ্ধতন

সন্ততিক্রমে ঘটকতা চলিয়া আসিয়াছে। শান্তিপুরের চৈতল-দিগের, দিনকর-বংশের সন্ততিগণও তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ বলিয়া দখল করিতে যান। এবং নদিয়া জিলার ব্রাহ্মণপাড়ার চৈতলেরাও এ বিষয়ে অনধিকার দেখাইতে নিতান্ত অমনোযোগী বা বীতরাগ নহেন। কিন্তু কোন ব্যক্তিরই আনুমানিক প্রমাণ সুদৃঢ় ও সুসঙ্গত নহে। সারাবলী, বংশাবলী ও গোষ্ঠী-কথা প্রভৃতি মূল পুস্তকে পঞ্চাননের বংশবর্ণন নাই; সুতরাং হয় বংশাভাব, না হয় ভঙ্গ-ভাব কহিতে হইবে। যেহেতু এ উভয় স্থলেই কুলাচার্য্যগণ বংশ-লিখনে বৈমুখ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ইতি দেন। এই হেতু-বশতঃ আমাদিগকেও মৌনাবলম্বন করিতে হইল। ইনি শত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। নিম্নে ঘটক-বিশারদ কুলচন্দ্রের কারিকা দেখ।

বন্দ্যঘটীয় শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-পুত্র যদুনাথ পাঠক চক্র-বর্ত্তীর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁহার অসদৃশ ব্যক্তিবর্গের সহিত ধূমপান এবং বহু-বিবাহ দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে গালি দিয়াছেন। যথা—

কুলের মধ্যেতে যদু যে চাঁদ, আকাশে পাতালে পেতেছে ফাঁদ,*
ভাঙো ধুৎরা আরো যে খান্ বলে।
উচিত বলিলে মারিতে ধায়, তাই পঞ্চানন মুলো যে কয়,
হায় বৃথাই ধরেছ পৈতে গলে॥

যদুনাথ পাঠকের সহিত মুং ফুং শিবাচার্য্য, গোপাল, ভবানী, কানাই, জগদানন্দের পুত্র রামভদ্র এবং চৈতল উদয় কুলবরের

---

* চাঁদ বলায় ২৭ স্ত্রীর প্রিয় নায়ক, আকাশ পাতালে ফাঁদ পাতা বলায় অসংখ্য স্থলে বিবাহের লক্ষণা করা হইয়াছে।

পুত্র হরিদাস, শঙ্কর, শ্রীনিবাস ও কৃষ্ণদাসের সহিত পাল্টী-প্রকৃতি-ভাব।

মুলো পঞ্চাননের সহিত পাঠক চক্রবর্ত্তীর জামাতৃত্ব-সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু কিরূপ, তাহার নির্ণয় নাই।

পাঠক চক্রবর্ত্তীর পরিচয়।—বন্দ্য-বংশে বল্লালের নিকট যে ছয় মহাপুরুষ পূজিত হয়েন, তন্মধ্যে মকরন্দ অন্যতম (২২০ পৃষ্ঠে দেখ)। সেই মকরন্দের পুত্রের নাম দাসু। ইনি কাঁটাদিয়া গ্রামে বাস-নিবন্ধন কাঁটাদিয়া দাসু বাঁড়ুয্যে (১০) বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। ইহাঁর পুত্রের নাম বনমালী (১১) (৩৯৩ পৃষ্ঠে দেখ)। তৎসুত ভীম, ভব ও জীয়ো বা জীব (১২)। ভীম-সুত মাধব (১৩), তৎপুত্র আদিত্য (১৪), তৎপুত্র পীতাম্বর (১৫), তৎসুত চতুর্ভুজ (১৬)। ইহাঁরই পুত্র লোহাই ও শুভাই (১৭) (লবাই সবাই নামে বিশেষ পরিচিত), অপর ভ্রাতার নাম সুন্দর। লোহাই ও শুভাই মেলবন্ধনের কুলীন। লোহাই-সুত মাধব, শ্রীনাথ, বাণীনাথ, বাসু, জগদানন্দ ও হৃদয় (১৮)।

শ্রীনাথ বন্দ্যোর পুত্র প্রসিদ্ধ পাঠক চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ যদুনাথ পাঠক চক্রবর্ত্তী (১৯শ)। ইহাঁর পুত্রের নাম গোপাল, মুকুন্দ, মধু, গোপী ও গোবিন্দ (২০শ)। তৎসাময়িক বিষ্ণুদ্বয়—রামনাথ-সুত ও নীলকণ্ঠ-সুত।

তৎকালে মুলো পঞ্চাননের মত অসাধারণ তেজস্বী কুলাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই সমাজবিপ্লব ঘটিতে পারে নাই।

মুলো পঞ্চানন-সম্বন্ধে কুলচন্দ্র ঘটকের কারিকা পরপৃষ্ঠে দেওয়া গেল।

পূতিতুণ্ড-কুলাচার্য্য কুলচন্দ্র ভণে।
মূলো পঞ্চাননের কথা যে একমনে ॥ ১ ॥
দেবীবর পুঁতিল, না করিল ছেদন।
বিষবৃক্ষ দেখি স্বয়ং করিল রোদন ॥ ২ ॥
পঞ্চানন সে বিষ খেয়ে শেষে যে ঢলিল।
তাই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ডাকিল ॥ ৩ ॥
লোক-স্থিতি-রক্ষা-হেতু শ্রীবিষ্ণু কেশবে।
গোষ্ঠীকথায় শাসেন আর যত দেবে * ॥ ৪ ॥
গোষ্ঠীপতি † নেতা বটে, আর সিদ্ধ সাধ্য।
গৌণকুল নহে আজি তেমন অবাধ্য ॥ ৫ ॥
পঞ্চাননের বিধি, ত্যজ্য অসচ্ছ্রোত্রিয়।
যার ছিল না সদ্‌বৃত্তি, আর যে নিষ্ক্রিয় ॥ ৬ ॥
তাই ডিংসা, পিপ্লার দোষ গেল কেটে।
কেশর, হড়, গুড়ের দোষ আরো আঁটে ॥ ৭ ॥
কিন্তু আজি কালি এরা ভাবেতে যে গেল।
কুলীন নিকষ বটে, মূলে ছিদ্র র'ল ॥ ৮ ॥
হড়,গুড়ে সুরা,যোগে (যোগেশ্বরে) গোষ্ঠীপতি গড় ‡।
পিপ্লা ঐ সঙ্গে, মহিন্তা সর্ব্বানন্দে পড় ॥ ৯ ॥
পোড়ারি গজেন্দ্র রায়, কৃষ্ণ যার মূল।
সাগরে দুর্গারে ধরে রুদ্রে রাখে শূল § ॥ ১০ ॥

* বিষ্ণুঠাকুরদ্বয় ও কেশব চক্রবর্ত্তি-প্রভৃতি দেব—কুলীন।

† গোষ্ঠীপতি—কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়াঃ সর্ব্বে যস্যান্নং ভুঞ্জতে মুহুঃ।
কুলীনায় সুতাং দত্ত্বা স গোষ্ঠীপতিরুচ্যতে ॥ সারাবলী।

‡ যোগেশ্বর গড়গড়ি-দৌহিত্র। § সাগরদিয়া রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তী।

চট্টবংশাবতংস দিনকরের পৌত্র।
চৈতলীর পঞ্চানন শ্রোত্রিয়-দৌহিত্র॥ ১১॥
পঞ্চানন-গোষ্ঠীকথা সব জাতি লয়ে।
বেঁচে ছিল পরমায়ু শতবর্ষ হয়ে॥ ১২॥

উলানিবাসী প্রসিদ্ধ বদান্য বিদ্বৎ-কুলতিলক মুং ফুং যাদবেন্দ্র-গোষ্ঠী-সম্ভূত বামনদাস বাবুর সভাসদ্ কেশর-গ্রামী চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-সংগৃহীত, বহরকুলী-নিবাসী ব্রজনাথ ঘটক-প্রদত্ত।

আদিশূরের যজ্ঞকালে শ্রীহর্ষাদি কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির বয়ঃক্রম।

(বন্দি-কৃত প্রাভাতিক স্তুতি।)

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজংস্ত্বং রাজতে দিবি ভাস্করঃ।
নক্তং কিং বাধতে স্বপ্নো যতো নিদ্রায়সে দিনে॥ ১॥
ঋণত্রয়মপাকর্ত্তুং হ্যাত্মনো মুক্তয়েঽনঘ।
শাধি রাজ্যং যথাশাস্ত্রং রাত্রিন্দিবমতন্দ্রিত॥ ২॥
এহি যজ্ঞায় সস্ত্রীকো মুনয়স্ত্বামুপাসতে।
উষায়াং কৃতকৃত্যাস্তে ভবান্ স্বপিতি কেবলম্॥ ৩॥
পশ্য তেষাং মহোদ্যোগং শারীরঞ্চ বলং শুভম্।
বৃদ্ধত্বেঽপি সদা যূনো লক্ষণং তেষু লক্ষ্যতে॥ ৪॥
গাঙ্গেয়সদৃশো বৃদ্ধঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
সর্ব্বদা চিন্তয়েদ্বাণীং শ্রীকান্তঞ্চ সনাতনম॥ ৫॥

অশীতিবর্ষদেশীয়ো ভট্টনারায়ণো মুনিঃ।
সপ্তর্ষিসম্মতাং প্রাপ্তো জাগর্ত্তি সোঽপ্যহর্নিশম্॥ ৬॥
পশ্য দক্ষং মহাপ্রাজ্ঞং বর্ষষষ্টিমুপাগতম্।
মনসা বপুষা চাপি ধত্তে স ব্রহ্মণো বলম্॥ ৭॥
তুরীয়ং নামতো বিদ্ধি বেদগর্ভং প্রজাপতিম্।
বশিষ্ঠসদৃশঃ সত্ত্বে শতার্দ্ধং ব্যতিজগ্মিবান্॥ ৮॥
পঞ্চমো নূতনো রাজংশ্ছান্দড়ো মুনিসত্তমঃ।
প্রাবীণ্যে সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠো যুবাপি স জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৯॥
যদি প্রকুপ্যতে সোঽয়ং পৃথ্বী গচ্ছেদ্রসাতলম্।
তস্য মন্ত্রো মহামন্ত্রো মুনয়স্তৎপরায়ণাঃ॥ ১০॥
শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি ভবান্ বেত্তি সুনিশ্চিতম্।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রানৃক্যৈ বৃণোতু সত্বরম্॥ ১১॥

মহেশধৃত কুলপঞ্জিকার বচন। মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা। পঞ্চকোটের রাজার সভাসদ্ দুর্গাদাস শিরোরত্ন-প্রদত্ত।

আদিশূরের যজ্ঞকালে শ্রীহর্ষাদির বয়ঃক্রম।
(ভাটের কাহিনী।)

মহারাজ দেখ এসে, দ্বিজ এল পক্তি-বেশে,
করিল সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।
নাহি কর আর ঘৃণা, চরণ কর প্রার্থনা,
ক্ষমা আর ত্রিবর্গ অক্ষয়॥ ১॥

বুড়ার রূপের সীমা,　　কি দিব তার উপমা,
দুর্ব্বাসা বশিষ্ঠাদি তুলনা।
বাহিরে ক্রোধের জ্যোতি,　　অন্তরে সুধার ভাতি,
মাধবে রমা, বাণী ললনা ॥ ২ ॥
কত যে বয়স কব,　　কার্য্যে যুবা অভিনব,
তমো-নাশে অরুণ-সমান।
কৌতুকে জিজ্ঞাসে শিশু,　　কতদিন জন্মি অসু,
এ অঙ্গ করে দীপ্যমান ॥ ৩ ॥
কেবা যে, কি নাম ধর,　　কি ভেল্কির বাজীকর,
স্বর্গভ্রষ্টে কি ভূ-পরিক্রম ?।
ভট্ট বলে শিশু শুন,　　নাম হর্ষ, হাসে পুনঃ,
বয়স শতের দশ কম ॥ ৪ ॥
আমি ছোট কিংবা বড়,　　দেখে মন কর দড়,
প্রায় অশীতি বয়স মম।
আমি কি বল্লে প্রত্যয়,　　হবে শিশু নিঃসংশয়,
আমরা ত মনে প্রাণে সম ॥ ৫ ॥
দক্ষ যে ষষ্ঠীর দাস,　　শিশু-সঙ্গে পরিহাস,
ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমে গত।
চতুর্থ ত বেদগর্ভ,　　দেখ ঐ হিরণ্যগর্ভ,
শতের আধা ঊর্দ্ধ নিশ্চিত ॥ ৬ ॥
নবীন পঞ্চম দ্বিজ,　　ভেল্কি-কাজে মনসিজ,
বেদ-গানে ছান্দড় আখ্যান।
মোরা পঞ্চ কান্যকুব্জ,　　বুড়া চারি, নহি কুব্জ,
শেষে আয়ু কর অনুমান ॥ ৭ ॥

এড়ু মিশ্রে হরি মিশ্রে, নমস্করি যে সহস্রে,
দেখে লেখে পূর্ব্ব শ্লোক।
রাজবল্লভের আজ্ঞা, পিতামহের অভিজ্ঞা,
ভণে ভট্ট মাধু, নাশে শোক ॥ ৮ ॥

মুর্সিদাবাদ-নিবাসী বৈদ্যরাজ-শিরোমণি গঙ্গাধর কবিরাজ কবিরত্ন-সংগৃহীত, প্রাতঃস্মরণীয়া পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরীর সভাসদ্ কবি-কণ্ঠাভরণ রাধারমণ সেন গুপ্ত-প্রদত্ত।

মাধব সেনের রাজ্যসীমা ও মহেশ্বর মিশ্র কুলাচার্য্যের পরিচয়।

মুক্তি-হেতু বল্লাল আসিল গঙ্গা-স্নান।
জহ্নু-নগরোত্তরে করে যে বাসস্থান ॥ ১ ॥
নিজ সভাসদে দেন নবদ্বীপে (অন্তর্দ্বীপে) ঘর।
যে ইচ্ছিল গঙ্গাবাস, কিংবা দ্বিজেতর ॥ ২ ॥
ক্রমে নবদ্বীপ হ'ল বাণীর নিবাস।
পুণ্য-তীর্থ বলি হৃদি সবার বিশ্বাস ॥ ৩ ॥
তদবধি প্রাগ্জ্যোতিষ আদি দেশ হ'তে।
পণ্ডিত ভক্তিমান্ আসে জ্ঞান নিতে ॥ ৪ ॥
পূর্ব্ব ভূপ আদিশূর আনে পঞ্চজন।
দেন তিনি পঞ্চ গ্রাম, যার যাতে মন ॥ ৫ ॥

হরিকোটি, পঞ্চকোটি, কামকোটি, তিন।
কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, সবে পায় ভিন ॥ ৬ ॥
হরিকোটি ছান্দড়ে, পঞ্চকোটি যে ভট্টে।
কামকোটি দক্ষে, কঙ্কগ্রাম হর্ষে অট্টে ॥ ৭ ॥
বেদগর্ব্ভে বটগ্রাম রাজা দিল বাসে।
পুত্রে ছাপ্পান্ন গ্রাম রাজার অভিলাষে ॥ ৮ ॥
রাঢ়-দেশে ব্রাহ্মণ্য করিবারে প্রচার।
চুনি চুনি দেয় গ্রাম, যাহা হয় সার ॥ ৯ ॥
হরিকোটি(মেদিনীপুর),কংসাবতী-তীরে গোপ-নিকট।
ত্রিবেণী গঙ্গাবাস, ত্রিপথগা-সঙ্কট ॥ ১০ ॥
পঞ্চকোটি-সীমা মল্ল, বরাহ, শিখর।
সিংহভূম আদি মালক্ষেত্রের নগর ॥ ১১ ॥
তীর্থাবাসে কালীঘাটে দেয় যে নিবাস।
কামকোটি বীরভূমি জানিবে নির্যাস ॥ ১২ ॥
গঙ্গাবাসে জাহ্নবী-নগর তর্ত্তীপুর (ছাপঘাটীর মহানা)।
রামায়ণে আছে নাম, প্রমাণ প্রচুর ॥ ১৩ ॥
কঙ্কগ্রাম বাণকুণ্ডা, গঙ্গা হতে দূর।
গঙ্গাবাসে অগ্রদ্বীপ, নিকট গাঙ্গ-নীর ॥ ১৪ ॥
বটগ্রাম বর্দ্ধমানে গঙ্গা ত প্রদীপ।
গঙ্গাবাসে গুপ্তপল্লী, অম্বিকা-সমীপ ॥ ১৫ ॥
পর-পারে থাকে শাস্তিপণ মুনিবর।
সে তীর্থ-দর্শনে যাতায়াত নিরন্তর ॥ ১৬ ॥
মুনি-সুত ছাপ্পান্ন জুড়িল রাঢ়দেশ।
পুত্র-পৌত্রাদিতে সুখে প্রণয় বিশেষ ॥ ১৭ ॥

অনুগঙ্গ রাঢ়দেশ, সুখের আলয়।
ক্রমে অধস্তনে সুখে ব্রাহ্মণ্যের ক্ষয় ॥ ১৮ ॥
ইহা দেখি স্থাপিল বল্লাল কৌলীন্য।
লয় রাঢ়ী বারেন্দ্রের ধন্য আর মান্য * ॥ ১৯ ॥
ইহাই সর্ব্বদ্বারী বিবাহের বাধক।
কুলীনে কুলীনে বিভা, না ছিল সাধক ॥ ২০ ॥
লক্ষ্মণ-রাজ্যে বিভায় উত্তরসাধক।
কুলীন মহেশ আদি হ'ল যে ঘটক ॥ ২১ ॥
বন্দ্যঘটীর প্রবীণ বিজ্ঞ সুধীবর।
ভট্টের অধস্তন দশম মহেশ্বর ॥ ২২ ॥
বহুরূপ আদি উনবিংশতি কুলীন।
বল্লাল সভায় হ'ল মান্য সমীচীন ॥ ২৩ ॥
চট্টবংশে বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ।
হলায়ুধ, বাঙ্গাল, পাঁচেতে অভিনন্দ ॥ ২৪ ॥
পূতিঁ, গোবর্দ্ধন, শিরো, যে ঘোষাল।
কানু আর কুতূহল, দুই কাঞ্জিলাল ॥ ২৫ ॥
গাঙ্গ-কুলে শিশু, কুন্দে একা রোষাকর।
দেবল বামন ঈশ, জাহ্ল, মহেশ্বর ॥ ২৬

* পদ্মানদ্যাঃ পূর্ব্বতীরে ব্রহ্মপুত্রস্য দক্ষিণে।
বরেন্দ্রসংজ্ঞকো দেশো নানানদনদীযুতঃ ॥
শতার্দ্ধযোজনৈর্যুক্তো দেশো দর্ভাদিসংযুতঃ।
উপবঙ্গসমীপে চ মলদস্য চ দক্ষিণে ॥

দিগ্বিজয়-প্রকাশ, সপ্ত-জাঙ্গল-বর্ণন,
৭৫৫—৭৫৬ শ্লোক।

বন্দ্য-বংশে মকরন্দে ছয় কুলে ভিন।
মুখোংসাহ, গরুড়োনবিংশ কুলীন ॥ ২৭
মহেশের পিতা সুগণ, খ্যাতি শকুনি।
মহাদেব মহেশ্বর-পুত্র গুণমণি ॥ ২৮ ॥
মহাদেবের পুত্র তিকু, পূতি, দুর্ব্বলী।
দুর্ব্বলীর পাঁচ পুত্র, গুণী ত সকলি ॥ ২৯ ॥
ভাস্করানন্ত হরি, নারায়ণ, সঙ্কেত।
অনন্ত গয়ঘড়, হরি সাগরে খ্যাত ॥ ৩০ ॥ *

নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, কোচ-বিহার রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের ভূত-পূর্ব্ব অধ্যক্ষ কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

* বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূন্মহাশয়ঃ।
জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোঽভূদনন্তরম্ ॥ ১ ॥
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিগ্রহান্।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ ॥ ২ ॥
মতিঞ্চাপ্যকরোদ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ।
ন শক্লুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং তদা পুনঃ ॥ ৩ ॥
প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজা মাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ ॥ ৪ ॥
এতৎসভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
নানাগুণসমাযুক্তা দ্বাত্রিংশতিকুলোদ্ভবাঃ ॥ ৫ ॥ হরি মিশ্র।

হরি মিশ্র কুলাচার্য্যের পরিচয়।

পঞ্চাননে বলে, কিবা দিব পরিচয়।
এড়ু, হরি জানে কুল-কথা সমুদয় ॥ ১ ॥
হরি মিশ্রের কিবা বংশের পরিচয়।
যোগ, কাম, দিগম্বর, ত্রিপুত্র অক্ষয় ॥ ২ ॥
পিতা মহেশ্বর, পিতামহ যে কৃষ্ণ।
প্রপিতামহ পশুপ, ভব মুখো ইষ্ট (পিতা) ॥ ৩ ॥
ভব-পিতা মহাদেব, আহিত তনয়।
আহিত-পিতা উৎসাহ, কৌলীন্য যে লয় ॥ ৪ ॥
মুখো হরির পরিচয় জানে সবাই।
যার বংশের পান্টী গোঁসাই বন্দ্য, শুভাই ॥ ৫ ॥

গোষ্ঠীকথা।

এড়ু মিশ্রের পরিচয়।

কুন্দে রোষাকর, বেদগর্ভ-অধস্তন।
পর্য্যা কুলপতি-সম, বিদ্যায়ো তেমন ॥ ১ ॥
কুন্দের আদিপুরুষ মদন সুকৃতী।
পুত্র রত্নগর্ভ, বেদগর্ভ-তুল্য যতি ॥ ২ ॥
পৌত্র বিশো, হেরম্ব প্রপৌত্র ত জানে।
বৃদ্ধপ্রপৌত্র মঙ্গল, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-জ্ঞানে ॥ ৩ ॥
তার পুত্র ব্রহ্মচারী, দিব্য ব্রহ্মচারী।
তৎসুত রোষাকর, শ্রেষ্ঠ সভাকারী ॥ ৪ ॥
তার বংশে গিরি-সুত এড়ু মিশ্র নাম।
আঁড়িয়াদহ গ্রামে যে করিল ধাম ॥ ৫ ॥

কুন্দলালে কুল ছিল নাহি বহুদিন।
তাই বংশ না লেখে কুলজ্ঞ প্রবীণ ॥ ৬ ॥
ভাটের কাহিনীতে আছে এক সূত্র।
এড়ু মিশ্র গিরি-সুত, রোষাকর-পৌত্র * ॥ ৭ ॥
এড়ু মিশ্র সুবিজ্ঞ লেখে সমাজ-কথা।
তার সময় যা ছিল চিরন্তন প্রথা ॥ ৮ ॥
তিনি বলেন, দনুজ মাধু যদা রাজা।
কামরূপ আদি কাশী পর্য্যন্ত যে প্রজা ॥ ৯ ॥
নিজের প্রিয়নিবাস বল্লাল-নগর (অন্তর্দ্বীপ)।
দেখ, যার পূর্ব্ব তট নবদ্বীপোত্তর ॥ ১০ ॥
একদিন জিজ্ঞাসিল রাজা সভাসদে।
আমার রাজত্বে দেখ, কেবা থাকে খেদে ॥ ১১ ॥
সভার মধ্যে যারা ছিল কষ্ট শ্রোত্রিয়।
সবাই নিবেদিল ভূপে একচ্ছত্রায় † ॥ ১২ ॥
কহে মেদিনীপুর কিষ্কিন্ধ্যার নিকট।
উঠে যে সমুদ্র হতে জল, লোণা বিকট ॥ ১৩ ॥
সাগর হতে উত্থিত মেদিনীপুর নাম।
কৃষিকার্য্যে সুপ্রশস্ত কৈবর্ত্তের ধাম ॥ ১৪ ॥
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য বিনা আছি ম্রিয়মাণ।
পিতার কর্ত্তব্য, সুতে জ্ঞান-ধন-দান ॥ ১৫ ॥

---

* কুন্দলালে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ। [illegible]
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশুর্নাম্না কুন্দো রোষাকরোঽপি চ ॥ ধ্রুবানন্দ।

† একচ্ছত্রীয় অর্থাৎ সার্ব্বভৌম।

নবদ্বীপ শ্রীনিবাস, জ্ঞানের আলয়।
দেও গঙ্গাবাস, চতুর্ব্বর্গের আশ্রয়॥ ১৬॥
কেহ কহে বর্দ্ধমান, বৃদ্ধি-অংশ-মাত্র।
সামান্য প্লাবনে ডোবে, সুখ নাহি কুত্র॥ ১৭॥
অপরে কহে শুন, যে করি নিবেদন।
জ্ঞান বিনা হয়ে আছি মৃত অচেতন॥ ১৮॥
থাকি বাণকুণ্ডা, অতি উচ্চ মালভূমি।
বিদ্যার অভাবে পুত্র আদি যেন কৃমি॥ ১৯॥
একে কহে, থাকি যে প্রদেশ পঞ্চকোটি।
তথায় বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে দ্বিজে অনেক ত্রুটি॥ ২০॥
অপরে বলে, নিবাস-স্থান বীরভূম।
শবর পুলিন্দ (সাঁওতালাদি) সঙ্গী, জ্ঞানেতে নির্ধূম॥২১॥
যদিও আমরা নামে হই গৌণকুল।
বংশ-মর্য্যাদায় কুলীনের একমূল॥ ২২॥
আমরা নহি যে সদাচারে পরিভ্রষ্ট।
তীর্থ-স্থলে বাস দিয়ে চির হও তুষ্ট॥ ২৩॥
কহেন রাজা, কাহার কোথা অভিলাষ।
নব নব দ্বীপপুঞ্জ নবদ্বীপে প্রকাশ॥ ২৪॥
সদাচার রাখিবারে কর তথা স্থিতি।
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যের হোক আদর্শের ক্ষিতি॥ ২৫॥
রাজা প্রীতমনে ত্রয়োদশ গৌণকুলে।
নবোৎপন্ন দ্বীপপুঞ্জে স্থাপে সমতুলে॥ ২৬॥ *

* গঙ্গাগর্ভোত্থিতো দ্বীপো দ্বীপপুঞ্জৈর্বহির্বৃতঃ।
প্রতীচ্যাং যস্য দেশস্য গঙ্গা ভাতি নিরন্তরম্॥ ১॥

অন্ধ্রদ্বীপে মহিন্তা শ্রীমাধব রায়।
গুড়ী শরণ যোগীন্দ্র সূর্য্যদ্বীপ পায়॥ ২৭॥
সূর্য্যদ্বীপ, অন্ধ্রদ্বীপ, বেত্রবতী-তীরে।
ভৈরব, করতোয়া, কপোতাক্ষ নহে দূরে॥ ২৮॥

রত্নাকরো মহাতীর্থো দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিতঃ।
মুক্তবেণী-মধ্যদেশে পদ্মা যস্যোত্তরা সদা॥ ২॥
বঙ্গেশ্বরঃ পূর্ব্বভাগে চন্দ্রদ্বীপসমন্বিতঃ।
দেশোঽয়ং পুণ্যতীর্থস্তু ব্রাহ্মণ্য ইতি কথ্যতে॥ ৩॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ সর্ব্বাঃ প্রজা মমাজ্ঞয়া॥ ৪॥
ততঃ সর্ব্বপ্রযত্নৈর্হি দেশোঽয়ং সেব্যতে বুধৈঃ।
যত্র যস্য রুচিরাস্তে তত্রৈব স সমাবিশেৎ॥ ৫॥
সমাকর্ণ্য বচো রাজ্ঞো দদৌ মন্ত্রী সুলেখনম্।
তে চ প্রাপুর্মুদং সদাঃ শুভাশিষং জগুঃ পুনঃ॥ ৬॥
ত্রয়োদশস্থ গৌণাস্তা দ্বীপেষু চ বিভাগতঃ।
প্রতিষ্ঠিতা মহাভাগা ধর্ম্মরক্ষণতৎপরাঃ॥ ৭॥ এড়ু মিশ্র।
মহিন্তা মাধবাচার্য্যো গুড়ী শরণিকস্তথা।
পিপ্পলোঽপ্যতিরূপশ্চ চতুর্থো রুদ্রসংজ্ঞকঃ॥ ৮॥
পারি ঠাকুঃ প্রসিদ্ধশ্চ চক্রপাণিস্তথা গড়ঃ।
রায়িগ্রামী ঠোটনামা ডিণ্ডী দ্বিজ-জনার্দ্দনঃ॥ ৯॥
ক্লেশরো ধর্ম্মনামা চ জগন্নামা হড়ঃ সুধীঃ।
ঘণ্টা নিশাপতিঃ খ্যাতঃ পীতমুণ্ডী মনোহরঃ॥ ১০॥
কুলভিণ্ডর্হিনামা চ দীর্ঘমুণ্ডী করস্তথা।
গৌণাস্ত্রয়োদশ হ্যেতে ক্ষিতিপালপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১১॥
এতে পূর্ব্বে মহস্থানঃ সভায়াং লক্ষ্মণস্য চ।
রাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখাঃ॥ ১২॥ হরি মিশ্র।

ভৈরব যতদূর, ততদূর যে সীমা।
সূর্য্য অগ্রে, অঙ্কে, জয়ে করে পরিক্রমা॥ ২৯॥
সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যের পুরস্কার।
যারা লক্ষণে আনে অনুদিতে ভাস্কর॥ ৩০॥
সূর্য্যদ্বীপের কিছু হালিক-রাজ্যে খ্যাত।
অন্যাংশ লাট আর কঙ্কদ্বীপে বিধৃত॥ ৩১॥
রুদ্র, অতিরূপ পিপ্লা মধ্যদ্বীপাধিকারী।
শান্তিপণ মুনির সুখাশ্রম-বিহারী॥ ৩২॥
গড়গড়ি চক্রপাণি, উলা-গ্রামে আশ্রয়।
উহা ত মধ্যদ্বীপের অংশমাত্র হয়॥ ৩৩॥
পারিহাল চক্রপাণি, চাঁকু নামে খ্যাত।
জয়দ্বীপে নিল বাস, দুর্গাপুরে স্থিত॥ ৩৪॥
ঠোট রায়িগ্রামী, চক্রদ্বীপে যার বাস।
কাঞ্চনপল্লী কুমারহট্টেতে প্রকাশ॥ ৩৫॥
ডিণ্ডী জনার্দ্দন, শ্রীর নগরেতে ধাম।
উহাও চক্রদ্বীপের অন্তর্গত গ্রাম॥ ৩৬॥
ধর্ম্ম-নামে কেশরী, তিন দ্বীপের রাজা।
অগ্র, নব, চক্র, দ্বীপত্রয়ে যার প্রজা॥ ৩৭॥
জগ হড়, অতি সুধী, কুশদ্বীপ-নৃপ।
ইচ্ছাপুরে চতুর্ধুরী শান্তমতি ভূপ॥ ৩৮॥
ঘণ্টা নিশাপতি, প্রবাল-দ্বীপে ঈশ।
জয়গনর পলাবাড়ী দেশে ক্ষিতীশ॥ ৩৯॥
পীতমুণ্ডী মনোহর, এড়ুদ্বীপ-শাস্তা।
গঙ্গাতীর আঁড়িদহ, যমুনা পূর্ব্বস্থা॥ ৪০॥

কুলভির গুহি নাম, চন্দ্রদ্বীপ-বাসী।
সে হলো এই সর্ব্বদ্বীপে জলবিলাসী॥ ৪১॥
সুন্ধদ্বীপ-প্রদেশ, নামে খ্যাত বুঢ়ান।
দীর্ঘাঙ্গী মুণ্ডীকর মন যে জুড়ান॥ ৪২॥ *
গঙ্গা, যমুনা, আর সরস্বতী মিলন।
আর যত নদ নদী সাগরে চলন॥ ৪৩॥
তাদের সঙ্গমে হ'ল কত কত দ্বীপ।
ব্রাহ্মণ্য-সংস্থাপনে দ্বিজ রাখে সমীপ॥ ৪৪॥
কোরক-দ্বীপ (কোঁড়কদী) ধলিয়াপুরের সীমায়।
যথায় কেশর-বংশীয় রাজত্ব পায়॥ ৪৫॥
পঞ্চানন মুলো কয়, নব-রাষ্ট্র রাঢ়।
নবদ্বীপ-পূর্ব্বভাগ, অজ্ঞে কহে ভড়॥ ৪৬॥

মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, দিগম্বর-পুর নিবাসী হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার-সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

---

* অঙ্কদ্বীপে মহিন্তাকো মাধব ইতি কীর্ত্তিতঃ।
সূর্য্যদ্বীপে গুড়গ্রামী ভূদেবঃ শরণো মতঃ॥ ১৩॥
অগ্রদ্বীপস্থ মধ্যাংশঃ কণ্টক ইতি কথ্যতে।
পূর্ব্বে গঙ্গা জয়ো দক্ষে ময়ূরনয়নোত্তরে॥ ১৪॥
সূর্য্যদ্বীপস্ত্রিভির্ভাগৈঃ সরিদ্গাত্যা বিভজ্যতে।
তে লাটকঙ্কযোগীন্দ্রা ভৈরবেচ্ছাদিযোগতঃ॥ ১৫॥
যোগীন্দ্রো ধীবরপ্রাপ্তো লাটো দাসিস্থ রাজ্যকম্।
কঙ্কস্তু পূর্ব্বসীমায়াং চিত্রা যত্র বিরাজতে॥ ১৬॥
শান্তিপণমুনের্ব্বাসে পিপ্পলী রূপরুদ্রকো।
দুর্গাপুরে জয়দ্বীপে পারি চাকুঃ প্রসিদ্ধকঃ॥ ১৭॥

মধ্যদ্বীপে চতুষ্পাণির্গড়ো হল্লে (উলাগ্রামে) সুকীর্ত্তিতঃ।
রায়িগ্রামী দ্বিজশ্চৌটশ্চক্রদ্বীপে সুসংস্থিতঃ॥ ১৮॥
চক্রদ্বীপস্ত্রিভির্ভাগৈর্নদাংশেন বিভজ্যতে।
চক্রদ্বীপস্য যে ভাগাস্তে পূর্ব্বদক্ষিণোত্তরাঃ॥ ১৯॥
তস্য দ্বীপস্য মধ্যাংশঃ শ্রীনগরশ্চ বিদ্যতে।
দেবগ্রাম উদীচ্যস্তু কেশরী যস্য ভূপতিঃ॥ ২০॥
দক্ষিণাংশো মহাদীর্ঘঃ কুমারহট্ট ঈরিতঃ।
স্বর্ণপল্লীসমেতোঽয়ং রায়িদেশঃ প্রচক্ষ্যতে॥ ২১॥
শ্রীনগরস্য সংশাস্তা ভূপো ডিণ্ডী জনার্দ্দনঃ।
কুশদ্বীপে হড়গ্রামী নাম্না জগ ইতি স্মৃতঃ॥ ২২॥
সোঽপি দ্বীপো মহাদীর্ঘ ইচ্ছাপুরসমন্বিতঃ।
প্রবালদ্বীপসংজ্ঞায়াং ঘণ্টাগ্রামী নিশাপতিঃ॥ ২৩॥
দেশোঽয়ং কপিলাবাসঃ পলবাটীতি কথ্যতে।
রোষাকরস্য বংশানাম্ এড়ুদ্বীপঃ স্বকীয়কঃ॥ ২৪॥
যমুনা পূর্ব্বসীমায়াং গঙ্গা যস্য পুরঃস্থিতা।
তত্র শাস্তাঽধুনা পীতো মনোহরেতি সংজ্ঞিতঃ॥ ২৫॥
বৃদ্ধদ্বীপো বৃহৎকায়ো যস্য গর্ভে বলেশ্বরঃ।
দীর্ঘাঙ্গিকস্য মুণ্ডস্য মাধবেন বিনির্ণীতঃ॥ ২৬॥
চন্দ্রদ্বীপস্য সীমায়াং রত্নাকরো বিরাজতে।
চন্দ্রবৎ ক্ষীয়তে তস্য চন্দ্রবদ্বর্দ্ধতে বপুঃ॥ ২৭॥
তস্য তদ্‌গুণযোগেন চন্দ্রদ্বীপ ইতি স্মৃতঃ।
গুহক ইতি বিখ্যাতো নাম্না সর্ব্বজনৈরয়ম্॥ ২৮॥
অগ্রদ্বীপো মহাতীর্থঃ কাশীসমো বিরাজতে।
উত্তরস্যাং স্থিতা পদ্মা ভাগীরথী-প্রসূতিকা॥ ২৯॥
দক্ষিণে ব্রাহ্মণীযুক্তো অম্বিকা-মঙ্গলান্বিতা।
এতৈর্দ্বীপৈঃ সমাযুক্তো নবদ্বীপ ইতীরিতঃ॥ ৩০॥

গৌণ-কুলীন-গণ-সম্বন্ধে এড়ু মিশ্র যে সকল কথা লেখেন, তদ্দ্বারা এই জানা যায় যে, লক্ষ্মণ সেনের সময় নবদ্বীপ রাজ্যের পূর্ব্বদিকের সীমায় বলেশ্বর নদী (বড়গঙ্গা), দক্ষিণ সীমায় মহা-সমুদ্র, উত্তর সীমায় পদ্মা, পশ্চিম সীমায় ভাগীরথী খাত; ইহা নানা-দ্বীপ-সমন্বিত; চন্দ্রদ্বীপ ইহার অন্তর্গত; অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ গঙ্গার গর্ভোত্থিত দ্বীপ পরম পবিত্র ও শিরঃস্থানীয়; এবং এই চতুঃসীমান্তর্গত বিপ্রগণের সদাচারানুসারে সর্ব্বস্থানের মানবগণ চরিত্র শিক্ষা করিবে, ইহাই মহারাজের ইচ্ছা।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মের পর বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তে প্রকৃত নবদ্বীপ-খণ্ড-মাত্রকে নয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে বেষ্টিত বলা হইয়াছে। যথা—

১ম, অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ গঙ্গার গর্ভে স্থিত এবং সর্ব্বতোভাবে গঙ্গাবেষ্টিত স্থলভাগ—এখনকার মায়াপুর প্রভৃতি স্থান।

২য়, সীমন্ত দ্বীপ—এখনকার শরডাঙ্গা, রুকুমপুর, কাশিয়া-ডাঙ্গা, ধর্ম্মদহ, বহির্গাছী, বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি স্থান।

৩য়, গোদ্রুম দ্বীপ—আধুনিক গাদীগাছা প্রভৃতি স্থান।

সর্ব্বেষাং দ্বীপপুঞ্জানামন্তর্দ্বীপো বিশিষ্যতে।
এতেষু দ্বীপপুঞ্জেষু দিগীশা হি ত্রয়োদশ ॥ ৩১ ॥
অন্তর্দ্বীপস্য রাজা যঃ সর্ব্বেষাং স নিয়ামকঃ।
তস্যামাত্যঃ সহায়শ্চ সর্ব্বে গৌণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩২ ॥
গঙ্গাগর্ভোত্থিতো দ্বীপো গঙ্গাগর্ভে বিরাজতে।
ত্রিবেণী অন্তরে যস্য সোঽন্তর্দ্বীপঃ প্রচক্ষতে ॥ ৩৩ ॥
ধর্ম্মনামা নৃপস্তস্য কেশরী রায়িসংজ্ঞিতঃ।
অন্তর্দ্বীপস্য রাজা যশ্চন্দ্রাগ্রদ্বীপয়োশ্চ সঃ ॥ ৩৪ ॥ এড়ু মিশ্র।

৪র্থ,মধ্যদ্বীপ—ভালুকা,পার্ণশিলা,শান্তিপুর,উলা প্রভৃতি স্থান।

৫ম, কোলদ্বীপ—সমুদ্রগড়, নন্দনঘট্ট,রামেশ্বরপুর ও অম্বিকা প্রভৃতি স্থান।

৬ষ্ঠ, রাহুতপুর, বিদ্যানগর প্রভৃতি স্থান।

৭ম, জহ্নুদ্বীপ—জাননগর প্রভৃতি স্থান।

৮ম,মোদক্রমদ্বীপ—মামগাছী, একডাল, মাতাপুর প্রভৃতি।

৯ম, রুদ্রদ্বীপ—রুদ্রপুর,শঙ্করপুর, পূর্ব্বস্থলী, চূপী, কঙ্কশালী ও মেড়তলা প্রভৃতি স্থান।

একালে সর্ব্বদ্বারী বিবাহের সমাজে অপ্রচলন।

(১) রত্নেশ্বরস্য ন্যূন-মুখ-রামচরণঃ, তৎসুতাঃ ভুবন-নয়নানন্ত-রঘু-রমাকান্তাঃ। ভুবনস্য ব্রহ্মচারিণঃ কন্যাবিবাহঃ,বারেন্দ্রঃ।

বন্দ্যঘটী-বর্ণনে নির্দ্দোষ-কুল-সারাবলী।

(২) "কৃষ্ণস্যৌচিত্যং রাঘবঃ পুনঃ পুনর্লভ্য-বন্দ্য-ষষ্ঠীদাস-গ্রহণাচ্চ,ততঃ পশ্চাৎ কন্যা পুত্র-রূপনারায়ণেন আত্মসাৎ কৃতা, অতএব লভ্য-চট্ট-নারায়ণ ইতি হেতুর্মহান্ বারেন্দ্র-বিষমাদি-সম্পর্কঃ। তৎসুতাঃ রাধাকান্ত-রূপনারায়ণ-রামচন্দ্রাঃ।... রূপনারায়ণস্য পোড়ারী-বিবাহঃ, ততোঽস্য লভ্য-চট্ট-দুর্গারাম-বলাৎ-বিবাহঃ, চং দুর্গারামেণ গুরু-চক্রবর্ত্তিনঃ কন্যা বিবাহিতা ইতি হেতোর্বারেন্দ্র-রঘুরামোঽকৃতী হেতো রণ্ডং, পশ্চাৎ চট্ট-নারায়ণস্য কন্যা-বিবাহঃ"। মুখৈটী-কুল-বর্ণনে ঐ।

(৩) "ঘনশ্যামস্য ক্ষেমা-বারেন্দ্র-কন্যা-ত্রয়-প্রদানাৎ।"

ঐ ঐ।

ইত্যাদি বারেন্দ্র-কুলের কোন্ গোত্রে কোন্ কুলে ঘটিয়াছে

এবং কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। এবং ১ম সংখ্যক স্থালে "ব্রহ্মচারিণঃ" এই পাঠ থাকায় তিনি আশ্রমভ্রষ্ট, ইহা লক্ষিত হইতেছে। ২য় স্থলে বারেন্দ্র "আত্মসাৎ কৃতা" ও "বারেন্দ্র-বিষমাদি সম্পর্কঃ" বলায় সামাজিকতা থাকিল না। ৩য় স্থলেও বারেন্দ্রের নামাদি নাই। সুতরাং মুলো পঞ্চাননের বচন পরিশুদ্ধ (৫০৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

দনুজ মাধব-সেনের সময় রাঢ়-দেশ ও নবদ্বীপ-সীমা।

দনুজ মাধব-সেনের সময় কাশীর পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অধীন ছিল। তিনি নিজে প্রপিতামহের ন্যায় নবদ্বীপে অবস্থানপূর্ব্বক প্রপিতামহ-সংস্থাপিত বঙ্গদেশের কৌলীন্যের রক্ষণ-বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তাহাতেই ক্রমশঃ বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যের উন্নতি হয়। নবদ্বীপ রাজধানী হওয়াতে তাহার নিকট-বর্ত্তী প্রদেশ সকলে অতি সত্বর বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের অল্পতার হ্রাস এবং জ্ঞানের উপচয় হইতে আরম্ভ হইল। ইহাঁর সময়ে রাঢ়-দেশ শব্দে মেদিনীপুর, সিংহভূম, মানভূম, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাবড়া সহ বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, খুলনা, যশোহর, মুর্সিদাবাদ, নবদ্বীপ ও চন্দ্রদ্বীপ সহ দ্বীপপুঞ্জকে বুঝাইত। *

---

* মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও নবদ্বীপের যে সীমা ছিল, তাহাও অল্প নহে। যথা—রাজ্যের উত্তর সীমা মুরনিদাবাদ।

পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী-খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গা-সাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর, বড়গঙ্গা-পার॥

অন্নদামঙ্গল, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন।

বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে যে সঙ্কীর্ণ অল্পায়তনযুক্ত স্থানকে নবদ্বীপ শব্দে নির্দ্দেশ করে, কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে তাদৃশ অতি ক্ষুদ্রায়তন নবসংখ্যক-দ্বীপ-সংযুক্ত সামান্য ভূমিখণ্ড নবদ্বীপ-সংজ্ঞায় অভিহিত হয় না, এবং নয়টী দ্বীপেও সম্বদ্ধ নহে, নূতন নূতন দ্বীপপুঞ্জে সঙ্ঘটিত (৫৬৯ পৃষ্ঠের কারিকা দেখ)।

ত্রয়োদশ কষ্ট-শ্রোত্রিয় অর্থাৎ গৌণ কুলীন মর্য্যাদা লাভ করিবার জন্য দনুজ মাধব-সেনের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখতা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রপিতামহের নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া ঐ তের জন কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের মনস্তুষ্টির জন্য মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানাদি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন দেশ হইতে অভিনবোৎপন্ন অনুগঙ্গ-প্রদেশযুক্ত স্থান-সমূহের কর্ত্তৃত্ব দিয়া সেই সকল তাৎকালিক সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে তুষ্ট করেন। ঘটকের কারিকাতেই সমুদায় লিখিত আছে, দেখিলে সমুদায় বুঝিতে পারা যায়; তথাপি পাঠকের বুভুৎসা-চরিতার্থের জন্য কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল।

১ম, অগ্রদ্বীপ—উত্তরে মুর্সিদাবাদ প্রদেশ, দক্ষিণে সর্ব্বমঙ্গলা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল অর্থাৎ অম্বিকা পরগণা পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত।

২য়, নবদ্বীপ—ব্রাহ্মণী ও খড়ী নদীর পূর্ব্বসীমা এবং ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশমাত্র নবদ্বীপ বা অন্তর্দ্বীপ নামে অভিহিত হয়।

৩য়, মধ্যদ্বীপ—গঙ্গার পূর্ব্বাংশ, জলঙ্গী (খড়ে), ইচ্ছামতী ও অঞ্জনা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ।

৪র্থ, চক্রদ্বীপ—মাতাভাঙ্গার (এক্ষণকার চূর্ণী) দক্ষিণ, গঙ্গার পূর্ব্ব এবং যমুনা নদীর উত্তরাংশ ভূমিভাগ চক্রদ্বীপের অন্তর্গত, আধুনিক চাকদা।

৫ম, এড়ুদ্বীপ (এঁড়েদহ)—যমুনার দক্ষিণ-পশ্চিম, 'গঙ্গার পূর্ব্বাংশ ও কলিকাতার উত্তরাংশ এড়ুদ্বীপের অন্তর্গত।

৬ষ্ঠ, প্রবালদ্বীপ—কলিকাতা হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ, জয়নগর পলাবাড়ী ইহার প্রধান নগর।

৭ম, বৃদ্ধদ্বীপ—বূঢ়ান, ধুলেপুর পরগণা ও সেনহাটী প্রভৃতি বৃদ্ধদ্বীপের অধিকৃত ভূমি।

৮ম. কুশদ্বীপ—চক্রদ্বীপের পূর্ব্ব, এড়ুদ্বীপের উত্তর ও বৃদ্ধদ্বীপের পূর্ব্বভাগ, অর্থাৎ গোবরডাঙ্গা ইছাপুর অঞ্চল কুশ-দ্বীপের শাসনাধীন স্থান।

৯ম, অন্ধ্রদ্বীপ—চক্রদ্বীপের উত্তর, মধ্যদ্বীপের পূর্ব্ব, কুশ-দ্বীপের পশ্চিম এবং করতোয়া এবং বেত্রবতী নদীর দক্ষিণাংশ অন্ধ্রদ্বীপের অধীন বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহা বনগ্রাম সবডিবিজনের উত্তরাংশের দক্ষিণ ভাগ। যাদবপুর আঁধার-কোটা এখনও বিদ্যমান আছে; এখানকার মহিন্তাগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

১০ম, সূর্য্যদ্বীপ—ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ, ইচ্ছামতীর পূর্ব্বোত্তরাংশ, করতোয়ার উত্তরাংশ, কপোতাক্ষ নদ ও বড়-গঙ্গার পূর্ব্বাংশ-স্থিত প্রদেশ-সমূহ সূর্য্যদ্বীপ বা যোগীন্দ্র-দ্বীপের সীমা। যশোহরের জয়পুর, লক্ষ্মীপাশা প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান নগর মহেশপুর, বৈষ্ণব তীর্থ সুন্দরা-নন্দের পাঠ (দ্বাদশ পাঠের এক পাঠ)। বলেশ্বর নদী (বড়গঙ্গা)

ইহার পূর্ব্বসীমা। ভৈরব-নদী-তীরে লাটদ্বীপ—আধুনিক লাটুদহ অঞ্চল ও কঙ্কদ্বীপ—যশোহরের কাঁকদী পরগণা ও চিত্রা নদীর তটস্থ প্রদেশ অর্থাৎ চেঁউটে পরগণা। মহেশপুরের পশ্চিমাংশে সেলে' রাজার বাটী ছিল। দুইটী পুষ্করিণীর চিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে; একের নাম যোগিনীদহ, অপরের নাম যোগীন্দ্র। রাজধানীর সীমা অদ্যাপি সূর্য্যের মাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

১১শ, জয়দ্বীপ—ভৈরব নদের উত্তর নবগঙ্গা, চিত্রা, মধুমতী, গৌরী প্রভৃতি নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ। ইহার পূর্ব্বাংশ বলেশ্বর (বড়গঙ্গা), উত্তর সীমা পদ্মা নদী, পশ্চিম সীমা ইচ্ছামতী।

১২শ, চন্দ্রদ্বীপ—যে প্রদেশগুলি কখনও সমুদ্রের জলে মগ্ন হইত, কখন বা উত্থিত হইত, তাহার নাম চন্দ্রদ্বীপ। উহাও নবদ্বীপের অন্তর্গত। পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের যে সকল প্রধান সমাজ আছে, চন্দ্রদ্বীপ তাহার একতম। ইহা চন্দ্রদ্বীপ বাখলা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বিক্রমপুর পূর্ব্ব রাজধানীর অন্তর্গত; সুতরাং রাঢ়ীয়গণ প্রাচ্য বিক্রমপুর হইতে প্রতীচ্য পঞ্চকোট, উদীচ্য পদ্মার ধার ও দাক্ষিণ্য সুবর্ণরেখা নদী পর্য্যন্ত সীমার মধ্যে শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়াছেন। এই হেতু বশতঃ এই সমস্ত ভূখণ্ড রাঢ় দেশের অন্তর্গত বলা হয়। বস্তুতঃ নবদ্বীপ রাজ্যের পূর্ব্বাংশ পূর্ব্ব-বঙ্গ বা ভড় বলিয়া কথিত, অপরাংশ প্রকৃত রাঢ়। বরেন্দ্র-ভূমি-কারিকা দেখিলেই ইহা প্রতীতি হইবে।

মহারাজ আদিশূর পঞ্চ মহর্ষির জীবিকা ও বাস জন্য পঞ্চ

কোটি প্রভৃতি পাঁচখানি গ্রাম ও সন্তানগণের জন্য ৫৬ বা ৫৯ খানি গ্রাম দান করেন, এবং ঐ পঞ্চ ঋষির বিদ্যা-প্রচার ও গঙ্গা-বাস জন্য গঙ্গার উভয় তীরে চতুষ্পাঠীর উপযুক্ত স্থানও দিয়াছিলেন। তাহাতেই ভাগীরথীর তটস্থ গ্রাম ও নগর সমূহে বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্য অপেক্ষাকৃত দূর প্রদেশ হইতে বিশেষ লক্ষিত হইত। অদ্যাপি বৰ্দ্ধমান বিভাগের গ্রাম-সমূহের মধ্যে রাজদত্ত ৫৯ গ্রামের অনেক নাম-সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এবং স্থানে স্থানে তত্তদ্গ্রামীও বিদ্যমান আছেন।

বাঁকুড়া জিলার কুন্দী ছাতিনা ও কুন্দী পড়াশী গ্রামে অনেক কুন্দের বসতি আছে। ইহাঁরাও রোষাকরের অধস্তন সুদেবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। ঐ দুই গ্রাম বিষ্ণুপুরের অন্তঃপাতী। হড়গ্রাম, পলশা, মূলগ্রাম, আমরুলী (আমূল) ও শিমলায়ী বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত। হুগলী জিলার বালাতে বালী শ্রোত্রিয় ছিল। মেদিনীপুর জিলার নন্দিগ্রামে অনেক নন্দিগ্রামীর বাস আছে। বীরভূমে রায়গ্রামে রায়ী শ্রোত্রিয় বর্ত্তমান আছেন। ইত্যাদি অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পরিচয়।

ইনি হরি মিশ্রের পৌত্র ও বিষ্ণু মিশ্রের পুত্র। ইহাঁর প্রপিতামহ দুৰ্ব্বলী ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ প্রসিদ্ধ মহেশ্বর বন্দ্যো. যিনি মহারাজাধিরাজ বল্লালের নিকট বন্দ্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া

পরিচিত হয়েন (৩৮৭ পৃষ্ঠ দেখ)। মহেশ্বরও কুলাচার্য্যরূপেই পরিচয় দিয়াছেন। ধ্রুবানন্দের পূর্ব্ব পুরুষ হইতেই কুলের পরিচয় লিখিতেছেন। তদনুসারে তিনিও মেলবন্ধনের সময় হইতে রাঢ়ীয় কৌলীন্য লিখিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতে কুলীনদিগের পরিবর্ত্ত-প্রবর্ত্তন-ব্যবহার বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছে। সেই কারণেই তিনি নিজ প্রতিজ্ঞায় কহিয়াছেন, "বন্দ্যঘটীয়দিগের শিরঃ-স্বরূপ অর্থাৎ সকল কুলের প্রকৃতি-স্বরূপ মুখোপাধ্যায়দিগের বংশ-বর্ণনানুসারে সমুদয় বংশের (বন্দ্য, চট্ট ও গাঙ্গুলির) সহিত মুখোপাধ্যায়দিগের পাল্‌টী-প্রকৃতি-বর্ণনের সহিত সকল কুলের পাল্‌টী (পরিবর্ত্ত-প্রবর্ত্তন) বিশেষরূপে বর্ণন করিবেন। ইহাতেই সমুদয় নিকষ কুলীনের বংশ বর্ণিত হইবে; আনুষঙ্গিক শ্রোত্রিয়াদির কথাও বিবেচিত হইবে।" তাঁহার গ্রন্থ ও প্রতিজ্ঞার আদ্য শ্লোক এই—

"নত্বা তাং কুলদেবতাং খলু সদা সন্মানসে হংসতাং
জাতাং ভক্তিবিশেষতঃ কুলসভামধ্যে সদা মোদিতাম্।
শ্রীমদ্বন্দ্যঘটীয়কাদিকমহাবংশাবলীং ব্যক্ততো
বক্ষ্যে তৎপরিবর্ত্তবর্ত্তনবিধিং মিশ্রো ধ্রুবানন্দকঃ॥"

এই শ্লোকের মধ্যে যে "বন্দ্যঘটীয়ক" পদ আছে, সেই পদের 'ক' অর্থে শিরঃ। বন্দ্যাদি পঞ্চ (বন্দ্য, মুখ, চট্ট, গাঙ্গুলি ও ঘোষাল) কুলের প্রকৃতি অর্থাৎ শিরঃস্থানীয় বলিয়া ধ্রুবানন্দ মুখ-বংশের পরিচয় অগ্রে দিয়াছেন; বন্দ্যঘটীয়দিগকে তাহার পরে বসাইয়াছেন।

—

হরি মিশ্র ও ধ্রুবানন্দাদির পরিচয়।

মুখ হরি মহাদেব-বংশ, যোগেশের পিতা।
দিগম্বর, কাম, যোগের সোদর-ভ্রাতা ॥ ১ ॥
হরি-পিতা মহেশ্বর, হর্ষের উনবিংশ।
বন্দ্য হরি, কুলীনের প্রথমের বংশ ॥ ২ ॥
পিতামহ মহাদেব, দুর্ব্বলী জনক।
মহেশ্বর বৃদ্ধপ্রপিতামহ খ্যাতক ॥ ৩ ॥
পিতৃব্য তিকু, পূতি, ভট্ট হতে দ্বাদশ।
হরির বৃদ্ধপ্রপৌত্র ভগীরথে যশ ॥ ৪ ॥
সহোদর অনন্ত, ভাস্কর, নারায়ণ।
আর সঙ্কেত, সবাই সত্যপরায়ণ ॥ ৫ ॥
হরি সাগরদিয়া, জানে ত সর্ব্বলোক।
পুত্র বিষ্ণু, পৃথ্বী, ধ্রুব, খ্যাত তিন থাক ॥ ৬ ॥
সে ধ্রুবানন্দ, পিতৃ-পিতামহাদি-ক্রমে।
লেখে কুলের কথা, অনৃত নহে ভ্রমে ॥ ৭ ॥
বন্দ্য-হরি-মিশ্র-বাক্য পূর্ব্ব-দেশে ধৃত।
মুখ-মিশ্র-হরি-গাথা গঙ্গা-তীরে গীত ॥ ৮ ॥
তাই মুলো কয়, বন্দ্য-বংশে ধ্রুবানন্দ।
পৈতৃক প্রথায় লেখে স্বভাব সানন্দ ॥ ৯ ॥

* * * *

পাটুলী অগ্রদ্বীপে, চৈতলী শান্তিপুরে।
ধনো মনো পাণ্ডুবাস-রাজ্যে নিজ-মনে ॥ ২০ ॥
অবসথী তপস্যায় সরস্বতী-তীরে।
হরিপালে গঙ্গানন্দ আসে ধীরে ধীরে ॥ ২১ ॥

খনিয়া, বেতড়া, ক্রমে বালী আদি স্থান।
ভাগীরথীর দুকূল দ্বিজে দীপ্যমান ॥ ২২ ॥
পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি আদি।
কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, পৈত্র অবিবাদী ॥ ২৩ ॥
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য-প্রচার-জন্য গঙ্গা-বাসে।
রাজা দেন পাঁচ স্থান, দ্বিজ-অভিলাষে ॥ ২৪ ॥
তাদের সন্তানো ক্রমে বসে গঙ্গাতীর।
দোয়াল পিতৃবাস পবিত্র গঙ্গানীর ॥ ২৫ ॥

*　　*　　*　　*

গুণাকর পাটুলী-পুত্র, অর্ক-পুত্র কৃষ্ণ।
বল, শিব, দেহা, থালকুলে নিবিষ্ট ॥ ৩৬ ॥
শিরো ঘোষাল, চক্রবর্ত্তী উর্দ্ধ অধস্তন।
কর্ম্ম-দোষে আঁড়িয়াদহে সর্ব্বানন্দে রন ॥ ৩৭ ॥
স্মৃতি, কাঞ্চী, পাণ্ডুরাজ্য-সীমা সরস্বতী।
সাতগাঁ ত্রিবেণী, যত্র ত্রিধারা মূর্ত্তিমতী ॥ ৩৮ ॥
নাথাই চট্টের বাটী দীর্ঘবাটী গ্রামে।
গুপ্তপল্লী-সমীপ, ধাঁধা থাল বামে ॥ ৩৯ ॥
বিনায়ক বন্দ্যো হয় নবপল্লী-বাসী।
বল্লভাচার্য্য বল্লভী কাশীপুর, চৌরাশী ॥ ৪০ ॥
দুগু বল্লভী-প্রকৃতি, শান্তিপুরে স্থিতি।
সর্ব্বানন্দ সর্ব্বানন্দী, তারও তদ্‌গতি ॥ ৪১ ॥
কুন্দ ভঙ্গ এড়ে, তৃণে, ক্রমে গোকর্ণে বাস।
সুমেরু ও দেবে নিন্দ্য, ফেলে যে নিঃশ্বাস ॥ ৪২ ॥

যোগেশ্বর, কামদেব, দিগম্বর, তিন।
সৌহার্দ্দ্যে তৃণদ্বীপে গৃহস্থে নহে ভিন॥ ৪৩॥
তৃণদ্বীপে নিত্যানন্দ করে এক মঠ।
যথা সুধী দেয় পাঁতি, লয় তৈলবট॥ ৪৪॥
বিবাহ-দোষে মুখো পার্ব্বতী আসে তথা।
তথাপি বীর-বংশে আছে নানা কুপ্রথা॥ ৪৫॥
মুলো বলে, কিবা দিব তার পরিচয়।
মূলে দোষ থাকিলে সব যে হয় ক্ষয়॥ ৪৬॥ *

গোষ্ঠীকথা, কোঁচবিহার রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী গুড়গ্রামী শিবপ্রসাদ বক্সী-সংগৃহীত, নবদ্বীপাধিপতির প্রধান অমাত্য কার্ত্তিকের রায়-প্রদত্ত।

খড়দা ফুলে পবিত্র, উভে দেখি সম।
তবে কেন লোকে বলে ফুলে নিরুপম?॥
তাহার কারণ শুন গোষ্ঠীপতি নর।
কুশ পুষ্প সম গন্ধে, কে বা মনোহর?॥ রাঢ়দেশী পুস্তক।
(পুষ্প কুশ সম গন্ধে, কার সমাদর?॥ বঙ্গদেশী পুস্তক।)
তাই গোষ্ঠীপতি দ্বিজ, উভয়ের মানে।
গন্ধমাল্য দেন উভে, ত্যজে নারায়ণে॥
পঞ্চানন মুলো কয়, যদা যায় সভা।
কিবা পুষ্প, কিবা কুশ, দেখ তার প্রভা॥
মুলো আরো বলে, বটে কুশ অগ্রগণ্য।
কিন্তু কাশ কোথা হয় পুষ্প-তুল্য মান্য?॥ গোষ্ঠীকথা।

কুলীনগণের গঙ্গাবাস।

নবদ্বীপে যখন রাজা করিল বাস।
তদা গঙ্গাবাসে বসে দ্বিজ আশ পাশ ॥ ১ ॥
বন্দ্য-বংশে দুই দ্বীপ, সাগর, কণ্টক।
সাগর পূর্ব্বদিকে, সূর্য্যদ্বীপ আটক ॥ ২ ॥
কণ্টকদ্বীপ (কাটোয়া) অগ্রদ্বীপে, গঙ্গা-ব্যাপক।
গঙ্গা-অজয়-সন্ধি অশ্বমেধ-সাধক ॥ ৩ ॥
বন্দ্যের নপাড়া হয়, কুলিয়া-সমীপ।
নববল্লী-খ্যাত, ভুক্ত হয় মধ্যদ্বীপ ॥ ৪ ॥
দুই দ্বীপের অন্তর্গত আর দুই গ্রাম।
বাবলা (অদ্বৈতপাঠ), গয়ঘড়ী, প্রসিদ্ধ আছে নাম॥৫॥
বন্দ্যো বঙ্গ, বাস—পার্শ্ব বাঙ্গালার আলী।
অধস্তনে কুল হল বঙ্গপাশী মেলী ॥ ৬ ॥
বন্দ্যো আর এক গ্রাম কুলেতে উন্দুরা।
মহেশ লেখে, কুলে সপ্তি—খর—মন্দুরা ॥ ৭ ॥
চট্ট-বংশে বহুরূপ-অংশে কুল পাঁচ।
খনেহবসথী, নাদো, পাটুলী, দেগা, ছাঁচ ॥ ৮ ॥
অরবিন্দ-বংশে ধনো, মনো, পভো, বিভো।
অপভ্রষ্টে সাঙ্কেতিক প্রভু হন পভো ॥ ৯ ॥
অপভ্রষ্ট নাম কিছু শুন পরিচয়ে।
শিরো, পভো, কীর্ত্তো, পজো, গোবর্দ্ধনে গুয়ে ॥ ১০ ॥
তদ্রূপ যে দাশো, পশো, সম্বোধন-পদ।
জ্ঞানশূন্য দ্বিজ বলে, পশো কর্ত্তৃপদ ॥ ১১ ॥

জগাই, মাধাই, আর লোহাই, শুভাই।
নাথাই, পিথাই, আনাই, তথা লথাই ॥ ১২ ॥
সঙ্কর্ষণ-বিকর্ষণে মূল হয় লুপ্ত।
উপাধি বিশেষণে নাম না থাকে গুপ্ত ॥ ১৩ ॥
গঙ্গা-সম্মুখে গ্রাম দেয়া-তুল্য, নাম ফুলে।
পল্লী বিল্বগড়, মুখো ত্রিবিক্রমের বলে ॥ ১৪ ॥
পার্শ্বে কপিলা (কুমিল্লা), বদরিকা (বয়রা) তীর্থদ্বয়।
শান্তিপণ-জন্য যত্র আসে মুনিচয় ॥ ১৫ ॥
রাম, নর্সিং বাস ফুলে, ছোট আর বড়।
রামে ক্ষুদ্রাংশ, স্বল্প ফুলে মর্য্যাদা জড় ॥ ১৬ ॥
দ্যাকরের নিজস্ব গ্রাম কাঞ্চনপল্লী।
অপভ্রংশে কাচনা, কুমার-হট্ট চুল্লী ॥ ১৭ ॥
মুখো বিকর্ত্তন থাকে বিবাহ-সূত্রে।
আঁড়িয়াদহে, তাই মুং আঁড়িয়া পুত্রে ॥ ১৮ ॥
গাঙ্গে আমাটে, শিবের ছিল নিজ-বাস।
রাঘবাদির ঊর্দ্ধতনে আমাটে চাস ॥ ১৯ ॥
আমাটে অজয়-গঙ্গা-সঙ্গম-উত্তর।
দেবীর ছাটা বংশজ, পায় দেবোত্তর ॥ ২০ ॥
বিক্রমপুরে বেগে শ্রোত্রিয় বটব্যাল।
রাঘবে কন্যা-দানে, তায় করে দিক্‌পাল ॥ ২১ ॥
তার পুত্র চারি হয় গাঙ্গ-বংশে শ্রেষ্ঠ।
ধনো-যোগে খড়দহ মেলেতে গরিষ্ঠ ॥ ২২ ॥
কুন্দ রোষাকর; বসে যে আঁড়িয়াদহে।
অধস্তনে শোভাহীন, যায় খড়দহে ॥ ২৩ ॥

খড়দহ তৃণদ্বীপ, এড়দ্বীপ-অংশ।
কুন্দ ক্ষীণকায়, জ্যোতিহীন, কুল ধ্বংস॥ ২৪॥
চট্ট-বংশে পূর্ব্বাপর ছিল বিদ্যা-জ্যোতি।
কালবশে সঙ্গ-দোষে দেখি তার ক্ষতি॥ ২৫॥
তবু চৈতলী, অবসথী, আর পাটুলী।
ধনো, মনো, খনিয়ায় দেখি গুণাবলী॥ ২৬॥
ব্রাহ্মণে অর্থই অনর্থের হেতু মূল।
দুই হরি মিশ্রে লিখে, মন্দে দিল শূল॥ ২৭॥
বন্দ্যো হরি, মুখো হরি, উভয়ে পণ্ডিত।
কুলতন্ত্রী, রাজমন্ত্রী, ধর্ম্ম-বিভূষিত॥ ২৮॥
উভয়ে লেখে শুদ্ধমূল-কুল-কাহিনী।
দুয়ের শাসন-বাণী লোক-হিতৈষিণী॥ ২৯॥

গোষ্ঠীকথা মেদিনীপুর নিবাসী
ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত;
বালী নিবাসী চন্দ্রশেখর সন্তান
ভূপতিচট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত।

মেলাধিপতি।

মুখবংশে মেলাধিপ জান আছে বার।
বন্দ্যে দশ, চট্টে আট, এই ত্রিশ ধর॥ ১॥
বাকী ছয়ে, পূতি দুই, তেমনি ঘোষাল।
গাঙ্গ, কাঞ্জী এক এক, কুন্দে নাহি মেল॥ ২

ফুলে গঙ্গা (১), খড়ে যোগ (২), পণ্ডিতে দৈবকী (৩)।
প্রমোদে জিতামিত্র (৪), গোপাল স্বঘটকী (৫) ॥ ৩ ॥
সুঙ্গে সর্ব্বানন্দ (৬), চন্দ্রে পতি-সংজ্ঞা (৭) জানি।
আর ঘটকে দশরথ (৮), মালাধরে থানি (৯) ॥ ৪ ॥
সদানন্দে থানি (১০), আচম্বিতা চক্রপাণি (১১)।
শ্রীবর্দ্ধনে শ্রীবর্দ্ধিনী (১২), এই ত বার গুণি ॥ ৫ ॥
নপাড়ী বল্লভী বন্দ্য মকর-সন্ততি (১)।
সর্ব্বে সর্ব্বানন্দী (২), শুভক্ষণে রাজ স্থিতি (৩) ॥ ৬ ॥
মহেশ্বর-বংশে সাত আছে ত লিখন।
বাঙ্গালে হিরণ্য (৪), আচার্য্যকে ত্রিলোচন (৫) ॥ ৭ ॥
বিজয় পণ্ডিত হন সাগর বিজয় (৬)।
চাঁদাই (৭), মাধাই (৮), স্বীয় স্বীয় নামে রয় ॥ ৮ ॥
ভৈরবে ভৈরব-ঘটকী (৯), নিত্যানন্দে ছায়া (১০)।
নরেন্দ্র-যোগে বন্দ্যো দশ গণ রে ভায়া ॥ ৯ ॥
পূতি গোবর্দ্ধনের সুরাই (১), শ্রীরঙ্গভট্ট (২)।
দুজনেই পান্টী সঙ্গে সদা হাসে অট্ট ॥ ১০ ॥
চট্ট-কুলে সর্ব্বশুদ্ধ মেল হল আট।
রাঘবে রাঘবী (১), মজুন্দারে হরির নাট (২) ॥ ১১ ॥
চট্ট অরবিন্দ-বংশে দুই মেলপতি।
বহুরূপে পঞ্চ, বাঙ্গালে এক শুদ্ধমতি ॥ ১২ ॥
বিদ্যাধরে বিদ্যাধরী (৩), কেশবে বালী (৪)।
দেহাটা শ্রীপতি (৫), ছৈ ছৈ (৬), রাঘু পারিহালী (৭) ॥ ১৩
বাঙ্গাল-বংশে কাকুৎস্থে (৮), কাকুৎস্থের মিশ্র।
চট্টের আটে অন্ন-বিদ্যার দান অজস্র ॥ ১৪ ॥

গাঙ্গ শিশু-বংশে কুলপতি-সম এক।
নড়িয়া গঙ্গাধর (১), স্বগ্রামে লয় থাক॥ ১৫ ॥
কাঞ্জিলাল কানু-বংশে এক কুলপতি।
শুদ্ধসত্ব, অন্নদাতা, শতানন্দ কৃতী (১৬) ॥ ১৬ ॥
ঘোষাল-বংশে দুই, শিরো কুলের রসাল।
ডুমুরিয়া ধরাধরী (১), রাঘবী বিশাল (২) ॥ ১৭ ॥
ছত্রিশ মেলের এই গুণবন্ত নায়ক।
অন্নদাতা, বিদ্যাদাতা, সমাজ-নিয়ামক ॥ ১৮ ॥
গুণে মগ্ন হয় দোষ, আতিশয্য-হেতু।
চন্দ্র দোষী, তবু শিব-ভালে তিনি কেতু ॥ ১৯ ॥
নবদ্বীপ-অধিকারে, শান্তাডাঙ্গা গ্রাম-বরে,
সূর্য্যদ্বীপের মধ্যগত।
ন্যায়ালঙ্কারের দ্বিজ, কালীচরণ-অঙ্গজ,
ভণে রামহরি হর্ষতঃ ॥ ২০ ॥

মেলমালা, রাণাঘাট-নিবাসী
সাতকড়ি ঘটক প্রদত্ত।

পঞ্চ কান্যকুব্জ-সন্তানের
বৈদ্যের পৌরোহিত্য-পরিত্যাগ-হেতু।

এক দিন রাজা জিজ্ঞাসিল পঞ্চ-গোত্রীয়ে।
মহাবংশ কুলীন, আর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে ॥ ১ ॥
কহ, সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত।
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্যে, ছিলে পুরোহিত ॥ ২ ॥

উত্তরিল মহেশাদি যতেক সুকৃতী।
নিত্য-যাজ্যে রত নহি, নৈমিত্তিকে ব্রতী ॥ ৩ ॥
অজ্ঞ হল দশকর্ম্মা, শ্রাদ্ধে পিণ্ডভোজী ॥
দ্বিজের স্থণ্ডিলে ঋত্বিক্, নহি শূদ্রযাজী ॥ ৪ ॥
আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈশ্যে তার জাতি।
একছত্রী রাজা ছিল, ক্ষত্রবৎ ভাতি ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা, জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী, তবু বলায় ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ॥ ৬ ॥
রাজা হলে রাজন্য, সে না ভাবে অন্যথা।
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা ॥ ৭ ॥
ভূপাল, অনঙ্গপাল, আর মহীপাল।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র নহে, রাজন্য প্রবল (গোত্র, প্রবর) ॥ ৮ ॥
তারাও বিভা করিত তিন-জাতি-মেয়ে।
ব্রাহ্মণ-পুরোধা সাতশতী, দেখ চেয়ে ॥ ৯ ॥
তাই তারা ক্রিয়াকাণ্ডে বেদ-জ্ঞান-হীন।
যাজক-পিণ্ড-ভোজী, প্রথা ত অপ্রাচীন ॥ ১০ ॥
বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে, দ্বিজে এ প্রথা ত দেখি না ॥ ১১ ॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা, বৈদ্যকুল রক্ষিতে ॥ ১২ ॥
ইথে উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য ॥ ১৩ ॥
তাই কান্যকুব্জ বৈদ্য-যাজন না করে।
পূর্ব্বেও ত অগ্ন্যাধানে স্বধামাত্র ধরে ॥ ১৪ ॥

পুরোধা যজ্ঞ-যাজক, পিণ্ডভোজী নয়।
আধুনিক অজ্ঞ দ্বিজ ভোজ্যমাত্র লয়॥ ১৫॥
শ্রাদ্ধে সঙ্কল্প, মৃতের স্বর্গোদ্দেশে দান।
নিমন্ত্রিত বিপ্রে দেয়, পুরোধা না খান॥ ১৬॥
এ উদ্দেশ্য না থাকিলে, যাজক পূজক।
ক্রিয়াকাণ্ডে লোভী, হত, সর্ব্বভক্ষক॥ ১৭॥
যজমানো স্বল্পমাত্র দক্ষিণা যে দিয়া।
উৎসৃষ্ট ভোজ্যে ঋত্বিকে দিত পুষিয়া॥ ১৮॥
অসৎপ্রতিগ্রহে দ্বিজ পতিত অগ্রদানী।
তাহা দেখি বৈদ্যে ত্যজে জ্ঞানী দ্বিজ মানী॥ ১৯॥
পৈত্র-কার্য্যে পিণ্ডভোজী পৌরোহিত্যে দোষ।
দৈবে, আর্ষে, পৈত্রে স্বধা—কর যে প্রতোষ॥ ২০॥
সবন্ধু বল্লাল পতিত বৃষলে গণ্য।
বৈদ্যকুল পৈতা ত্যজি শূদ্রবৎ অধন্য॥ ২১॥
সৎ শ্রোত্রিয়, আর যে কুলীন-তনয়ে।
যাজন ত্যজে রাজার, শূদ্র বলে ভয়ে॥ ২২॥
যদবধি বৈদ্যকুল দ্বিজত্ব-বিহীন।
তদা পবিত্র দ্বিজ বৈদ্যে ত্যজে প্রবীণ॥ ২৩॥
কন্দুপক্ব, পয়ঃপক্ব, আর ঘৃতপক্ব।
দ্বিজগ্রাহ্য শূদ্র-পাকে, এইমাত্র সম্পর্ক॥ ২৪॥
শূদ্রের আমান্ন শ্রাদ্ধে পক্ব বলি গণ্য।
বৈদ্য ও বৃষল-শ্রাদ্ধে আমমাত্র মান্য॥ ২৫॥
নিবেদিল রাজা, মম পূর্ব্ব-পিতামহে।
বৈদ্য হলেও রাজন্য-আচরণ রহে॥ ২৬॥

মহানন্দীর পর হতে সব ক্ষত্রিয়।
বৃষলে গণ্য, কিবা চান্দ্র-সৌর-বংশীয় ॥ ২৭ ॥
কেমনে করিল যজ্ঞ, পঞ্চ ঋষি এসে? (প্র)।
তারা পঞ্চ মহাভূত, দোষ হবে কিসে? (উ) ॥ ২৮ ॥
যাদের ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।
তৎকার্য্যে আর সর্ব্বভুকে দোষ কি রয়? ॥ ২৯ ॥
তাঁরা সাগ্নিক দ্বিজ, চন্দন বিষ্ঠা সম।
আর ষড়ৈশ্বর্য্যে ধনী, ইন্দ্রিয়-সংযম ॥ ৩০ ॥
তাঁদের সাধ্য ছিল দোষের পরিপাকে।
জগৎকুটুম্বী, আত্মবৎ ভাবে যাকে তাকে ॥ ৩১ ॥
যাদের কথায় দ্বিজ-মুখে শূদ্র অন্ন।
দেয় পুরুষোত্তমে, নাহি ভাবে সে ভিন্ন ॥ ৩২ ॥
দেখ ভস্ম তুচ্ছ বস্তু, ভূষা কেবা বলে।
কাশীর শ্মশান-ভস্ম মাখে সর্ব্বকালে ॥ ৩৩ ॥
হুতশেষ যজ্ঞ-ভস্ম স্বস্তি-হেতু ফোঁটা।
ছায়কপালে বলে কে দিতে পারে খোঁটা? ॥ ৩৪ ॥
স্থান ও কাল-মাহাত্ম্যে সব শোভা পায়।
আমরা অকৃতী সব, দোষ পড়ে গায় ॥ ৩৫ ॥
ভূমিপ হলে সবারি ইচ্ছা হয় ক্ষত্র।
গৌরব-হেতু রাজন্য বলায় যত্র তত্র ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্বজীবেরি আছে দুগ্ধ, গব্যই পবিত্র।
মাহিষ্য গব্যতুল্য পূত বলে কি কুত্র? ॥ ৩৭ ॥
আজ খায় পূত নহে, ঔষধে যে খাদ্য।
ঘৃত দধি ক্ষীরে ম্লেচ্ছো না ধরে যে অদ্য ॥ ৩৮ ॥

বড়বা মহিষীসম দুগ্ধে নহে তুল্য।
গোভীদুগ্ধে পঞ্চামৃত, সে সুধা অমূল্য॥ ৩৯॥
তেমনি বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র ত চতুর্থ।
ক্রমে মাহাত্ম্য অল্প জ্ঞান, নহে ত ব্যর্থ॥ ৪০॥
সবারি অভিলাষ, সে উচ্চ হয় নিজে।
দেবত্ব পেলেও ইচ্ছা ব্রহ্মত্বে বিরাজে॥ ৪১॥
কাশী-মৃত্যু জীবের শিবত্ব-নিদান।
তাই কি সে পায় গৌরীর শয্যায় স্থান?॥ ৪২॥
সারূপ্য পেলেও কভু ব্রহ্মসম হয়।
স্বর্গে (বৈকুণ্ঠে) নর চতুর্ভুজ, লক্ষ্মী ত না পায়॥ ৪৩॥
ঘট-ভঙ্গে মহাকাশে যে শূন্য মিশায়।
সেই ঘটাকাশে কি ত্রৈলোক্য দেখা যায়?॥ ৪৪॥
বিশ্বামিত্রের ইচ্ছা, সদ্য লভে ব্রাহ্মণ্য।
তেমনি বৈশ্য ভাবে, সে হয় রাজন্য॥ ৪৫॥
শূদ্রের প্রার্থনা হয়, সে বৈশ্যত্বে গণ্য।
তপোবীর্য্যে বিপ্র সপ্ত জন্মে থাকে পুণ্য॥ ৪৬॥
বৈদ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয়-আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ, কার্য্যে মাতৃ-ব্যবহার॥ ৪৭॥
রাজপুত ক্ষত্র বল্‌তে বদ্ধপরিকর।
আজি শুদ্ধ ক্ষত্র নাই, বর্ণের সঙ্কর॥ ৪৮॥
আদিশূর বৈদ্য বটে, ক্ষত্র-কন্যা পত্নী।
শূদ্র-কন্যা ব্রহ্ম-জায়া, না লাগে অরত্নি (কুশণ্ডিকা)॥৪৯॥
তেজে, শাপে, স্বয়ংবরে জাতি কোথা থাকে?।
দেবযানী শুক্র-কন্যা, বরে যযাতিকে॥ ৫০॥

তংরন্তুতি পেয়েছে কি ব্রাহ্মণের জাতি?।
উচ্চ মাতা, নীচ পিতা, অপকৃষ্ট ভাতি॥ ৫১ ॥
কলির ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র, সব সমান।
বিশেষতঃ রাজা হ'লে নাহি থাকে জ্ঞান॥ ৫২ ॥
রাজার প্রজার বিভা, সবাই ক্ষত্রিয়।
পিতৃ মাতৃ একপক্ষ, রাজন্য-গোত্রীয়॥ ৫৩ ॥
রাজায় প্রজার কন্যা দেখে সদাচার।
প্রজায় রাজার কন্যা দেখে যে আকর॥ ৫৪ ॥
ভূপের ক্ষত্রত্ব হয় শৌর্য্যের প্রকাশ।
নৃপমাত্র ক্ষত্রাচার, কলিতে সহাস॥ ৫৫ ॥
নিঃক্ষত্রে সঙ্কুচিত, আর পলায়িত, কোঁচ।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র চাণ্ডাল, রাজবংশী—খোঁচ॥ ৫৬ ॥

হাত ঘুরাইয়ে নুলো কয়, সবাই ত উচ্চ হতে চায়,
দেখি কার আছে কত পুণ্য-শক্তি।
ভাগ্যে কোনো হয় ব্রহ্মে গণ্য, ক্রব্যাদ অগ্নি নিন্দ্য অধন্য,
উৎকট পাপ পুণ্যে আছে এ যুক্তি॥ ৫৭ ॥

গোষ্ঠীকথা, চুপী-কক্ষশালী-নিবাসী হুগলী
জিলার ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল বদান্য
ও চিরস্মরণীয় শিবনাথ রায়-সংগৃহীত,
পূর্ব্বস্থলীর প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তচূড়ামণি দুর্গাদাস
ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত।

আধুনিক-রাজবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব-নাশ।

আদিশূর ও বল্লালসেনকে যিনি যে প্রমাণে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলুন না কেন, ক্ষত্রিয়তা নাই। বল্লাল নিজকৃত দানসাগরে আপনাকে ক্ষত্রিয় বলাইতে সাহসী হয়েন নাই। "ক্ষত্র-চারিত্রচর্য্যা" এইরূপ পাঠ প্রকটিত করিয়াছেন। চর্য্যা শব্দের অর্থ আচরণ, সুতরাং "ক্ষত্র চারিত্র-চর্য্যা" শব্দে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী। রাজা হইলে অনেক বিষয়ে স্বতঃ রাজন্যের আচরণ অনায়াসলভ্য হয়।

মাহিষ্য-জাতিরা পরাক্রান্ত হইয়া উড়িষ্যায় স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। মাহিষ্য-জাতি অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি ও ছত্রপতি, এই চারি ভাগে বিভক্ত। মাহিষ্যের জনক ক্ষত্রিয়, জননী বৈশ্য হইলেও মাহিষ্যেরা পিতৃকুল স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পণ্ডিতগণ দ্বারা বর্ণন করাইয়াছেন। কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিতে সমর্থ হয়েন নাই। ৺ জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির-নির্ম্মাতা মহারাজ অনঙ্গ ভীমদেব আপনাকে "ক্ষত্রিয়-কুল-ধর্ম্ম-কেতু" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ৺ জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান সেবাকারী ক্ষুর্দারাজ গজপতি-বংশীয় মাহিষ্য। যখন তাঁহাদিগের মুদ্রা প্রচলিত ছিল, সেই মুদ্রায় অনঙ্গভীমের নাম উৎকীর্ণ হইত। তাহাতে এইরূপ লেখা আছে। "বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটোৎকলবর্গেশ্বরাধিরাই ভূত ভৈরব সাধু শাসনোৎকরণ রাবতরাই অতুলবলপরাক্রম সংগ্রামসহস্রবাহু ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মকেতুঃ।"

শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা॥

বিবিধার্থসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, ৫৮ পৃঃ।

গৌড়নগরের প্রস্তরফলকে লেখা আছে, আদিশূরের বংশে প্রদ্যুম্নেশ্বর নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি যে হরিহরমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন, ঐ মূর্ত্তি প্রদ্যুম্নেশ্বর নামে বিখ্যাত। বিজয়-সেন উহার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি "ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মকেতু"।

দিনাজপুর গঙ্গারামপুরের তপনদীঘীর তাম্রশাসনেও গৌড়েশ্বরদিগকে ওষধিনাথ-বংশ-সম্ভূত বলা হইয়াছে। যথা—

সেবাবিনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচি-
রম্বুল্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতামভূবন্
ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষধিনাথবংশে॥

বল্লালসেন নিজকৃত দানসাগরে আপনাকে ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা-মর্য্যাদারক্ষণ কহিয়াছেন। যথা—

ছন্দোভিশ্চৈকবন্দ্যঃ শ্রুতিনিয়মগুরুক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা-
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।
সদ্বৃত্তস্বচ্ছবর্ম্মোজ্জ্বলপুরুষগুণাচ্ছিন্নসন্তানধারা-
বন্দ্যোমুক্তামরশ্রীনিরগমদবনেভূর্ষণং সেনবংশঃ॥

ইহাই সত্য। প্রস্তরফলক ও তাম্রফলকের রচনাগুলি পণ্ডিতগণের অত্যুক্তি ও স্তুতিমাত্র। প্রকৃত হইলেও ক্ষত্রিয়ত্ব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

আধুনিক ক্ষত্রিয়াদির বিবরণ।

মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা। ততঃপ্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি। বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ২৪ অধ্যায়।

ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ২১ অধ্যায়। ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ২২ অধ্যায়।

খড়দহের মেল-নায়ক-প্রশংসা।

খড়দহে যোগেশ্বর, কাম, দিগম্বর।
তিন সহোদরে ছিল পাণ্ডিত্য প্রবর॥
অন্নদানে, বিদ্যাদানে, ধৈর্য্যে অগ্রসর।
সর্ব্ব শাস্ত্র-পারদর্শী, সবে বিজ্ঞবর॥
কৌলীন্যের নবগুণে, আর ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ।
তাই তিনে পায় 'পণ্ডা'-উপাধি গরিষ্ঠ॥
অসাধ্য সাধন পঞ্চতপ করে তারা।
অহোরাত্র শিষ্যশিক্ষা, স্মৃতি হয় দারা॥
পরোপকার নিত্য-ক্রিয়া তিনে সমান।
অজ্ঞে প্রাজ্ঞে তাদের ছিল সমান জ্ঞান॥
চতুর্ব্বর্গের ত্রিবর্গ, তারা তিন ভাই।
অন্যের দোষ নষ্ট সে চরণ-ধূলায়॥
তিনের নিজের কথা কি দিব উপমা।
দানে কর্ণ, ধৈর্য্যে পার্থ, জ্ঞানে বিধি-সমা॥

তৃণ-দ্বীপে তিন ভাই থাকে এক বাসে।
পরদুঃখ-শ্রুতিমাত্র প্রাণপণে নাশে॥
ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ক্ষমা, সর্ব্বজীবে দয়া।
ষট্‌কর্ম্মশালী, জ্ঞানে ধনী, ধৃতি জায়া॥
ষড়ৈশ্বর্য্যে যারা ধনী, দোষ কোথা রয়।
রাজা আসি মাথা খুঁড়ি মৌনী, পায় ভয়॥
অগ্নি, গোময়, সলিল, পবিত্র প্রধান।
সাগ্নিক দ্বিজ তারা, নাহি দোষের স্থান॥
পঞ্চানন মুলো কয়, একের পাপ দশে লয়,
ভাগে তিল তিল অণু অংশ।
প্রায়শ্চিত্তে তারো ক্ষয়, সমন্বয়ে লঘু হয়,
ইজ্যায় যে সব দোষ-ধ্বংস॥ গোষ্ঠীকথা।

বল্লভী-মেল-নায়ক-প্রশংসা।

নপাড়ী বন্দ্য বল্লভ মুখুটী দুর্গাবর।
হল অগ্রগণ্য, আর চট্ট পুরন্দর॥
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, পরাক্রমে, পাণ্ডিত্যে বিখ্যাত।
কিন্তু তারা অনাথ দুঃখীর অনুগত॥
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে, এ বলে আমায় যে দেখ।
দান ধ্যান যা কর, বলে গোপনে রাখ॥
দৃঢ়তায়, স্থিরতায় ভূধর-সমান।
দোষরাশি স্পর্শমাত্র হয় চূর্ণমান॥
দুর্গাবরের তপস্যায় ইন্দ্র পায় ভয়।
আপনি অন্তরে থাকি পাপ-দূতে কয়॥

রণ্ড পিণ্ডে বলাৎকারে দুর্গারে কর চূর্ণ।
নহিলে ত্রিলোক যায়, ধর্ম্মে হয় পূর্ণ॥
কলি-পুণ্য পাদমাত্রা, শাস্ত্রের লিখন।
দুর্গাবরের পুণ্যে দীপ্যমান ভুবন॥
তাই দুর্গাবরে বল্লভাচার্য্য-প্রধান।
পুরন্দর মজাইল, সবে হতজ্ঞান॥ গোষ্ঠীকথা।

সর্ব্বানন্দী-মেল-নায়ক-প্রশংসা।

রায়রেঁয়ে মহিন্তা দ্বিজ জগদানন্দ।
যার দোষে দূষী হয় বন্দ্য সর্ব্বানন্দ॥
সর্ব্বানন্দের মহিমা ত্রৈলোক্যে অপার।
যার তেজে দেবরাজ গাঙ্গে রঘুবর॥
মুখো-কুলে হরি, মিশ্র-রূপে আবির্ভাব।
ছলে বলে ইচ্ছা করে, তপস্যা-অভাব॥
সর্ব্বানন্দের তপস্যা বিধি বিষ্ণু জানে।
শিব-তুল্য, তাই ধ্যান ভাঙ্গে পঞ্চবাণে॥
জগদানন্দ গিরিরাজা, কন্যা যার গৌরী।
সে কুল-গণেশ-মাথা উড়ায়, হয়ে সৌরি॥
গৌরী স্বয়ং অন্নপূর্ণা, সর্ব্বানন্দ শিব।
দুস্থ লোকে অন্ন দেন উভে রাত্রিন্দিব॥
সর্ব্বানন্দ সর্ব্বতন্ত্রে স্বয়ং ভগবান্।
আগম-নিগম-ব্যাখ্যা, ছিল তত্ত্ব-জ্ঞান॥
তাই কুলীন দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ ছিল যতেক।
শিষ্য হল, জ্ঞানী মানী শত সহস্রেক॥

মুলো কয়, সর্ব্বানন্দী সত্য ষট্‌কর্ম্মা।
পাপে প্রকৃত ভয়, নহে পরধর্ম্মা॥ গোষ্ঠীকথা।

পণ্ডিতরত্নী ও বাঙ্গালপাশাদি।

পণ্ডিতরত্নের চূড়া দৈবকীনন্দন।
যত দোষ থাকুক, পাণ্ডিত্যে তা খণ্ডন॥
বিদ্যায় ব্যাস-সম, কার্য্যে বশিষ্ঠ-তুল্য।
তপস্যায় বিশ্বামিত্র, জ্ঞানে রত্ন অমূল্য॥
প্রতিভা কত যে ছিল, বর্ণন না হয়।
চতুর্দ্দশ বিদ্যায় জ্ঞান যার অক্ষয়॥
এইরূপ ছত্রিশ মেলের নায়ক যত।
জ্ঞানে, মানে, অন্ন-দানে, সৎকর্ম্মে ভূষিত॥
ধৈর্য্যে, পরাক্রমে, দানে, সবাই অগ্রগণ্য।
যাদের পূর্ব্বপিতামহ গুণে ধন্য মান্য॥
যাদের জীবন ছিল পরোপকারে স্থির।
তাদের সন্তানাদি কেন হবে অধীর?॥
সত্য, সারল্য, দাক্ষিণ্য, দয়ার আধার।
অধ্যাপনা-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম সার॥
দৈবে দোষ করে, কদা না করে অস্বীকার।
তাই তাদের পাপ-বিভাগেতে বিচার॥
বঞ্চক, শঠ, নিষ্ঠুর, কৃপণ, যাচক।
তাদের পক্ষে কেহ নহে নিস্তারক॥
আজি যেমন পণ্ডিত বল্লে গণ্ডমূর্খ।
ধূর্ত্ত-শিরোমণি, নাস্তিক কথাটা রুক্ষ॥

দৃষ্টান্ত আছে কত, কি কব তার কথা।
অজ্ঞে, বর্ণব্রাহ্মণে পণ্ডিত বলা প্রথা॥
তেমনি ঠাট্টা রহস্যে চতুরে রত্ন কয়।
পূর্ব্বকালে সুধীজনে এ নিন্দা না রয়॥
মহামহোপাধ্যায় হলে হয় পণ্ডিত নাম।
চতুরস্র-বুদ্ধি, সাধু, রত্নের বিশ্রাম॥
তাই যোগেশ্বরাদি মহাজন যতেক।
দোষ-সত্ত্বেও প্রশংসা পায় সহস্রেক॥
দৈবকীনন্দন সর্ব্বগুণেতে মণ্ডিত।
মুখকুলে পণ্ডিত, জ্ঞান-রত্নে ভূষিত॥
পঞ্চানন মুলো কয়, ছিল গুণরাশি।
তাই মেলগত দোষ কুটী কুটী নাশি॥
পণ্ডিতরত্নী দৈবকীনন্দনের স্বতন্ত্র বাটী।
গরুড় দেবাই লইয়া যার কুলের পরিপাটী॥
আঠা কাঠী দুই ভাই, বন্দ্যঘটী আগে।
রায়দোষ, বলাৎকার, সুখনালী লাগে॥
প্রজাপতির দোষ গালি সর্ব্ব লোকে ঘোষে।
মেলেতে পণ্ডিতরত্নী পিতৃমাতৃদোষে॥ দোষাবলী।

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ॥ কুমারসম্ভব।

দোষান্ মেলয়তি, একস্য দোষান্ গুণবতাং গুণসমুদ্রেষু প্রক্ষিপতীতি মেলম্। সারাবলী।

উপসংহার-বাক্য।

শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজ গোত্রে নিরক্ষরের ভাগ অতি অল্প। প্রাচীন সময়ের কথা পরিশিষ্টে লিখিত হইল। নব্যদিগের কথা বলাই উপসংহারের উদ্দেশ্য। তদনুসারে অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নাম নির্দ্দেশ করাই উচিত। সুতরাং প্রথমে দেবীবর ঘটক, দ্বিতীয়ে ধ্রুবানন্দ মিশ্র, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, আখণ্ডলাদির নামোল্লেখে পূর্ব্ব চরিত-কথা বর্ণন করিতে হয়, তাহা করিতে গেলে মূল পুস্তকের কলেবরে স্থান সমাবেশ হয় না। সুতরাং প্রকৃত নব্য দুই একটীর নামনির্দ্দেশপূর্ব্বক গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম।

মহাকবি ভারতচন্দ্র।

ইনি ফুলিয়ার মুখুটী, ভঙ্গ। হুগলী জিলার পাণ্ডুবাসের (পাণ্ডুয়ার) অন্তর্গত ভুরসুট গ্রামে ইহাঁর পৈতৃক বসতি। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষ মুরারি ওঝা, তিনি ফুলের মুখুটী নৃসিংহের পুত্র। নৃসিংহের সহোদর, রাম ও দয়াকর। মুরারির পুত্রগণের মধ্যে বনমালীর পুত্র প্রসিদ্ধ কবিবর কৃত্তিবাস (২৬৭ পৃষ্ঠ দেখ)। বনমালীর সহোদর মদন-বংশে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর জন্মপরিগ্রহ করেন। মদন ভঙ্গ, তদ্ধেতুক মদন হইতে "কুলপরিচায়ক গ্রন্থে" মদনের সন্ততিবর্গের নামোল্লেখ নাই। সেই জনাই ভারতচন্দ্র নিজের উর্দ্ধতন পরিচয়-দানে ক্ষান্ত হইয়া কেবল ভূপতি রায়ের বংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মদন-পুত্র রাঘব, পৌত্র দেবানন্দ, প্রপৌত্র প্রয়াগ, বৃদ্ধপ্রপৌত্র জগদীশ, অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র গোপাল, বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র রামনারায়ণ, তৎপুত্র রামকান্ত রায়, ইনি ভারতচন্দ্রের পিতামহ। পিতার নাম

রাজা নরেন্দ্র রায়। পিতামহ রামকান্ত ভূমিপাল হইয়া 'ভূপতি' এই উপাধি ধারণ করেন। তন্নিবন্ধন 'ভূপতি রায়ের বংশ' বলিয়াছেন। রামকান্ত ভূপতি নামেই প্রসিদ্ধ। ভারতচন্দ্র হইতে মূলাজোড়ে বাস। রায় গুণাকরের পুত্রগণ-মধ্যে ভগবতী-চরণ ও রামতনু প্রসিদ্ধ। ভগবতী নিঃসন্তান, রামতনুর পুত্র তারক। তৎসুত অমরনাথ, তৎপুত্র পূর্ণচন্দ্র ও গোবিন্দ; ভারতচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। ভারতচন্দ্রের আত্ম-পরিচয় যথা—

ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ,
সদা ভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী-যুত,
ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজ-পদে সুমতি॥ অন্নদামঙ্গল।

রাজা রামমোহন রায়।

ভট্টনারায়ণ হইতে সাগরদিয়া হরি অধস্তন ১৩শ। তাঁহার পুত্র মাধব ১৪শ। তৎসুত পিথাই ও ধ্রুবানন্দাদি ১৫শ। পিথাই-সুত গঙ্গাধর ১৬শ। গঙ্গাধর-সুত ভগীরথ ও হরিহরাদি ১৭শ। হরিহরসুত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন ১৮শ(পরিশিষ্ট দেখ)।

মহামান্য রাজা রামমোহন রায় বন্দ্যঘটীয় বঙ্গপাশী—সুরাই মেল ও ভঙ্গ। শাণ্ডিল্য ক্ষিতীশ হইতে বন্দ্য দুর্ব্বলী অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ। দুর্ব্বলীর পুত্র অনন্ত হইতে গয়ঘড়ীর সৃষ্টি। হরি হইতে সাগরদিয়ার উৎপত্তি। সঙ্কেত বাঙ্গালপাশীর মূল। নারায়ণ স্বল্প কুলিয়া বলিয়া গণ্য। ভাস্কর উন্দুরাখ্য কুল। ইহাঁরা ১৪শ। বাঙ্গাল-সুত উৎসাহ ১৫শ। 'উৎসাহ-সুত আনো, কন্দ, রঘু, গুণ, শ্রীরঙ্গ,সারঙ্গ, মার্কণ্ডেয়, বাসু, বিশু ও ভীম (১৬শ)। আনো-সুত পিথাই ও লখাই (১৭শ)। লখাই-

সুত সর্ব্বানন্দ, শতানন্দ, গোবিন্দ, পরমব্রহ্ম ও কনক (১৮শ)। সর্ব্বানন্দের পুত্র প্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক (১৯শ), গুরু শোভাকর চট্টের অভিসম্পাতে নির্ব্বংশ।

(১৮শ) গোবিন্দ-সুত কমল ১৯শ। রামনাথ ২০শ। সুন্দর ২১শ। পরশুরাম ২২শ। শ্রীবল্লভ ২৩শ। কৃষ্ণচন্দ্র ২৪শ। ব্রজবিনোদ ২৫শ। রামকিশোর ও রামকান্ত ২৬শ। রামকিশোর-সুত নবকিশোর ২৭শ। শ্রীনাথ ২৮শ। গোপীনাথ ২৯শ। মহেন্দ্রনাথ ৩০শ।

(২৬) রামকান্তসুত রাজা রামমোহন রায় ২৭শ। পুত্র রমাপ্রসাদ ও রাধাপ্রসাদ ২৮শ। পৌত্র হরিমোহন ও প্যারীমোহন (রমাপ্রসাদসুত) ২৯শ। ফুলিয়ার বংশে দীর্ঘজীবন ও বিদ্যা ছিল। বন্দ্যঘটীয় নারায়ণ বাচস্পতিকে আমরা দীর্ঘজীবী দেখিতে পাই। তিনি প্রসিদ্ধ স্মৃতি-সংগ্রহ-কার ছিলেন। তাঁর মত খানাকুল-কৃষ্ণনগরাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। নারায়ণ বাচস্পতির সংগ্রহানুসারে সময়ে সময়ে ঐ অঞ্চলে নবদ্বীপ সমাজের মত উপেক্ষিত হইত। রাজা রামমোহন রায় এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, সমধিক বিদ্যা বুদ্ধি থাকিলে শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তদনুসারে তিনি আগম, পুরাণ, তন্ত্রাদি আলোচনা করিয়া বৈদিক মতের নিগূঢ়ার্থ নিষ্কর্ষ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। আধুনিক ব্রাহ্মগণের অনেকেই সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নববিধানের মতাবলম্বী হইয়াছেন।

দেবীবর, ধ্রুবানন্দ, রঘুনন্দন ও নারায়ণাদির সমাজ সংস্করণ দেখিয়াই বোধ হয় রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয়ে ধর্ম্ম

সংস্কার করণের প্রবৃত্তি দৃঢ় হইয়াছিল। রঘুনন্দন ও ধ্রুবানন্দ সাগরদিয়া ফুলিয়া মেল।

রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।*

মহাত্মা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় চিকিৎসক ও বিদ্বান্ ছিলেন। অন্তঃকরণেও অসাধারণ তেজস্বিতা ছিল। ইনি সাগরদিয়া বন্দ্য রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান। ইহাঁর পিতার নাম গোলোকনাথ বন্দ্যো। তিনিই মণিরামপুর হইতে উঠিয়া কলিকাতায় অবস্থান করেন। তদবধি ইহাঁরা কলিকাতা-বাসী। ফুলের মুখুটীদিগের সহিত ইহাঁদিগের পাল্টী-প্রকৃতি-ভাব। প্রসিদ্ধ বাগ্মী সিবিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাচরণ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র, এবং বাঙ্গালীর মধ্যে প্রসিদ্ধ বলিষ্ঠ ব্যারিষ্টার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কনিষ্ঠ পুত্র।

* রুদ্ররাম আদিবরাহ হইতে ২২শ, ভট্টনারায়ণ হইতে ২৩শ। ইহাঁর দশ পুত্র—রামচন্দ্র, অভিরাম, কৃষ্ণরাম, অনন্তরাম, মুকুন্দরাম, নন্দরাম গোবিন্দরাম, রাজবল্লভ, যাদব ও শঙ্কর (২৪)। রামচন্দ্রের রতি ও রূপ (২৫শ)। রূপ-সুত নিধি (২৬) ভঙ্গ। ছয়ঘরিয়া-নিবাসী রামচন্দ্র রায়ের কন্যা-বিবাহী। পুত্র চণ্ডীচরণ, কালিদাস ও কালীপ্রাণ (২৭)। (২৪) কৃষ্ণরামের ধারার একদেশ যথা—হরিহর (২৫), রাধাকান্ত ও শিবপ্রসাদ (২৬)। শিবপ্রসাদের—জয়, উদয়, রামধন, রামনিধি, গোর ও কালীনাথ (২৭শ)। গোরসুত মথুরানাথ (২৮শ). পৌত্র কালিদাস (২৯শ)। রুদ্ররামের ধারায় ৩০।৩১ পুরুষের অধস্তন অতি অল্প দেখা যায়।

গ্রন্থাঙ্গ সূচীপত্র।

বিষয় — পত্রাঙ্ক

উপক্রমণিকা ... ১ পৃষ্ঠ হইতে ১৩ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত

কৌলীন্য-লক্ষণ ১০
শ্রোত্রিয়-লক্ষণ ১০
পরিবর্ত্ত-লক্ষণ ১১
ঘটক-লক্ষণ ১২

সামান্যকাণ্ড ...১৪ পৃষ্ঠ হইতে ২১২ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ১৮
ঐ শূদ্রপঞ্চক ১৯
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ২০
শাণ্ডিল্য-গোত্রে ভট্টনারায়ণ-বংশ ... ২২
কাশ্যপ-গোত্রে দক্ষ-বংশ ২৪
সাবর্ণ-গোত্রে বেদগর্ভ-বংশ ... ২৫
বাৎস্য-গোত্রে ছান্দড়-বংশ ... ২৬
ভরদ্বাজ-গোত্রে শ্রীহর্ষ-বংশ ... ২৭
বারেন্দ্র-শ্রেণী ২৯
দাক্ষিণাত্য বৈদিক ৩২
গৌড়-দ্রাবিড়াদি দেশ ৩৭
পাশ্চাত্য বৈদিক ৪০

বিষয়			পত্রাঙ্ক
গুরুকুলে বিবাহ-নিষেধ	...	...	৪৩
শ্রীচৈতন্যদেব	...	...	৪৯
সাতশতী ব্রাহ্মণ	...	...	৫১
মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ	...	...	৫৪
ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ	...	...	৫৬
গোত্রসমূহের নামাদি	...	...	৫৯
ঋষিগণের উৎপত্তি	...	...	৬৯
মনু-বংশাবলী	...	...	৭২
অদিতি-বংশ	...	...	৭৫
দিতির বংশ	...	...	৭৬
দনুর সন্তান	...	...	৭৬
দনায়ুর সন্তান	...	...	৭৭
বিনতা-সন্তান	...	...	৭৭
কদ্রু-সন্তান	...	...	৭৭
কপিলা-সন্তান	...	...	৭৮
অপ্সরা-কুল	...	...	৭৮
গন্ধর্ব্ব-কুল	...	...	৭৮
ভৃগু-কুল	...	...	৭৯
অঙ্গিরার বংশ	...	...	৮০
পিতৃলোক (অগ্নিষ্বাত্তাদি)	...	...	৮৩
গ্রহগণের জাত্যাদি-নিরূপণ		...	৮৭
গোত্র ও প্রবর-নিরূপণ	...	...	৯০
চতুর্দ্দশ-মনু-বৃত্তান্ত	...	...	৯৪

বিষয়			পত্রাঙ্ক
মন্বন্তরের মহর্ষি-বৃত্তান্ত	...	...	৯৭
ক্ষত্রিয় জাতি	...	...	১০১
রাজপুত	...	...	১০৪
বৈশ্য জাতি	...	...	১০৫
শূদ্র জাতি	...	...	১০৭
কায়স্থ জাতি	...	...	১০৯
উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ	...	...	১১০
কায়স্থ-বংশাবলী	...	...	১১৫
ঐ কুলীন-বিষয়ক মর্য্যাদা		...	১২১
বারেন্দ্র কায়স্থ	...	...	১২৬
বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ		...	১৩৩
কুলীন কায়স্থ	...	...	১৩৩
মৌলিক কায়স্থ	...	...	১৩৮
বাহাত্তুরে কায়স্থ	...	...	১৩৯
কায়স্থ কুলীনের বিশেষ বিবরণ		...	১৪২
আদ্যরস (দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থের)		...	১৪৩
কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের বংশাবলী		...	১৪৭
বঙ্গজ কায়স্থ	...	...	১৫১
নবশাখ বা নবশায়ক	...	...	১৫৪
সদ্গোপ	...	...	১৫৪
মালী	...	...	১৬১
তিলী বা তেলী	...	...	১৬৩
তাঁতি	...	...	১৬৪

বিষয়			পত্রাঙ্ক
ময়রা	...	...	১৬৫
বারুই	...	...	১৬৬
কুম্ভকার	...	...	১৬৭
কামার	...	...	১৬৮
নাপিত	...	...	১৬৯
পুঁটুলী	...	...	১৭০
কৈবর্ত্ত	...	...	১৭১
গোয়ালা	...	...	১৭৪
স্বর্ণবণিক্ ও সেকরা	...	...	১৭৫
বর্ণসঙ্কর	...	...	১৮১
বর্ণসঙ্করগণের জাতি-ব্যবসায়		...	১৮৭
অপসদ	...	...	১৯১

শাখা প্রশাখা ... ১৯৪ পৃষ্ঠ হইতে ২১২ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত

বৈদ্যজাতি	...	...	১৯৪
বৈদ্য-বংশাবলী	...	...	২০১
বৈদ্যগণের গোত্র	...	...	২০৪
অম্বষ্ঠ	...	...	২০৭
বৈদ্যগণের শ্রেণীবিভাগ	...	...	২০৮
বৈদ্যবংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ		...	২১০

বিশেষকাণ্ড...২১৩ পৃষ্ঠ হইতে ৪৬২ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত

কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণপঞ্চকের শাখা ও প্রশাখা	২১৩
কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণগণের আগমন-সময়-নির্ণয়	২১৭

বিষয়	পত্রাঙ্ক

শ্রীহর্ষের অধস্তন ধারার সীমা-সংখ্যা ...	২২৭
পাশ্চাত্য-বৈদিক-কথা	২৩৩
সাতশতীর বিশেষ বৃত্তান্ত ...	২৪০
সাতশতীদিগের গাঁই	২৪৩
সাতশতী-সম্বন্ধীয় কারিকা ...	২৪৮
যোগেশ্বর পণ্ডিত ও দেবীবর ঘটক	২৪৯
মেলোৎপত্তি	২৫৮
ছত্রিশ মেলের নির্ণয়-পত্র... ...	২৬৪
ফুলিয়া মেলের উৎপত্তিকাল ...	২৬৫
বল্লাল সেন	২৭১
কৌলীন্য-মর্য্যাদা-প্রদান	২৭৪
কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম-নির্ণয়	২৭৭
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশাবলী ...	২৮০
কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের পিতৃনামাদি	২৮৩
শাণ্ডিল্যে ক্ষিতীশ-বংশ	২৯০
বাৎস্যে সুধানিধি-বংশ	২৯৩
সাবর্ণিতে সৌভরি-বংশ	২৯৫
কাশ্যপে বীতরাগ-বংশ	২৯৬
ভরদ্বাজে মেধাতিথি-বংশ... ...	২৯৭
রাঢ়ীয় কৌলীন্য	২৯৯
বংশজ	৩০০
অগ্রদানী	৩০২

বিষয়			পত্রাঙ্ক
প্রতিগ্রাহী ব্যক্তিবর্গের নামাদি		...	৩০৭
বারেন্দ্র কুল	...	...	৩০৯
ঐ কাপ	...	...	৩১৩
ঐ করণ	...	...	৩১৬
কাপ-সমাজ	...	...	৩১৬
বারেন্দ্রশ্রেণীর কৌলীন্য	...	...	৩১৯
উত্তর বারেন্দ্র	...	...	৩২১
আদিশূরের রাজত্বকাল	...	...	৩২৪
আদিশূরের সময়-নিরূপণ	...	...	৩২৬
রাজভাটের কাহিনী	...	...	৩২৯
ঐ	আদিশূরের বংশাবলী ও রাজত্ব-কাল		৩৩১
কৌলীন্য	...	...	৩৩৩
ফুলিয়া মেল	...	...	৩৩৭
মেলবন্ধনের কৌলীন্য	...	...	৩৪১
কুলের পরিচয়	...	...	৩৪৪
বীরভদ্রী বর্ণন	...	...	৩৪৬
গাঙ্গুলী-বংশ	...	...	৩৪৯
সাবর্ণি গোত্রে বেদগর্ভ-বংশ		...	৩৫০
অবসথী (চট্টোপাধ্যায়)	...	...	৩৫১
বর্ণব্রাহ্মণ-প্রকরণ	...	...	৩৫২
সাময়িক কুল	...	...	৩৫৩
চাঁদবল্লভী-বর্ণন	...	...	৩৫৭
কুল-প্রশংসা	...	...	৩৬২

বিষয়			পত্রাঙ্ক
ব্রাহ্মণ্য-বিচার	...	...	৩৬৩
দ্বাদশপ্রকার ব্রাহ্মণ	...	...	৩৬৬
মেলের স্থান-নির্ণয়	...	...	৩৬৮
শ্রোত্রিয়দিগের স্থান-নির্ণয়		...	৩৭২
নবগ্রহ শ্রোত্রিয়-দোষ	...	...	৩৭৮
গোষ্ঠীপতির আবাস-নির্ণয়		...	৩৭৮
মার্জ্জিত শ্রোত্রিয়	...	...	৩৭৯
রাঢ়ী-সমাজে চলিত সাতশতী		...	৩৮১
সিদ্ধশ্রোত্রিয়-সংখ্যা	...	...	৩৮১
কুলক্রিয়ায় কুলঘাতক-দোষ		...	৩৮৩
ফুলিয়া মেলের বিশেষ কথা		...	৩৮৪
ভট্টনারায়ণ-বংশ	...	...	৩৮৬
গয়ঘড়	...	...	৩৯০
কাঁটাদিয়া	...	...	৩৯৩
খড়দহ মেল	...	...	৩৯৬
পঞ্চানন্দী দোষ	...	...	৩৯৯
কাশ্যপ-গোত্রে দক্ষ-বংশ	...	...	৪০০
চৈতলীর বংশ	...	...	৪০৫
বিজয়-বংশ (চট্টো)	...	...	৪০৭
সাবর্ণি গোত্রে বেদগর্ভ-বংশ		...	৪০৮
চৈতলী (কারিকা)	...	...	৪০৯
বল্লভী মেল	...	...	৪১১
সর্ব্বানন্দী মেল	...	...	৪১৩

বিষয়			পত্রাঙ্ক
ঘোষাল-বংশ	...	...	৪১৪
সুরাই মেল	...	...	৪১৫
ভরদ্বাজ-গোত্রে দ্যাকর-বংশ		...	৪২৩
কাঞ্জিলাল-বংশ	...	...	৪২৪
শিমলাল-বংশ	...	...	৪২৬
পণ্ডিতরত্নী মেল	...	...	৪৩১
বাঙ্গালপাশী মেল	...	...	৪৩২
বিজয়-পাণ্ডতী মেল	...	...	৪৩১
গোপাল-ঘটকী মেল	...	...	৪৩৩
আচার্য্যশেখরী মেল	...	...	৪৩৩
ছায়ানরেন্দ্রী মেল	...	...	৪৩৩
চাঁদাই মেল	..	...	৪৩৪
মাধাই মেল	...	...	৪৩৪
বিদ্যাধরী মেল	...	...	৪৩৪
পারিহাল মেল	...	...	৪৩৪
শ্রীরঙ্গভট্টী মেল	...	...	৪৩৫
মালাধর-খানী মেল	...	...	৪৩৫
কাকুৎস্থী মেল	...	...	৪৩৫
হরি-মজুমদারী মেল	...	..	৪৩৬
শ্রীবর্দ্ধনী মেল	...	...	৪৩৬
প্রমোদিনী মেল	...	...	৪৩৬
দশরথ-ঘটকী মেল	...	...	৪৩৭
শুভরাজ-খানী মেল	...	...	৪৩৭

বিষয়			পত্রাঙ্ক
নড়িয়া মেল	...	...	৪৩৭
রায় মেল	...	...	৪৩৮
চট্ট-রাঘবী মেল	...	...	৪৩৮
দেহাটা মেল	...	...	৪৩৮
ছয়ী মেল	...	...	৪৩৯
ভৈরব-ঘটকী মেল	...	...	৪৩৯
আচম্বিতা মেল	...	...	৪৪০
ধরাধরী মেল	...	...	৪৪০
বালী মেল	...	...	৪৪০
রাঘব-ঘোষালী মেল	...	...	৪৪১
শুঙ্গো সর্ব্বানন্দী মেল	...	...	৪৪১
সদানন্দ-খানী মেল	...	...	৪৪১
চন্দ্রপতি বা চন্দ্রশেখরী মেল		...	৪৪১
ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের শেষ কথা		...	৪৪২
পূতিতুণ্ড-বংশাবলী	...	...	৪৪৬
কুমুদ-ন্যায়ালঙ্কার-বংশ (কাঞ্জারি)		...	৪৪৭
কেশরগ্রামি-বংশ	...	...	৪৫২
গুড়-বংশ	...	...	৪৫৮

উপসংহার··· ৪৫৮ পৃষ্ঠ হইতে ৬০০ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত

ষট্‌পঞ্চাশৎ গ্রামীণের নির্ণয়-পত্র		...	৪৬৩
মেলসংক্রান্ত বচন	...	...	৪৬৫
নিত্যানন্দের বংশমর্য্যাদা ...		...	৪৬৮

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক
ব্রাহ্মণ্য ও কৌলীন্য-লোপ	...	৪৭১
প্রসিদ্ধ বংশজ-সমাজ ...	...	৪৭৪
বারেন্দ্রের নূতন গাঁই-সৃষ্টি	..	৪৭৭
রাঢ়ী-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পিত্রাদির পরিচয়		৪৮২
বাৎস্য-গোত্রে ছান্দড় ও ধরাধর	...	৪৮২
সাবর্ণি-গোত্রে বেদগর্ভ ও পরাশর	...	৪৮৩
শাণ্ডিল্য-গোত্রে ভট্টনারায়ণ	...	৪৮৩
কাশ্যপ-গোত্রে দক্ষ ও সুসেন	...	৪৮৪
ভরদ্বাজে শ্রীহর্ষ ও গৌতম	...	৪৮৪
ব্রাহ্মণগণের বেদ-নির্ণয় ...	...	৪৮৭
রাঢ়ী বারেন্দ্রের শ্রেণীবিভাগ	...	৫০০
যাজ্ঞিক পঞ্চ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের বেদ-নির্ণয়		৫০৫
সর্ব্বদ্বারী-বিবাহ-কথা ...	...	৫০৮
খড়দহ কামদেব-বংশ ...	...	৫১০
পূর্ব্বগ্রামী, দীঘল ও চোৎখণ্ডী	...	৫১২
দোষপরীহার-বাক্য ...	...	৫১২
বারেন্দ্র-কুলজী ...	...	৫১৩
কাশ্যপ-গোত্রে ভাদুড়ী ...	...	৫১৩
কাশ্যপে মৈত্রেয়-গাঁই ...	...	৫১৫
শাণ্ডিল্য-গোত্র ...	...	৫১৬
শাণ্ডিল্যে নন্দনাবাসী ...	...	৫১৮
শাণ্ডিল্যে চম্পটী-গাঁই ...	...	৫১৯
বাৎস্য-গোত্রে সঞ্জামিণি ...	...	৫১৯

বিষয়	পত্রাঙ্ক

ভরদ্বাজ গোত্র	৫২১
আঢ্য কাপ	৫২১
দৈবজ্ঞ	৫২৩
বৈষ্ণব	৫২৫
জুগী বা যোগী	৫২৬
কায়স্থের জাতি-বিচার	৫৩৩
কৌলীন্য-দোষ-সমীকরণ	৫৩৭
বঙ্গজ কায়স্থের গুহ-বংশের পরিচয় ...	৫৪০
(মুং ফুং) কেশবের পরিচয় ...	৫৪১
গৌড়ে বিদ্যার পুনঃ-প্রকাশ ...	৫৪৩
ফুলের মুখটী ও পীরালীর ঠাকুর উপাধির কারণ	৫৪৫
অর্জ্জুন মিশ্রের পরিচয়	৫৪৭
সুলো পঞ্চাননের পরিচয়	৫৫০
শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ মহর্ষির বয়ঃক্রম ...	৫৫৫
ঐ ভাটের কাহিনী	৫৫৬
মাধব সেনের রাজ্যসীমা	৫৫৮
মহেশ্বর মিশ্রের পরিচয়	৫৬০
হরি মিশ্রের পরিচয়	৫৬২
এড়ু মিশ্রের পরিচয়	৫৬২
নবদ্বীপের অন্তর্গত নয়টী দ্বীপ ...	৫৬৯
সর্ব্বদ্বারী বিবাহের অপ্রচলন ...	৫৭০
রাঢ়-দেশ ও নবদ্বীপ-সীমা ...	৫৭১
দ্বাদশ দ্বীপের বিবরণ	৫৭২

বিষয়			পত্রাঙ্ক

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পরিচয় ৫৭৫
হরি মিশ্র ও ধ্রুবানন্দাদির পরিচয় (কারিকা) ৫৭৭
কুলীনগণের গঙ্গাবাস ৫৮০
মেলাধিপতি ৫৮২
কান্যকুব্জ-সন্তানের বৈদ্যের পৌরোহিত্য-পরিত্যাগ ৫৮৪
আধুনিক রাজবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব-নাশ ... ৫৯০
আধুনিক ক্ষত্রিয়াদির বিবরণ ... ৫৯২
খড়দহের মেলনায়ক-প্রশংসা ... ৫৯২
বল্লভী-মেল-নায়ক-প্রশংসা ... ৫৯৩
সর্ব্বানন্দী-মেল-নায়ক-প্রশংসা ... ৫৯৪
পণ্ডিতরত্নী ও বাঙ্গালপাশাদি ... ৫৯৫

উপসংহার-বাক্য ৫৯৭-৬০০
মহাকবি ভারতচন্দ্র ৫৯৭
রাজা রামমোহন রায় ৫৯৮
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০০

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠ	পঙক্তি		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪	নিম্ন হইতে	৬	কঁয়ারী	কোয়ারী
৪৫	,, ,,	১০	বঙ্গাবিধ	বঙ্গাধিপ
৫৩	উর্দ্ধ ,,	৮	কামানপুর	কামালপুর
৫৩	নিম্ন ,,	৩	পাতুল	পাতুম
১১৪	,, ,,	১	অয়ঞ্চ	অহঞ্চ
১৪৯	,, ,,	১০	নরপতি	শ্রীনাথ
১৮৬	,, ,,	৯	বাইটী	বাইতী
১৮৮	,, ,,	৭	হকুমপত্রেতে	হুসুমপুরেতে
১৮৮	,, ,,	৮	ধেয়েতে	ধেঁয়েতে
২১৭	,, ,,	৮	উহাঁদিগকেও	উহাঁদিগেরও অধস্তন বংশে
২৪৭	উর্দ্ধ ,,	২	বুনোন	বুড়োম
২৫০	,, ,,	১	সর্ব্বানন্দী	বাঙ্গালপানী
২৮০	নিম্ন ,,	১	পূর্ব্বে	পূর্ণে
২৯৪	উর্দ্ধ ,,	৫	কনীয়াংসস্তুল্যো	কনীয়াংস্ত তুল্যো
২৯৬	নিম্ন ,,	৫	শ্রীকর	শ্রীধর
৩০৩	,, ,,	৬।৫	আখ্যাপ্রাপ্ত	হইতে বঞ্চিত
৩১৬	,, ,,	৩	বাক্‌ক্যারি, কোলা, লম্নাবাড়ী	বাক্‌কাবারি, খোলা, নয়াবাড়ী
৩২২	,, ,,	১	রাঢ়ী	পার রাঢ়ী

৩২৪ শেষ ৭ম শ্লোকের পরে বসিবে—

কর্ত্তব্যো মতমালোচ্য সচিবানাং সুহৃজ্জনৈঃ।
প্রেষয়ামাস সদ্যঃ স দূতান্ শ্বশুরসন্নিধৌ ॥ ৮ ॥
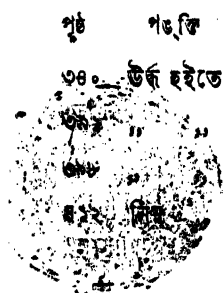
পৃষ্ঠ	পঙ্‌ক্তি			অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪০	উর্দ্ধ	হইতে	১০	(২৪শ) বিশ্বেশ্বর	(২৫শ) বিশ্বেশ্বর
[illegible]	,,	,,	১০	সঙ্কেত	হরি
[illegible]	,,	,,	৮	ত্রয়মুখো	ত্রয়ো মুখা
৪১২	নিম্ন	,,	৪	২৯শ গৌরীচরণ ও কালীপ্রসাদ	২৯শ রমাকান্ত ৩০শ গৌরীচরণ
				৩০শ দীননাথ	৩১শ রামরতন ও কালীপ্রসাদ
				৩১শ উপেন্দ্র	৩২শ কালীপ্রসাদ-সুত দীননাথ
				৩২শ উপেন্দ্র-সুত, নাম অজ্ঞাত	৩৩শ উপেন্দ্র ৩৪শ বীরেশ্বর
৪৩১	উর্দ্ধ	,,	২।৩	২৩।২৪।২৫	২৪।২৫।২৬
৪৭৮	,,	,,	১২	উদয়নাচার্য্য	কংসনারায়ণ
৪৮৩	নিম্ন	,,	৩	ঋষিঃ	মুনিঃ
৪৮৪	উর্দ্ধ	,,	১০	,,	,,
৪৮৮	,,	,,	১১	প্রসব	উৎপাদন
৫২৯	,,	,,	৬	নবরত্ন	ন্যায়রত্ন
৫৩৫	,,	,,	৪	আর্য্যা, শূদ্র	আর্য্য পিতা,
	,,	,,		মাতা, পিতা	শূদ্র মাতা
৫৪১	নিম্ন	,,	১	সুত।	সুত বিষ্ণু।
৫৫৫	,,	,,	৭	মতল্লিত	মতল্লিতঃ
৫৭০	উর্দ্ধ	,,	৪	৬ষ্ঠ,	৬ষ্ঠ, ঋতুদ্বীপ—

অ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
অগ্রদানী	৩০২
অঙ্গিরা-বংশ	৮০
অদিতি-বংশ	৭৫
অদ্বৈত প্রভুর বংশের একদেশ	৪৮১
অন্ত্যজ শূদ্রাদি	১৯০
অপসদ ও অন্ত্যজ জাতি	১৯১
অপ্সরা-কুল	৭৮
অবসথী (চট্টো)	৩৫১
অম্বষ্ঠ (বৈদ্য)	২০৭
অর্জ্জুন মিশ্র	৫৪৭

আ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
আগুরী (উগ্র-ক্ষত্রিয়)	১৮৭
আচম্বিতা মেল	৪৪০
আচার্য্য (দৈবজ্ঞ)	৫২১
আচার্য্যশেখরী মেল	৪৩৩
আদিশূর ও সেন-বংশের রাজত্বকাল	৩২৪
আদিশূরের বংশ	৩৩১
আদিশূরের সময়-নিরূপণ	৩২৬

উ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
উগ্র-ক্ষত্রিয় (বা আগুরী)	১৮৭।১৯০
উত্তর বারেন্দ্র	৩২১
উৎসাহ-(মুখো)-বংশ	২২৭
উদ্ধারণ দত্ত	৩৪৮
উপক্রমণিকা	১
উপসংহার-বাক্য	৫৯৭

ঋ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ঋষিগণের উৎপত্তি	৬৯
ঐ , বংশাবলী	৭১

এ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
এড়ু মিশ্র	৫৬২

ঔ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ	৫৯

ক

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কদ্রু সন্তান	৭৭
কপিলা-সন্তান	৭৮
কবিকঙ্কণ (মুকুন্দরাম)	২৬৭
কর্ম্মকার (কামার)	১৬৮
কাঁটাদিয়া (বন্দ্য)	৩৯৩
কাঁসারি (পুঁটুলী)	১৭০
কাকুৎস্থী মেল	৪১৫
কাঞ্জারী-বংশ (কুমুদ)	৪৪৭
কাঞ্জিলাল-বংশ	৪২৪
কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ	১৮
ঐ পিতৃগণের নামাদি	২৮৩
ঐ শাখা প্রশাখা	২১৩
কাপ (বারেন্দ্র)	৫২০
কামদেব-বংশ	৫১১
কায়স্থজাতি	১০৯।৫৩৩
ঐ উত্তর-রাঢ়ী	১১০
ঐ দক্ষিণ-রাঢ়ী-সমাজ	১৫১
ঐ বঙ্গজ	১৩৫
ঐ বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ী	১৩১
ঐ বারেন্দ্র	১২৬
কাশ্যপ-কাঞ্জারী	৩৯৮
কাশ্যপে দক্ষবংশ	২৪।৪০০

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কাশ্যপে বীতরাগ-বংশ	২৯৬
ঐ ভাদুড়ী	৫১৩
ঐ মৈত্র গাঁই	৫১৫
কুম্ভকার (কুলাল)	১৬৭
কুরী (পুঁটুলী)	১৭০
কুলঘাতক-দোষ	৩৮৩
কুল-প্রশংসা	৩৬২
কুলীন (রাঢ়ীয়)	২৭৪
কুলীনের কুলপরিচয়	১০।৩৪৪
ঐ পঞ্চানর্থী দোষ	৩৯৯
কুল্লূকভট্ট	২৩০
কৃত্তিবাস পণ্ডিত (মুখো)	২৬৫
কৃষ্ণচন্দ্রভূপতির পূর্ব্ব-পুরুষ-বৃত্তান্ত	৪৫২
কৃষ্ণচন্দ্রভূপতির বংশাবলী	২৮০
কৃষ্ণজীবন (বিষ্ণুঠাকুর-প্রমুখ)	৪৪৪
কৃষ্ণানন্দ (শিমলাল)	৩৭৪
কেশব চক্রবর্ত্তী	৩৫৬
কৈবর্ত্ত	১৭১
কৌলীন্য	৩৩৩
কৌলীন্য-দোষ-পরীহার-বাক্য	৫১২

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কৌলীন্য-দোষ-সমীকরণ	৫৩৭
কৌলীন্য-প্রাপ্তি	২২০
কৌলীন্য মর্য্যাদা-ভেদ	২৫৯
কৌলীন্য-সমীকরণ	২২৫।২৭৪
ক্ষত্রিয়জাতি	১০১
ক্ষিতীশ-বংশ (শাণ্ডিল্য)	২৯০

খ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
খড়দহ মেল	৩৯৬
ঐ নবগ্রহ-দোষ	৩৫৫

গ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
গন্ধবণিক্ (পুঁটুলী)	১৭০
গন্ধর্ব্ব-কুল	৭৮
গয়ঘড় (বন্দ্য)	৩৯০
গাঙ্গুলী-বংশ	৩৩৯
গুড়গ্রামী	২৮।৪৫৮
গুরু-বিষয়	৪১।৪৩
গোত্র ও প্রবর	৮।৪৪।৫৯।৯০
গোত্রসমূহের নামাদি	৫৯
গোপ (বা গোয়ালা)	১৭৪
ঐ (সদ্গোপ)	১৫৪
গোপাল-ঘটকী মেল	৪৩৩
গোপীনাথ-প্রমুখ কৃষ্ণ ঠাকুর (ফুলিয়া)	৪৪৪
গোবর্দ্ধনাদি কবি	২৩৭
গ্রহদিগের জাতি	৮৫
গ্রহাচার্য্য (দৈবজ্ঞ)	৫২৩

ঘ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ঘটক (বা কুলাচার্য্য)	১২
ঘোষাল-বংশ	৪১৪

চ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
চট্ট (অবসথী)	৩৫১
চট্ট-বংশ	৪০০
চট্ট-রাঘবী মেল	৪৭৮
চন্দ্রপতি বা চন্দ্রশেখরী মেল	৪৪১
চম্পটী (শাণ্ডিল্য)	৫১৯
চাঁদবল্লভী	৩৫৭
চাঁদাই মেল	৪৩৪
চৈতন্যদেব-বৃত্তান্ত	৪৯।২২৯।২৫৮
চৈতলী-বংশ	৪০৫।৪০৯
চোৎখণ্ডী	২৯৪।৫১২

ছ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ছত্রিশ মেলের নির্ণয়-পত্র	২৬৪
ছয়ী মেল	৪৩৯
ছায়ানরেন্দ্রী মেল	৪৩৩

জ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	৩৭২
জয়দেব ও গোবর্দ্ধন কবি প্রভৃতি	২১৯।২৬৯
জাতির উৎকর্ষ	৫১২
জুগী	৫২৬

ঠ

ঠাকুর উপাধি	৫৪৫

ত

তন্তুবায় (তাঁতি)	১৬৪
তাম্বুলী (তাম্বূলী)	১৭০
তিলী (তেলী)	১৬৩

দ

দক্ষ-বংশ (কাশ্যপ)	২৪।৪০
দনায়ু-সন্তান	৭৭
দনুর সন্তান	৭৬
দশরথ-ঘটকী মেল	৪৩৭
দাক্ষিণাত্য বৈদিক	৩২
দিতির বংশ	৭৬
দীঘল গাঁই	২৯৪।৫১২
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০০
দুর্গাবর পণ্ডিত (বল্লভী)	৪১২

বিষয়	পত্রাঙ্ক
দেওয়ান মহাশয় (পালধি)	৩৭[illegible]
দেবীবর ঘটক	২৪৯।৪৭[illegible]
দেহাটা মেল	৪৩৮
দৈবজ্ঞ (গণক)	৫২[illegible]

ধ

ধন চাটুতি	৪০৭
ধরাধরী মেল	৪৪০
ধ্রুবানন্দ মিশ্র	৫৭৫

ন

নড়িয়া মেল	৪৩৭
নন্দনাবাসী (শাণ্ডিল্য)	৫১৮
নবশাখ (নবশায়ক)	১৫৪
নাপিত (নরসুন্দর)	১৬৯
(মুংফুং)নারায়ণ-ঠাকুর-বংশ	৪৪[illegible]
নিত্যানন্দের বংশমর্য্যাদা	৪৬৮
নুলো পঞ্চানন	৫৫০

প

পণ্ডিতরত্নী মেল	৪৩১।৪৬৮।৫৯
পরিবর্ত্ত-লক্ষণ	১১
পারিহাল মেল	৪৩৪
পিতৃলোকের নাম (অগ্নিষ্বাত্তাদি)	৮[illegible]

বিষয়	পত্রাঙ্ক
পুঁটুলী (তামুলী প্রভৃতি)	১৭০
পূতিতুণ্ড-বংশ	৪৪৬
পূর্ব্বগ্রামী	২৮৪।৫১২
প্রতিগ্রাহী (অগ্রদানী)	৩০৭
প্রবর	৮।৯০
প্রমোদিনী মেল	৪৩৬

ফ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ফুলিয়া মেল	৩৩৭।৩৮৪।৪৪২

ব

বিষয়	পত্রাঙ্ক
বংশজ	৩০০।৪৭৪
বঙ্গে তান্ত্রিক-কার্য্য	৩২
বন্দ্যবংশ	৩৮৭
বর্ণ-ব্রাহ্মণ	৩৫২
বর্ণসঙ্কর এবং অন্ত্যজ শূদ্রাদি	১৮১
বল্লভী মেল	৪১১।৫৯৩
বল্লাল সেন	১৭১
বাঙ্গালপাশী মেল	৪১২।৫৯৫
বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়-বংশ	২৬
বারুজী (বারুই)	১৬৬
বারেন্দ্র-কুলজী	৫১৩
বারেন্দ্র-শ্রেণী	৩০।৩০৯।৩১৩। ৩১৬।৩১৭।৪৭৭
বারেন্দ্রে-পঞ্চ-মহর্ষি-বংশ	৫১৩
ঐ শাণ্ডিল্য	৫১৬।৫১৮০
ঐ সুধানিধি-বংশ	২৯৩।৫১৯
বালী মেল	৪৪০
বিজয়-পণ্ডিতী মেল	৪৩৩
বিজয়-বংশ (ধন চাটুতি)	৪০৭
বিদ্যাধরী মেল	৪৩৪
বিনতা-সন্তান	৭৭
বীরভদ্রী দোষ	৩৪৬
বেদগর্ভ-বংশ(সাবর্ণি)	৩৫০।৪০৮
বৈদিক-শ্রেণী — দাক্ষিণাত্য	৩২
ঐ পাশ্চাত্য	৪০।২৩৩
ঐ শ্রেণীর ৪২ গোত্র	৬৮
বৈদ্যজাতি	১৯৪
বৈশ্যজাতি	১০৫
বৈষ্ণব	৫২২
ব্রাহ্মণ দ্বাদশ-প্রকার এবং দেশবিভাগ	৩২।৩৭।৩৬৬।৩৬৭
ব্রাহ্মণের বেদ নির্ণয়	৪৮৭।৫০৫
ব্রাহ্মণ্য ও কৌলীন্য-লোপ	৪৭১
ব্রাহ্মণ্য-বিচার	৩৬৩

ভ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভট্টনারায়ণ-বংশ	২২।৩৮৬।৪৮৩

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভট্টনারায়ণের কেশর-গ্রামী	৪৫২
ভট্টনারায়ণাদির ভৃত্যপঞ্চক	১৯
ভরদ্বাজে শ্রীহর্ষ-বংশ	১৭।২৭।৪৮৪
ঐ মেধাতিথি বংশ	২৯৭
ভারতচন্দ্র রায়	৫৯৭
ভিন্ন-শ্রেণীর বিবাহ-কথা	৫০৮
ভৃগু-কুল	৭৯
ভৈরব-ঘটকী মেল	৪৩৯

ম

বিষয়	পত্রাঙ্ক
মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ	৫৪
ঐ বিশেষ বিবরণ ও শ্রেণী-বিভাগ	৪৮৬।৫০৭
মনু-বংশাবলী	৭২
মনু-বৃত্তান্ত	৯৪
(মুং কুং) মনোহর-বংশ	৩৩৯
মহর্ষি বিভাগ	৯৭
মহেশ্বর মিশ্র	৫৬০
মাধাই মেল	৪৩৪
মালাধর-খানী মেল	৪৩৫
মালী জাতি	১৬১
মুখবংশে মুরারি মিশ্র	২৩৮
মল	২৪৯।২৬৪
মেলবন্ধনের কৌলীন্য	৩৪১
মেলসংক্রান্ত বচন	৪৬৫
মেলের স্থান নির্ণয়	৩৬৮
মেলোৎপত্তি	২৪৯
মোদক	১৬৫

য

বিষয়	পত্রাঙ্ক
যোগেশ্বর পণ্ডিত (খড়দহ)	২৪৯

র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
রঘুনন্দন (স্মার্ত্ত)	৫৩
রঘুমণি বিদ্যাভূষণ (কাঞ্জারি)	৩৭৪
রাঘব-ঘোষালী মেল	৪৪১
রাজপুত	১০৪
রাজা রামমোহন রায়	৫৯৮
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র	২০।২৪।২৮৫।২৮৬।৪৮২।৫০০
রাঢ়ীয় কৌলীন্য	২৯৯
ঐ ৫৬ গাঁই	২৩।২৯।৪৬৩
ঐ ৫৯ গাঁই	২৯৪।২৯৫
রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী (বন্দ্য)	৪৬৬
রায় মেল	৪৩৮

ল

বিষয়	পত্রাঙ্ক
লক্ষ্মণ সেন (দ্বিতীয়)	২২২।৪৬৩

বিষয়	পত্রাঙ্ক
শাঁখারি	১৭০
শাণ্ডিল্য-গোত্রে ভট্ট-নারায়ণ-বংশ	২২
শিমলাল-বংশ	৪২৬
শুঙ্গা সর্ব্বানন্দী মেল	৪৪১
শুভরাজ-খানী মেল	৪৩৭
শূদ্রজাতি	১০৭
শূদ্রপ্রকরণ—কায়স্থজাতি	১০৯
শ্যামাচরণ সরকার (শিমলায়ী)	৩৭২
শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর (মুং কুং)	৪৪৫
শ্রীগর্ভ	২২৭
শ্রীবর্দ্ধিনী মেল	৪৩৬
শ্রীরঙ্গভট্টী মেল	৪৩৫
শ্রীহর্ষ-বংশ	২৭, ২২৭।৪৮৪
শ্রীহর্ষাদি ঋষির বয়ঃক্রম	৫৫৫
শ্রেণীবিভাগ	৫০০
শ্রোত্রিয়	১[illegible]।৩৭২।৩৭৮।৩৭৯
শ্রোত্রিয়-দোষ—নবগ্রহ	৩৬৮
শ্রোত্রিয় (সিদ্ধ)	৩৭১

ষ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ষট্‌পঞ্চাশৎ গাঁই	৪৬১

স

বিষয়	পত্রাঙ্ক
সঙ্গামণি (বাৎস্য)	৫১৯
সদানন্দ-খানী মেল	৪৪১
সদ্গোপ	১৫৪
সম্বন্ধধারী বিবাহ-কথা	৫০৮
ঐ অপ্রচলন	৫৭০
সর্ব্বানন্দী মেল	৪১৩
সাতশতী ব্রাহ্মণ	৫১।২৪০।৩৮১
সাবর্ণি-গোত্রে বারেন্দ্রের পরাশর	৪৮৩
ঐ বেদগর্ভ-বংশ	৫।৩৫০।৪০৮
ঐ সৌভরি-বংশ	২৯৫
সাময়িক কুল	৩৫৭
সামান্যকাণ্ড আরম্ভ	১৪
সুধানিধি (বাৎস্য)	২৯৩
সুরাই মেল	৪১৫
সেকরা ও স্বর্ণবণিক	১৮৩।১৮৪
সেকরা (.শখর)	১৮৪
স্বর্ণবণিক ও সেকরা	১৭৫

হ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
[illegible]দারী মেল	৪৩৬
[illegible] মিশ্র	৫৬২
[illegible]	২২২

উৎসর্গ-পত্র।

পরম পূজনীয় শ্রীলশ্রীযুক্ত

ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি

মহর্ষিপ্রবর পূর্ব্বপিতামহবর্গ শ্রীচরণাম্বুজেষু—

হে ব্রহ্মর্ষিকল্প পূর্ব্বপিতামহগণ!

বঙ্গভূমির পাপ-বিনাশ-জন্য এবং বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য-সংস্থাপন-জন্যই কি তোমাদিগের ঔরসে প্রজাপতিবর্গ পুনর্ব্বার ভট্ট-নারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড়, গৌতম, পরাশর, দামোদর, সুসেনাদি ঋষিপ্রবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? নতুবা কলিযুগে শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত আর কোন স্থলে তেমন অসামান্য অলৌকিক ব্যাপার ত দেখিতে পাই না। আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত যে, ভট্টনারায়ণাদি এ কল্পের সাক্ষাৎ প্রজাপতি বা প্রত্যক্ষ দেবতা।

হে পূর্ব্বপিতামহগণ! আমার এই গ্রন্থের অধিষ্ঠাতৃ-দেবই তোমরা; তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া যখন সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়াছি, তখন তোমাদিগকে সুপ্রণালীক্রমে যথা-রীতি পূজা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু শোকতাপে নিতান্ত আক্রান্ত হওয়ায় সজল গন্ধ পুষ্প দ্বারা আরাধনা সাঙ্গ করিতে হইল। সকলের শ্রীচরণসমীপে গন্ধ-পুষ্পও দিতে সমর্থ হইলাম না, সপ্রণাম বিন্দুমাত্র বারি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তোমা-দিগকে পুনর্ব্বার হৃদয়ে সংস্থাপিত করিলাম। সুক্ষেত্রে পতিত

অণুমাত্র বীজকণা হইতে যেমন মহামহীরুহ উৎপন্ন হয়, তেমনি মদীয় ভক্তিরস-সিক্ত হৃৎপদ্ম ও করস্বরূপ পত্র অণুমাত্র হই-লেও যুষ্মৎ-শ্রীচরণে পতিত হইবামাত্র উহা আমার পক্ষে কল্পতরু হইবে, এই বিশ্বাসে এই গ্রন্থ তোমাদিগের শ্রীচরণ-সমীপে একখানি কুচো নৈবেদ্য-স্বরূপে উৎসর্গ করিলাম। তোমরা প্রসন্ন হইয়া পূজা গ্রহণপুরঃসর আশীর্ব্বাদ কর, যেন আর শোক তাপ না পাই, এবং ভবিষ্যতে তোমাদিগের যথোচিত পূজা করিতে পারি। প্রার্থনা সাঙ্গ করিয়া অচ্ছিদ্রা-বধারণপুরঃসর স্নেহের পাত্র বঙ্গীয় ভবিষ্য পুরুষদিগকে আশীর্ব্বাদ-লাভার্থ ও শান্তিকামনায় তোমাদিগের শ্রীচরণের নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ ও শ্রীচরণের সুধা সেবন করিতে অনুরোধ করি। অলমতিপল্লবিতেন। ইতি

হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুল, চুঁচুড়া
১লা বৈশাখ ১১০৩

প্রণত শ্রীচরণ সেবক
শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সম্বন্ধনির্ণয় নামক বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের (ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের) পরিচয়পুস্তক লিখিত হইল। ইহার রচনাবিষয়ে কোন বিদেশীয় পুস্তক অবলম্বন করি নাই। আমাদিগের সমাজ ও ভাষার ভাণ্ডারে যে সকল পুস্তক আছে, তাহাই এই পুস্তকের প্রধান অবলম্বন। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের পরিচয় দ্বারা বাঙ্গালা দেশের ইতিবৃত্তেরও অনেক সমাচার পাওয়া যাইবে, এবং আমাদিগের ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে পারিবে, ভাবিয়াই এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তকে সমূলক করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। এই পুস্তকের দোষগুণ বিচারের ভার দোষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি অর্পিত হইল। তাঁহাদিগকে সাদরে ও সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, এই পুস্তকখানি যে একেবারে দোষসম্পর্কশূন্য হইয়াছে, ইহা বলা আমার মূঢ়তা মাত্র। তবে আমি এইমাত্র কহিতে সাহসী হই, পাঠকগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তকখানির প্রতি একবার আদ্যোপান্ত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পাঠের শ্রম নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমি বঙ্গদেশীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে এই পুস্তকখানি সসম্মান উপহার দিলাম। তাঁহারা এখানিকে যেন পাণ্ডুলিপি-

স্বরূপ মনে করেন। এবং ইহার কোন অংশে যদি আমার ভ্রম প্রমাদ হইয়া থাকে দেখেন, তাহার সংশোধনের আদেশ প্রদান দ্বারা অনুগৃহীত করেন। এই পুস্তকখানি যদি আমাদিগের সমাজের পক্ষে কিঞ্চিদংশে উপকারক হয় বুঝিতে পারি, তাহা হইলে ইহার অবশিষ্টাংশ শীঘ্রই প্রকাশ করিব। এই পুস্তকে যে সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তত্তৎস্থলে তাহার নামাদির উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞাপনে তাহা বলা পুনরুক্তি মাত্র। এই পুস্তক-সংগ্রহ-বিষয়ে যাঁহারা সৎপরামর্শ দিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। ইতি

কৃষ্ণনগর নর্ম্ম্যাল স্কুল
৭ই কার্ত্তিক ১২৮২

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্ব্বাভাস

সম্বন্ধনির্ণয় যে উদ্দেশ্যে লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে পূর্ণকাম হইয়াছি। যদিও প্রথম বারের মুদ্রিত পুস্তক নিঃশেষিত হইতে বিংশতি বর্ষেরও অধিক কাল গত হইয়াছে সত্য, তথাপি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, গণ্য, মান্য, কুলজ্ঞ, পণ্ডিত ও সামাজিক ব্যক্তিমাত্র আগ্রহ-সহকার ইহা পাঠ করিয়াছেন; ইহাই আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় কহিতে হইবে।

এই গ্রন্থের কলেবর পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণাধিক হইলেও আমার মনস্তুষ্টি হয় নাই। অপিচ, ইহার পুনঃ-সংস্করণ বিষয়ে যাদৃশ শ্রম ও যত্ন করা আবশ্যক, তাদৃশ হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে সংশয়স্থল। এরূপ বস্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্দ্ধন ও পরিমার্জ্জন যে প্রণালীতে হওয়া উচিত, তাহা ক্ষুদ্র আয়তনের বস্তুতে হইতে পারে না। তন্নিমিত্ত এই সংস্করণকেও দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি জ্ঞান করি। সুতরাং পাঠকগণ ইহার দোষ গুণ-বিচারে সম্পূর্ণ অধিকারী। সহৃদয় পাঠকগণ যদি কৃপা করিয়া দোষ সংশোধন পুরঃসর আমাকে জানাইয়া অনুগৃহীত করেন, তাহা হইলে সুকৃতজ্ঞহৃদয়ে নিজ-দোষ সংশোধন করিব ও তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত হইব।

কুলীনদিগের ধারাবাহিক বংশাবলী ও মেলমালার চুম্বক-ভাগ এবং কতিপয় শ্রোত্রিয়-বংশের বিশেষ পরিচয় ইহাতে লিখিত আছে বটে, কিন্তু সমুদয় কুলের শাখাপ্রশাখার সহিত

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাল্‌টী-প্রকৃতির যথারীতি দোষ-গুণের কীর্ত্তন না দেখিলে নিকষ কুলীনগণ পরিতুষ্ট হইবেন না বলিয়া সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রথম পরিশিষ্ট ও দ্বিতীয় পরিশিষ্ট নামে দুইখানি পৃথক্ পুস্তকে বংশাবলী ও মেলপ্রকরণ প্রকাশিত হইবে।

পরিশেষে বিশেষ বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভাবধি নানাপ্রকার দৈব-দুর্ঘটনা ও শোক-তাপ-হেতু মুদ্রাকরদিগের অক্ষর-সংযোজনার ভ্রমপ্রমাদ যথারীতি সংশোধন করিয়া উঠিতে পারি নাই। আশা করি, পাঠকগণ আমার সে অপরাধও অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুল, চুঁচুড়া
১লা বৈশাখ সংবৎ ১৯৫৩ } শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

PREFACE TO THE SECOND EDITION.

The first edition of this work on the various classes of Hindus in Bengal and their relations with one another was published in 1874. The present is a revised edition in a greatly enlarged form. The materials of the accounts given here have not been drawn from any foreign source of information, but are almost entirely founded upon the ancient literature of our own country supplemented by local traditions. Many interesting descriptions of local peculiarities and of the various *Samájas* or social divisions and guilds existing in Bengal have been given. My object has been to make the present as well as the future generations of my country acquainted with the past glories of our ancestors and it is now for my readers to judge how far I have been successful. It is my humble belief that they will not be entirely disappointed, if they will but kindly take the trouble of going through the work. It is perhaps superfluous for me to say that I should consider myself

amply rewarded if my labours prove to be useful and interesting to the public. Though I have spared no pains to ensure accuracy of information and corrections in point of style and printing, I should be extremely thankful if any of my readers would kindly point out any errors that might have inadvertently crept in.

Chinsura
Hugli Normal School
12th April 1896

LÁLMOHAN VIḌYÁNIDHI
BHAṬṬÁCHÁRYYA.

SAMBANDHANIRNAYA

OR

A SOCIAL HISTORY OF THE PRINCIPAL HINDU CASTES IN BENGAL

BY

LÁLMOHAN VIDYÁNIDHI

HEAD PANDIT, NORMAL SCHOOL, HUGLI ; AND AUTHOR OF KÁVYANIRNAYA (A BENGALI RHETORIC), THE PRIMITIVE STATE OF INDIAN ARYÁNS &C.

SECOND EDITION

REVISED AND ENLARGED.

"A people that could feel no pride in the past, in its history and literature, lost the mainstay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature, and drew hope for the future from the study of the past. Something of the same kind was now passing in India."

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORIENTALISTS—
PROFESSOR MAX MULLER'S ADDRESS.

CALCUTTA :

PRINTED AND PUBLISHED BY

ŚASIBHÚSHAṆA BHAṬṬÁCHÁRYYA

AT THE GIRIS'A-VIDYÁRATNA PRESS,

24, GIRIŚÁ-VIDYÁRATNA'S LANE.

1896.

Price Two Rupees.

সম্বন্ধনির্ণয়

বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের

সামাজিক বৃত্তান্ত

হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, কাব্যনির্ণয়
(বাঙ্গালা অলঙ্কার), ভারতীয় আর্য্যজাতির
আদিম অবস্থা প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য-
প্রণীত।

পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত
দ্বিতীয় সংস্করণ।

চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিরিতিহাসপুরাতনম্।
সঙ্কীর্ত্তয়েৎ সদা ভক্ত্যা দেবঋষিস্বধাভুজাম্॥
উদয়নাচার্য্যধৃত কুলার্ণব-তন্ত্রের বচন।

কলিকাতা

২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন্,
গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে
শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৩।

মূল্য—২৲ দুই টাকা।